



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2016

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতন নিরহংকারী আর নিষ্কাম সেবাধারী, -এ রকম আর কেউই হয় না। যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বেরই রাজত্ব বাচ্চাদেরকে প্রদান করে, উনি নিজে বানপ্রস্থে গিয়ে বসে থাকেন।"

প্রশ্ন :- বাবার কি এমন বার্তা সমস্ত পৃথিবীতেই তা ছড়িয়ে দিতে হবে, তোমাদেরকেই ?

উত্তর :- তোমরা সবাইকেই এই বার্তা জানাও যে, তোমরা দুঃখ- হরণকারী সুখ-প্রদানকারীর সন্তান। তাই তোমরা কদাপি কাউকে দুঃখ দিতে পারো না। যেহেতু তোমরা সুখ প্রদানকারী বাবার স্মরণে থাকো। তাই ওনাকে অনুসরণ করলেই অর্ধেক কল্পের জন্য সুখ-ধামের বাসিন্দা হতে পারবে। এই বার্তাই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। আরও জানাতে হবে যে, যে বা যারা এই বার্তানুসারে তা ধারণ করে, নিজেদের জীবন-যাপন করবে, - তারাই ২১ জন্মের নিমিত্তে মায়ার অজ্ঞানতার নাগপাশ থেকে মুক্ত থাকবে।

গীত :- হামারে তীরথ ন্যারে হ্যায়(আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা একেবারেই পৃথক ধরণের)

ওঁ শান্তি! মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা এই গীতের মর্মার্থ তো জানেই। যেহেতু উনি (পরমাত্মা) আমাদের আত্মাদের বাবা। এক্ষেত্রে আত্মা শব্দটি-ই হচ্ছে মুখ্য বা প্রধান। তোমরা বাচ্চারা এটা তো অনুধাবন করতে পারছো, আমাদের আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা - সামনেই বসে আছেন। অর্থাৎ তোমাদের আত্মাই পরমাত্মার সামনেই রয়েছে। তোমাদের তো নিজস্ব একটা শরীর আছে - কিন্তু ইনি (পরমাত্মা) তো অপরের শরীর ধার করে, তাতে অবস্থান করছেন। জাগতিক গুরুরা তো তাদের মনুষ্য-শিষ্যদেরকে নিয়ে তীর্থ-যাত্রায় যান। ভক্তি-মার্গে তো এরকম প্রচুর সংখ্যক গুরু থাকে। ভারতীয় নারীরা তো আবার তাদের পতি-কেও গুরু বা ঈশ্বরের মান্যতা দেয়। এই অসীমের বাবাও সেরকম ভাবে বাচ্চাদেরকে বোঝায় যে, তোমরা তো আমারই বাচ্চা। তোমরা তা বুঝতেও পারো ইনি-ই সেই অসীমের বাবা - যাঁর বাচ্চা তোমরা। ইনি আবার এই সময়ে এই ধরায় এসেছেন, আবার ওনার বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদের বর্ষা দিতে। অতএব আমাদের এখন সেই সঙ্গতিকে হাসিল করতে হবে। এটা অবশ্যই নিজেদেরকেই নিশ্চয় করতে হবে। যেখানে সমস্ত দুনিয়াটাই এখন দুর্গতির কবলে। যা সম্পূর্ণ পতিত অবস্থায় পরিনত হয়েছে। তাই তো পবিত্র হবার জন্য ওনাকে স্মরণ করা হয়। অথচ, ভারতেই তো কত শত গুরু আছে। কারও শিষ্য সংখ্যা ১০০, কারও বা ৫০০ আবার কারও ৫০-জন শিষ্যও থাকে। আবার এমনও আছে যে, যার শিষ্য সংখ্যা লক্ষাধিক বা কোটিও হবে হয়তো। যেমন (খোঁজা) মুসলিম ধর্মের গুরু আগা-খাঁ নামের এক গুরু। ওনার কত বিপুল সংখ্যক শিষ্য ছিল। তারা সবাই ওনাকে কত সন্মানও করতো। উনি যাই কিছু করুক না কেন, শিষ্যরা কিন্তু ওনাকে খুবই মান-সন্মান করতো। ভক্তি-মার্গেও অনেক প্রকারের গুরু থাকে। তারা আবার তাদের ক্রমানুসারে নানা স্তরের পদাধিকারের হয়। সেই হিসেবে তাদের রোজগারও হয়ে থাকে। কারও কারও তো লক্ষ-কোটি-ও হয়। আগা-খাঁও বিপুল রোজগার ছিল। ওনার শিষ্যরা -তার ওজনের হীরেতে তাকে ওজন করে, তা তাকে দান করা করেছিলো। পাল্লার একদিকে গুরু আগা-খাঁ, অপর দিকে হীরে-রত্ন। এই দানের পরিমাণ কি বিপুল সংখ্যক হীরে - যা

ওনাকে দান করা হলো। যেমন আজকাল অনেককেই সোনায়ে ওজন করে তা তাকে দান করা হয়। হীরের পরেই দ্বিতীয় মূল্যবান - প্লাটিনাম বা প্লেটিনিয়াম, - যা সোনার চাইতেও দামী। গুরুকে তাতেও ওজন করে তা দান করে কেউ কেউ। এবার বোঝো সেই গুরুদের কদর কত ! এ ধরনের গুরু তো অনেকেই আছে। কিন্তু, এই বাবা তো হলেন সদ্গুরু। এখন এই সদগুরুকেই বা তোমরা কি দেবে? তোমরা কি তার ওজন করবে ? হীরে দিয়ে ওজন করবে ? কিন্তু, ওনাকে কি ওজন করা যায় ? যেখানে ওনার নিজস্ব কোনও ওজনই তো নাই। এই শিব তো হলেন বিন্দু বা বিন্দী। তার আবার ওজন কিভাবে করতে পারবে তোমরা ? এবার ভাবো, তোমাদের এই গুরু কত আশ্চর্য্যের! যা দুনিয়ার সব কিছু থেকে-ও হাল্কা। যা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম - অতি সূক্ষ্ম। আর কেবলমাত্র এই একজনই তোমাদের প্রকৃত গুরু। এ তো তোমরা বিলক্ষণ জানোই - শিববাবা হচ্ছেন দাতা-স্বরূপ। ভগবান কখনো কারও থেকে কিছু নেন না। ওনার কাজই হলো দেওয়া। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যারা যা কিছু দান করে, তারা তখন মনে মনে ভাবে যে, আগামী জন্মে তার বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। এ রকম ভাবে কতই না কামনা করে তারা। কিন্তু, ইনি অর্থাৎ শিব তো হলেন অসীমের বাবা। ঈনার মতন নিষ্কাম সেবা আর অন্য কেউ-ই তা করতে পারে না। আর সেই নিষ্কাম সেবাও এরকম যে, বাচ্চাদেরকে বিশ্বের অধিকারী বানিয়ে - সুখধামের মালিকে পরিনত করেন। বাবা নিজে তো মোটেই বিশ্বের মালিক হন না। তাই তো ঈনাকেই বলা হয় - সুখের সাগর, শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর ইত্যাদি। আর একথা বাচ্চাদেরকেও ভালভাবে তা বোঝানো হয়। এই একমাত্র বাবার দ্বারাই তোমরা জীবন-মুক্তি পেয়ে থাকো। যেহেতু, এই বাবার দ্বারা তোমারা স্বর্গের অধিকারী হবার আশীর্বাদী বর্ষা পাও। এটাই সঠিক ভাবে নিশ্চয় করতে পারলেই হলো। কেবলমাত্র বাবা আর তার বর্ষাকেই স্মরণ করতে হবে। এনাকেই তো জ্ঞানের সাগর বলা হয়। যদি সবগুলি সাগরের জলকে কালি বানাও, ধরিত্রির সব জঙ্গলকেই কলম বানাও- তবুও তা লিখে শেষ করতে পারবে না। শুরু থেকে তুমি যদি লিখতে থাকো, পুস্তকের পর পুস্তক, তা পুস্তকের পাহাড় হতেই থাকবে। যেহেতু এই জ্ঞান এতই মূল্যবান- তাই তা ধারণ করতে হয়। তোমরা তো জানোই, এই জ্ঞান কোনও পরম্পরা হিসাবে চলে আসছে না। কেবল মাত্র এই সময়কালেই (সঙ্গমে) এই সুযোগ পাওয়া যায়। এই সময় কালেই বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন- এটাই তো আমাদের জন্য অনেক। বাবার পরিচয় পেলেই, আর রচয়িতাকে জানতে পারলেই, তার রচনাকেও জানার জ্ঞান হয়ে যায়। তখনই বুদ্ধিতে সত্যযুগের ধারণা সহজেই চলে আসে। আর যে সত্যযুগে জন্ম নেয়, তার পুনঃজন্মও বেশী বার হয়। পূর্বেও সৃষ্টি-চক্রের প্রথম দিকে যে বা যারা ধরায় এসেছিল, চক্রের চিত্রপট অনুসারে তারাই আবার আসবে। তাই চক্রের এই রীতি-নীতিকে খুব ভাল করেই বোঝানো উচিত। গীতেও তো তা শুনেছো যে, আমাদের এই তীর্থ-যাত্রা, জাগতিক তীর্থ-যাত্রা থেকে একেবারেই পৃথক ধরনের। জাগতিক তীর্থ-যাত্রা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরেই করে আসছে- কিন্তু, তোমাদের এই যাত্রা তো কেবল এই এক জন্মের মাত্র। এই ঈশ্বরীয় যাত্রায় সামান্যতমও কষ্টের ব্যাপার নেই। যেহেতু, এ সব জ্ঞান দিচ্ছেন একমাত্র সেই সদ্গুরু। যদিও সেই হিসেবে সঙ্গতি তো কারও-ই হয় না। উনি (শিববাবা) সুপ্রীম (পরম) জ্ঞানের সাগর। যার দ্বারা সবারই সঙ্গতি হয়ে থাকে। তবে আর কি বা চাই। সত্যযুগে তখন তত্ত্বও (ভৌতিক পরিবেশ) সতোপ্রধান হয়ে যায়। বর্তমানে যা জল, বায়ু ইত্যাদি এত তমোপ্রধান অবস্থায় হয়ে আছে। এর পরে আবার কত ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিও হবে। কিন্তু, সত্যযুগে তো এ ধরনের কোনও প্রকারের দুঃখদায়ী কিছু থাকেই না। যেহেতু এই বাবা যে দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। আর তোমরা তো ওনারই বাচ্চা। তাই সে সময়ে কেউ-ই দুঃখে থাকবে না। আর তোমরাও কারওকে দুঃখ দেবে না। তাই সবাইকে সেই দিশাই দেখাতে হবে

আর সুখ পাবার উপায় ও বাবার আশীর্বাদের বর্ষার অধিকারী বানাতে হবে। তাই বাবা এখন তোমাদেরকে বলছেন, অন্যদেরকেও সুখের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্ধেক কল্পের জন্য বাবা তোমাদেরকে এতই সুখের ব্যবস্থা করেন, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। তোমরা তো বুঝতেই পেরেছো, বাবার থেকে ২১ জন্মের আশীর্বাদের বর্ষা পেয়ে, স্বর্গের (সত্যযুগের) অধিকারী হবার উদ্দেশ্যেই তোমাদের এখানে আসা। তাই তো তোমরা ছাত্রদের মতন এই জ্ঞানের পাঠ নিছো। তোমাদের মনে এই আশা যে, শিববাবার থেকে স্বর্গের সুখ নিতে পারলেই, সব দুঃখেরই অবসান ঘটবে। বাবা যে আমাদেরকে সঞ্জীবনী-বুটি প্রদান করেন - যার দ্বারা মহাবীরের জীবন প্রাপ্ত হয়। যার ফলে আগামী ২১ জন্ম কখনও ক্লান্তি আসে না। আর সেই সঞ্জীবনী-বুটি হলো - "মনমনাভব"। সবারই সঙ্গতিদাতা সেই একজনই বাবা। যাকে নিরাকারী নিরহংকারী বলা হয়। উনি যেই শরীরের আধার নেন- তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি। তাই তো বাবা বলেন, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের আঞ্জাকারী গরীব বাবা।" মহান ব্যক্তির সর্বদা এই ধরনের বাক্যই প্রয়োগ করেন। এ রকম বলেন- 'আমি আঞ্জাকারী সেবক।' নিজের নামের পূর্বে কখনও শ্রী বা সন্মান সূচক শব্দ লেখেন না। কিন্তু আজকাল যা বহুল প্রচলিত - শ্রী, শ্রীযুক্ত, শ্রীশ্রী, ইত্যাদি ইত্যাদি কত না কি ! তারা নিজেরাই নিজেদেরকে শ্রী-শ্রী বলে প্রচার করে। কিন্তু, এই বাবা যে নিরাকারী, নিরহংকারী- তোমরা যার সন্মুখে বসে আছো এখন। তোমরা বুঝতে পেরেছো, একাধারে উনি যেমন আমাদের বাবা, তেমনি উনি শিক্ষক ও সঙ্করুও বটে। এমনিতে তো ভক্তি-মার্গে এত সব অনেক গুরুই আছে। আবার তাদের গুরু-ও গুরু থাকে। কিন্তু, এই বাবার তো কোনও গুরুই নেই। যেহেতু ইনি সদ বাবা - সদ শিক্ষক - সদ গুরু। তোমরা তো অবগত হয়েছো, আত্মাই সংস্কার ধারণ করে। বাবাও কিন্তু আত্মা-স্বরূপ। কিন্তু ওনার আত্মা গুনে পূর্ণ। তোমাদের এক একজনের আত্মায়, এক এক ধরনের পৃথক পৃথক গুনের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে তোমাদের আত্মায় যেসব গুনের সমাহার - সে গুণও বাবারই দেওয়া। যা সত্যযুগে তোমাদেরকে দৈবী-গুনে পর্যবেশিত করবে। যেহেতু বাবা যে জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। যদিও কৃষ্ণের মহিমা কিন্তু একেবারেই আলাদা, কারণ তিনি হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ। কিন্তু, এই শিববাবাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা যায় না। যেহেতু উনি তো অচল-স্থির থাকেন। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা আমাকে এই উপাধিতে ভূষিত করতে পারো না। যেহেতু আমি (শিব) তো আর বিকারী হই না আর সেই কারণেই আমি সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছি। তাই তো তার মহিমা যারা কীর্তন করে, তাই তারা আমার গুণের মহিমাকে কীর্তন করে না। কিন্তু এই জ্ঞানের পাঠ যারা কল্প-পূর্বে নিয়েছিল, তারা অবশ্যই আবার এখানে আসবে। তারা এসে বাবার থেকে জ্ঞানের পাঠই নেবে আর বাবার স্মরণেই থাকবে। অন্যেরা যেই সময়ে কেবল হয়-হয় করে কাঁদতেই থাকবে, আর এদের তখন জয়-জয়কার হয়ে যাবে। এখন তো তোমরা এই (যোগ) যাত্রাও রহস্যকে জানতে পেরেছো। এই যাত্রার ফলে তোমাদেরকে আর মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু, জাগতিক যাত্রার পরে তো সবাইকে ঘরেই ফিরে আসতে হয়। এই যে কত অনেক মনুষ্যেরা স্নানের- যাত্রায় যায়, সমাবেসেতেই বোঝা যায়, ভক্তি-মার্গের কত বিস্তার। সৃষ্টিরূপী ঝাড়-বৃক্ষের এই বিস্তার, কত বিশাল রূপ নিয়েছে। অথচ তার বীজ তো একেবারেই ক্ষুদ্র। ঠিক সেই প্রকারেই ভক্তিরও এত বিস্তার হয়েছে- অথচ, একবার মাত্র জ্ঞান-সাগরে ডুব দিলেই যা সঙ্গতি হয়ে যায়। ভক্তি-মার্গে থেকে, পতন হতে হতে, অর্ধেক কল্পই অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু, এই জ্ঞান-মার্গের সিঁড়িতে উঠতে মাত্র ১ সেকেন্ড সময় লাগে। কত সুন্দর এই অদৃশ্য অথচ কার্যকারী লিফ্টের রখ। একবারেই যা নীচে থেকে উপরে-নিজের ঘরে পৌঁছে দেয়। একেই বলা হয়, যে যত এগিয়ে যেতে পারে-তাতে তারও যেমন মঙ্গল আবার অন্য সবারই তাতে মঙ্গল। সবারই সঙ্গতিদাতা এই এক ও একমাত্র বাবা। এবার জ্ঞান

ও ভক্তির তফাৎটা নিজেরাই তা বোঝো। জ্ঞান - ভক্তি - বৈরাগ্য, এই তিনটে ব্যাপার আছে। লৌকিক সন্ন্যাসীদের যা হয়, তা তো এই জাগতিক দুনিয়ার বৈরাগ্য। বাবা তাই বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন - বৈরাগ্য হয় দুই প্রকারের। (এক) এই জাগতিক দুনিয়ার বৈরাগ্য, যার দ্বারা কারও কোনও প্রকারের সঙ্গতি হয় না। আর দ্বিতীয়টি- অসীমের বৈরাগ্য - যার দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হয়। আর সেই সঙ্গতির উদ্দেশ্যেই এই বাবা তোমাদেরকে সেই শ্রীমত প্রদান করেন - যা ধারণ করে তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ লাভ করতে পারো। সেই শ্রেষ্ঠ দুনিয়া স্থাপনের কাজ চলছে সেই শ্রীমতের আধারেই। আর বর্তমানের এই ব্রষ্ট দুনিয়া চলছে রাবণের মত অনুসারে। ক্রমাগতই আমরা যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছি - তা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছি। যা বর্তমানের জাগতিক দুনিয়ার লোকেদের সেই ধারণাটাই নেই। উল্টে তোমাদেরকেই দোষারোপ করে বলে যে, এই ব্রহ্মাকুমারীরাই জগতের বিনাশের কারণ। কিন্তু, সত্যিকারের বিনাশ তো অবশ্যই ঘটবে। যার দ্বারা জগতের প্রকৃতই কল্যাণ হবে। কল্যাণকারী বাবা এই দুনিয়ায় এলেই তো সেই মহাভারতের মহা-লড়াই শুরু হয়। তখন তারাই আবার বলবে - আমরা তো আগেই বলেছিলাম, ব্রহ্মাকুমারীরাই এই জগতটাকে বিনাশ করেই ছাড়বে। প্রতি কল্পেই কাল-চক্রের এই বিনাশ কিন্তু অনিবার্য। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। কালের নিয়মে আমরাই তারপর নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। সব কিছুই অতি পুরোনো হবার পরে, তা আবার নতুন হওয়া আবশ্যিক। তাই কল্পের চক্রানুসারে, প্রতি কল্পেই বিনাশ সাধিত হয় - আর তবেই তো ভারত-ভূমিতে আবার স্বর্গের দ্বার খুলবে। কিন্তু, অন্যেরা এসব বুঝবেই বা কি প্রকারে ? অবশ্য, পরে আগমীতে তা খুব ভালভাবেই অনুভব করবে। বাবা যখন এই ধরায় আসেন নতুন দুনিয়া রচনার উদ্দেশ্যে- তখন তো পুরোনো দুনিয়ার সব কিছুই বিনাশ-প্রাপ্ত হতেই হবে। তোমাদের এই স্থাপনার যজ্ঞটাও তো একটা অলৌকিক ব্যাপার, যার নিমিত্তে তোমরা কত কিছুই আহুতি দাও। যা তোমরা ছাড়া অন্যেরা তা বুঝতেই পারে না। ফলে তোমাদের বিজয় প্রাপ্তিও ঘটে - অর্থাৎ তোমরা পাণ্ডবদের- আর অন্যেরা তাতে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। তখন কেবল তোমরা পাণ্ডবেরাই এই নতুন দুনিয়ায় বসবাস করে পরম সুখে রাজত্ব করতে থাকো। এই জ্ঞানও তাই খুবই অলৌকিক। সবারই দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা সঙ্গতি দাতা এই এক ও একমাত্র বাবা। যিনি কতই না মিষ্ট, কত স্নেহপরায়ণ। তাই তো আমরা ওনাকে বলে থাকি- মিষ্টি বাবা, আপনি যখন আমাদের নিকট আসবেন, আমরা তখন আপনার রঙে রাঙ্গিয়ে আপনার গলার হার হয়ে যাবো। আপনি ছাড়া আর কেউ-ই যে নেই আমার! অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে বসে থাকবে। তা অবশ্যই করবে না-গৃহস্থের ধর্ম তাকে কর্ম-কর্তব্যের মধ্যেই থাকতে হয়। প্রথমে ৭-দিনের কোর্স করে নিয়ে, তারপর যেখানে খুশী যাও- কিন্তু সর্বদাই "মনমনাভাবে" থাকবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে-আর ওনার আশীর্বাদী বর্ষা পেতে থাকবে। কেবল মাত্র স্মরণের যাত্রার মধ্যে থাকতে হবে। একমাত্র এতেই ভবসাগর পার হওয়া যায়। তোমরা তো অবশ্যই জেনেছো- তোমাদেরকে পবিত্র থাকতেই হবে। আমিশ-এর মতন নোংরা জাতীয় ও অশুদ্ধ খাবার আদৌ খাওয়া উচিত নয়। মুরলী তো অবশ্যই পেতে থাকবে তোমরা। হয়তো এ রকম সময় আসবে, মুরলী আর আসছে না, প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, চারিদিকে হানাহানি-মারদাপা ইত্যাদি চলছে- তখন তো মুরলী আসতেই পারবে না। তখন তোমরা এই চর্মচোখেই এখন যা কিছু দেখতে পাচ্ছো- সে সব কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, তা সব কিছুই ভঞ্জে পরিণত হবে। তার মানে এই নয় যে প্রলয় হবে। দুনিয়া তো একটাই। এটাই যা একদা নতুন ছিল-সেই নতুন বর্তমানে যার অতি পুরাতন অবস্থা। পরিবর্তনের ফলে সেটাই আবার নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ তখন তা হবে একটা নতুন পৃথিবী। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটাকে তখন বলা হবে পুরোনো পৃথিবী।

তাই তো তোমরা এখনই এটাকে পুরোনো দুনিয়াই বলবে, যেহেতু এটার আয়ু আর অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু, অন্যেরা আবার বলে থাকে যে-কল্পের আয়ু লাখ লাখ বছর। কলিযুগের ক্ষেত্রেই বলে যে, এখনও এর আয়ু ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। কিন্তু, বাস্তবে এই সম্পূর্ণ চক্রটাই মাত্র ৫ হাজার বর্ষের। তোমাদের বুদ্ধিতে তো সেই সব জ্ঞান আছেই। কিন্তু মনুষ্য জগৎটাই যে এখন পাথর-বুদ্ধির হয়ে গেছে। আচ্ছা, অভিনয়ের পার্টধারী হয়ে তারা যদি সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক-কেই না জানে বা চেনে, সেক্ষেত্রে কি আর বলা যেতে পারে! এই দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোলও যে পুনরাবৃত্তি হয়- তাও তো জানা প্রয়োজন। যারা তা ভালমতন জানে এবং তা বুদ্ধিতে ধারণ করে, অপরকেও ধারণ করায় - সে উচ্চ থেকে অতি উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারে। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে এত করে বলেন, "আমার যা জ্ঞান আছে, সেই সব তো আমি তোমাদেরকেই দিয়ে দিচ্ছি। নাটকের চিত্রপট অনুসারে, সেই জ্ঞানেরই পুনরাবৃত্তি করে থাকি আমি। যেহেতু এই নাটকে আমারও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থাকে। ভক্তি-মার্গেও তো তোমরা তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করেছো কত, আর এখন আমি এসে তোমাদেরকে আমার আর এই রচনার (দুনিয়ার) আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেই। আমিও কিন্তু এই বিশ্ব-নাটকের বন্ধনে বাঁধা। পুরো কল্পে আমি এই একবারই আসি - নিজের পরিচয় জানাতে আর এই সৃষ্টি রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে-পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় তার নমস্কার!

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

- ১) বাবার মতন আঙুলাকারী হতে হবে। কখনও কোনও কথার দ্বারা নিজের অহংকার প্রকাশ করবে না। নিরাকারী আর নিরহংকারী ভাবে থাকতে হবে।
- ২) বাবা, শিক্ষক আর সঙ্গুর -এই তিনের সম্মিলিত ব্যবহারের ভাবকে বুঝে, নিশ্চয়বুদ্ধিধারী হয়ে, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। ঈশ্বরীয় যোগের যাত্রায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

বরদান :- নিজের প্রতি এবং সর্ব আত্মার প্রতি নিয়মানুবর্তীতার রক্ষাকারী নিয়মধারী ও নতুন দুনিয়ার স্থপতিধর হও (ভব)।

যে নিজের প্রতি নিয়মানুবর্তী হয় সে অপরের প্রতিও নিয়মধারী হতে পারে। আর যে নিজেই নিয়মভঙ্গকারী হয়, সে অপরের উপর নিয়ম চালাতে পারে না। অতএব, প্রথমে নিজেই নিজেকে দ্যাখো যে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মনসা, সংকল্প, বাণী, কর্ম, সম্পর্কের দ্বারা একে অপরকে সহযোগ দেবার ক্ষেত্রে, বা সেবাতে, কোথাও কোনও নিয়মভঙ্গ তো হয়নি। কারণ , যে নিয়ম রক্ষাকারী সে কখনও নিয়মভঙ্গকারী হতে পারে না। বর্তমান সময়ে যে নিয়মরক্ষাকারী হয়, সে-ই শান্তির ধ্বজাধারী হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থপতিধর হয়।

স্লোগান :- কর্ম করার সময়, সেই কর্মের ভাল বা মন্দের প্রভাবে না এসে - কর্মাতীত হতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা-তোমরা যদি তোমাদের বিকারগুলিকে দান করে দাও, তবেই রাহুর গ্রহণ-দশা থেকে মুক্ত হবে। দান দিলেই তো গ্রহণের দশা ছাড়বে"

প্রশ্ন:- বৃহস্পতি বাবা ওনার নিজের ভারতবাসী বাচ্চাদের উপর বৃহস্পতির দশা আনার জন্য কি এমন স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলেন?

উত্তর:- বাবা বলেন, "ওহে আমার ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমাদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম খুবই শ্রেষ্ঠ ছিল। তখন তোমরা সর্বগুন সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। সেখানে তোমরা সাগরের বাচ্চারা কাম চিতায় বসে বসেই এত কালো হয়ে গেছো, যার ফলে এই গ্রহণ লেগে আছে। কিন্তু এখন আবার আমি তোমাদেরকে ফর্সা (পবিত্র) বানাতে এসেছি।"

গীত:- ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

ওঁম শান্তি। বাচ্চারা তোমরা এটা কার গুণ-মহিমার কীর্তন শুনলে ? অসীম দুনিয়ার (বেহদের) বাবার। যিনি উঁচু থেকেও অতি-উঁচু, সর্বোচ্চ বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। লৌকিক বাবার জন্য কিন্তু সবাই এমনটা বলে না। বাচ্চারা তো এটা জেনেছো যে, সব আত্মারই পারলৌকিক বাবা- একমাত্র উনি, যিনি হলেন উঁচু থেকেও অতি উঁচু -সর্বোচ্চ। তাই তো ওঁনার নাম শিব। নাম, রূপ ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। বর্তমান সময় কালে সবার উপরেই রাহুর গ্রহণ দশা লেগে আছে, এইজন্যই তো একে লৌহযুগ বা কলিযুগ বলা হয়। আর এই কারণেই দশাও লাগে। যেমন বৃহস্পতির দশা, শুক্রের দশা কিন্তু যা এখন তোমাদের - উপর লেগে আছে তা বৃহস্পতির দশা। আর এই দশা তারই, যার এত গুণ ও মহিমা শুনেছো, উঁচু থেকেও অতি উঁচু সর্বোচ্চ ভগবান - অর্থাৎ শিববাবা। ওঁনার প্রকৃত নাম শিব। এছাড়াও ভিন্ন- ভিন্ন অনেক নামই আছে। কিন্তু, আসল নাম শিববাবা। সেই বাবাই তার বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন- "আমি হলাম সেই বীজরূপ, চৈতন্য-শক্তি।" ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয় সৎ-চিত, আবার ওনাকেই বলা হয়, সুখের সাগর, আনন্দের সাগর, শান্তির সাগর, ইত্যাদি। যত মহিমা সব তো ঐ একজনেরই প্রতি। যদিও ভারতবাসীরা ওঁনার এত মহিমা গায় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না তারা। যা একদম পাথরবুদ্ধির (নির্বুদ্ধি) হয়ে গেছে। কিন্তু তাদেরকে এই পাথরবুদ্ধি বানিয়েছে কে ? অবশ্যই - রাবণ ! সত্যযুগে তো এই ভারতবাসীরাই পারশবুদ্ধির (সুবুদ্ধিধারী) ছিল, আজ থেকে ৫হাজার বর্ষ আগে, যখন এই ভারতই একমাত্র পারশপুরী (স্বর্গভূমির স্বর্গযুগ) ছিল, যেখানে দেবী-দেবতারা থাকতেন। ভারতই সেই অবিনাশী থণ্ড - একথাও প্রচলিত আছে। একদা সেই ভারতেই যারা পারশবুদ্ধির দেবী-দেবতারা ছিলেন, তারা বর্তমান সময়ে পাথরবুদ্ধির হয়ে, পতিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এরা

এমন পতিত হয় কি করে, সেটাও বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দেন। দ্বাপর থেকে যখন কাম-চিতায় বসতে শুরু করে, তাতেই তারা কালো/পাঙ্গী পতিত হয়ে যায়। আর এই কাম-অগ্নিতেই সব গুণ ভস্ম হয়ে গেছে। তাতেও কিন্তু বিশেষ করে ভারতেরই কথা বলা আছে। ভারতেই সেই পারশবুদ্ধি দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে বিষ্ণুপুরী বা রামরাজ্যও বলা হয়। এসব তো বাবা এসেই সবাইকে বোঝান। মিষ্টি,মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, যখন তোমরা সত্যযুগে ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলে। তখন তোমাদের কত নাম মহিমা ছিল। যেহেতু সেই সময়কালে ওখানে বিকারের কোনও কর্ম হয় না। তারপর দ্বাপর থেকে রাবণের, ৫ বিকারের রাজ্য শুরু হয়। তখন থেকে রামরাজ্য বদলে গিয়ে রাবণরাজ্যে পরিণত হয়। যার ফলে এখন এই গ্রহণ লেগে আছে। ভারত এখন পাপের কারণে একেবারেই কালো হয়ে গেছে। বৃহস্পতির দশা সব থেকে ভালো। এই ভারতেই বৃহস্পতির দশা ছিল সত্যযুগে। তারপর ত্রেতাতে শুক্রের দশায় তার দুই কলা কম হয়ে যায়। যাকে বলাই হয় রৌপ্যযুগ। এরপর আসে দ্বাপর আর কলিযুগ। তখন সিঁড়ি নীচের দিকে নামতে থাকে, অর্থাৎ শনির দশা হয়। আর বর্তমানের এই সময়ে সবার উপরেই রাহুর দশা লেগে আছে। সূর্যের যখন গ্রহণ লাগে, তখন বলে যে, দান দিলে তবেই গ্রহণের দশা কাটবে। এখন (রুহানি) ঈশ্বরীয় বাবা বাচ্চাদেরকে যা বোঝাচ্ছেন, এটাই হলো (রুহানি) ঈশ্বরীয় জ্ঞান। যা কোন শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। শাস্ত্রের সেই জ্ঞানকে ভক্তিমার্গ বলা হয়। সত্যযুগ -ত্রেতাতে কোনো প্রকার ভক্তির কিছু হয় না। জ্ঞান আর ভক্তি, তারপর হয় বৈরাগ্য অর্থাৎ তারপর এই পুরনো দুনিয়াকে ছাড়তেই হয়। বর্তমান সময়কাল হলো শূদ্র বর্ণের। বিরাট রূপে যা দেখায়- ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এটা সেই ভারতেরই কাহিনী। যা বিরাট রূপের চিত্র দিয়ে সেই ভাবকেই প্রকাশ করে। কিন্তু পাথর-বুদ্ধিধারীরা (নির্বুদ্ধিরা) তা বোঝেই না। এরা পাথর বুদ্ধিতে কেন পরিণত হলো ? যেহেতু এরা পতিত হয়ে পড়েছে। এই ভারত-বাসীরাই একদা যেখানে এত পারশবুদ্ধি (বুদ্ধিমান) ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। যা আজ থেকে ৫ হাজার বর্ষ আগে ভারতে সেই স্বর্গরাজ্য ছিল, যখন আর কোন খণ্ডই ছিল না-এটাই তো বাবা বোঝাচ্ছেন। আবার এই রাজযোগ -কে বসে শেখাচ্ছেন ?- শিবাচার্য (গুরু শিব)। যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জাগতিক কোনও মনুষ্যকে কিন্তু জ্ঞানের সাগর, সবার উদ্ধারকর্তা পতিত-পাবন এসব বলা যায় না। সবার মুক্তিদাতা কিন্তু এক এবং একমাত্র এই বাবা-ই। বাবা নিজের থেকেই আসেন- ওনার বাচ্চাদেরকে রাবণের দুঃখের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে, তারপর আবার পথপ্রদর্শক হয়ে সাথে করে নিয়েও যান। তাই তো ওনাকে রুহানি পাণ্ডা বলা হয়। বাবা নিজেই তা বলেন- "আমিই তোমাদের সব আত্মাদেরই পাণ্ডা, সকলকেই সাথে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। আমার মত পথপ্রদর্শক আর কেউই হয় না। তাই তো আমার উদ্দেশ্যে বলাও হয় গড ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতাই মুক্তিদাতা) হলেন মুক্তিদাতা, পথপ্রদর্শক, সুখদাতা, আনন্দস্বরূপ, ...।" যিনি সবাইকেই এত দয়া করেন। যেহেতু সবাই যে এই সাগরের বাচ্চারা, কাম-চিতায় বসে বসে জ্বলে ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছে। আবার তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতের কথাই বলা আছে। বাবা তাই বলেন-একদা এই তোমরাই ১৬ কলা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। কিন্তু এখন কামের চিতাতে বসতে বসতে তোমাদের কি অবস্থাই না হয়ে গেছে ! যাই হোক, এখন আবার

বাবা এসে গেছেন। এই বৃহস্পতি বাবা এসেই সকল মনুষ্য মাত্রেরই উপর বৃহস্পতির দশা লাগান। বিশেষ করে ভারতের উপর। বাকী বিশ্বের উপর যদিও এখনও রাহুর দশাই লেগে আছে। বাবা বলেন-আমি এসেই বিশেষ করে ভারতকে এই দুনিয়ার সার্বঙ্গীণ দুর্গতিরই সংগতি করে দেই। তোমরা তো এখানে এসেছোই পারশ-বুদ্ধির হতে। এই বাবা তো হলেনই অতি প্রিয়- যিনি সব (আশিকের) প্রেমিকারই একমাত্র (মাশুক) প্রেমিক। সব দেশের সব রাজ্যেই এই লিঙ্গ-রূপ (শিব) অবশ্যই আছে। যেহেতু ইনি সার্বজনীন অর্থাৎ সবারই বাবা। ভারতেও অনেক শিবের মন্দির আছে, যাকে শিবালয় বলা হয়, অর্থাৎ শিবের থাকার জায়গা। সত্যযুগে থাকে দেবী-দেবতা ধর্মের মনুষ্যরা। কিন্তু ঐ ধর্ম কখন কোন কালে ছিল, ওনাদের রাজত্বকাল কখন বা কোন সময়কালে ছিল এটা কারও সেভাবে জানা নেই। সত্যযুগের আয়ুকেও বিশাল লম্বা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বাবা বসে তা বোঝাচ্ছেন, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা চলছে -যা ২১ জন্ম পর্যন্ত চলে। এই বৃহস্পতিই হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন, যাকে সবাই স্মরণ করে থাকে। ওনার (শিবের) উদ্দেশ্যেই বলে যে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা আর আমরা তোমার সন্তান, এ সব তো ওনারই মহিমা। এটা তো নিশ্চিত, সত্যযুগ ত্রেতাতে অবশ্যই পর্যাপ্ত সুখ-শান্তি ছিল। এই বাবাই সেই স্বর্গের (গড ফাদার) ঈশ্বরীয় পিতা। তিনিই যখন স্বর্গের রচয়িতা, তখন তো নিশ্চয় আমাদেরও স্বর্গেই থাকা উচিত। বাবা সেটাও বোঝাচ্ছেন, তোমরা সকলে স্বর্গবাসীই ছিলে, কিন্তু এখন তোমরা নরকবাসীতে পরিনত হয়েছ। আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্ম এই ভারতেই ছিল। যেরকম খ্রিস্টান ধর্মে আছে, সেই একই খ্রিস্টান ধর্মই ক্রমাগত চলে আসছে। বাবা বলেন- কিন্তু তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা নিজেরাই নিজদের ধর্মকে ভুলে গেলে কেন ? যেখানে নাকি তোমরা এত উন্নত দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে। বাবা বাচ্চাদের সেই স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলেন আর বলেন - তোমাদেরই সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ও শ্রেষ্ঠ কর্ম ছিল। কিন্তু, এখন তোমরা নীচ, পাপী, কাঙ্গাল হয়ে গেছো। তোমরা যদি দেবী-দেবতাদের পূজারী হও, তাহলে নিজদের আবার হিন্দু কেন বলো ? সত্যি, ভারতের এ কি হাল হয়েছে এখন ! যারা ছিল দেবতা ধর্মের- তারা নিজেরাই বিকারী হওয়ার কারণে আর নিজেকে দেবতা বলতে পারছে না। বাবা জানাচ্ছেন- এখন তো এই পতিত দুনিয়ার অন্ত বা শেষ সময়। আর মহাভারতের যুদ্ধও দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। (ভগবানুবাচ) ভগবান নিজেই বলছেন- " তাই তো আমি তোমাদেরকে সেই সত্যযুগের রাজত্ব প্রদানের লক্ষ্যে রাজযোগ শেখাচ্ছি।" ভগবান তো একজনই। আর আমরা ওঁনার বাচ্চা- অর্থাৎ শালিগ্রাম। বাবা আরও বলেন- তোমরা যারা একদা পূজ্য ছিলে, তারাই আবার বর্তমানে পূজারী ভক্ত হয়ে গেছো। এখন আবার সেই জ্ঞান ধারণ করছো, পূজ্য দেবতা হবার লক্ষ্যে। আবার দ্বাপর থেকে সেই পূজ্যরই - পূজারী হয়ে যাবে। তোমরাই পুরোপুরি ৮৪ জন্ম পাও। যারা সেই ৮৪ জন্ম পেয়েছে, একমাত্র তারাই কল্পের নিয়মে আবারও এখানে এসে -ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবে। আর এই ব্রহ্মা দ্বারাই আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়- এটাও কথিত আছে। ব্রহ্মা যখন প্রজাপিতা, তখন তো তাঁর অনেক বাচ্চাও হবে অবশ্যই। আর সেটা তো নিশ্চয় এই দুনিয়াতেই হতে হবে। কত বিপুল সংখ্যক প্রজাও তো হবে। আর এই ব্রাহ্মণদেরই আবার দৈবী-গুণের দেবতা হতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই বাবা

এসে, শূদ্রের বদলে ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। আর এই সঙ্গমযুগেই সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যেহেতু এটাই হলো সেই কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ। তাই এর নিমিত্তে যে যুদ্ধ, সেই লড়াইকেই কল্যাণকারী বলা হয়। এই বিনাশের পরেই আবার স্বর্গের দ্বার খোলে। তোমরা এখানে এসেছোই স্বর্গবাসী হতে কিন্তু বিষ্ণুপুরীতে যাবার লক্ষ্যে। তাই তো তোমাদের বাচ্চাদের উপর এখন অবিনাশী বৃহস্পতির দশা লেগেছে। যাকে ১৬ কলা সম্পূর্ণও বলা হয়। তারপর আবার যখন দুই কলা কম হবে, তখন তাকে শুক্রের দশা বলা হবে। সত্যযুগে বৃহস্পতির দশা আছে আর ত্রেতাতে হয় শুক্রের দশা। তারপর এইভাবেই কলা কম হতে থাকে আর নীচে নামতে থাকে, ক্রমে ক্রমে মঙ্গলের, শনির ও রাহুর দশা হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই এই উল্টো দশা হয়ে আসছে। এখন এই বাবার দ্বারা তোমাদের উপর বৃহস্পতির দশা বসেছে। উঁনিই হলেন সেই অসীম পারের বেহদের বাবা- যিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। উঁনিই একাধারে তোমাদের বাবা, শিক্ষক, আবার সংগুরুও। অন্যেরা সবাই জাগতিক, অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্কের। তারা তো কারুরই কোনও প্রকারের সদগতি করতে পারে না। তাই তো এই দুনিয়াকে বলা হয় অধার্মিক বা অসং-এর দুনিয়া। কিন্তু, ওটা অর্থাৎ সত্যযুগ হলো ধার্মিক বা সং-এর দুনিয়া। তাই তো এখানকার এই অসং বা অ-ধার্মিক দুনিয়াতে সকলেই খুব দুঃখী অবস্থায় আছে। লড়াই-ঝগড়া, মরামারী কি না হচ্ছে, একে বলা হয়-খুনী (নাহক) গুন্ডাগিরির রাজত্ব অনেকেরই কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কত কি না অত্যাচার করতে থাকে এরা। এক একটা বোমা এরকম ফেলবে যাতে তৎখনাৎ সব ধ্বংস হয়ে যায়। এটা এমনই এই সঙ্গমযুগ। তাই তো তোমাদের মতম দেবতাদের জন্য, আবারও সেই রকম নতুন দুনিয়াই চাই। তাই এখন বাবা বলছেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা "মনমনাভব" হও। আচ্ছা, এ ধরনের কথা, কোন্ বাবা বলতে পারেন ? -অবশ্যই সেই শিববাবাই। যিনি হলেন নিরাকার। অবশ্য এরকম নিরাকার তো তোমরাও। কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই পুনঃ-জন্মেতে আসতে হয়। আমি (শিব) কিন্তু সে নিয়মের মধ্যে পড়ি না। এই সময় কালের যা কিছুই আছে, সে সবই তো পতিত অবস্থাতেই রয়েছে, এখানে কিছুই পবিত্র নেই - একজন মানুষও নয়। যেহেতু অবিনাশী নিয়ম অনুসারে তা তো পতিত হতেই হবে। সত্যো, রজো, তমো পদ্ধতিতে এভাবে নামতেই হয়। এই সময় সৃষ্টিরূপী ঝাড় পুরোটাই জর্জরীভূত-জরাজীর্ণ অবস্থাতে আছে। এই দুনিয়াটা একদমই পুরনো হয়ে গেছে। এখন আবার তাকে নতুন বানাতে হবে। এই পতিত দুনিয়াতে দ্যাখো মনুষ্যের কত বিপুল সংখ্যা। পবিত্র দুনিয়াতে কিন্তু অনেক কম সংখ্যকেরাই রাজত্ব করে। সেই সময়ে একটাই ধর্ম থাকে আর অন্য কোন ধর্মই থাকে না। সেই সময়কার ভারতকেই স্বর্গরাজ্য বলা হয়। এরকম বর্ণনা কর হয়ে থাকে- ঘটেতেই সূর্য, ঘটেতেই চন্দ্রমা (দিন-রাত চারিদিকেই শুধু আনন্দ আর আনন্দ।) সত্যযুগের শুরুতে জনসংখ্যা প্রায় ৯ লাখ হবে, পরে ক্রমে ক্রমে তার আবার বৃদ্ধিও হবে। যেমন -প্রথমে অনেক ছোট ফুলের ঝাড় (ঝোঁপ) হয়, যা ক্রমে ক্রমে কত প্রকারের কাঁটা গাছের কত বড় জঙ্গলে পরিণত হয়। কিন্তু দ্যাখো দিল্লির মুঘল গার্ডেনে কত ভাল ভাল ফুলের গাছ থাকে। ভারতে ওর থেকে বড় ও পরিষ্কার আর কোন গার্ডেনই নেই। কিন্তু আবার জঙ্গলে দ্যাখো সেখানে কত বড় কাঁটা গাছও হয়। সেই প্রকার সত্যযুগের গার্ডেনও অনেক ছোট আর সুন্দর হয়।

আবার তা বৃদ্ধি হতে-হতে গাছও বড় হতে থাকে। যা এখন তো একেবারেই কাঁটার জঙ্গলই হয়ে গেছে। রাবণের কালেই তা আসলে কাঁটায় পরিণত হয়ে যায়। তাই তো বর্তমানের এই দুনিয়াটা হলো কাঁটার জঙ্গল। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে একে অপরকে মেরে ফেলে। কি ভীষণ ক্রোধ এদের, যা বাঁদরের স্বভাব থেকেও খারাপ বলা চলে। তাই তো বাবা বলেন- "আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা চলছে। এখন এই সময়ে তোমাদের বিকারগুলির দান দিলেই, তোমাদের সেই গ্রহন-দশা কাটবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখন এখানেই হতে হবে। তারপর যখন এই শরীর ছাড়বে তখন অবশ্যই শিবালয়েতেই পৌঁছে যাবে। যেই শিবালয়েতে অনেক সুখের ব্যবস্থা আছে। যেটা একমাত্র দেবী-দেবতাদের রাজ্য। সত্যযুগকেই বলা হয় সেই শিবালয়, আর এই কলিযুগকে বলা হয় বেশ্যালয়। এটাই (বর্তমান দুনিয়া) সেই বেশ্যালয়, যা রাবণ স্থাপন করেছে। তাই এখন বাবা বলছেন- পতিত থেকে পনিত্র-পাবন অবশ্যই হতে হবে, - কিন্তু কি করে তা হবে? সেটা কি ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে গঙ্গাতে স্নান করলে পবিত্র হওয়া যাবে ? সেই স্নান তো জন্ম-জন্মান্তর ধরেই করে আসছে লোকেরা। কোটি কোটি মনুষ্য গিয়ে সেখানে স্নান করেন। কত অনেক নদীতে, নালাতে, খালে-বিলো ইত্যাদিতেও তো তা করে। যেখানেই জল দেখে,

সেখানেই গিয়ে স্নান করে - ডুব দেয়- যেহেতু নিজেরাই নিজেদেরকে পাপী মনে করে। কিন্তু, এখন পারশনাথ-বাবা তোমাদেরকে পারশবুদ্ধি বানাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে তো এরকম পারশনাথ বাবাকে কতই না প্রেমের সাথে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে-পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত। (রুহানি) ঈশ্বরীয় বাবার (রুহানি) বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সারঃ-

১) এই কাঁটার মতন দুনিয়া থেকে ফুলের বাগানের মতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য যে কাঁটারুপী যে বিকারগুলি আছে, সেগুলিকে নির্মূল করে দিতে হবে। পারশের মতন অতি জ্ঞানী তৈরি করার কারিগর এই প্রকার বাবাকে খুবই প্রেমের সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) এই কল্যাণকারী সঙ্গমযুগে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে হবে। রাহুরুপী বিকারগুলির গ্রহণকে ছাড়বার জন্য, বিকারগুলিকে নির্মূল (দান) করতে হবে।

বরদানঃ- পুরুষার্থ শব্দটির অর্থকে যথাযথ ভাবে রীতি অনুসারে ব্যবহার করে সর্বদাই যে এগিয়ে থাকে সে রূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব (হও)।

কখনও কখনও পুরুষার্থী শব্দটির ব্যবহার করে হেরে যাওয়া বা অসফলতার সম্ভবনায় তাকে ঢাল বানানো হয়। তাই যখন কোন ভুল হয়ে যায়, তখনই বলে দেই যে, আমি তো এখনও পুরুষার্থী। কিন্তু যথার্থ পুরুষার্থীরা কখনও হারে না। কারণ পুরুষার্থ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল, নিজেকে কে পুরুষ অর্থাৎ আল্লা ভেবে চলা। এরকম আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হওয়া পুরুষার্থীরাই তো সর্বদাই লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলে, যার আর কখনও থামতে হয় না বা সাহস, উদ্যমতাকেও ছাড়ে না।

স্লোগানঃ- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে থাকতে পারলে, এই স্মৃতিই মালিকভাবের স্মৃতিকে সামনে এনে দেয়।

সকল খাজানার একটিই চাবি একটি শব্দ- ‘বাবা’

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা নিজের ভাগ্যশালী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। ভাগ্যশালী সকলেই হয়েছে, কিন্তু ভাগ্যশালী শব্দের আগে কোথাও সৌভাগ্যশালী, কোথাও পদমাপদম ভাগ্যশালী। ভাগ্যশালী কথাটা উভয়ের জন্যই বলা হয়। কোথায় শত আর কোথায় পদম, প্রভেদ হয়ে যায় না ! ভাগ্যবিধাতা তো একজনই। বিধাতার বিধিও একই। সময় এবং বেলাও একই। তবুও নম্বর অনুসারেই হবে না ! বিধাতার বিধি কত শ্রেষ্ঠ এবং সহজ। লৌকিক রীতিতেও আজকাল যদি আমরা দেখি, কারো ওপরে গ্রহের দশা থাকলে ভাগ্য বদলে যায়, তখন গ্রহদশাকে দূর করে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য গড়বার জন্য কত প্রকারের বিধির সাহায্য নেয়। কত সময়, কত শক্তি এবং সম্পদ তার পিছনে ব্যয় করে। তবুও তাতে অল্প কালের ভাগ্যেরই নির্মাণ হয়। এক জন্মেরও গ্যারান্টি নেই, কেননা তারা বিধাতার দ্বারা তাদের ভাগ্যকে বদলাচ্ছে না। অল্পজ্ঞ, অল্প সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অল্প কালের প্রাপ্তি লাভ করে। তারা হল অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আর এখানে হলেন বিধাতা। বিধাতা দ্বারা অবিনাশী ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করে নিতে পারো। কেননা ভাগ্যবিধাতা দু’ জন পিতা এই সময় বাচ্চাদের জন্য উপস্থিত যে(হাজির-নাজির)। ভাগ্যবিধাতার কাছ থেকে যতখানি সম্ভব ভাগ্য নিতে চাও এখন ততই নিতে পারো। এই সময়ই ভাগ্য-দাতা ভাগ্য বন্টন করতে এসেছেন। ড্রামানুসারে এই সময়ের বরদান রয়েছে। ভাগ্যের ভান্ডারগুলি একেবারেই উন্মুক্ত রয়েছে। শরীরের ভান্ডার, মনের ভান্ডার, ধনের, রাজ্যের, প্রকৃতির দাসী হওয়ার, সকল ভাগ্যের ভান্ডারগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। বিধাতার দ্বারা কারোরই স্পেশাল প্রাপ্তির সুযোগ নেই। প্রত্যেকেরই এক রকমই সুযোগ রয়েছে। কোনো কারণেরই বন্ধনের রূপে নেই। পরে আসার কারণে, প্রবৃত্তিতে(গৃহস্থে) থাকার কারণে, শরীরের অসুখ-বিসুখের কারণে, বয়সের কারণে, স্কুল ডিগ্রি বা শিক্ষার কারণ- কোনো প্রকারেরই কোনো কারণের তালা ভান্ডারের মধ্যে লাগানো নেই। দিনরাতই ভাগ্যবিধাতার ভান্ডার ভরপুর এবং উন্মুক্ত রয়েছে। কোনো দারোয়ান রাখা হয়েছে কি? কোনো চৌকিদার নেই। তবুও দেখো নেওয়ার ব্যাপারে নম্বরে পড়ে যায়। ভাগ্যবিধাতা নম্বর দেখে দেন না। এখানে ভাগ্য নেওয়ার জন্য লাইনেও দাঁড়াতে হয় না। এতো বিশাল ভান্ডার। যখনই চাও, যা যা চাও নেওয়ার অধিকারী। এমন তো ? কোনো রাজমুকুট বা কিউ(লাইন) নেই তো ? অমৃতবেলায় দেখো- দেশ-বিদেশের সকল বাচ্চারা একই সময়ে ভাগ্যবিধাতার সাথে মিলিত হতে আসে, তো দেখা তো হয়েই যায়। মিলিত হওয়া মানেই তো দেখা হওয়া, চাইতে হয় না, বরং সবচেয়ে বড়োর চেয়েও বড়ো, পিতার সাথে দেখা হওয়া অর্থাৎ ভাগ্যের প্রাপ্তি হওয়া। এক হল বাচ্চাদের বাবাকে পাওয়া, আর দ্বিতীয় হল অনেক কিছু পেয়ে যাওয়া। তো মিলনও হয়ে যায় এবং ভাগ্যের প্রাপ্তিও হয়ে যায়। কেননা বড় মাপের মানুষেরা কখনো কাউকে

খালি হাতে যেতে দেয় না। আর বাবা তো হলেনই বিধাতা, বরদাতা, ভরপুর ভান্ডার তাঁর। খালি হাতে ফেরাতে কী করে পারবেন। তবুও ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী, পদম ভাগ্যশালী, পদমাপদম ভাগ্যশালী, এরকম কেন তৈরী হয় ? প্রদাতা উপস্থিত, ভাগ্যের ভান্ডারও ভরপুর, সময়েরও বরদান রয়েছে এবং এই সকল বিষয়েও জ্ঞান তাদের রয়েছে অর্থাৎ তারা বোঝেও। বোঝেনা যে তাও নয়, তবুও প্রভেদ কেন(ড্রামা অনুসারে) ড্রামারও এখন বরদান রয়েছে, সেই কারণে ড্রামাও বলতে পারা যাবে না।

বিধিও(উপায়) দেখো কত সরল, কোনো পরিশ্রম করার কথাও বলা হয় না, ধাক্কা ধাক্কিতেও যেতে হয় না, খরচাও করানো হয় না। বিধিও হল একটিই শব্দের। সেই শব্দটি কি ? একটিই শব্দ-জানো সেটি কি? একটি শব্দই হল সকল খাজানার বা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের চাবি। সেটাই হল চাবি, সেটাই হল বিধি। তো সকলের কাছে চাবিটি আছে তো ? তাহলে এই ফারাক থেকে যাচ্ছে কেন ? চাবি কেন আটকে যায় ? রাইটের(ডানদিক) পরিবর্তে লেফট(বামদিকে) কেন চাবিটিকে ঘুরিয়ে দাও(চক্রের বিপরীত দিকে)? স্বচিন্তনের পরিবর্তে পরচিন্তন- এটাই হল উল্টো দিকের চাবি ঘোরানো। স্বদর্শনের পরিবর্তে পরদর্শন, বদলাবার পরিবর্তে বদলা নেওয়ার ভাবনা, স্বপরিবর্তনের পরিবর্তে পর-পরিবর্তনের ইচ্ছা রাখা। কাজ আমার নাম হল বাবার, এর পরিবর্তে নাম হল আমার আর কাজ হল বাবার, এই প্রকারের উল্টো চাবি ঘুরিয়ে দেয়, তো খাজানা থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যহীন। ভাগ্য লাভ করতে পারে না। ভাগ্যবিধাতার সন্তান অথচ কী হয়ে যায় ! সামান্য অশ্লিমিত্র নেওয়ার ভাগ্য গড়ে নেয়। আর কি করে ?

আজকাল লৌকিক জগতে মূল্যবান খাজানা লকারে বা সিন্দুকে ভরে রাখে। সেগুলি খোলার জন্য ডবল চাবি লাগাতে হয় অথবা দুটো চাবি দিয়ে ঘোরাতে হয়। যদি বিধি বা উপায় ব্যবহার করা না হয় তবে তো খাজানা বের করা যাবে না। লকারে তুমি একটা চাবি লাগবে, আর একটি চাবি ব্যাঙ্কের লোকেরা লাগাবে। তো ডবল চাবি থাকে তাই না ! তুমি যদি শুধুই তোমার চাবি দিয়ে খুলতে চাও, তাহলে খুলবে না। তো এখানেও তুমি এবং বাবা দুজনের স্মরণের চাবি চাই। অনেক বাচ্চা নিজের নেশার বশে বলে দেয় যে আমি অনেক কিছু জেনে গেছি, আমি যা চাই সেটাই করতে পারি। বাবা তো আমাকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। এমন উল্টো ‘আমিষ’ ভাবের নেশায় আমার সাথে বাবার সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে নিজেকেই সব কিছু ভেবে নেয়। আর একটি চাবি দিয়ে খুলতে চায়। অর্থাৎ খাজানার অনুভব করতে চায়। কিন্তু বাবার সাহায্য ব্যতীত বা বাবার সঙ্গ ছাড়া খাজানা লাভ সম্ভব নয়, চাই ডবল চাবি। অনেক বাচ্চাই অর্থাৎ বাপদাদা অর্থাৎ উভয় বাবার পরিবর্তে একজন বাবার দ্বারা খাজানার মালিক হওয়ার বিধিকে অবলম্বন করে, তাতেও প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আমাদের হল ডাইরেক্ট নিরাকারের সাথে কানেকশন, সাকারও তো নিরাকারের থেকেই পেয়েছে, সেইজন্য আমরাও নিরাকারের কাছ থেকেই সব নেবো, সাকারকে কি প্রয়োজন ? কিন্তু এমন চাবি খন্ডিত চাবি হয়ে যায়। সেইজন্য সফলতা প্রাপ্ত হয় না। মজার ব্যাপার হল যে, নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলবো আর কানেকশন শিবের সাথেই রাখবো। তো

নিজেকে শিবকুমার, কুমারী বলা না ! সারনেইমই হল শিববংশী ব্রহ্মকুমার, কুমারী, তো উভয় বাবারই সম্বন্ধ রয়েছে না !

দ্বিতীয় বিষয়- শিববাবাও ব্রহ্মা দ্বারাই নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের অ্যাডপ্ট করেছেন। একা করেননি। ব্রহ্মা মা বাবার পরিচয়ও দিয়েছেন। ব্রহ্মা মা লালন পালন করে উত্তরাধিকারের যোগ্য বানিয়েছেন। তৃতীয় বিষয়- রাজ্যভাগ্যের প্রালঙ্ঘনে কার সাথে আসবে? নিরাকার তো নিরাকার দুনিয়ার অধিবাসীই হয়ে যাবে। সাকার ব্রহ্মা বাবার সাথে রাজ্য ভাগ্যের প্রালঙ্ঘন ভোগ করবে। সাকারে হিরো পার্ট প্লে করবার ভাগ্য, সেটা কি ব্রহ্মা বাবার সাথে নাকি নিরাকারের সাথে ? বেশী সময় সাকারে পার্ট প্লে করবে নাকি নিরাকারে ? তো সাকারকে ছাড়া সকল ভাগ্যের ভান্ডারের মালিক কি করে হবে ? তো খন্ডিত চাবি লাগিও না। ভাগ্যবিধাতা তো ভাগ্য বন্টনই করেছেন ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মাকুমার কুমারী না হলে ভাগ্য তৈরী হতে পারে না।

তোমাদের স্মরণিকাতেও একথা প্রচলিত রয়েছে যে ব্রহ্মা যখন ভাগ্য বন্টন করছিলেন, তখন কি ঘুমিয়ে ছিলে ! ঘুমিয়েছিলে নাকি হারিয়ে গিয়েছিলে ? সেইজন্য উল্টো চাবি লাগিও না, ডবল চাবি লাগাও। ডবল বাবা এবং ডবল তুমি আর বাবাও-- এই সহজ বিধি দ্বারা সদা ভাগ্যের খাজানার দ্বারা পদমাপদম ভাগ্যশালী হতে পারো। কারণের নিবারণ করো, তবেই সদা সম্পন্ন হয়ে যাবে। বুঝেছো। আচ্ছা।

এমন ভাগ্যবিধাতা সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে, সহজ বিধি দ্বারা বিধাতাকেই আপন বানিয়ে সদা ভাগ্যের খাজানাকে খুলতে পারা ‘বাবা-বাবা’ বলতে হয়তো থাকেনা, কিন্তু ‘বাবা’ কে নিজের বানিয়ে এবং খাজানাকে প্রাপ্তকারী, এমন সদা অধিকারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ-

অনেক তো শুনলে, শোনার পরে স্বরূপ হয়েছে ? শোনা মানেই হল স্বরূপ হওয়া। একে বলা হয় ‘মনরস’ । শুধুমাত্র শোনা হল কনরস। কিন্তু শোনা এবং হওয়া- এটাই হল ‘মনরস’ । মন্ত্র তো রয়েছে ‘মনমনাভব’ । তোমার মনকে বাবার প্রতি লাগাও। মন যখন লেগে যায়, তখন মন যেখানে থাকবে, সেখানে স্বরূপও সহজেই হয়ে যাবে। যেমন দেখো তুমি কোনো একটি স্থানে বসে আছো, তোমার মন কোনো খুশির কথায় বা বিষয়ে ডুবে গিয়ে আনন্দিত হয়ে উঠলো, ফলে তোমার স্বরূপও সেই রূপই হয়ে উঠল। তো মন-রস অর্থাৎ যেমন মন হবে, তেমনই গঠিত হবে। এখন কনরসের সময় সমাপ্ত হয়েছে এবং মনরসের সময় বেচে রয়েছে। তাহলে এখন কি হয়ে গেছে ? ভাগ্যের খাজানার মালিক সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হয়ে গেছে তো ? যেমন বাবা তেমনই আমি। এমন মনে করো তো ? চাবিও বলে দিয়েছি এবং বিধিও বলে দিয়েছি। এখন সেটা

লাগানো তোমার কাজ। চাবি লাগাতে পারো তো ? চাবি যদি উল্টো দিকে চক্কর লাগাতে থাকে, তবে কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে। চাবি চলে যাবে আর খাজানাও চলে যাবে। তো তোমরা সবাই চাবিটি লাগানো পদমাপদম ভাগ্যশালী তো ? পদমাপদম ভাগ্যশালীর লক্ষণ কি হবে ? তাদের প্রতিটি কদমে পদম হবে এবং তারা প্রত্যেক কদমে পদমগুণ জমা করবে, এক কদম পদম থেকেও বঞ্চিত হবে না। সেইজন্য ডবল পদম, এক কদম কমল পুষ্পকেও বলা হয়। যদি কমল পুষ্পের মতো না হও, তবে নিজের ভাগ্যকে গড়তে অসমর্থ হয়ে যাবে। চোরাবালি বা পাঁকে ফেঁসে যাওয়া অর্থাৎ ভাগ্যকে হারিয়ে ফেলা। তো পদমাপদম ভাগ্যশালী অর্থাৎ পদম সমান থাকা এবং পদমগুণ জমা করা-- তো দেখো এই দুটি হল লক্ষণ। সদা বন্ধনমুক্ত(ন্যারা) এবং বাবার প্রিয় হয়েছো ? বন্ধনমুক্তই হল বাবার প্রিয়। যে যত বন্ধনমুক্ত থাকে, ততই বাবার প্রিয় হয়ে যায়। কেননা বাবাও হলেন সদাই বন্ধনমুক্ত। তবেই সে বাপ সমান হয়ে গেল না ! তো প্রতিটি কদম চেক করো যে প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি সংকল্পে, প্রতিটি বোল, প্রতিটি কর্মে, পদম উপার্জন হয় ? সমর্থ বোল, কর্মও সমর্থ, সংকল্পও সমর্থ। সমর্থে উপার্জন হবে আর ব্যর্থতে উপার্জন ব্যয় হয়ে যাবে। অতএব প্রত্যেকে নিজের চার্ট চেক করতে থাকো। কোনো কিছু করবার পূর্বে চেক করতে হবে, এটাই হল যথার্থ চেকিং । করার পরে চেক করলে, যা করেছে সেটা তো হয়েই গেছে না ! সেইজন্য প্রথমে চেক করো, তারপরে করো। সমঝদার বা নলেজফুলের লক্ষণই হল - ‘আগে ভাবা, পরে করা’ । করার পরে যদি ভাবো, তবে অর্ধেক হারিয়ে ফেললে, অর্ধেক পেলে। করবার পূর্বে যদি ভাবো, তবে সর্বদাই পাবে। স্ত্রানী আত্মা অর্থাৎ সমঝদার ব্যক্তি কেবলমাত্র রাতে বা সকালে চেক করে না, বরং প্রত্যেক সময়ই আগে চেক করে তবেই করবে। যেমন বড় বড় ব্যক্তির খাবার গ্রহন করবার পূর্বে চেক করিয়ে তবেই খান। এই সংকল্পও হল বুদ্ধির ভোজন, সেইজন্য তোমাদের বাচ্চাদের সংকল্পের আগে চেকিং করে তবেই গ্রহন করা উচিত, অর্থাৎ কর্ম করা উচিত। সংকল্পই চেক করা হয়ে থাকে, তবে বাণী এবং কর্মও স্বভাবতই চেক হয়ে যাবে। সংকল্পই হল যে বীজ। তোমাদের চেয়ে বড় কল্পে আর কেউ যে হয় না।

টিচারদের সাথে মিটিং- সেবাধারীদের বিশেষত্বই হল- ‘ত্যাগ এবং তপস্যা’ । যেখানে ত্যাগ এবং তপস্যা থাকবে সেখানেই সেবাধারীদের সফলতা। সেবাধারী অর্থাৎ যার এক বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। এক বাবাই হল সমগ্র সংসার। যখন সংসারই বাবা হয়ে গেল তবে আর কি চাই। বাবা ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। চলতে-ফিরতে খেতে জাগতে এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । এটা স্মৃতিতে রাখা অর্থাৎ সফলতা মূরত হওয়া। সফলতা যদি কম হয়, তবে চেক করো- নিশ্চয়ই বাপাদাদার সাথে মাঝে দ্বিতীয় কেউ এসে গেছে। এটা স্মৃতিতে রাখা অর্থাৎ সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়া। সফলতা কম এলেই চেক করো- দ্বিতীয় কেউ মাঝখানে এসে যায়নি তো ? সফলতার প্রতিমূর্তির লক্ষণ হবে এক বাবার মধ্যেই সমগ্র সংসার।

কুমারীদের সাথে মিটিং - কুমারীদেরকে দেখে বাপদাদা খুবই আনন্দিত হন। কেন ? কেননা এক একজন কুমারী অনেককে জাগ্রত করার কাজে নিমিত্ত হয়। তো কুমারীদের ভবিষ্যৎ দেখে বাপদাদা আনন্দিত হন। এক একজন কুমারী বিশ্বকল্যাণকারী হবেন। পরিবারের কল্যাণকারী নয়, বিশ্বকল্যাণকারী, কুমারী যদি গৃহস্থী হয়ে যায়, তবে তো পরিবারের কল্যাণকারী হয়ে গেল, আর ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেলে সে বিশ্বকল্যাণকারী হয়ে গেল। তো কি হতে চাও ? এমনিতেও দেখো ভক্তিকালের শেষ সময় কাল পর্যন্ত কুমারীদের পূজা হয়ে থাকে। তাই শেষ সময় কাল পর্যন্ত এত শ্রেষ্ঠ তোমরা। কুমারী জীবনের মহত্ব অনেক। কুমারীদের ব্রাহ্মণ জীবনে লিফটও রয়েছে। কুমারীরা কত দ্রুত সেবাকেন্দ্রের ইনচার্জও হয়ে যায়। কুমারদের দেরিতে সুযোগ আসে। কুমারীরা যদি রেসে এগিয়ে যেতে পারে তবে নিজেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একজন কুমারী অনেকগুলো সেবাকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করে। ড্রামানুসারে এই লিফটের গিফট নিয়মানুসারেই প্রাপ্ত হয়। মেহনতের বলে নয়। কুমারীদের বিশেষত্ব কি ? কুমারী জীবন অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র। কুমারী জীবনে যদি এই বিশেষত্ব না থাকে, তবে এর কোনো মহত্বই নেই। ব্রহ্মকুমারী অর্থাৎ মনসাতেও কোনো অপবিত্রতার সংকল্প আসবে না। তখনই তারা পূজ্য হবে, নইলে খন্ডিত হয়ে যায় এবং খন্ডিতের কোনো পূজা হয় না। তো এই বিশেষত্বকে জানো তো ?

এতসব কুমারীরা যদি সেবাধারী ধারী হয়ে যায়, তবে কত সেন্টার খুলে যেতে পারে ! বাপদাদা কাউকেই লৌকিক সেবা ছাড়তেও বলেন না। তবে ব্যালেন্স যেন থাকে। যত এই সেবায় ব্যস্ত হয়ে যাবে, ততই সেটা নিজে থেকেই আলগা হয়ে হয়ে যাবে। কাউকে চাকরী ছাড়তে বললে সে চিন্তায় পড়ে যায়। যেমন অগুস্তানীকে যদি বলা বিড়ি ছাড়ো, সিগারেট ছাড়ো, তো সে সহজে ছাড়বে না, যখন নিজে থেকে অনুভব করবে, তখনই ছাড়বে। ঠিক তেমনই তোমরাও যখন এই সেবাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তখনই সব ছুটে যাবে। এখনো পর্যন্ত গুজরাত পণে সেন্টার পায়নি, বস্ত্রে পেয়েছে। গুজরাত যা তা করতে পারে। কোনো কিছুই অভাব নেই, কেবল সংকল্প এবং সিস্টেম চালু হয়নি। সকল কুমারীরা বাপদাদার কুলদীপক তাই না ? নিজের ভাগ্যকে দেখে যদি সর্বদা আনন্দিত থাকো, তবে এই জীবনে বাবার-ই হয়ে গেলে। এই জীবনে তোমাকে পতনের দিকেও নিয়ে যেতে পারে আবার উত্থানের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। তো সকলে আরোহী কলার কলার রাস্তায় পৌঁছে গেছো। আচ্ছা।

বরদানঃ - প্রতিটি কদম সাবধানে পা ফেলে পদমণ্ডল উপার্জনকারী পদমাপতি ভব!

বাবা বাম্বাদেরকে অনেক উঁচু স্টেজে থাকবার জন্য সাবধানবাণী দিচ্ছেন। সেইজন্য এখন সামান্যতম গাফিলতি করবার সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন প্রতিটি কদম সাবধানে রেখে, প্রতি কদম পদমণ্ডল উপার্জন করে পদমাপতি হও। যেমন নাম-পদমাপদম ভাগ্যশালী তেমন কর্মও যেন হয়। একটি কদমও যেন পদমের উপার্জনহীন না হয়। তো অনেক ভেবে চিন্তে শ্রীমত অনুসারে প্রতিটি কদম তোলো। শ্রীমতে মনমতের মিশ্রণ কোরো না।

স্লোগানঃ - মনকে অর্ডার অনুসারে চালাও তবেই তো মন্বনাভবের স্থিতি স্বতঃতই থাকবে।

" মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি দেওয়া এক বাবারই কাজ, তাই মানুষ এই বলে ডাকে, হে শান্তি দাতা, তাই এই শান্তি দেওয়ার পুরস্কার বাবাই পাবেন । "

প্রশ্ন :- কোন্ কোন্ বাচ্চারা বাবাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারে ?

উত্তর :- যারা বাবার মতো সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে, তারাই বাবাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারবে । ২ - যারা সম্পূর্ণ বাবার প্রেমিক হয়েছে তারাও বাবাকে অনুসরণ করতে পারবে । এমন প্রেমী সন্তানদেরই বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যান তাই শান্ত্রে দেখানো হয় যে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে যায় । কিন্তু এখানে তো গরু বা তার লেজের তো কোনো কথাই নেই ।

গীত :- তুমিই প্রেমের সাগর

ওম্ শান্তি । বাপদাদা তো দুজনেই আছে । এখন তো বাচ্চারা জেনেই গেছে যে আত্মাদের বাবা হলেন শিববাবা । তোমরা জানো যে তোমাদের শিববাবা হলেন পতিতপাবন এবং তিনি নিরাকারও । তোমরাও বাবারই মতন নিরাকার এবং শান্ত স্বরূপ । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি । আর তোমাদের নিবাসস্থান হলো শান্তিধাম । যখন মানুষ যজ্ঞ রচনা করে তখন পরমাত্মা শিববাবাকেই শান্তিদেব বলে ডাকে কারণ বাবাই হলেন শান্তির সাগর । এই সারা দুনিয়াকে শান্তি একমাত্র বাবাই দেন । এমন অনেকেই আছেন যারা এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন । কেউ যদি কখনো এই পুরস্কার পান তখন দুনিয়া বলে ইনি শান্তির দূত , শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত হয়েছেন । এর মধ্যে অনেক বড় বড় মানুষের নাম আসে । এখন তো সারা দুনিয়ায় শান্তির খুব প্রয়োজন । নাহলে অশান্তিতে থাকা মানুষ অন্য মানুষদেরও অশান্ত করে তুলবে । এ হলো রাবণের রাজ্য । রাবণকে শত্রু বলা হয়, রামকে কখনোই শত্রু বলা হয় না । রামের কুশপুত্রলিকা কখনোই দাহ করা হয় না । ত্রেতা যুগের রামকেও না আর পরমাত্মা রামকেও না । রামরাজ্য সবাই চায় কিন্তু রামরাজ্য কাকে বলা হয় তা কেউই জানে না । মানুষ কেবল বলে নতুন দুনিয়া হবে , আর সেখানে নতুন দিল্লীতে রামরাজ্য হবে । মানুষ নতুন দিল্লী বলে , এইভাবে তো নাম অনেকই রাখ যায় । দিল্লী হলো রাজধানী । দিল্লীই আগে পরিস্থান ছিলো । রাধা এবং কৃষ্ণকেও এখানেই দেখানো হয় । এরা দুজনেই প্রধানত রাজকুমার এবং রাজকুমারী । কিন্তু শুধু এরা দুজনই নয়, আরো অনেকেই থাকবে । ৮ জন রাজার কথা তো বলা হয়েছে , বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু চিন্তা করা দরকার । সত্যযুগে ১২৫০ বছরে তো অনেকেরই রাজত্ব থাকবে । তারপরেও দেখো কতো রাজা ছিলো, এইসব বৃদ্ধি হতে হতে অনেক বেড়ে গেছে । অনেক অনেক গ্রামের ছোটো এবং বড় অনেক রাজা বা মহারাজারও বৃদ্ধি হয়েছে । সত্যযুগে কিন্তু খুব অল্পই রাজা থাকবে । সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের নামই থাকবে । ২৫০০ বছর ধরে এদেরই রাজত্ব চলবে । মানুষ লাখ লাখ বছরের হিসাব বলে, কিন্তু এটা চিন্তা করে বিচার

করার বিষয় । এই চিন্তাই হলো আত্মার খোরাক । বাবা এই ঈশ্বরীয় ভোজন তোমাদের আত্মাদের বুদ্ধিতে দেয় । তখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায় । ঋষি মুনিরাও বলে যে তারা রচয়িতা আর তার রচনাকে ঠিকভাবে জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা কিন্তু এই কথা বলবে না । তোমরাতো রচয়িতা আর তার রচনার আদি , মধ্য এবং অন্ত সবই জানো । তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাসও জেনে গেছো । আদিকালে তোমরাই ছিলে দেবী এবং দেবতা । আবার মধ্যে রাবণের প্রবেশ হলে তোমরা বিকারী হয়ে যাও । আর এখন হলো অন্ত বা শেষ সময় । তোমরা জানো এখন পুরোনো এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে আবার আদিকাল আসবে । আর এই আদিকালে হবে রামরাজ্য । আর মধ্য সময়ে রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে আবার রামরাজ্য শুরু হবার সময় হয়েছে । তাই তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হতে হবে । এই হলো সত্যনারায়ণের কথা । তোমরা জানো যে শ্রীমত গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি । আর গীতার এই শ্রীমত পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ জীবন ধারণ করার জন্য । শ্রী বলা হয় শ্রেষ্ঠকে । বাচ্চারা জানে এক গীতাকেই দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হয় । এই গীতা দিয়েই সঙ্গম যুগে দেবী দেবতা ধর্মের পুনঃস্থাপনা হয় । সত্যযুগে তো কোনো পতিত থাকে না যাকে পবিত্র বানানোর প্রয়োজন হয় । এখন বাবা তোমাদের বোঝান যে , গীতাকে পতিতপাবনী বলা যায় না । কারণ গীতার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না । গীতার ভগবানকেই পতিতপাবন বলা হয় । এই কথা খুব ভালো করে বোঝো । গীতাই হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । গীতার সময়ই মহাভারী মহাভারত লড়াই হয়েছিলো যার ফলে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । গীতাকে দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হয় , ব্রাহ্মণের শাস্ত্র বলা হয় না । ব্রাহ্মণদের নাম কিন্তু গীতাতে নেই । পরমপিতা পরমাত্মা এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার তোমাদের বলেন । এখন তোমরা তো জানো , সত্যযুগেতো ব্রাহ্মণরা থাকবেই না । সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ এবং আন্যান্য দেবতার থাকবেন , ব্রহ্মার পরে বিষ্ণু আসবো ছবিতেও ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা দেখানো হয় । তাহলে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু তো একসাথে থাকবেই না । ব্রহ্মার দ্বারা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হবে । এ খুবই পরিষ্কার করে বোঝার বিষয় । এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে । তোমরাই তো এই সম্পত্তির অধিকারী । মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হলো চারটি , তারমধ্যে শ্রীমত ভাগবত গীতা হলো এক নম্বর যার সাহায্যে এক নম্বর ধর্মের স্থাপনা হয় । তারপরে আসে ইসলামী আর বৌদ্ধ ধর্ম । এক গীতাতেই শ্রীমত ভাগবত গীতা লেখা হয় আর অন্য কোনো শাস্ত্রে শ্রীমত লেখা হয় না । শ্রীমত ইসলামী বা শ্রীমত বৌদ্ধ বলা হয় না । শ্রীমত ভাগবত গীতা হলো একটাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ মতের শাস্ত্র । এর দ্বারা কোন্ ধর্মের স্থাপনা হয় । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় আর এই স্থাপনা হয় এই সঙ্গম যুগেই । এসবই বোঝার বিষয় । এখন বাবা তোমাদের শিক্ষকের রূপে পড়াচ্ছেন, এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা তোমাদের বাবা আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষকও । বাবা আবার এই ঈশ্বরীয় পড়া শিখিয়ে তোমাদের সকলের সঙ্গতিও করেন , তাহলে তিনি তোমাদের সঙ্গুরুও হলেন । শিববাবাকে সবাই স্মরণ করেন । কিন্তু গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । কিন্তু কৃষ্ণতো জ্ঞানের সাগর নন । তাঁকে জ্ঞানের সাগর শিববাবাই এমন বানিয়েছিলেন,

তাই শিববাবা হলেন শিক্ষকও । শাস্ত্রে তোমরা অনেক কথাই পড়েছো , কিন্তু এখানে তোমরা নতুন কথা শুনছো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা সরাসরি এই জ্ঞানের কথা শুনছো । আগে শাস্ত্রের সমস্ত কথাই তোমরা শরীরধারী মানুষের কাছে শুনতে । এখন তোমরা বুঝতে শিখেছো তোমরা আত্মারা আসলে অশরীরী । তোমরা শরীর ধারণ করে এই দুনিয়াতে এসেছো । শিববাবাও অশরীরী । সেইজন্য শিবলিঙ্গ নির্মাণ করা হয় । আত্মারা শরীরের দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করে । তোমরা আবার বাবাকে ডাকো হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের পতিত মানুষকে পবিত্র করো । তোমরা শিবলিঙ্গের পূজা করো কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারো না যে এই হলো তোমাদের পতিতপাবন বাবা, যাকে তোমরা বারবার ডাকো । শিববাবা ভগবান , তিনিই তোমাদের ঈশ্বর । এইভাবেই তোমরা তাঁকে স্মরণ করো । তোমরা যদি শিববাবাকে বাবা বলে ডাকো তাহলে তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে বাবার থেকেই তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি পেতে হবে । তোমরা ভাববে যে তোমরা বর্ষা বা সম্পত্তি পেয়েছিলে তাই তোমরা শিববাবার পূজা করো । ভারতবাসীরা অবশ্যই এই বর্ষা পেয়েছিলো । কিন্তু কখন পেয়েছিলো সে কথা সব ভুলে গেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, তোমরা বাবার কাছে এসেছো । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে তোমাদের বোঝান । ত্রিমূর্তির তো অনেক নাম আছে । ত্রিমূর্তি মার্গ নামও আছে । শিববাবার অনেক মহিমা আছে । গানেও তোমরা শুনছো বাবা হলেন প্রেমের সাগর , তিনি সবার সঙ্গতিদাতা । বাবাই সবাইকে সুখ এবং শান্তি দান করেন । তিনি সবার দুঃখ হর্তা এবং সুখ কর্তা । বাবা তোমাদের খুবই প্রিয় । শিববাবার থেকে প্রিয় আর কেউই হয় না । যেই বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন , তিনি তো অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রিয় হবেন । শিববাবা হলেন বেহদের বাবা । তিনিই বাচ্চাদের বলেন বাচ্চারা , তোমরা আমার থেকেই স্বর্গের বাদশাহী পাও । তোমরা আত্মারা সকলেই ভাই ভাই এখন তোমরা সকলেই বাবার কাছে এই জ্ঞানের কথা শুনছো । সব আত্মারাই বাবাকে স্মরণ করে বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । এখন আত্মারা বলে যে বাবা এসেছেন আমাদের পবিত্র বানাতে । বাবা তোমাদের বলেন বাচ্চারা ৫০০০ বছর আগে আমিই এসেছিলাম তোমাদের পবিত্র বানাতে । এখন তোমরা যদি এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের সব দুঃখও দূর হবে । তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো , হে পতিতপাবন এসো , হাততালি দিয়ে গান করেও তোমরা ডাকো পতিত পাবন সীতারাম তাহলে তোমরা নিজেরা তো পতিত হলে তাই না ? এই দুনিয়া হলো নরক , একে ভয়ানক নরকও বলা হয় । গরুর পুরাণে তো এমন অনেক মুখরোচক কথা লেখা আছে যে এই কাজ করলে ওই ফল পাওয়া যাবে আবার বলা আছে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে চলে যাওয়া যায় । এমনই সব কথা লেখা আছে । কিন্তু জন্তুজানোয়ারের তো কোনো কথাই হতে পারে না । তোমারই হলে গোমাতা । তোমাদের হাত যদি কেউ না ধরে ততক্ষণ তারা রাস্তা খুঁজে পাবে না । লেজের কথা তো হতেই পারে না । বলা হয় লেজ ধরে পার হয়ে যাবে । এখানে তো লেজ ধরার কোনো কথাই নয় , এখানে হলো নিয়মকে অনুসরণ করার কথা । সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারী তো অনেকেই আছে , কিন্তু অনুসরণ করা মানে পবিত্র হওয়া । তোমারই হলে সত্যিকারের অনুসরণকারী

শিববাবা তোমাদের বলছেন আমি এসেছি তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবার জন্য । তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । পবিত্র না হলে তোমরা অনুসরণ করতে পারবে না । শিববাবাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে । তোমরা এখানে এসেছো বাবাকে অনুসরণ করার জন্যে । ভক্তিমার্গেও তোমরা আমাকেই স্মরণ করে এসেছো । তোমরা জানো যে আত্মারা হলো আশিক আর পরমাত্মা হলেন মাশুক (প্রিয়তম) । আত্মারা অনেকদিন ধরে শিববাবাকে স্মরণ করেছেন তাই বাবা এসেছেন তোমাদের নিয়ে যেতে । বাবা বলছেন , আমাকে অনুসরণ করো তাহলেই আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো । কেমনভাবে অনুসরণ করবে তাও বাবা বলেছেন শিববাবা হলেন পবিত্র ,আর তোমরা হলে পতিত । তাহলে তোমাদেরও তাঁর মতো পবিত্র হবার জন্য তাঁকে অনুসরণ করতে হবে । বিকারী মানুষ তো তাঁকে অনুসরণ করতে পারে না। বাবা বলেন আমাকে অনুসরণ করার জন্য আমার মতো পবিত্র হও । আমি কি পতিত মানুষদের আমার সঙ্গে শান্তিধাম নিয়ে যাবো ? এই পৃথিবীর এতো মানুষ সবাই ভক্তি , তপস্যা , দান -পুণ্য ইত্যাদি করে কেবলমাত্র মুক্তি পাবার জন্য , কারণ এই দুনিয়া দুঃখে ভরা তাই মানুষ নিজের ঘরে ফিরে যেতে চায় । বাবা বলেন , অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । আমি নিজে পবিত্র , তাই তোমাদেরও আমিই পবিত্র বানাই । আমি আসি এই ব্রহ্মার শরীরে । আমিই রচয়িতা , আমি এই ব্রহ্মার শরীরে আসি । এও বলা হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা বাবা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন । তোমরা সবাই হলে বি . কে । তাই তোমরা জানো যে শিববাবাকেই তোমাদের অনুসরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবো । এছাড়া আর কোনো উপায় নেই । পতিত পাবন এই কথা বললে দৃষ্টি উপরের দিকে যায় আর তা না হলে গঙ্গা নদীর দিকে যায় । কিন্তু গঙ্গা তো পতিত -পাবনী নয় । সাগর থেকে এই নদী বেরিয়েছে । এখন তাই পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের হাত ধরা চাই ।

বাবা বলেন যে তোমরা যদি পবিত্র হয়ে আমাকে অনুসরণ করো তাহলেই আমার সাথে যেতে পারবে । বাবা আরো বলেন , তোমরা সবাই আমার সঙ্গেই ছিলে তারপর ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে পতিত হয়ে গেছো । এখন যদি আবার আমাকে স্মরণ করো তাহলে আবার পবিত্র হতে পারবে । সন্ন্যাসীরা গৃহস্থলোকেদের বলে ঈশ্বরীয় পথ অনুসরণ করতে হলে সংসার ত্যাগ করতে হবে । শিববাবা বলেন.... যে আমি পরমধামে থাকি, তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে নাকি এই বিষয় সাগরে থাকাই তোমাদের পছন্দ । তোমরা তো আমাকে ডেকেই এসেছো হে পতিত পাবন এসো । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে । কল্পে কল্পে তিনি এসেই তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান । তারপর সত্যযুগে তোমরা খুব সুখী থাকো । এই লক্ষ্মী নারায়ণ তো স্বর্গের মালিক ছিলেন । এদের এই সুখ কে দিয়েছেন ? স্বর্গের গড ফাদার । বাবা তোমাদের মনে করিয়ে দেন তোমরা বাবার জয়ন্তী অর্থাৎ শিব জয়ন্তী পালন করো । পরমপিতা পরমাত্মার জয়ন্তী সমস্ত ভারতবাসীই পালন করে । এই ভারত হলো তোমাদের জন্মভূমি । খৃষ্টানরা এই শিব জয়ন্তী কখনোই মানবে না । তারা তো ক্রাইস্টকে মানবে । শিব জয়ন্তী একমাত্র ভারতবাসীরাই পালন করে । এই

ভারত হলো সবার পতিত পাবন শিব বাবার জন্মভূমি । বাবা হলেন সবার সুখদানকারী । সবার উদ্ধারকর্তা । তাহলে এই ভারত কতো মহান হলো ।

বাবা জানেন যে এই বিশ্বনাটকের নিয়ম অনুসারে যখন বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে যায় তখনই তিনি বর্ষা দিতে আসেন । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , সুখের সাগর , তিনিই বাচ্চাদের এই স্বর্গ সুখের বর্ষা দিচ্ছেন । বাবাই বাচ্চাদের বলেন যে আমাকে অনুসরণ করো । তোমরা জানো যে তোমাদের আল্লা বিকারী হয়ে গেছে তাই তোমাদের শরীরও এখন বিকারী । সত্য যুগে আল্লা পবিত্র থাকার কারণে শরীরও পবিত্র হবে । তাই বাবা এখন বলেন , বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হও । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার থেকে স্বর্গের বর্ষা নেওয়ার জন্য " আমরা আল্লারা সকলেই ভাই ভাই" এই ধারণাকে পাকা করতে হবে । সবার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে । বাবা যেমন তোমাদের কাছে খুবই প্রিয় , ঠিক তেমনি তোমাদেরও সকলের কাছে প্রিয় হতে হবে ।

২) বাবার মতো পবিত্র হয়ে বাবাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে । বাবার সঙ্গে শান্তিধামে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের জ্যোতি এবং শক্তির দ্বারা নিজের ভাগ্যকে জাগিয়ে সর্বদা সফলতামূর্ত হও ।

সব বাচ্চারা জ্ঞানের জ্যোতি এবং শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীর আদি , মধ্য এবং অন্তকে জেনে পুরুষার্থ করতে পারে , তারা সফলতাকে অবশ্যই প্রাপ্ত করবে । সৌভাগ্যের চিহ্নই হলো এই সফলতার প্রাপ্তি । প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া হলো নিজের সৌভাগ্যকে জাগানোর একমাত্র চাবিকাঠি । জ্ঞান কেবলমাত্র রচয়িতা বা রচনার রাখলে হবে না জ্ঞানমূর্ত অর্থাৎ প্রতিটি সংকল্প , প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি কর্ম যদি জ্ঞান স্বরূপ হয় তখনই সফলতামূর্ত হওয়া যাবে । যদি সঠিক পুরুষার্থ হওয়া সত্ত্বেও সফলতা না আসে তাহলে বুঝতেই হবে যে এটা অসফলতা নয় , এ হলো পরিপক্বতা লাভের সাধন ।

স্লোগান :- শরীর থেকে পৃথক থেকে অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে থেকে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে কর্ম করলে কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করা সহজ হবে ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - শিববারার এরকম কোনো চাহিদা নেই বাচ্চারা বড় হয়ে আমার সেবা করবে ,
তিনি কখনও বৃদ্ধ হনই না , বাবাই একমাত্র নিষ্কাম সেবাধারী "

প্রশ্ন: - ভোলানাথ শিববাবা আমাদের সব বাচ্চাদের অনেক বড় গ্রাহক -কিভাবে ?

উত্তর: -বাবা বলেন আমি এমনই ভোলা গ্রাহক , যে তোমাদের সব পুরানো জিনিস আমি কিনে
নিই আর তার পরিবর্তে তোমাদের নতুন নতুন জিনিস দিই । তোমরা বলো- বাবা , এই তন -
মন -ধন সব আপনার , তাই তার পরিবর্তে তোমরা সুন্দর দেহের অধিকারী হও আর অপার
ঐশ্বর্যের প্রাপ্তিও হয় ।

গীত :-ভোলানাথের মতো অনন্য . . .

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে এই গীত গাওয়া হয় । গীত যা কিছু আছে তা সব ভক্তিমার্গের , এই
গীতেরও অর্থ বাবা বুঝিয়ে দেন । বাচ্চারাও বুঝে যায় ভোলানাথ কাকে বলা হচ্ছে । দেবতাদের
ভোলানাথ নামে সম্বোধন করা হয়না । গানের কলিতে আছে , সুদামা দু'মুঠো অল্প দান দেওয়ায়
তার মহল প্রাপ্তি হয়েছে । তাও ২১ জন্মের জন্য । এখন বাচ্চারা বুঝেছে বাবা এসে ভারতবাসীকে
কল্পে কল্পে হীরে -জহরতের মহল প্রাপ্ত করান । কিসের পরিবর্তে বাবা এসব দিয়ে থাকেন ।
বাচ্চারা বলে - বাবা তন -মন- ধন সব কিছু আপনার , আপনিই দিয়েছেন । কারও ঘরে বাচ্চা
জন্মালে বলে ভগবান দিয়েছেন । ধন প্রাপ্তিতেও বলে , বাবা আপনি দিয়েছেন । এই সকল কথা
আত্মাই বলে থাকে । ভগবান অর্থাৎ বাবা সবকিছু দিয়েছেন । বাবা বলেন - তোমাদের সবকিছু
এখন দিয়ে দিতে হবে । তার পরিবর্তে আমি তোমাদের খুব সুন্দর তনের অধিকারী বানাব , অপার
ধনের তোমরা মালিক হবে । কিন্তু এতকিছু দেবেন কাকে , নিশ্চয়ই বাচ্চাদেরই দেবেন । লৌকিক
বাবার কাছ থেকে স্বল্পকালীন মেয়াদের ধন প্রাপ্তি হয় । বেহদের বাবা বেহদের রাজ্যভার আমাদের
হাতে তুলে দেন । বাবা বারবার বলেন জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে দিন -রাতের তফাৎ । ভক্তির
প্রাপ্তি সর্বদা অল্পকালের । অর্থ থাকলে সুখ থাকে আর অর্থ না থাকলে মানুষ কত দুঃখী হয়ে যায় ।
বাচ্চারা জানে ,বাবা আমাদের অফুরন্ত ধন-সম্পদ দেন ,এইজন্য খুশিও হয় । সুখধামে সুখের কোনও
অভাব নেই , প্রত্যেকের নিজের -নিজের রাজধানী । একেই বলা হয়ে থাকে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ।
তবেই দেখ বাবা কেমন ভোলা , কি নিচ্ছেন আর কি দিচ্ছেন । কত শ্রেষ্ঠ গ্রাহক , বাবা !
এমনিতেও বাবা বাচ্চাদের গ্রাহকই হন । বাচ্চা জন্মানোর সাথে সাথে সারা স্বাবর -অস্বাবর সব
সম্পত্তির মালিকানা তার হয় । সে হয় হদের গ্রাহক , ইনি হলেন বেহদের গ্রাহক ভোলানাথ ।

বেহদের বাচ্চাদের গ্রাহক। বাবা বলেন - আমি পরমধাম থেকে এসেছি, পুরানো সবকিছু তোমাদের থেকে গ্রহণ করে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে গিয়ে সবকিছু তোমাদের দিই, কোনরকম দুঃখ -দৈন্যতার লেশমাত্র থাকে না। এইজন্য তিনি দাতা। আর ঐনার মতো দাতাও কেউ হয়না। নিষ্কাম সেবা করেন। বাবা বলেন -আমি কামনা- বাসনা রহিত। আমার কোনও কিছুতে লোভ -লালসা নেই। আমি এরকম কিছু তো বলিও না। বাচ্চাদের কাজ হলো বুড়ো বাবার তত্বাবধান করা, আমিও তোমাদের দেখাশোনা করেছি। না, গৃহস্থ জীবনে এরকমই একটা নিয়ম চলে আসছে - বাবা বৃদ্ধ হলে বাচ্চারা তাঁর দায়িত্বভার সামলাবে। এই বাবা তো কখনও বৃদ্ধ হননা, চিরযুবা। আত্মারও কখনও বয়স বাড়ে না। এটা সকলেই জানে, লৌকিক বাবা সন্তানের কাছে আশা করে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর সন্তানই তাঁর সেবা করবে। যদিও -বা বাবা সবকিছু বাচ্চাদের দিয়ে দেন তবুও সেবা করার দরকার হয়। শিববাবা বলেন -আমি অভোক্তা। আমি কখনও খাদ্য গ্রহণ করিনা। আমি আসিই বাচ্চাদের জ্ঞান শোনাতে সুপ্রিম রুহ, রুহ কো অর্থাৎ পরমাত্মা আত্মাদের সম্মুখে বসে জ্ঞান দান করেন। রুহ-ই শোনে এবং সব কথা রুহ-ই বলে। সংস্কার রুহ সঙ্গে নিয়ে যায়, যার আধারে আত্মার দেহ প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ যে আত্মা যেমন সংস্কার আয়ত্ব করতে পারবে সে সেরকম দেহ প্রাপ্ত করতে পারবে। এখানে মানুষ বিভিন্নরকম মত পোষণ করে। কেউ বলে রুহ আর পরমাত্মা এক। এদের ওপর কোনোকিছুর প্রলেপ পড়েনা। আত্মা হলো নির্লেপ। যদি আত্মা নির্লেপ হয় তাহলে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা এই কথার উদ্ভব হয় কি করে! আত্মা নির্লেপ হলে তো স্বাভাবিকভাবে বলাই যায় পাপ শরীর বা পুণ্য শরীর। এখন তোমরা জেনেছ, সকল আত্মাদের রুহানি বাবা, আত্মাদের পড়াচ্ছেন, এই ব্রহ্মাতনের দ্বারা। আত্মাকেও তো ডাকা হত ব্রাহ্মণ শরীরের মধ্যে, বলা হত আমাদের বাবার আত্মা এসেছে, খাবারের স্বাদ আত্মাদান করত করানো হয়, আত্মা আসে। কোথাও তো আত্মা বিরাজমান হবে। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লোকেদের খাওয়ানো, ভারতে অত্যন্ত সহজ সরল একটা ব্যাপার। আত্মাকে ডাকা হত, যে বিশেষ ব্যক্তির আত্মা তার সম্পর্কে বা তার সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কিছু সত্যি কথাও সামনে আসত। এই পিণ্ড ইত্যাদি খাওয়ানো - এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাবা সারসংক্ষেপে ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে দেন। ড্রামা-রহস্য এতই বিশাল যার বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। এক -এক জনকে বোঝাতে বছর পার হয়ে যাবে। তোমাদের- বাচ্চাদের খুব সহজভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। গাওয়া হয় পতিত-পাবন এসো, এসে আমাকে পবিত্র বানাও। ঔঁনার নামই পতিত-পাবন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে পতিত-পাবন বলা যাবে না। বাবাকেই পতিতপাবন, মুক্তিদাতা বলা হয়। দুঃখহর্তা, সুখকর্তাও ঔঁনাকেই বলা হয়ে থাকে। উঁনি নিরাকার। শিবের মন্দিরে গেলে দেখা যায় সেখানে শিবলিঙ্গ-এর পূজা হচ্ছে। নিশ্চয়ই শিব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল তাই তো পূজা করছে। এই দেবতারও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তবেই তো তাঁদের মহিমা গাওয়া হয়। নেহরুর সচেতনতা ছিল বলেই তাঁর ছবি ছাপিয়ে বন্দনা করা হয়। সমাজিক জীবনে কেউ ভালো কাজ করলে তার ছবি বানিয়ে তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। পবিত্রতার-ই পূজা হয়। কোনও মানুষের পূজা হতে পারেনা। বিকার থেকে জন্মের উত্পত্তি সেই কারনে মানুষের পূজা সম্ভব নয়।

পূজা দেবতাদের হয় , যাঁরা সর্বদা পবিত্র থাকেন । তোমরা জানো বাবা পূর্ব কল্পেও এসেছিলেন এখন আবার এসেছেন এই কল্পের সঙ্গমে - স্বর্গের স্থাপনা করতে । তারপরে আবারও রাবণ রাজ্য শুরু হবে দ্বাপর থেকে । রাবণ রাজ্য শুরু হতেই শিব মন্দিরও বনানো শুরু হয়ে যায় । এখন তো জ্ঞানযুক্ত হয়ে জ্ঞান শোনাচ্ছে - উঁনি সত্য , সর্বজ্ঞানসম্পন্ন । ওঁনারই মহিমা -কীর্তন গাওয়া হয়- নিরাকারের শরীরের প্রয়োজন হয় । বাবাই এসে বিশ্বকে হেভেন বানিয়ে তোলেন এবং সেই হেভেন - এ রাজ্য করার জন্য তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছ । স্বর্গবাসী, তোমরা তৈরি হচ্ছে । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । কিন্তু সেই জ্ঞান শোনাবেন কি করে ? বলেন , আমি এই ব্রহ্মাত্মনে এসেছি , ড্রামাতে এটাই আমার পার্ট । আমি প্রকৃতির আধার নিই । ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে , এঁরই অন্তিম জন্মের এই শরীরে আমি প্রবেশ করি এবং নাম রাখি ব্রহ্মা । প্রথম - প্রথম এঁরা ভাঙিতে যখন ছিলেন তখন অনেকের নাম দেওয়া হয়েছিল , কিন্তু অনেকেই ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় নাম রাখার আর প্রয়োজন পড়েনি । তোমরা সেসব নাম শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে । একই সাথে কত সুন্দর সুন্দর নামের সব আসত । বার্তাবাহক নামের সব লিস্ট নিয়ে আসত । সেই লিস্ট অবশ্যই রাখা উচিত । সন্ন্যাসীও যখন সন্ন্যাস নেয় তখন তারও নাম বদল হয়ে যায় । ঘর -সংসার সবকিছু ছেড়ে দেয় । তোমাদের কিছু ছাড়তে হয়না । তোমরা ব্রহ্মার কাছে এসে জ্ঞান ধারণ করে ব্রাহ্মণ তৈরি হও । তোমরা সকলে শিববাবার তো হওই , আবার ব্রহ্মারও হও । এইজন্য তোমরা বলো বাপদাদা । সন্ন্যাসীদের এরকম কোনও কিছু হয়না । যদিও- বা নাম বদলে যায় তথাপি বাপদাদাকে পায়না । ওরা শুধু গুরুকে পায় । হঠযোগী হদের সন্ন্যাসী আর রাজযোগী বেহদের সন্ন্যাসী এই দুইয়ের মধ্যে দিন -রাতের পার্থক্য । গায়নও আছে জ্ঞান , ভক্তি আর বৈরাগ্য । তাদেরও বৈরাগ্য আছে কিন্তু তাদের বৈরাগ্য ঘর-সংসারের । তারা জানতেই পারেনা সৃষ্টির পরিবর্তন হয় । তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য অর্থাৎ নির্লিপ্তি । এই সৃষ্টির বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে । ওখানে যেতে হবে , কিন্তু পবিত্র না হয়ে ওখানে যাওয়া যাবেনা । মনে এই বিচার চলতে থাকে প্রত্যেক কল্পের নতুন দুনিয়ায় দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিল ,যা বাবা এখন স্থাপন করছেন । তোমরা জানো যে শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাব । এটা তো খুব সহজ কিন্তু স্মরণ করতেই ভুল হয়ে যায় । ভক্তি মার্গের রীতিনীতি একেবারে আলাদা । নিজের ঘরে কেউ ফিরতে পারবেনা যতক্ষণ না পুনর্জন্ম হচ্ছে পুনর্জন্ম সবাইকে নিতে হবে । এক সময়তেই সকলকে ঘরে ফিরতে হয় । মৃত্যু হলে অনেকে বলে থাকে অমুকের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়েছে , এসবই গল্প । বাবা বলেন - কোনও আত্মা মাঝপথ থেকে ফিরতে পারবে না । এরকম হলে সৃষ্টির এই খেলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে । প্রত্যেককেই সত্য , রজো, তমো এই ভাবে পর্যায়ক্রমে আসতেই হবে । মোক্ষ প্রাপ্ত করতে অনেকে আসে , বোঝানো হয় মোক্ষ প্রাপ্ত করা যায়না । অনাদিকালের ড্রামা , যা পূর্ব পরিকল্পিত , তা বারবার রিপিট হচ্ছে এবং পরেও হবে । এই ড্রামার কোনও অধ্যায় পরিবর্তিত হওয়ার নয় । একটা মাছিও এখান থেকে চলে গেলে পাঁচ হাজার বছর পরে এটা আবারও এইভাবে এখান থেকে যাবে । এতো জানা আছে বাবা কত ভোলা ! পতিতপাবন বাবা পরমধাম থেকে আসেন নিজের ভূমিকা পালন করতে । তিনিই

বোঝান এই ড্রামা কিভাবে তৈরি হয়েছে , এর মুখ্য চরিত্রে কে কে আছে । যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সাহকার কে ? ওরা বলবে আমেরিকা । কিন্তু তোমরা জানো স্বর্গে সবচেয়ে বড় সাহকারের ভূমিকা এই লক্ষ্মী -নারায়ণের । তোমরা পুরুষার্থ করছ ভবিষ্যতের জন্য , সবচেয়ে বড় বিত্তশালী (সাহকার) হতে । এ এক প্রতিযোগিতা । এই লক্ষ্মী -নারায়ণের মতো বিত্তবান (সাহকার) কি কেউ হতে পারবে? আলাদীন ও তার আশ্চর্য প্রদীপের গল্প তৈরি করেন । প্রদীপ ঘষে কুবেরের খাজানা পাওয়া যায় । এইরকমই বিভিন্ন রকমের নাটক বানানো হয়। এখন তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো এই শরীর ছেড়ে স্বর্গে যাব । আমরা কারুনের ধন - সম্পদের অধিকারী হব । বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে মায়া একেবারে সরে যাবে । বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া সমস্যার পাহাড় খাড়া করে দেয় । অনেকে বলে - বাবা আমার কাছে অনেক মায়ার তুফান আসে । আচ্ছা ! বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করলে তুফান চলে যাবে । বাকি নাটক ইত্যাদি বাবা বানিয়েছেন । এইসবে মনে রাখার মতো কিছু নেই । বাবা কত সহজে বলেন - শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো , তবেই তোমাদের ওপরে যে খাদ পড়েছে তা বেরিয়ে যাবে আর কোনও কষ্ট সহিতে হবেনা । আত্মা যে খাঁটি সোনা ছিল ,তা এখন মেকি হয়ে গেছে ,আবার খাঁটি সোনা হবে - স্মরণের এই অগ্নি শিখায় । আগুনে না পুড়ালে সোনা পবিত্র হতে পারবে না । একেও যোগ অগ্নি বলা হয় । শুধুই স্মরণের কথা । ওরা অনেকপ্রকারের হঠযোগ শেখায় । তোমাদের বাবা বলেন - উঠতে বসতে স্মরণ করো । আসন ইত্যাদি কতদূর বিছাবে । এতো চলতে ফিরতে কর্ম করতে স্মরণে থাকতে হবে । যদিও বা অসুস্থ থাকো এখানে শুয়েই স্মরণ করতে পারো। শিববাবাকে স্মরণ করো আর চক্র ঘুরাও ,ব্যস শুধু এইটুকু । ওরা আবার লেখে গঙ্গা তটে থাকা অর্থাৎ মুখে অমৃত পানের সমান । গঙ্গা-কিনারে তো গঙ্গাজলই পাওয়া যাবে , না বুঝে মানুষ হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে । বাবা বলেন তোমরা যেখানেই বসো , যদিও বা অসুস্থ হও শুধু বাবাকে স্মরণ করো । স্বদর্শন চক্র ঘোরানোতেই প্রাণ শরীর থেকে বেরোবে । লাগাতার এই অভ্যাস করে যেতে হবে । ওই ভক্তি মার্গের কথায় আর এই জ্ঞানমার্গের কথায় কত রাত দিনের তফাৎ হয়ে যায় । বাবার স্মরণে তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । ওরা তো যুদ্ধের সৈনিকদের বলে - যে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ ত্যাগ করবে সে স্বর্গে যাবে । বাস্তবে যুদ্ধ এটাই - অন্তর্মনের ভালো-মন্দের লড়াই । ওরা কৌরব -পান্ডবদের সৈন্য -সামন্ত দেখিয়েছে । মহাভারত যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ,কিছুই না । একেবারে ঘোর অন্ধকার , কিছু বুঝতে পারেনা সেইজন্য অস্ত্রাঘাতের অন্ধকার বলা হয়ে থাকে । বাবা আবার আলোর দিশা দেখাতে এসেছেন । ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর , জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়ে থাকে । এখন সারা জ্ঞান তোমরা পেয়েছ । ওখানে মূল বতন , যেখানে আত্মারা থাকে , ব্রহ্মাওও বলা হয়ে থাকে । এখানে রুদ্রযজ্ঞ রচিত হলে বাবার সাথে সাথে তোমাদের-আত্মাদেরও পূজা করা হয় কেননা তোমরা বহুজনের কল্যাণ করো । বাবার সাথে তোমরাও ভারতের অসাধারণ এবং দুনিয়ার সাধারণ রুহানি সেবা করে চলেছ এইজন্য বাবার সাথে তোমাদের-বাচ্চাদেরও পূজা হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা
রুহানি বাবার (পরমপিতা পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়ার ঝড়-ঝাপটা সামলানোর জন্য বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । আত্মাকে
যোগ -অগ্নির শিখায় পুড়িয়ে খাঁটি সোণায় পরিণত করতে হবে ।

২) বেহদের বৈরাগী হয়ে এই পুরনো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে । দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে, নতুন
দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এই দুনিয়াকে ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিতে হবে ।

বরদান :- মহান এবং অতিথি - নিশ্চয় বুদ্ধির এই দুই স্মৃতির দ্বারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত
হওয়ায় সমর্থ উপ-রম (বৈরাগ্য) ও সাক্ষী ভব ।

উপরাম বা সাক্ষীদ্রষ্টার অবস্থা বানানোর জন্য দুটো কথা মনে রাখতে হবে - প্রথমতঃ আমি আত্মা
হলাম মহান আত্মা , দ্বিতীয়তঃ আমি আত্মা এই পুরানো সৃষ্টির বা এই পুরনো শরীরের অতিথি ।
এই দুটো বিষয় স্মৃতিতে থাকলে স্বতঃই এবং সহজেই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি বা স্বকীয় আকর্ষণ সমাপ্ত
হয়ে যাবে । নিজেকে মহান ভাবতে পারলে যে সধারণ কর্ম বা সঙ্কল্প সংস্কারের বশে চলতে হচ্ছে ,
তা' পরিবর্তিত হয়ে যাবে । মহান আর অতিথি ভেবে চললে মহিমা যোগ্য হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সকলের শুভ ভাবনা আর সহযোগের বিন্দু দ্বারা বড় কার্যও সহজ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র তোমরাই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে এই অবিনাশী নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারো, যেহেতু বাবার প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা তোমরা তৃতীয়-নেত্র (দিব্য-দৃষ্টি) পাও, এর ফলস্বরূপ তোমরা আস্তিক (ঈশ্বরে বিশ্বাসী) হও।'"

প্রশ্ন :- কি এরকম উপাধি বা পদবী ধর্ম-স্থাপকদের দেন না বাবা?

উত্তর :- বাবা হলেন স্বয়ং সদ্ধরু। কোনো ধর্ম-স্থাপককেই কিন্তু গুরু বলা যায় না। যেহেতু, গুরু তাকেই বলা যায় - যিনি তার শিষ্যদের দুঃখের মোচন করিয়ে সুখের মধ্যে এনে দেয়। যারা ধর্ম-স্থাপন করে, তাদের পিছনে তো অনেক ধর্মের আত্মারা অসীমের দুনিয়া থেকে এই জাগতিক দুনিয়ায় আসে, তারা কাউকেই সাথে করে নিয়েও যেতে পারে না। একমাত্র এই বাবা যখন এই ধরায় আসেন, তখনই সব আত্মাকে তাদের নিজের ঘর পরমধামে নিয়ে যান। সে কারনেই তো উনি সকলেরই সদ্ধরু।

গীত :- ইস্ পাপ কী দুনিয়া সে লে চল্ ঔর কঁহী(এই পাপের জগৎ থেকে নিয়ে চলো অন্য কোথাও)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা, তোমরা এই গীতের ছত্রের মাধ্যমেই তো বুঝতে পারছো-বর্তমানের এই দুনিয়াটা কি রকম পাপের দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো, এটা পাপী আত্মাদের দুনিয়া। কতই না খারাপ লাগে তা শুনতে। কিন্তু মানুষ তা বুঝতেই পারে না, বাস্তবে এটা কত বেশী সংখ্যক পাপ আত্মাদের দুনিয়া হয়ে পড়েছে। সে হিসাবে অবশ্যই কখনও এটা পুণ্য- আত্মাদের দুনিয়াই ছিল। যাকে স্বর্গ বলা হত। আর পাপী আত্মাদের দুনিয়াকে বলা হতো নরক। একমাত্র এই ভারতেই সেই স্বর্গ ও নরকের বিষয়ে কত আলোচনা হয়। যেমন- মানুষ মরে গেলেই বলা হয় - স্বর্গবাসী হলো। এর দ্বারাই তো প্রমাণ হয়, সে নরকবাসী ছিল। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়া থেকে তার আত্মা পবিত্র দুনিয়ায় গেল। অথচ, মানুষের তো এই কথাটার সামান্য সেই বোধটুকুও নেই, - তাই যা মনে আসে তাই বলে। অথচ তার যথার্থ অর্থটার কোনো ধারণাই নেই। তাই এখন এই বাবা এসে তোমাদের সেই শান্তনাই দেন যে, -আর একটু ধৈর্য ধরো বাচ্চারা। যেহেতু পাপের বোঝার ভারে, বর্তমানে তোমাদের এতই কাহিল অবস্থা। তাই এখন তোমাদেরকে পুণ্য-আত্মা বানিয়ে সেই দুনিয়ায় নিয়ে যাবো, যাকে বলা হয়- 'স্বর্গ।' যেখানে পাপের নাম-গন্ধও নেই, আর না তো কেউ দুঃখী অবস্থায় থাকে। বাচ্চারা সবাই সেখানে একত্রে মিলেমিশে ধীর স্বভাবের হয়ে বসবাস করে। যদিও বর্তমানে তোমরা এই জাগতিক দুনিয়ায় রয়েছো, কিন্তু

আগামীতে তোমরাই শান্তিধাম ও সুখধামে যাবে। যে রকম, অসুস্থ মানুষ একটু সুস্থ বোধ করলে, ডাক্তার আশ্বাস বাণী শোনায় - অতি শ্রীঘ্নই তুমি এবার একেবারেই ভাল হয়ে যাবে। আর, এই ধৈর্য্য ধরার প্রতিশ্রুতি-বাণী সেই অসীমের বাবার। অসীম বেহদের বাবা আরও বলেন, তোমরা তো পতিত হয়ে কতই না দুঃখী হয়ে পড়েছো - তাই তো এখন তোমাদেরকে আস্তিক (ঈশ্বরে বিশ্বাসী) বানাতে হচ্ছে। এরপর এই সৃষ্টি-রচনার পরিচয়ও পাবে। ঋষি-মুনীরাও তো স্বীকার করেই থাকে যে, তারাও সেই রচয়িতা আর তার রচনাকে জানতেই পারে না। আচ্ছা, তবে তা কে জানে ? কবে, কখন বা কার দ্বারাই বা তা জানা যায় ? - এ সব কিন্তু কারোরই জানা নেই। এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নাটকের চিত্রপটের আদি-মধ্য-অন্তকে তো কেউই জানে না। তাই বাবা জানান- "আমি এই সঙ্গমযুগে এসেই, নাটকের চিত্রপট অনুসারে তোমাদেরকে প্রথমে আস্তিক হবার ধারণা দেই, আর তা ধারণার পর তোমাদের এই সৃষ্টি রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য উদ্ঘাটন করি, - যে জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত হয়। আর তোমরা তোমাদের জীবনে আলোর দিশা পাও।" যেমন চোখের দৃষ্টি চলে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় - সে রকম বর্তমান জগতের মানুষদেরও জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের প্রকাশ নেই। তাই তো তারা মনুষ্য রূপধারী হয়েও, সেই বাবাকে আর তাঁর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেই না - তাই তো নির্বুদ্ধি বা বুদ্ধিহীনই বলা উচিত হবে। এটা তো কথিত আছে, - এক যে ছিল অন্ধ, সে আবার ছিল আর এক অন্ধেরই বাচ্চা। (অর্থাৎ চির দুঃখের অন্ধকারে যে নিমজ্জিত) আর অপরজন, সে রঙ্গীন সাজ-পোষাকে সেজে-গুঁজে, নাচতেই থাকে। (সর্বদাই খুশীর আনন্দে বিভোর) -সেই প্রকারেই একদিকে যেমন মহাভারতের লড়াই-এ লোকেদের গ্রাহি-গ্রাহি অবস্থা হয় - অপরদিকে তেমনি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা কার্যও চলে। আর সে উদ্দেশ্যেই বাবা আসেন, আত্মাদের রাজযোগ শেখাতে ও সত্যযুগীয় স্বরাজ্য প্রদান করতে। আত্মারাই তো এ সব বলে থাকে যে, আমি রাজা, আমি ব্যারিস্টার ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর তোমাদের আত্মারাও এখন তা উপলব্ধি করতে পারছে যে - আমরাই আবার বিশ্বের স্বরাজ্য পেতে চলেছি - বিশ্বের রচয়িতা সেই বাবার দ্বারা। কিন্তু উনি কি ধরনের বিশ্বের রচয়িতা ? -- একেবারে নতুন দুনিয়ার! বাবার রচনাই তো নব-সৃষ্টি! যেহেতু উনি সৃষ্টি-কর্তা, তাই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সব জ্ঞানই ওনার জ্ঞানে। সমস্ত বিশ্ব-জগতের এই ইতিহাস, অন্যেরা কেউ-ই আর তা জানে না। যেহেতু কারোও সেই তৃতীয় নেত্রের দিব্য জ্ঞানই যে নেই। একমাত্র এই বাবা ভিন্ন অন্য কেউই সেই তৃতীয় নেত্রের জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। বিশ্ব-জগতের ইতিহাস, ভূগোল, মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এ সব তো কেবলমাত্র এখনই তোমরা জানতে পারছো। এই মূলবতনই আত্মাদের স্থায়ী বসবাসের স্থান। কিন্তু জাগতিক সন্ধ্যাসীরা বলে থাকে যে, আমাদের (আত্মারা) ব্রহ্মে লীন (মিশে গিয়ে বিলীন) হয়ে যায় বা জ্যোতিরাত্মা জ্যোতিষ্কালোকের মধ্যে ঢুকে যায়। এসব কিন্তু আদৌ তা নয়। তোমরা তো জেনেই গেছো, তোমরা ব্রহ্ম-তত্ত্বে পৌঁছে সেখানেই বাস করো। ঐ শান্তিধামই তোমাদের ঘর। অন্যেরা তো ব্রহ্মকেই ভগবান বলে -সত্যি ধারণার কতই না পার্থক্য। ব্রহ্ম তো একটা তত্ত্ব বা লোক মাত্র। যেমন আকাশকে তত্ত্ব বলা হয়- ব্রহ্মও সেরূপ একটা তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু যেখানে আমরা আত্মারা আর পরমাত্মা নিবাস

করি- তাকে তো "সুইট-হোম" (শান্তি-ধাম) বলা হয়। সেটাই আত্মাদের বাসস্থান। তোমাদের তো এই ধারণা হয়েই গেছে, ব্রহ্মতত্ত্বে গিয়ে আত্মারা লীন হয়ে যায় না এবং এই আত্মারা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত (ক্ষয়) হয় না। যেহেতু আত্মারা অবিনাশী। আর বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকও অনিনাশী। কত বিশাল সংখ্যক অভিনয়কারীর সমাবেশে তৈরী হয়েছে এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট। বর্তমানের সঙ্গমযুগের অধ্যায় চলছে এই নাটকে, সেই অনুযায়ী তার সব অভিনয়কারীরাও হাজির এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। নাটকের সমাপ্তিতে রঙ্গমঞ্চে সব অভিনয়কারীরাই আর তার রচনাকার - এরা হাজির হয়। বর্তমানের এই সময়েই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের নাটকের সমাপ্তির পর -পুনরায় তা পুনরাবৃত্তি হবে। এই জাগতিক দুনিয়ার নাটকের চিত্রপটের পরিবর্তন হয় যখন তা পুরোনো হয়, কিন্তু অসীমের নাটকের এই চিত্রপট যেমন অনাদি তেমনি অবিনাশী। তাই তো এই বাবা তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী-ত্রিনেত্রীর ধারণা ধারণ করান। দেবতারাও কেউ ত্রিকালদর্শী হতে পারেন না- আর না হতে পারে শূদ্র-বর্ণের কেউ। একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ-বর্ণের বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী হও। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ না হতে পারো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জ্ঞান-নেত্রের উন্মোচন হয় না। তোমরা সৃষ্টিকর্ষী কল্প-বৃক্ষে-ঝাড়ের আদি-মধ্য-অন্তকে এবং সব ধর্মেরই উৎপত্তিকে জানো। এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরাও মাস্টার নলেজফুল হও। বাবা তো তার বাচ্চাদেরকে সৌভাতৃষ্যবোধ ও মিষ্ট স্বভাবের চরিত্রের তৈরী-ই করবেন। এইসব জ্ঞানের সাগর তো একমাত্র এই একজনই বাবা (পরমাত্মা), যিনি সব আত্মারই বাবা। তিনি তার সব বাচ্চাদেরকে আস্তিক (ঈশ্বরে বিশ্বাসী) বানিয়ে ত্রিকালদর্শীতে পরিনত করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা সবাইকেই তা প্রচার করে জানাও যে, শিববাবা স্বয়ং এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, অতএব সবাই তাঁকে স্মরণ করো। যারা আস্তিকে পরিণত হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়, তারাই প্রেমের সাথে মনে-প্রাণে স্মরণ করে বাবাকে। বাবারও প্রাণ-ভরা ভালবাসা থাকে তোমাদের উপর। তোমাদেরকেই উনি স্বর্গের বর্সার আশীর্বাদ প্রদান করেন। এ কথার প্রচলন তো আছেই, বিনাশের পূর্বে বিপরীত বুদ্ধিধারীরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর প্রীত বুদ্ধিধারীরা বিজয়-কেতন ওড়ায়। গীতাতেজ এই ধরণের কিছু কিছু বাস্তব কথা লেখা আছে। শ্রীমদ্-ভাগবৎ গীতাই হলো সর্বভোম শাস্ত্র। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। তাতে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে, মুখ্য প্রধান ধর্ম-শাস্ত্র চার প্রকারের। বাকী অন্য ধর্মের যারা প্রকট হয়-তাদের কেবলমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, নিজেদের ধর্মের স্থাপনা করা। সেক্ষেত্রে রাজ্য স্থাপন বা রাজত্বের কোনও ব্যাপার থাকে না। যাদেরকে সেভাবে গুরুও বলা যায় না। যেহেতু গুরুর প্রধান কর্তব্যই হলো, নিজের সাথে বাচ্চাদেরকেও তাদের প্রকৃত ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ইব্রাহিম, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট এরা ধরায় জন্মগ্রহণ করে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের বংশাবলীরাও সব আসতে থাকে। কিন্তু, প্রকৃত গুরু তো সে, যিনি তার সন্তানদের দুঃখ মোচন করে, সুখের দিশায় নিয়ে যায়। তারা তো শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপন করতেই আসে। কিন্তু, এই সমাজে তো অনেককেই গুরুর পদে আসীন করা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও কিন্তু গুরু বলা যায় না। একমাত্র শিববাবাই সবার সঙ্গতি দাতা। এক রামকেই তো ডাকা হয়। শিববাকেও রাম বলা হয়। কত ভাষাই তো আছে -তাই এ রকম কত নামই তো রাখা হয়। কিন্তু ওনার প্রকৃত নাম হলো শিব। ওনাকেই আবার সোমনাথও বলা হয়। সোমরস পান করানো অর্থাৎ জ্ঞান ধন দান

করা। যা প্রকৃত অর্থে কোনও রস বা জলীয় পদার্থের ব্যাপার নয় এটা। বাবা তার বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে এই ঈশ্বরীয় পাঠের দ্বারা জ্ঞানী ও স্বর্গ-সুখের মতন পরম সুখের অধিকারী বানাচ্ছেন। এই বাবা যে জ্ঞানের সাগর। তাই তো তোমরা বাচ্চাদেরকে তিনি জ্ঞানের নদীতে পরিনত করেন। সাগর তো একটাই। একটা সাগর থেকেই তো অনেক নদীর উৎপত্তি হয়। আর এই সময়ে তোমরা তার সঙ্গমে রয়েছো। বর্তমানের এই সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই রাবণের রাজত্ব। শুধুমাত্র একটা লক্ষা দেশই নয় -সম্পূর্ণ পৃথিবীটাই রাবণের রাজ্য। আবার রামরাজ্যে, তখন অনেক কম সংখ্যক মানুষই থাকে। এ সব এখন শুধুমাত্র তোমরাই নিজেদের বুদ্ধি দিয়েই তা বিচার করতে পারো। বাবা জানাচ্ছেন, উনি তিনটে ধর্মের স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণ-দেবতা-ঋত্রিয়। এরপর বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের সময় অন্যেরা সবাই এসে যে যার নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে। আর তা স্থাপিত করে, অনেক ধর্মের বিনাশ সাধন করে। ভারতে যে ত্রিমূর্তির চিত্র তৈরী করা হয়, সেখানে শিবের চিত্রকেই বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে। অথচ, শিবের দ্বারাই তো জানা যায় ও প্রমাণ হয় যে, পরমপিতা পরমাত্মা শিব- ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা কার্য করিয়ে থাকেন। তাই তো ওনাকে 'করনকরাবনহার' বলা হয়। অর্থাৎ সব কিছু তারই ইচ্ছানুসারে সাধিত হয়। যদিও উনি নিজেও কর্মের সাথেই যুক্ত থাকেন, আবার তোমরা বাচ্চাদেরকেও তাই শেখান। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি (পরিণতি) -কেও সেভাবেই বোঝান। এই রাবণ রাজ্যে তোমরা যা কিছুই কর্ম করো না কেন, সেগুলি সব বিকর্মেই পরিণত হয়। আবার সত্যযুগে যে সব কর্ম করো- সেগুলি অকর্ম হয়ে যায়। বর্তমানের রাবণ রাজ্যে তো বিকর্মই হবে। আর সত্যযুগে তো ৫ বিকার থাকেই না। এই সব ব্যাপারগুলির প্রত্যেক একটাকেই ভাল করে বুঝতে হবে, যা আবার মূহুর্তেই বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। জাগতিক লোকেরা ওঁম্-কে কতই না বিস্তারে বুঝিয়ে থাকে, বাবা কত সহজ ভাবে তা বোঝান - ওঁম্ মানে আমি আত্মা আর এটা আমার শরীর। যা এতই সহজ কথা। তোমরা তো জানোই, তোমাদের যেতে হবে সুখধামেই। কৃষ্ণের মন্দিরকেও সুখধাম বলা হয়, যেহেতু তা কৃষ্ণপুরীর মতনই সুন্দর। মাতারা সেই কৃষ্ণপুরীতে যাবার জন্য কতই না পরিশ্রম করে। তোমাদের এখন ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতিতে চলতে হয় না। যেহেতু, জ্ঞান-মার্গের জ্ঞানে তোমরা রয়েছো, যা অন্যদের মধ্যে তো সেই জ্ঞানটুকুও নেই। আমিই এসে তোমাদেরকে পবিত্র পাবন বানিয়ে যাই, তোমাদেরকে আবার এই রকম পাপী-পতিত কে বানায় ? -এই প্রশ্নের উত্তর তো কেউ দিতে পারে না। স্ত্রী বা পুরুষ যারাই ভক্তি করে - তারা সবাই সীতা (আত্মা)। তাদের সবারই সঙ্গতিদাতা এই বাবা (পরম-আত্মা)। সবাই এখন রাবণের কয়েদে (কারাগারে) বন্দী। তাই তো বর্তমানের দুনিয়াটাই এখন দুঃখধামে পরিনত। বাবা এসেই তোমাদেরকে আবার সুখধামের মালিক বানান। এই বাবাকে কেবলমাত্র তোমরাই দেখতে পাও- প্রতি ৫ হাজার বর্ষ পরে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও এই সময়কালেই সেই জ্ঞান চয়ন করে। ছোট শিশু বয়সে যার কৃষ্ণ-রূপ, তারপর যখন বড় প্রাপ্ত বয়সের হয়, তখন সেই শরীরের পরিবর্তন হয়। এই ভাবেই একসময় শরীর ত্যাগ করবে। তারপর অন্য শরীর গ্রহণও করবে। জাগতিক অন্যদের কারও এই জ্ঞানটাই যে নেই। বাবা বলছেন, তোমরা সব আত্মারা হলে পার্বতী। আর শিববাবা তোমাদেরকে অমরকথা শোনাচ্ছেন - অমর

বানাবার উদ্দেশ্যে, অমরলোকে নিয়ে যাবার জন্য। বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো মৃত্যুলোক। পার্বতীরূপী আত্মারা, তোমরা সবাই অমরনাথ (শিব) -এর দ্বারা অমরকথা শুনছো। যদি প্রকৃতই তোমরা তার হও, আর তাকেই (বাবা) স্মরণ করো, তাতে অবশ্যই তোমাদের আত্মা অমরত্ব লাভ করবে। যখন আর কোনও দুঃখের নাম-গন্ধও থাকবে না। সাপেরা যেমন তার পুরোনো খোলস পাটে তার নতুন (পরিষ্কার পোষাক) ছাল ধারণ করে। আমাদের নতুন শরীর ধারণ করার ব্যাপারটাও অনেকটা সেই প্রকার। ভ্রোমরাদের উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। তোমরা ব্রাহ্মণরা যেমনটি করে থাকো - বিকাররূপী পোঁকাগুলিকে ত্যাগ করে দেবতায় পরিণত হও। ভ্রোমরের উদাহরণটা তো একটা দৃষ্টান্ত মাত্র - প্রকৃত অর্থে এটা তো মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন যে অমর কথা শুনছো, অন্যদের সামনে বসেও সেই জ্ঞানের কথা জানাতে থাকবে। যার দ্বারা তারাই মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে স্বর্গের পরী হতে পারে। কিন্তু এরকম কোনও অর্থ নেই যে, মানসরোবরে ডুব দিলেই কেউ পরী হয়ে যায়। এসবই বাজে কথা মাত্র। এই ধরণের মিথ্যা ধারণার প্রচারই তোমরা শুনে এসেছো এতদিন। কিন্তু এখন বাবা তোমাদেরকে সত্যটা জানাচ্ছেন। বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা রূপে ভাবো। তোমরা এই ধারণাই করবে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এই মুখের (ব্রহ্মার) সাহায্যেই তা জানাচ্ছেন। আর আমরা আমাদের কানের দ্বারা তা শুনছি। এই ভাবেই আত্ম-অভিমানী হতে পারলেই, তারপরেই পরমাত্মাকে অনুধাবন করা যায়। আমি যে কে ? -অন্য কেউই কিন্তু আমাদের সেই আত্ম-অভিমানী ভাবকে এনে দিতে পারে না। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই এভাবে আত্ম-অভিমানে ভাবে আসার পদ্ধতি জানাতে পারে না। শিব-জয়ন্তি তো পালন করা হয়। কিন্তু ওনার এ কিসের জয়ন্তি- সেটাই তো জানা নেই তাদের। বাবা এসে নিজেই তা জানান। উনি বলেন- "আমি এই ধরায় অবতরণ করে কোনও এক সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি। তা না হলে, ব্রহ্মার আগমন ঘটবে কি প্রকারে। যদিও তা পতিত শরীর। সূক্ষ্মলোকের নিবাসী ব্রহ্মারূপে বিরাজ হয়ে তো আর ব্রাহ্মণ রচনা করা সম্ভব নয়। তাই তো প্রচারিত আছে, আমি পতিত শরীর আর পতিত দুনিয়াতেই অবতীর্ণ হই। আর এটাও তো সবার জানা - ব্রহ্মা দ্বারাই সৃষ্টির স্থাপনা কার্য সাধিত হয়।" এই ব্রহ্মা যাদেরকে স্থাপন করেন, যারাই তার জ্ঞান পেয়ে থাকে- তারাই দেবতায় পরিণত হয়। মনুষ্যরা ব্রহ্মার চিত্র দেখে তো বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তারা বলে যে, এটা তো দাদার (লেখরাজের) চিত্র। কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এই দুনিয়াতেই অবশ্যই কোথাও আছেন। যেহেতু, সূক্ষ্মলোকে বসে তো আর এই দুনিয়াতে প্রজার রচনা চলে না। যেখানে প্রজাপিতার হাজার হাজার ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বাচ্চারা আছে। তা তো আর মিথ্যা মোটেই নয়। আমরা শিববাবার দ্বারাই সেই আশীর্ব্বাদী বর্ষা পেয়ে থাকি। সেটাই তোমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়, উনিই (শিব) অব্যক্ত ব্রহ্মা। এদিকে প্রজাপিতারও তো সাকার রূপ প্রয়োজন। এই পতিত ব্রহ্মাই তখন পবিত্র-পাবনে পরিণত হন। তৎস্বম্। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহসুমন আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আত্ম-অভিমानी হয়ে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, এই কানের দ্বারা, অমরকথা শুনতে হবে। জ্ঞানের বাণী-গুলিকে ভ্রমরার মতন ভুঁ ভুঁ করে সবাইকে শুনিয়ে, অন্যকেও নিজের মতন বানাবার সেবায় থাকতে হবে।

২) বাবার মতন সম্পূর্ণ জ্ঞানী, সুখদায়ী হতে হবে। সোমরস (জ্ঞানের মধু) নিজেও যেমন পান করতে হবে , তেমনি অন্যদেরকেও তা পান করাতে হবে।

বরদান :- 'পাশ উইথ অনার' (সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ) হওয়ার জন্য সবাইকেই সন্তুষ্ট করার পাসপোর্ট (সার্টিফিকেট) প্রাপ্ত করে সন্তুষ্টমণি হও (ভব)।

যে বাচ্চা নিজেই নিজের পুরুষার্থ বা সেবায়, ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে সম্পর্কে, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে পারে, তাকেই সন্তুষ্টমণি বলা যায়। সব আত্মাদেরই সম্পর্কে থেকেই, আমি নিজে সন্তুষ্ট থেকে, এবং অন্য সবাইকেই সন্তুষ্ট রাখা -এতে যারা বিজয়ী হয়, তারাই বিজয় মালায় স্থান পায়। পাস উইথ অনার হতে গেলে, সবার দিক থেকেই সন্তুষ্টতার পাসপোর্ট অবশ্যই পেতে হবে। এই পাসপোর্ট পেতে গেলে কেবল সহন শক্তি আর তা প্রতিরোধ করার শক্তি ধারণ করো।

স্লোগান :- অপরের দুঃখে হয়ে নিরাশ আর ক্লান্ত আত্মাদের সমব্যর্থী ও সাহায্যকারী হয়ে সেবা করতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানসাগর বাবা তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিতে এসেছেন , যাঁর দ্বারা
আত্মার জ্যোতি জাগ্রত হয়ে ওঠে"

প্রশ্ন:- বাবাকে করনকরাবনহার কেন বলা হয় ? তিনি কি করেন আর কি করান ?

উত্তর:- বাবা বলেন যে , আমি তোমাদের বাচ্চাদের মুরলী শোনানোর কার্য করি । মুরলী শোনাই, মন্ত্র দিয়ে তোমাদের যোগ্য পরিণত করি আর তোমাদের দ্বারা স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করি । তুমি বার্তাবাহক (পয়গম্বর) হয়ে সকলকে খবর দিয়ে থাকো । আমি তোমাদের বাচ্চাদের ডায়রেকশন দিয়ে থাকি আর এই হলো আমার কৃপা অথবা আশীর্বাদ ।

গীত:- কে এসেছেন আজি এ প্রভাতে...

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো । আমাদের বাচ্চাদের ভোর ভোর জাগ্রত করতে কে আসেন , যাঁর দ্বারা আমাদের তৃতীয় নেত্র খুলেছে ? জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের তৃতীয় জ্ঞানের নেত্র খুলেছেন । বলাও হয় বাবা হলেন জ্যোতি জাগ্রতকারী । কিন্তু তিনি যে বাবা , এটাও কেউ জানে না । ব্রহ্ম সমাজী বলে , তিনি হলেন অগ্নি রূপী (শমা) , জ্যোতি । মন্দিরে সবসময় সেই জ্যোতিই প্রজ্জ্বলিত করা হয় কারন তিনি পরমাত্মাকে জ্যোতিস্বরূপ মানেন , এইজন্য সেখানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে । এবার বাবা কোনো দিয়াশলাই) দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন না । এই সব কথা তো হল একদম আলাদা (ন্যারা) , বলাও হয় যে ঈশ্বরের গতি মতি হয় ন্যারী (আলাদা) । তোমরা বাচ্চারা এবার বুঝতে পারছো যে বাবা সঙ্গতির জন্য এসে জ্ঞানযোগ শেখাচ্ছেন । শেখানোর জন্য কেউ তো দরকার , তাই না । শরীর তো শিখবে না । আত্মাই সবকিছু করে । আত্মার মধ্যেই ভালো মন্দের সংস্কার থাকে । এই সময় রাবনের প্রবেশ করার ফলে মানুষের সংস্কারও মন্দ হয় অর্থাৎ পাঁচ বিকারের প্রবেশ করে । দেবতাদের এই পাঁচ বিকার হয় না । ভারতে যখন দৈবী স্বরাজ্য ছিল তখন এইসব মন্দ সংস্কার ছিল না । সর্বগুনসম্পন্ন ছিল , দেবী দেবতাদের কত ভালো সংস্কার ছিল , যা এখন তুমি ধারণ করছো । বাবাই এসে সেকেন্ডে সকলকে সঙ্গতি দেন । বাকী গুরু গোসাঁই ইত্যাদি তো ভক্তি মার্গে চলে আসছে , যাদের একজনেরও গতি সঙ্গতি হতে পারবে না । বাবার আগমনেই সকলের সঙ্গতি হয় । পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকাই হয় এই কারনে যে , এসে পতিত দুনিয়াকে বিনাশ করে পাবন দুনিয়ার উদ্ঘাটন করুন অথবা দরজা খুলুন । বাবা এসে শিবশক্তি মাতাদের দ্বারা গেট খোলান । বন্দে মাতরম গাওয়া আছে । এই সময়ে কোনোও মাতার বন্দনা হয় না কারণ এখন কেউই শ্রেষ্ঠাচারী মাতা নন । শ্রেষ্ঠাচারী তাদের বলা হয় , যারা

যোগবল দ্বারা জন্ম গ্রহন করে । লক্ষ্মী নারায়নকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয় । ভারতে দেবী দেবতা যখন ছিল তখন ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল । এইসব কথা তো মানুষরা জানেই না । তারা নিজেরাই প্ল্যান বানিয়ে তৈরী করতে থাকে । গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন , এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাবন রাজ্য আছে । ভারত এখন হলো পতিত , কিন্তু রামরাজ্য স্থাপন করার জন্য তো বেহদের বাপুজী দরকার , যিনি রামরাজ্যের স্থাপনা আর রাবন রাজ্যের বিনাশ করবে । বাচ্চারা জানে যে এবার রাবনরাজ্যকে আগুন লাগাতে হবে । সকল আত্মারা অস্ত্রাণ অন্ধকারে নিদ্রিত আছে । তুমি জানো আমরাও নিদ্রিত ছিলাম , কিন্তু বাবা এসে জাগ্রত করেছেন । ভক্তির রাত পুরো হয়েছে আর দিন শুরু হয়েছে । রাত শেষ হওয়ার পরেই তো দিন হয় ! বাবা সঙ্গমে এসে বাচ্চাদেরকে দিব্য দৃষ্টি আর জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন , যার দ্বারা তুমি পুরো বিশ্বকে জেনে গেছো । তোমার বুদ্ধিতে আছে যে , এইসব পূর্ব রচিত অবিনাশী ড্রামা , যেটা সবসময় ঘুরতেই থাকে । এখন তুমি কত জাগ্রত হয়েছে আর বাকী দুনিয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত । এখন তোমাদের বাচ্চাদের পুরো বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্ত , মূলবতন সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন সম্বন্ধে সবকিছু জানা আছে । বাকী সারা দুনিয়া কুন্তকর্ণের অস্ত্রাণ নিদ্রায় নিদ্রিত । কেউই এইসব জানে না যে পতিতপাবন কে ! এদিকে ডাকেও পতিতপাবন এসো । এইসব বলে না যে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝান । বাবা বলেন যে তুমি এই সৃষ্টিচক্রকে বুঝেই চক্রবর্তী রাজা হও । এইসবও জানো যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে , লড়াইও হওয়ার আছে । বাকী কৌরবদের আর পান্ডবদের লড়াই হয়নি । পান্ডব কারা ছিল ! এইসবও কেউই জানে না । সেনা ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই । তোমাদের দিকে আছেন সাক্ষাৎ পারলৌকিক পরমপিতা , ওঁনার দ্বারাই বর্ষা অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয় । তুমি জেনে গেছো যে কৃষ্ণের আত্মা চুরাশী জন্ম ভোগ করে এবার আবার বাবার দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করেছে । বিশ্বের হিন্দী-জিওগ্রাফী পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । এবার তোমাদের বাচ্চাদের বিনাশের পূর্বে সতোপ্রধান অবশ্যই পরিনত হতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে । গাওয়াও আছে , ভগবানুবাচ , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই এক জন্ম পবিত্র তৈরী হও । পাস্ট ইজ পাস্ট । এইসব তো ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । সৃষ্টিকে সতোপ্রধান পরিনত হতেই হবে , এটা হলো ভাবী ড্রামা অর্থাৎ ড্রামার ভবিতব্য । ঈশ্বর রচিত নয় , কিন্তু ড্রামার ভবিতব্য এমনই রচিত । এইসবও বাবা বোঝাচ্ছেন । অর্ধ কল্প যখন পুরো হয় তখন বাবা আসেন । বাবা বলেন যখন রাত শেষ (পুরো) হয় তখন দিন আরম্ভ হয় আর তখনই আমি (শিববাবা) আসি । শিবরাত্রিও বলা হয় , তাই না । শিবের পূজারী শিবরাত্রি পালন করে । গভর্নেন্ট তো হলি ডেও (ছুটির দিন) দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে । নয় তো কম থেকে কম এক মাস হলিডে হওয়া দরকার। কেউই জানে না যে শিববাবা সকলের সঙ্গতিদাতা হন । তিনিই হন সকলের দুঃখহর্তা আর সুখ কর্তা । ওঁনার জয়ন্তী তো বড় ধুমধামের সহিত এক মাস সকল ধর্মীদের পালন করা দরকার । বিশেষ করে ভারতকে বাবা ডায়রেক্ট এসে সঙ্গতি দেন । যখন ভারত স্বর্গ ছিল তখন দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল , ঐ সময়ে আর কোনো ধর্মই ছিল না । দেবতারাই বিশ্বের মালিক ছিল । কোনো পার্টিশন ইত্যাদি ছিল না । এই কারণে বলা হয় অটল অখন্ড সুখশান্তি সম্পত্তির

দৈবীয় রাজত্ব আবার আমরা প্রাপ্ত করছি । বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের বর্ষা (অধিকার) পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও প্রাপ্ত হয়েছিল । সূর্য্যবংশী চন্দ্রবংশী রাজ্যে কোনো দুঃখের নাম ছিল না । গাওয়াও হয় যে রাম রাজা , রাম প্রজা , রাম -- সেখানে অধর্মের কোনো কথা নেই ।

বাবা তোমাকে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর সম্বন্ধেও বুঝিয়েছেন যে উভয়ের একে অপরের সাথে কি সম্বন্ধ আছে ! ব্রহ্মার নাভী দ্বারা বিষ্ণু বেরিয়েছিল --এইসব কত আশ্চর্য্য জনক চিত্র তৈরী করা হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন এই লক্ষ্মীনারায়ণই অস্তিত্বে এসে ব্রহ্মা সরস্বতী , জগৎঅম্বা , জগৎ পিতা হন । তারাই আবার বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ হন । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে , যেসব চিত্র তোমরা দেখছো , সেসবে কোনো যথার্থতা নেই । শিবের বড় চিত্র বানানো হয় , সেসবও অযথার্থ হয় । ভক্তির কারণে বড় তৈরী করা হয় । নইলে বিন্দুর পূজো কি ভাবে হতো । আচ্ছা ! আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের জন্যও বুঝতে পারে না । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয় । ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা , বিষ্ণু দ্বারা পালনা , এইসবও বলে কিন্তু ব্রহ্মা তো স্থাপনার কার্য করেন না । স্বর্গের স্থাপনা ব্রহ্মা করবে ? না । স্বর্গের স্থাপনা তো পরমপিতা পরমাত্মাই করেন । এই আত্মা (ব্রহ্মার আত্মা) তো হয় পতিত। এনাকে ব্যক্ত ব্রহ্মা বলা হয় । এই আত্মা পাবন পরিনত হয়ে চলে যাবে । আবার সত্যযুগে গিয়ে নারায়ণ হবে । তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে অবশ্যই দরকার , তাই না । সেখানে আবার চিত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে । যেমন এই জ্ঞানের অলঙ্কার বাস্তবে হয় তোমাদের কিন্তু বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে । নওধা ভক্তিতে (অতিরিক্ত ভক্তি) সাক্ষাৎকার হয় । মীরার নামও গায়ন আছে । পুরুষদের মধ্যে নম্বরওয়ান ভক্ত হলো নারদ । মাতাদের মধ্যে মীরার নাম গায়ন আছে । তুমি এখন নারায়ণ অথবা লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য এই জ্ঞান অর্জন করছো । তোমারই স্বয়ম্বর সভা হয়ে থাকে । নারদের জন্যও দেখানো হয় যে সভায় এসে তিনি বলেন যে আমি কি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি । এখন লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য তুমি পরিনত হচ্ছ । বাকী সব তো হলো ভক্তি মার্গের কথা । বাবা এখানে রীওয়াল (সত্য) কথা বসে বোঝাচ্ছেন । সত্যযুগে লক্ষ্মী , নারদ ভক্ত দ্বাপরে । এবার সত্যযুগে আবার নারদ কোথা থেকে এসেছে । রাধে-কৃষ্ণের স্বয়ম্বরের পরেই লক্ষ্মীনারায়ণের নাম হয়ে থাকে । ভারতবাসীরা এইসব কিছুই জানে না । কত অজ্ঞান অন্ধকারে আছে । বাবা হলেন কল্যাণকারী , আর তোমাকেও কল্যাণকারী পরিনত করি । এবার বিচার সাগর মন্ডন করা দরকার যে অন্যদেরও কি করে বোঝানো হবে । তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে চিত্র ইত্যাদি কি করে বসে তৈরী করা যায় । গান্ধীর নাভী থেকে নেহেরু বেরিয়েছে , এবার কোথায় সেই বিষ্ণু দেবতা , আর কোথায় এই মনুষ্য -- এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো। নম্বর ভিত্তিক তুমি খুশী থাকো । বেহদের বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন । এইসব তো কখনোই শোনা ছিল না কারণ গীতায় তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা হয়েছে । ভগবান কবে এসেছেন আর কবে এসে গীতা শুনিয়েছেন ? তিথি তারিখ কিছুই নেই । কল্পের আয়ুকেই লক্ষবর্ষ বলেছে । কারোরই বুদ্ধিতে আসে না । এবার বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন । ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে । প্রাপ্ত করতে করতে অগুনতি হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বর্ণ কিকরে চক্র লাগানো হয় । আমাদের ব্রাহ্মণদের বর্ণ হয় সবচেয়ে উচ্চ । আমরা হলাম ভারতের গুপ্ত

সত্যিকারের রুহানী সোশল ওয়ার্কার (কর্মচারী) । পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের দ্বারা সেবা করাচ্ছেন । আমরা রুহানী সেবা করছি , তারা শরীর দ্বারা সেবা করছে । তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি ভারতের জন্য কি সেবা করো ? তাহলে বলবে আমরা হলাম রুহানী সেবাধারী । আমাদের দ্বারা স্বর্গের উদ্ঘাটন করাচ্ছেন , স্থাপনা করাচ্ছেন । করনকরাবনহার হলেন শিববাবা আর তিনি করেনও । মুরলী কে পড়ান ? তাহলে কাজ করেন ! তোমাকেও শেখান যে এমন করে পড়াও । মহামন্ত্র দেন মনমনাভব । কর্ম করতে শিখিয়েছেন , তাই না । আবার তোমাকে বলেনও যে অন্যদের শেখাও , এই কারণে ওঁনাকে করনকরাবনহার বলা হয় । তোমরা বাচ্চারাও এই শিক্ষা দিয়ে থাকো । বাবাকে স্মরণ করো আর বর্সা (অধিকারকে) স্মরণ করো । এইসব তোমাদের বাচ্চাদের অন্যদেরও বলতে হবে । এরকম নয় যে অন্যদের খবর দেবে আর নিজে স্মরণে থাকবে না, তাহলে কি হবে ! অপর আত্মারা পুরুষার্থ করে উঁচুতে উঠবে , ম্যাসেজ দাতারা থেকে যাবে । স্মরণের পুরুষার্থ না করার দরুণ এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । অন্য আত্মারা স্মরণের যাত্রায় পাবন হতে থাকবে । যেমন বাবা বাঁধেলীদের (বন্ধনে যারা থাকে) উদাহরন দিয়ে থাকেন। তারা স্মরণে অধিক থাকে , বিনা দেখেও পত্র লিখতে থাকে । বাবা আমরা আপনার হয়ে গেছি , আর আমরা অবশ্যই পবিত্র থাকবো । তোমাদের বাচ্চাদের বাবার সাথে প্রীতবুদ্ধি থাকে । তোমারই মালা তৈরী হয়ে আছে । বিষ্ণুর মালা আর রুদ্রাক্ষের মালায় ওপরে আছে মেরু । মালা ওঠাতেই প্রথমে ফুল আর দুটো দানা হাতে আসে , ওনাকেই নমস্কার করে । আবার আছে মালা । তুমি ভারতকে স্বর্গ পরিনত করছো , তাই এই মালা তোমারই স্মৃতিচিহ্ন হয় । বাবা এই গীতা স্তোন যজ্ঞ রচনা করেছেন । এই যজ্ঞেই পুরোনো দুনিয়া ধ্বংস (স্বাহা) হবে । বাবা হলেন মোস্ট বিলাভড ফাদার । তোমাকে ভবিষ্যতে একুশ জন্মের জন্য সুখের বর্সা দিয়ে থাকেন । যারা কল্প পূর্বে বর্সা গ্রহন করেছে , তারা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে অবশ্যই আসবে । বাবা বলেন বাচ্চারা সুখধামে যেতে হবে তো তাই পবিত্র হতে হবে । আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো , চাইবার কিছুই নেই , যে বলবে কৃপা করো অথবা সাহায্য করো । পুরুষার্থ তো তোমাকে করতে হবে । আশীর্বাদের কথা নেই । বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো । স্মরণ করা তোমার কর্ম , ডায়রেকশন দেওয়া -এটাই হয় কৃপা । বাকী তো যা থাকে , পান করবে , ঘোরাফেরা করবে -- তোমায় পবিত্র ভোজনই খেতে হবে । আমরা দেবী দেবতা পরিনত হচ্ছি , তাই সেখানে পেঁয়াজ ইত্যাদি খোড়াই হবে । এইসব এখানেই ত্যাগ করতে হবে । এইসব জিনিষ সেখানে হয় না এমনকি বীজও হয় না । যেমন সত্যযুগে অসুখ বিসুখ ইত্যাদি হয় না । এখন দেখো কত রোগ বেরিয়েছে । সেখানে কোনো তমোগুণী জিনিষ থাকে না । প্রত্যেক জিনিষ হয় সতোপ্রধান । এখানে দেখো মানুষরা কি কি খাওয়া দাওয়া করে । এবার বাবা বাচ্চাদেরকে বলে যে আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো আর সব সঙ্গ ভেঙ্গে আমার সাথে সঙ্গযুক্ত হলে তোমরা পাবন পরিনত হয়ে যাবে ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ , সুমন আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার:-

১. পাস্ট ইজ পাস্ট , যা অতীত হয়েছে , সেসব ভুলে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সতোপ্রধান পরিনত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বিনাশের পূর্বে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে ।
২. ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে সত্য সত্য সেবায় তৎপর থাকতে হবে । খান-পানে অনেক শুদ্ধ থাকতে হবে । পবিত্র ভোজনই খেতে হবে ।

বরদান:- মাষ্টার নলেজফুল হয়ে অজানাকে সমাপ্ত করার জন্য জ্ঞানস্বরূপ , যোগযুক্ত ভব (হও)!

মাষ্টার নলেজফুল হয় যারা তাদের মধ্যে কোনো প্রকারের অজানা কিছুই থাকে না । তারা এমনি বলে নিজেকে আলাদা করতে পারে না যে এই কথা তো আমরা জানতাম না । জ্ঞানস্বরূপ বাচ্চাদের কোনোও কথার অজ্ঞান হয় না আর যারা যোগযুক্ত হয় , তাদের অনুভব হয় যে তারা প্রথম থেকেই সবকিছু জানে । তারা এটাও জানে যে মায়ার ছমছম , রিমঝিম কম নয়, মায়াও বড় আকৃষ্ট করে , সেই কারনে নিজেকে বাঁচিয়ে চলো । যারা সকল রূপে মায়ার জ্ঞানকে বুঝে গেছে , তাদের জন্য অপরাজিত হওয়া অসম্ভব ।

স্লোগান:- যারা সদা প্রসন্নচিত্ত হয় , তারা কখনো প্রসন্নচিত্ত হয় না ।

"মীঠে বাস্চে - জীবিত অবস্থায় এই শরীর থেকে আলাদা হও, অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো ,
একেই বলা হয় ডেড সাইলেন্স বা মৃত্যু সম নিস্তরুতা"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের ফাউন্ডেশান মজবুত করছো , সেই শক্তি কিভাবে প্রাপ্ত হবে?

উত্তর :- পবিত্রতার আধারে । আত্মা যত পবিত্র অর্থাৎ সত্য সোনা রূপে পরিণত হয়, শক্তিশালী হয়ে যায়। বাবা এখন স্বরাজ্যের ফাউন্ডেশান এতটাই মজবুত করে দেন যে অর্ধকল্প এই ফাউন্ডেশানকে কেউ নাড়াতে পারবেনা । তোমার রাজস্ব কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওমশান্তি । বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো অর্থাৎ অশরীরী হও অর্থাৎ ডেড সাইলেন্স । যেমন মানুষের মৃত্যুতে ডেড সাইলেন্স হয়। বলা হয় এর শরীর শান্ত হয়েছে । শরীর এবং আত্মা আলাদা হলেই শেষ হয়ে যায়। এখানেও তোমরা বাচ্চারা যখন বসো তখন ডেড সাইলেন্স বলা হয় । জীবিত অবস্থায় অশরীরী হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো বাবাকে স্মরণ করো । তুমি জানো যে এই হল সত্যিকারের শান্তি । তারা শান্তিকে জানেনা । ডেড সাইলেন্সের অর্থ তো জানেই না। ডেড সাইলেন্স কেন বলে? স্মরণ করানো হয় তার মৃত্যু হয়েছে , শান্ত হয়ে গেছে । তুমিও মরে শান্ত হয়ে যাও। বড় লোকেরা গান্ধীজির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে যান। সেখানে বলা হয় ডেড সাইলেন্স অর্থাৎ শান্তিতে বসো। তুমিও জানো যে আমরা আত্মারা হলাম শান্ত স্বরূপ , দুনিয়া সে কথা জানেনা । আমরা নিজ স্বরূপে স্থির হই, আমাদের স্বধর্ম হল শান্তি । আমাদের আত্মা হল শান্ত স্বরূপ । তাদের এইসব জানা নেই তাই তারা শান্তি চায়। আত্মা বলে শান্তি চাই। আত্মা নিজের স্বধর্ম ভুলেছে । বাস্তবে আত্মার ধর্ম হল শান্তি । তাহলে আত্মা কেন বলে - অশান্তি অনুভব হয়। অশরীরী হয়ে বসে যাও। তারাতো হঠাৎ দ্বারা প্রাণায়াম ইত্যাদি করে যেন মৃত , তাকে বলে কৃত্রিম শান্তি । তোমরা বাচ্চারা তো জানো যে আমাদের স্বধর্ম হল শান্তি । তোমরা আত্মারা স্বরাজ্য প্রাপ্ত করছো। আত্মা সর্ব পদ প্রাপ্তি করে। আত্মা ব্যারিস্টার হয়। আত্মা বলে আমাদের রাজস্ব চাই। পূর্বেও রাজস্ব প্রাপ্ত করেছিল বাবার কাছে , এখন পুনরায় প্রাপ্ত করছে । মানুষ দেহঅভিমাণে রয়েছে তাই দুঃখে রয়েছে ।

এখন তুমি জানো যে আমরা হলাম আত্মা , আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার কাছে স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্যে উপস্থিত হয়েছি। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজত্ব চাই। এইসময় আত্মা স্বরাজ্য চায় - বেহদের বাবার কাছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরাজ্য ছিল যা হারিয়ে গেছে । এখন বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজত্ব দিচ্ছেন , একেই রাজযোগ বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । মানুষ দেহঅভিমানের বশে বলে দেয় - আমি হলাম অমুক । " আমি " দেহকেই নিশ্চয় করে। বাস্তবে "আমি" "আমি" আত্মা বলে । আত্মা বলে আমি অমুক বস্তু হাতে নিয়েছি। মেল ফীমেল দুজনেই এক কথা বলে । বাস্তবে আত্মা হল মেল বা পুরুষ । আমি আত্মা হলাম বাবার সন্তান । আত্মা বলে - বাবা আমরা আপনার কাছে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করছি । আত্মাকে স্বরাজ্য দান করেন পরমাত্মা। ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে দেখ কতটা তফাত রয়েছে । শিবের মন্দিরও রয়েছে । সবচেয়ে বেশী ঘন্টার আওয়াজ শিবের মন্দিরেই শোনা যায়। ওনাকে জাগ্রত করান হয়। সকলকেই জাগানো হয়। সকালের সময়ে ব্যান্ড বাজনা বাজে । এখানে বাবা বাচ্চাদের জাগিয়ে দেবতা রূপে পরিণত করেন। ঘন্টা ইত্যাদি বাজানোর কোনো কথা নেই । বাবা বলেন স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্যে প্রথমে পবিত্র হও। মুখ্য উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে থাকে। স্টুডেন্ট বলে আমরা ম্যাট্রিক পাশ করে এই করব। সল্ল্যাসী চাইবেন যাতে শান্তি প্রাপ্ত হয়। একটি কাহিনী আছে না - রানীর গলায় হার থাকা সত্ত্বেও বাইরে খুঁজেছিল। সেইরকম ওরাও শান্তিকে বাইরে খুঁজছে । কিন্তু আত্মাতো স্বয়ং হল শান্তিস্বরূপ। আত্মা নিজ স্বধর্ম ভুলে নিজেকে শরীর নিশ্চয় করেছে । বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তুমি হলে আত্মা । তুমি হলে সেই আত্মা যে ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে। এই কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারবেনা । বাবা বলেন তুমি নিজের জন্মের বিষয়ে জাননা , আমি বলে দিচ্ছি । তুমি হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । বাবা বোঝাচ্ছেন পবিত্রতা বিনে জ্ঞানের ধারণা করা অসম্ভব । বলা হয় কিনা বাঘের দুধ রাখতে সোনার পাত্র চাই। এই জ্ঞানের জন্যেও সোনার পাত্র অর্থাৎ সোনার বুদ্ধি চাই। আত্মা বাবাকে স্মরণ করে সোনা পরিণত হয়। বাবা হলেন সত্য সোনা। আত্মা বাবাকে স্মরণ করলেই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। তুমি সত্যিকারের সোনা সম পবিত্র ছিলে এই জ্ঞানের প্রভাব কারুর নেই । বাবা বলেন আমি তোমাকে স্বরাজ্য প্রদান করি। এই স্বরাজ্য তখন প্রাপ্ত করবে যখন পুরনো সৃষ্টির বিনাশ এবং নতুন সৃষ্টির শুভারম্ভ হবে। মানুষের কাছে থাকে হদের রাজত্ব । বেহদের রাজত্ব মানুষদের প্রাপ্ত হয়না। বিশ্বের মালিক হতে পারেনা। তুমি হও বাবার দ্বারা। ভগবান বাবা-ই তোমার ৮৪ জন্মের কাহিনী জানেন । দেবতারা নিজের জন্মের কাহিনী জানেনা। যদি জানে তবে দুঃখ অনুভব করবে, এবারে কি সিঁড়ি নামতে হবে! রাজত্বের সম্পূর্ণ আনন্দ সুখ হারিয়ে ফেলবে। এখানে তুমি সমস্ত কিছু জানো। জানো যে আমরা হলাম আত্মা , এতে একেবারেই সংশয় নেই । একে অপরের মুখে শুনে বৃদ্ধি হতে থাকে। এইরূপ দৈবী ধর্মের বৃক্ষ স্থাপন হচ্ছে । তুমি বুঝতে পারো আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের একজন সদস্য এসেছে । ভক্তি পূর্ণ করে বাবার কাছে বর্ষা নিতে এসেছে । জ্ঞান পূর্ণ হলে পুনরায় ভক্তি আরম্ভ হবে। এইসব কথা কেউ জানেনা । বাড়ি যেরকম নতুন ও পুরনো হয়। কাঁচা বাড়ির আয়ুও নিশ্চয়ই কম হবে। আজকাল পাকা বাড়ি তৈরী হয়। ভালাই ভূমিকম্প হয় তবুও বাড়ি ভেঙ্গে পড়েনা , ক্ষতি হয়না , খুব

মজবুত বানানো হয়। ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি বিশেষ ভাবে পাকা তৈরী করা হয়। এখন ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে স্বরাজ্যের । আল্লা ২১ জন্মের জন্যে রাজত্ব প্রাপ্ত করে। এখানেতো রাজত্ব একেবারেই নেই। আজ রাজত্ব আছে কাল যদি কেউ আক্রমণ করে , তবেই শেষ। ফাউন্ডেশন নেই । মানুষের কোনো ফাউন্ডেশন নেই , আজ আছে কাল মৃত্যু । এখন বাবা তোমার ফাউন্ডেশন পাকা করে দিচ্ছেন , যারফলে তুমি ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। তোমার রাজত্বের ফাউন্ডেশন পাকা হচ্ছে । তোমাকে পৃথিবীর কোনো তুফান স্পর্শ করতে পারবেনা । গীতাতে রয়েছে বাবা আমাদের স্বরাজ্য প্রদান করেন , যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনা , ধূলিসাত করতে পারেনা। এমন বাদশাহী দেন যেখানে একটুও দুঃখ থাকেনা । আল্লার কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত । নিশ্চয় আছেতো নাকি । নিশ্চয় না থাকলে স্বর্গে প্রবেশ করার যোগ্যতা নেই । এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুমি জানো জ্ঞানের সাগর , পতিত-পাবন আমাদের পড়াচ্ছেন রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তারা আবার বলে দেয় এইসব কৃষ্ণ শিখিয়েছে । এই কথা কিভাবে বুঝবে শিববাবা মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে এই জ্ঞান দিচ্ছেন । ভারত পবিত্র ছিল , এখন হয়েছে অপবিত্র পতিত । দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে তাঁদের মহিমা গায়ন করে। শিবের সম্মুখে গিয়ে কখনোই এই কথা বলবেনা যে আপনি হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ । শিবের মহিমা হল আলাদা । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিত-পাবন , সর্বের সঙ্গতি দাতা, সর্বের ঝুলি ভরপুর করেন ভোলানাথ । এমন পিতাকে সকলেই ভুলে গেছে । পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে যে দুঃখ দূর করো সুখ প্রদান করো। সুখকর্তা দুঃখহর্তা তো হলেন একমাত্র তিনিই । ঔনার হল শ্রেষ্ঠ মত। সেই হল শ্রী শ্রী ভগবানের মত , যার দ্বারা তোমরা বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করো। গভর্নমেন্টও বলে এই দুনিয়া হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। এবারে শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদান কে করবে , জানা নেই। কেউ ভাবে সাধুরা করবে কিন্তু তারাতো শ্রেষ্ঠ করতে পারেননা । এই কর্তব্য তো একমাত্র বাবার । পূর্ব সময়ে এক রাজার আদেশ অনুসারে সবকিছু চলতো। সত্যযুগে তোমার মন্ত্রী ইত্যাদি থাকেনা । সম্রাটের এতো শক্তি থাকতো। মন্ত্রীর নাম গায়নে নেই । তুমি বুঝতে পারো আমরা বিশ্বের মালিক রূপে রাজত্ব চালিয়েছি। তেমন ভাবে চালাতে হবে, যেমন চালিয়ে ছিলাম । বরাবর সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল কিনা । প্রত্যেককে নিজের নিজের রাজধানী প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণের নিজের রাজধানী থাকবে । অন্য রাজারাও তো থাকবে কিনা । অন্তত পক্ষে ৮ তো হবেই , এবারে ৮ হবে নাকি ১০৮ সেটাতো ভবিষ্যতে জানা যাবে। এমন নয় যে জ্ঞান পরে দেওয়ার কথা সেই জ্ঞান বর্তমানে দেওয়া হবে। যারা জীবিত থাকবে বাবা জ্ঞান দেবেন । দিতেই হবে। ড্রামায় ফিক্স রয়েছে । পরমাত্মার পার্ট বর্তমানেই আছে । এই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করার পার্ট এখনই ফিক্স আছে । বাবা বলেন ভবিষ্যতে তুমি সবকিছু বুঝতে পারবে। দিন-প্রতিদিন বোঝানো হচ্ছে । এই কথাও জানা যাবে যে আমরা সেখানে রাজধানী কিভাবে চালিয়েছি ! স্বয়ংবরের প্রক্রিয়া কিভাবে হয়! তুমি ধ্যান করে বৈকুণ্ঠের দর্শন করেছ। সেখানে কিরকম সোনার

মহল থাকে। সেখানে সর্বত্র সোনা আর সোনা । নিজেকে পারসপুরীতে নিবাস করতে দেখেছ। সোনার গঁটের ভবন নির্মাণ দেখেছ। ভেবেছো কিছু গঁট সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপর একটু নীচে নেমেই নিজেকে এইখানে দেখেছ। মীরা ধ্যান মগ্ন হয়ে নিজেকে কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করতে দেখেছিল। তুমি সুস্বপ্নবতনে যাও সেখানে হাড়ি মাংস দ্বারা গঠিত দেহ থাকেনা , ফরিস্তা হয়ে যাও। ব্রহ্মারও সুস্বপ্ন শরীর দেখতে পাওয়া যায়। সেই ফরিস্তা রূপে পরিণত হন। তুমি বাগান ইত্যাদি দেখেছ। এই কথা বাবা সাক্ষাতকার করান। তুমি বলো বাবা আমাদের শুবীরস পান করতে দেন। এবারে সুস্বপ্নবতনে তো পান করানো যাবেনা। বৈকুন্ঠ ফল ফুল ইত্যাদি ফার্স্টক্লাস থাকে। সুস্বপ্নবতনে তো বাগান ইত্যাদি হয়না। তুমি বলো যে বাগানে প্রিন্স ছিল সেতো হল বৈকুন্ঠ কিনা । বৈকুন্ঠের বৈভব এখানে প্রাপ্ত করা অসম্ভব । সেখানে তো ফার্স্টক্লাস বৈভব থাকে । বাবা বলেন আমি তোমাকে বৈকুন্ঠের মালিক করি। এখানে তো কেবল দুঃখ রয়েছে । এমন কোনো মানুষ নেই যে বলছেন হে দুঃখ মুক্ত করো। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে । কৃষ্ণের পুজারী বলবে কৃষ্ণ কহো , হনুমানের পুজারী বলবে জয় হনুমান ... এখানে বাবা বলছেন নিরন্তর আমারে স্মরণ করো। এমন স্মরণ করো যাতে অন্তকালে অন্য কারুর স্মৃতি যেন না আসে। কাশী কলবট খেলে এমন অনুভূতি হয় যে নিজেদের কৃত্য পাপের জন্ম-জন্মান্তরের সাজা ভোগ করছি। অনেক পাপ করেছি। একেই বলা হয় পাপ আত্মাদের দুনিয়া। আত্মা হল পাপী। আত্মাই বাবাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা , হে পরমধাম নিবাসী শিববাবা, ওঁনার আসল নাম তো একটাই । তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। রুদ্র নামের সাথে শালিগ্রাম শব্দটি শোভা পায়না । শিব ও শালিগ্রাম বললে শোভা পায়। শিবের মাটির লিঙ্গ রূপ তৈরী করা হয় তাই শালিগ্রামও তৈরী করা হয়। পতিত-পাবন তো তিনিই হলেন কিনা। এখানে যজ্ঞ রচনাও করা হয়। ভারত হল সবচেয়ে উঁচুতে কিন্তু দেবতা ধর্মকে ভুলে গেছে । তোমার হল আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম । সেতো নিরন্তর চলা উচিত । হিন্দু কোনো ধর্ম হল নাকি। দেবতা ধর্মের আত্মারাই সত্য-রজো-তমোতে আসে । যখন তমোতে এসে পড়ে তখন আর নিজেদের দেবতা সন্তোষন করতে পারেনা। বাস্তবে হিন্দু ধর্ম হয়না । তাই বোঝান হয় তুমি দেবীদেবতা হতে পারো , এসে বোঝো। তখন বলে দেয় সময় কোথায় আছে ! বাবা বলেন আমি তোমাদের আপন করি সুখ শান্তির বর্ষা দেওয়ার জন্যে । কোনো পরিবার একত্রে বাস করে স্নেহপূর্ণ ভাবে । সকলের উপার্জন একত্রিত হয়। কোনো ঝগড়া থাকেনা কিন্তু তবুও স্বর্গ বলা যাবেনা । সত্যযুগে কারুর সংসারে রোগ শোক ইত্যাদি হয়না। নামই হল স্বর্গ । সেখানে সবাই সুখী হয়। বাবার কাছে তুমি সদাকালের সুখের বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে এসেছ। তুমি এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করো। বলা হয় বাবা আপনি হলেন পতিত-পাবন । আমাদের পবিত্র করুন । বাবার সাথে তোমরা বাচ্চারাও হলে ঈশ্বরীয় সেবাধারী । আচ্ছা !

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১. স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্যে পবিত্রতার ফাউন্ডেশন এখন থেকেই মজবুত করতে হবে । যেমন বাবা হলেন পতিত-পাবন তেমনই বাবা সম পবিত্র হতে হবে।
২. নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে। যতটা সম্ভব দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহি-অভিমानी হয়ে থাকতে হবে। ডেড সাইলেন্স অর্থাৎ অশরীরী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :- এক লগনে , এক ভরসায় , একরস অবস্থা দ্বারা সর্বদা নির্বিঘ্ন হয়ে থাকে এমন নিবারণ স্বরূপ ভব।

সর্বদা এক বাবার লগনে , বাবার কর্তব্যের লগনে এমন মগ্ন থাকো যে সংসারের কোনো বস্তু বা ব্যক্তি যে আছে - তা যেন অনুভব না হয়। এমন এক লগনে , এক ভরসায় , একরস অবস্থায় অবস্থিত বাম্ভারাই চড়তি কলা অর্থাৎ আরোহী কলার অনুভব করে। তারা কারণকে পরিবর্তন করে নিবারণ রূপে পরিণত করে। কারণ দেখে কমজোর হয়না , নিবারণ স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লোগান :- প্রশংসার আধারে প্রসন্নতা অল্পকালের হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই সভাতে বহির্মুখী হয়ে না বসে, (আত্মিক-স্থিতিতে) বাবার স্মরণে থাকতে হবে, পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-সম্বন্ধে অথবা রুজী-রোজগারের বিষয়গুলি স্মরণ করলে, তাতে বায়ুমণ্ডলে বিদ্ব পড়ে"

প্রশ্ন:- তোমাদের বাচ্চাদের রুহানি ড্রিলের বিশেষত্বটি কি, যা সাধারণ মানুষ তা করতে পারে না ?

উত্তর:- তোমাদের এই রুহানি ড্রিল বুদ্ধির। আর তার বিশেষত্ব এই যে, তুমি আশিক (প্রেমিকা) হয়ে নিজের মাশুককে (প্রেমিককে) স্মরণ করো। এরই ইশারা গীতাতেও আছে- 'মনমনাভব'। কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রেমিক পরম-আত্মাকেই জানেই না, তাই তারা সে ড্রিল কি করেই বা করবে। তারা তো একে অপরকে কেবল মাত্র দৈহিক ড্রিলই শেখাতে পারে।

ওঁম শান্তি। বাচ্চারা যেমন বোঝে, বাবাও তেমনি বুঝতে পারেন যে, বাচ্চারা (যারা যোগ শেখায়) তারা এখানে কি করছে ! অর্থাৎ স্মরণের যোগ, সেই যাত্রার ড্রিল করাচ্ছেন। এতে মুখের দ্বারা এমন কিছুই বলার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ধারণা থাকতে হবে, তারা কাকে স্মরণ করছে ? অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। যার স্মরণে থাকলেই, আমাদের যা বিকর্মগুলি আছে, সে সবই ভস্ম হয়ে যাবে, ফলে বিকর্ম-জিৎ হওয়া যাবে, যে যত এই স্মরণের ড্রিলে থাকবে- তার ততটাই হবে। যেহেতু এটা আত্মার আত্মিক ড্রিল- যা কোনো শারীরিক ব্যাপার নয়। ভারতে যে সব ড্রিল শেখানো হয়, ও সব তো হলো দৈহিক, কিন্তু এটা তো হলো রুহানি (ঐশ্বরীয়) ড্রিল। আর এই রুহানি ড্রিলকে একমাত্র তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্যেরা কেউই তা জানে না।

এই রুহানি ড্রিলের কথাই ইশারাতে গীতায় বর্ণিত আছে অবশ্যই। যখন বলা হচ্ছে, 'ভগবানুবাচ' অর্থাৎ ভগবানের বাচ্চাদেরও উবাচ । তোমরাই এখন ভগবান শিববাবার সেই বাচ্চা হয়েছো। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন- 'মামেকম স্মরণ করো' -আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবা নিজেই সেই ড্রিল শেখান। বাচ্চারাও আবার সেই ড্রিল অন্যদেরকে শেখায়। কল্প পূর্বেও বাবা ঠিক এ ভাবেই জানিয়েছিলেন যে আমাকেই এই এক বাবাকেই স্মরণ করো। যা বার- বার বলবার দরকার নেই, কিন্তু তবুও তা বলতে হচ্ছে। এখানে বসে কেউ নিজের মিত্র-সম্বন্ধকে, রুজী-রোজগারের বিষয় ইত্যাদি স্মরণ করতে থাকলে তো বায়ুমণ্ডলে বিদ্ব সৃষ্টি হয়। বাবা আরও জানান- এখন যেভাবে এখানে বসে তুমি বাবার স্মরণে আছো, এরকমই ভাবেই চলতে ফিরতে, কর্ম করতে স্মরণের যোগে থাকতে হবে। ঠিক যেমনটি আশিক মাশুককে (প্রেমিকা প্রেমিককে) স্মরণ করে। এই জাগতিক স্মরণ তো দৈহিক ব্যাপার। কিন্তু তোমাদেরটা হলো রুহানি (ঐশ্বরীয়) স্মরণ। আত্মারা

ভক্তি-মার্গেও আশিক (প্রেমিকা) হয় পরমপিতা - পরম-আত্মার মাশুকের (প্রেমিকের)। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ার এরা তো সেই মাশুকেই জানে না, আর না তো নিজের আত্মাকেও জানে। সেই মাশুক বাবা এখন এই ধরায় এসে গেছেন। ভক্তি-মার্গের শুরু থেকেই আত্মারা তার আশিক (প্রেমিকা) হয়ে রয়েছে। যেহেতু এটা (পিতা-পুত্র) আত্মা- পরমআত্মার সম্পর্ক। বাবা তার বাচ্চাদেরকে বলেন- তোমরা আশিকরাই এই আমাকেই, অর্থাৎ মাশুক বাবাকে এই ভাবেই ডেকে স্মরণ করো যে, বাবা তুমি এসো। এসে আমাদেরকে দুঃখ মোচন করে মুক্ত করো আর তোমার সাথে শান্তি-ধামে নিয়ে চলো। তোমরা তো জানো, এখন এই দুঃখধাম, মৃত্যুলোক বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। অমরলোক তো জিন্দাবাদ। আর মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়েছে, তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসার পুরুষার্থ অনুসার হয়। তাই তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও পুরোপুরি নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, আমরা এই সময় কালেই নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হই, ২১ জন্মের জন্য। যেমন কেউ মরলে সেক্ষেত্রে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু কত সময় কালের জন্য সে স্বর্গবাসী হচ্ছে.... এটা কিন্তু সেভাবে কেউই জানে না। এখন তোমরা যে পুরুষার্থ করছো- তা স্বর্গবাসী হবার জন্যই। আর এই নিশ্চয়টা কে করান ! উনি হলেন গীতার ভগবান। কিন্তু উনি তো সেই একজনই -যিনি নিরাকার। মনুষ্যরা ভেবে থাকে নিরাকারের তো আকারই নেই। তাই উনি কি করেই বা এই দুনিয়ায় এসে এসব শেখাবেন ? বাবাকে না জনার জন্য অবিনাশী বিশ্ব নাটকের চিত্রপট অনুসারে, ভুল করে কৃষ্ণের লিখে দিয়েছে। যদিও কৃষ্ণ আর শিবের সম্বন্ধ প্রায় একই সময় কালের কাছাকাছি। শিব-জয়ন্তী হয় সঙ্গমেতে। তারপরে হয় কৃষ্ণ-জয়ন্তী। শিবজয়ন্তী হয় নিশুতি রাতে, আর কৃষ্ণজয়ন্তী হয় প্রতুষে, একে প্রভাতই বলবে। যখন শিবরাত্রি পুরো হয় তারপরই কিন্তু কৃষ্ণজয়ন্তী হয়। এই সব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এ সবার আবার অনেক কায়দা নিয়মও আছে- মনে রাখতে হবে, এখানে এই সভাতে কেউ যেন বহির্মুখী হয়ে না থাকে। নির্ণা সহযোগে কেবল বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। তাই মনুষ্যরাও সেভাবেই বাবাকে ডাকে, হে পতিত- পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। কিন্তু অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে এরা এতই পাথরবুদ্ধির (নির্বুদ্ধি) হয়েছে যে, এসব কিছুই তারা বুঝতে পারে না। যদি তারা তা জানতো তবে অবশ্যই তারা বলতো। তাদের তো এটাও জানা নেই যে, এখন কলিযুগের শেষ-পর্যায়ে আছে তারা। আবার যখন এই সময়ে বাবা এই ধরায় আসেন তখন থেকেই নতুন যুগের সূচনা হয়। বর্তমানের মনুষ্যরা তো একদমই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। লোকরা ভাবে যে, কলিযুগের অন্ত এখনও ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এই হৃদের জাগতিক বাবা কখনও পতিত-পাবন হতে পারে না। 'বাপু' এই নাম তো অনেকের আছে। বৃদ্ধদেরকেও বাপু কিস্বা বাবা বলা হয়। কিন্তু এই রুহানি পিতাশ্রী তো কেবল একজনই আছেন, যিনি পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদেরও পবিত্র- পাবন হবার জন্য জ্ঞান তো অবশ্যই চাই। জলেতে স্নান করে কি কেউ আর পবিত্র-পাবন হতে পারে। তোমরা তো জেনেই গেছো যে, শিববাবা স্বয়ং আমাদের সামনে (ব্রহ্মাবাবার) এই দেহতে অবস্থান করে আছেন। এই ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান। জাগতিক অন্যেরা তো অর্জুনের উদ্দেশ্যেও বলে যে

‘ভগবানউবাচ’। কি আশ্চর্য্য কোথাও কোনও ব্রাহ্মণদের নাম নিশানাও নেই। কিন্তু, এটা তো কথিত আছেই যে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন। অতএব স্থাপনা তো ব্রহ্মা দ্বারাই হবে, সে তো আর বিষ্ণু বা শঙ্কর দ্বারা অবশ্যই নয়। তোমারা বাচ্চাদের এই বুদ্ধি এখন সবে মাত্র প্রাপ্ত হয়েছে। বাবাকেই এখানে এই দুনিয়াতে আসতে হয়, সেখানে (শান্তিধামে) তো কোন আত্মা একা একা ফিরে যেতে পারে না। যে আত্মারাই আসে, তাকে অবশ্যই সত্যো, রজো, তমোতে অতিবাহিত করতেই হবে। কৃষ্ণ নিজেও পুরো ৮৪-বার জন্ম নেয় আর পুরো ৫ হাজার বর্ষ তার কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করেন। যেই আত্মা পেটের অভ্যন্তরে গর্ভে থাকে, তার ক্ষেত্রেও জন্ম হয়েছে ধরা হবে। কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগে আসেন, অর্থাৎ গর্ভে প্রবেশ করে, তখন থেকে হিসেব ধরে ৫ হাজার বর্ষে ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে হয়। যেরকম শিবজয়ন্তী পালন করা হয় তখন তো (শিব) ওনার (ব্রহ্মার) শরীরেই অবস্থান করে থাকেন। কৃষ্ণের আত্মাও গর্ভে এসে যখন চঞ্চল হয়, ঐ সময় থেকে ৫ হাজার বর্ষের হিসাব শুরু হয়। এক্ষেত্রে হিসেবে যদি কম বেশি হয় তবে তো তা ৫ হাজার বছরেরও কম হয়ে যাবে। এটা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির ব্যাপার। বাচ্চারা তো বুঝতেই পারছেো যে, কৃষ্ণের আত্মার আবার এই জ্ঞানের পাঠ নিচ্ছে, আবার সেই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্য। তোমরাও এভাবেই এই কংসপুত্রী থেকে কৃষ্ণ-পুত্রীতে যাও। এই সব কথাই বাবা বসে তার বাচ্চাদের বোঝান। বাবা সতর্ক করে বলেন- মায়া যেমন বলবান তেমনি অদম্য। বেশ শক্তিশালী মহারথীদেরকেও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে। জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে করতে কখন যে গ্রহের দশা লেগে যায়। আশ্চর্য্যবৎ যারা আমার বাচ্চা হয়, তারাই বলে বসে অহ মায়া (মোহময়ী মায়া), তারপরেও আবার ভাগিন্তি হয়ে যায় (ছেড়ে চলে যায়)। পুরুষার্থে সঞ্চয়ের পরিবর্তে গ্রহের দশায় চলে যায়। এমনিতেই তো বর্তমান সময় কালের কারণে সবারই রাহুর গ্রহণ-দশা লেগে আছে। কিন্তু তোমাদের বাচ্চাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে আছে। আবার জ্ঞানের পাঠে চলতে-চলতেই কারুর উপর রাহুর গ্রহণ-দশাও লেগে যায়, তখন তাদেরকে বলতে হয় - দ্যাখো এ এমনই মহান মূর্খ যে, এই দুনিয়াতে মূর্খ যদি দেখতেই হয়, তবে এনাকেই দেখো। তোমাদের আত্মা কিন্তু চায় যে, আমরা বাবার থেকে সদা সুখের আশীর্ব্বাদের বর্ষাই নেবো। তাই তো বাবাকে বলো, বাবা, আমরা আপনার থেকে কল্প আগেও এই বর্ষা নিয়েছিলাম। আবার এখন আমরা আবার আপনার কাছেই এসেছি। তা শুনে বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান- বাইরে তোমাদের কেন্দ্রের সেন্টারে এরকম অনেকেই আসবে এই জ্ঞান বোঝবার জন্য। যেহেতু এটা হল ইন্দ্রসভা, এই ইন্দ্রই হলেন শিববাবা, যিনি জ্ঞানের বৃষ্টিতে সবাইকে স্নান করান। তাই তো এরকম পুণ্য সভাতে পতিত-পাপীরা কেউ আসতে পারে না। সবুজ পরী (পাল্লা), পোখরাজ (হলুদ) পরী এই মূল্যবান (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণীরা পাণ্ডা হয়ে যায়। তাদেরকে এভাবে বলবে, তোমাদের নিজের সাথে কোনো বিকারীকে আনতে পারবে না। তা না হলে তোমরা দুজনেই তাতে দায়ী হয়ে যাবে। কোনো বিকারীকে সাথে আনলেও তার উপর অনেক কালিমা বা দাগ লেগে যায়। ফলে অনেক কঠিন সাজাও পায় সে। যেহেতু এই সব পরীদের উপর অনেক দায়িত্বই বর্তায়। এ কথাও তো বলা আছে, মান-সরোবরে স্নান করলেই হওয়া যায়। যেহেতু বাস্তবে এটা হল জ্ঞান-মান-সরোবর।

(শিব) বাবা মনুষ্য দেহে অধিষ্ঠিত হয়েই এই জ্ঞানের বর্ষা বর্ষণ করেন। উনি যে জ্ঞানের সাগর। আর তোমরা বাচ্চারা সব নদী স্বরূপ। নদীও আছে আবার সরোবরও আছে, এই জ্ঞানসাগরে বসিয়েই বাবা তার বাচ্চাদেরকে লায়ক (উপযুক্ত) বানান, স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। যে স্বর্গে থাকে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। এটাই হলো প্রবৃত্তিমার্গের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আবার এনারা বলে থাকেন, আমরা দুজনে তো জ্ঞান চিতায় বসে বসেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। উঁচু-পদের অধিকারী হতে হবে যে। এমনিতেই অর্ধেক-কল্প তো আত্মারা ছটপট করতেই থাকে। তখন আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে বলে, বাবা তুমি এসো, এসে আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র-পাবন বানাও। বাবা তখনই ঈশারায় সাড়া দেন। ভারতবাসী যারা দেবী-দেবতাদের স্বীকার করেন, ওনারা নিশ্চয় ৮৪ বারের জন্ম ভোগ করেছেন। আর যারা দেবী-দেবতাদের ভক্ত আছেন, চেষ্টা করে তাদেরকেও তদ্রূপ বোঝাতে। তারা বোঝান বাবা কিভাবে এই ধরায় এসে ৩-টে ধর্ম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তিন ধর্মের স্থাপন করেন (শিব) বাবা। প্রথম অর্ধেক-কল্পে আর কোন ধর্ম স্থাপন হয় না। তারপর আবার অবশিষ্ট অর্ধেক-কল্পে -কত মঠ, কত পথ ইত্যাদি কত ধর্ম, অনেক অনেক ধর্মের স্থাপন হয়। কোথায় অর্ধেক-কল্পে একটি মাত্র ধর্ম তাও সঙ্গমযুগে ভবিষ্যতের রাজধানী স্থাপনের জন্য। তাও এই পুরনো দুনিয়াতেই নিজের ধর্ম স্থাপন করেন। আর এখানে বাবা অর্ধেক-কল্পের জন্য একটিই মাত্র ধর্মের স্থাপনা করেন। আর কারুরই মধ্যে সেই শক্তি নেই। এই বাবা-তোমাদেরকে নিজের করে নিয়ে, সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী ঘরানার স্থাপন করিয়ে, বাকি অন্য সবার বিনাশ সাধন করান। তখন সব আত্মারাই শান্তিধামে চলে যায়। কেবল তোমরাই এই সুখধামে আসতে পারো। ঐ সময়কালে দুঃখ বলে কিছুই থাকে না, যেহেতু এরা ভগবানকে স্মরণ করেছিল। এই জ্ঞানও তখন তোমাদের বুদ্ধিতে সজাগ থাকে। তোমরা তখন জানতে পারো যে এই বাবা যে জ্ঞানের সাগর। উনিই সেই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। সাগর তো মাত্র একটাই। তুমি অবশ্যই নিজেকে সাগর বলবে না। বরঞ্চ তুমি ওনার সহযোগী হও, -তাই তো তোমাদেরকে জ্ঞান গঙ্গা বলা হয়। এছাড়া অন্য সব তো হলো জলের নদী। বাবা আবার বলেন আমার বাচ্চারা তোমরা সাগরের বাচ্চা হয়ে কাম চিতায় বসতে বসতে জ্বলে মরেছো, অর্থাৎ পতিত হয়ে পড়েছ। এখন আবার আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পূর্ববৎ পাবন অবস্থায় আসবে। এই সৃষ্টির চক্র ৫ হাজার বছরের। এটাই তো কারও জানা নেই। সৃষ্টির চক্র পুরো ৪ ভাগে বিভক্ত। যাকে ৪ যুগ বলা হয়। এছাড়া আছে সঙ্গম যুগ, যাকে কল্যাণকারী বলা হয়। কুস্তের মেলাকেও এভাবে বলা হয়। কুস্ত বলা হয়ে থাকে- বিশেষ সেই মেলা-কে। যেখানে নদী এসে সাগরের সাথে মিশে যায়। যেমনটি আত্মারা এসে পরমআত্মার সাথে মেশে, একেও কুস্ত বলা হয়। এই আত্মা আর পরমআত্মার মিলনই তোমরা দেখে থাকো। তোমরা নিজেদের মধ্যেও তো মেলামেশা করো, সেমিনার অর্থাৎ (বিশেষজ্ঞদের সভা) করে থাকো। একে কিন্তু কুস্ত বলা চলবে না। যেহেতু সাগর তো তার নিজের জায়গায় অবস্থান করছে। এই (ব্রহ্মা) দেহতেই তিনি থাকেন। যেখানেই এনার (ব্রহ্মার) দেহ থাকে সেখানেই জ্ঞানের সাগর আছেন। এছাড়া অবশ্য তোমরা নিজেদের মধ্যে যে মেলামেশা করো তাকে জ্ঞানগঙ্গার মেলামেশা বলা চলে। নদী তো ছোট- বড় বিভিন্ন আয়তনেরই হয়। যেখানে আবার অনেকেই

জ্ঞানের উদ্দেশ্যেই যায়। এরকমই তো গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি রয়েছে। এই দিল্লী যমুনার তীরে অবস্থিত- অর্থাৎ স্বর্গ। প্রকৃত অর্থে যা কৃষ্ণপুরী। তাই তো দিল্লীর ক্ষেত্রে বলে থাকে এটাই ছিল পরীস্থান। যখন তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কিন্তু এরকম বলা মোটেই উচিত হবে না যে, তা কৃষ্ণের রাজত্ব ছিল। রাধা- কৃষ্ণ একত্রে যুগল হলে, তবেই রাজত্ব করতে পারে। তোমরা বাম্ভারা তাইতো কত খুশীতে থাকো। মায়া'র তুফান তো অনেকই আসবে। যা বেহদের বস্ত্রিং (মুর্টিযুদ্ধ)। প্রত্যেকের এক একজনের ৫ বিকারের সাথে যুদ্ধ চলে। তারা ভাবে আমরা চাই বাবাকে নিরন্তর যোগের স্মরণে থাকি। কিন্তু, মায়া আমাদের সেই যোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরকম একটা খেলাও আছে, যাতে দেখানো হয়, একদিকে পরমাত্মা যাকে নিজের দিকে টেনে আনেন, অপরদিকে মায়া টানেন তার নিজের দিকে। * (দড়ি টানাটানি খেলার মতন)। এরকম একটা নাটকও বানানো হয়েছিল। বায়স্কোপের এই ফ্যাসান তো এখন বেরিয়েছে। তোমাদের নাটক অনুসারে এই বায়স্কোপকেই উপমা দিয়ে বোঝাতে হবে। নাটকেরও অদল- বদল তো হয়েই থাকে। কিন্তু এই অনাদি অবিনাশী নাটক তো সেভাবেই তৈরি হয়েছে। যা এবং যেভাবে তৈরি হয়েছিলো সেটাই আবার সেভাবেই তৈরী হচ্ছে কেউ মারা গেলে বলা হয় যে, এইটুকুই ছিল তার কর্ম- কর্তব্যের ভূমিকা, তাই অযথা কেন আমরা তার জন্য বৃথা চিন্তা করব। এ সবই তো হয়েছে যা নাটকের চিত্রপটেই আছে । আত্মা একবার শরীর ছেড়ে দিলে, দ্বিতীয় বার তো আর সেই আত্মা, সেই শরীরে ফিরে আসতে পারে না। তাই কাল্পনিক করে আর কি বা হবে। যেহেতু এর নামই তো দুঃখদাম। সত্যযুগে মোহজিত নামে এক রাজা ছিলেন। যার উপর এক সুন্দর গল্পও আছে। সত্যযুগে তো মোহ-এর কোনও কথাই হতে পারে না। কিন্তু এই কলিযুগে এখানে তো মনুষ্যেরা কি মোহতে আচ্ছন্ন। কারুর যদি সাধারণ ভাবে কাল্পনা না আসে তো নকল ভাবে হলেও সে নিজে কেঁদে অন্যকেও কাঁদিয়ে দেবে। তবেই তো প্রমাণ হবে যে, সে এত আফসোস করছে। তা না হলে গ্লানি- নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। কেবলমাত্র ভারতেই এইসব নিয়মের রেওয়াজ আছে। একদা যা ছিল এই ভারতেই চরম সুখ, আবার বর্তমানে এই ভারতেই অতি দুঃখের প্রকাশ হয়। এই ভারতেই কখনও ভগবান-ভগবতীরা রাজত্ব করেছিল। বিদেশীরা সেই পুরনো চিত্র খুব আনন্দে কিনে নেয়। পুরনো জিনিষেরই কদর হয় বেশী। সব থেকে পুরনো শিব, উনি তো এখানে এই ভারতেই প্রকট হয়েছিলেন, লোকেরা যার কত পূজা করে। এখন আবার সেই শিববাবাই তো এসেছেন এখানে। তবে কি তোমরা তার পূজা করবে না এখন। যখন উনি এসে চলে যান, তখন তো ওনার পূজা করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি (সিকিলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে পাওয়া হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতাপিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সূমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী (ঈশ্বরীয়) বাবার রুহানী (ঈশ্বরীয়) বাম্ভাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১)অবিনাশী নাটকের এই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করে নিশ্চিত হতে হবে। কোনও প্রকারের চিন্তা করা উচিত নয় কারণ বুঝতে হবে যে, নাটকের ঘটনাগুলি চক্রের নিয়মেই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তাই নির্মোহী হতে হবে।

২)বাবার দ্বারা যেহেতু এখন বৃহস্পতির গ্রহ-দশা চলছে তাই তাকে রক্ষা করতেই হবে, যাতে রাহুর গ্রহন-দশা না লাগে। কোন গ্রহের দশা হলে, জ্ঞান দানের দ্বারা তার সমাপ্তি ঘটতে হবে।

বরদানঃ- শক্তি-রূপের স্মৃতির দ্বারা পতিত সংস্কারকে বিনষ্ট করে কালীর রূপে স্থিত ভব (হও)।

সদা নিজের এই স্মৃতিতে থাকো যে আমি সর্বশত্রুধারী শক্তি স্বরূপ। আমার মতন পতিত-পাবন আত্মার উপর কোন পতিত আত্মার নজরের ছাওয়াও যেন পড়তে না পারে। পতিত আত্মার পতিত সঙ্কল্পও যাতে চলতে না পারে এরকমই নিজের এক শক্তিশালী ব্রেকের প্রয়োজন। যদি কোন পতিত আত্মার প্রভাব পড়ে তো এর অর্থ হলো তুমি আদৌ প্রভাবশালী নও। যে নিজেই স্বয়ং বিনাশকারী, সে কখনও কারো দ্বারা শিকার হতে পারে না। তাই তো এরকম কালী রূপধারী হও যে, কেউই তোমার সামনে সে ধরনের সঙ্কল্প করলেও, তার সঙ্কল্প যেন মূর্ছিত (অসাড়) হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- রয়্যাল (রাজকীয়) রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হল - নাম, মান আর শান।

সকল পরিস্থিতির সমাধান- উড়ন্ত বিহঙ্গ হও

বাপদাদা সকল বাচ্চাদের নয়নের ভাস্মার দ্বারা এই লোকের উর্ধ্ব অব্যক্ত বতনবাসী হওয়ার ইশারা দিচ্ছেন । বাপদাদা যেমন অব্যক্ত বতনবাসী, তেমনই ততত্বম(তুমিও সেই রূপ)- এর বরদানও দেন। ফরিস্তাদের দুনিয়াতে থেকে সাকার দুনিয়াতে কর্ম করবার জন্য আসো। কর্ম করো, কর্মযোগী হয়ে ওঠো, তারপর আবার ফরিস্তা হয়ে যাও। এই অভ্যাস সর্বদা করতে থাকো। সদা এটা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, আমি হলম ফরিস্তাদের দুনিয়াতে থাকা অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ। ভূতলবাসী নয়, নভোবাসী। ফরিস্তা অর্থাৎ এই বিকারী দুনিয়া, বিকারী দৃষ্টি বৃত্তির থেকে দূরে যার অবস্থান। এই সকল বিষয়ের উর্ধ্ব। সে সদাই বাবার প্রিয় এবং বাবাও তার প্রিয়। উভয়ে একে অপরের স্নেহে মিশে থাকে, এমন ফরিস্তা হয়েছে ? বাবা যেমন বন্ধনমুক্ত হয়ে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে প্রবেশ করে কার্য করতে আসেন, ঠিক তেমনি ফরিস্তা আত্মারও কর্ম বন্ধনের হিসাবে নয় বরং সেবার বন্ধনে শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে কর্ম করে, যখন ইচ্ছা তখনই বন্ধনহীন হয়ে যায়। এইরূপ কর্মবন্ধন মুক্ত হও- একেই বলা হয় ফরিস্তা।

বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুরানো দেহ এবং দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়ে গেল। সেইজন্য একে মরজীবা জীবন বলা হয়ে থাকে। তো পুরানো কর্মের খাতা সমাপ্ত হল আর নতুন ব্রাহ্মণ জীবনের খাতা শুরু হল। এটা তো সকলে জানো এবং মানোও যে মরজীবা হয়েছে ! মরজীবা হয়েছে ? নাকি এখনো তৈরী হচ্ছে ? কি বলবে ? হয়েছে নাকি হচ্ছে ? মরছে ? নাকি মরে গেছে ? যখন মরেই গেছে, তবে পিছনের হিসাব সমাপ্ত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ জীবন কর্ম বন্ধনের জীবন নয় । কর্ম যোগীর জীবন । মালিক হয়ে যদি কর্ম করো, তবে কর্ম বন্ধন হবে না। কারণ তখন তুমি তোমার কর্মেন্দ্রিয়ের মালিক। মালিক হয়ে যা চাও, যেমন কর্ম চাও, যত সময় ধরে কর্ম করতে চাও তেমনই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করতে পারো। তো ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ফরিস্তা। কর্মযোগী আত্মা নয়, বরং সেবার শুদ্ধ বন্ধনে যুক্ত। এই দেহ সেবার জন্য প্রাপ্ত হয়েছে। তোমার কর্ম বন্ধনের হিসাব নিকাশের জীবন-এর হিসাব সমাপ্ত হয়েছে। এটা হল নতুন জীবন। এটা সবাই বোঝো তাই না ! পুরানো হিসাব এখনো বাকি নেই তো ? মহারাষ্ট্রের ভাই বোনেরা কি মনে করে ? টিচাররা কি মন করে ? হিসাব-নিকাশ নিষ্পত্তি করতে দক্ষ তো ? নাকি ঢিলা ? নিষ্পত্তি করতে পারা আসে তো ? ফরিস্তা হয়ে যাও, তবেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যারা পদব্রজে যায়, বা যারা দৌড়ে যায় অথবা যারা জাম্প লাগায়, তাদের সকলের থেকে জোরে যেতে পারবে। উড়ে যেতে পারলে তবেই তো পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অনাদি রূপ মানেই হল যারা ওড়ে। আত্মা হল উড়ন্ত বিহঙ্গ, পদাতিক বিহঙ্গ নয়। তো অনাদি স্বরূপ, যা কিনা বোঝা থাকার কারণে ভুলে গেছো। ফরিস্তার পরিবর্তে কর্ম বন্ধনে, উড়ন্ত বিহঙ্গের বদলে খাঁচার পাখি হয়ে গেছে। এখন আবার অনাদি সংস্কার- উরন্ত বিহঙ্গকে ইমার্জ করো অর্থাৎ ফরিস্তা রূপে স্থিত হও। ততত্বমের বরদানী হও। একেই বলা হয় সহজ পুরুষার্থী । ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কি করবো, কি ভাবে করবো- এইরূপ মেহনত করো বলেই পরিস্থিতি বড় আর তুমি ছোটো হয়ে যাও। পরিস্থিতি শক্তিশালী আর তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো। যে কোনো পরিস্থিতিতে, তা প্রকৃতির আধারে কোনো পরিস্থিতি হোক বা নিজের শরীর কেন্দ্রিক কোনো পরিস্থিতি অথবা লৌকিক অলৌকিক সম্বন্ধের আধারে কোনো পরিস্থিতি, কিম্বা নিজের বা অন্যের সংস্কারের আধারে কোনো

পরিস্থিতি- সকল পরিস্থিতিতেই কী এবং কেন-র একটিই উত্তর- “উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে যাও”। পরিস্থিতি নীচে আর তুমি উপরে হয়ে যাবে। উপর থেকে নীচের যে কোনো বস্তুই যত বড়ই হোক না কেন ক্ষুদ্রই অনুভূত হবে। সেই জন্য সব পরিস্থিতিকে সহজে অতিক্রম করবার সহজ রাস্তা হল- “ফরিস্তা হও, উড়ন্ত বিহঙ্গ হও”। বুঝেছো- সহজ পুরুষার্থ কী ? আমার এইরূপ স্বভাব, এইরূপ সংস্কার, এই এই বন্ধন- এই ‘আমার আমার’ ভাবের বন্ধনকে মরজীবা হয়ে যাওয়ার পরেও সমাপ্ত করোনি? ফরিস্তা ভাবের ভাষা কখনোই - আমার আমার হবে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যা আমার সবই তোমার হয়ে গেছে। এই আমার-আমারই ভূতলবাসী বানায় এবং তোমার তোমারই- রাজসিংহাসনবাসী বানায়। তো ফরিস্তা হওয়া অর্থাৎ ‘আমার-আমার’-এর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। অলৌকিক জীবনেও আমার এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়। এমন ফরিস্তা হয়েছে ? তো মহারাষ্ট্রবাসী কি হবে ফরিস্তা হওয়া আসে তো ? সকল সমস্যার একটিই সমাধান স্মরণে রাখবে- উরন্ত বিহঙ্গ হতে হবে এবং বানাতে হবে। বুঝেছো। আচ্ছা।

এমন বাপ সমান অব্যক্ত রূপধারী ফরিস্তা স্বরূপ, এক বাবা আমার দ্বিতীয় আর কেউ নেই আমার- এইরূপ বন্ধন মুক্ত এবং প্রিয় স্থিতিতে স্থিত, সদা কর্মেন্দ্রিয়জিত, কর্মযোগী এবং কর্মাতীত, এই অভ্যাস থাকা, সদা বন্ধনমুক্ত, সেবার সম্বন্ধে থাকা, এমন বাপসমান ততত্বম-এর বরদানী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার।

পার্টির সাথে অব্যক্ত সাক্ষাৎ-

সদা নিজেকে এই সৃষ্টি ড্রামার মধ্যে হিরো পার্টধারী মনে করে চলো ? হিরো পার্টধারী যে হয়, তার নিজের প্রতিটি কদমের উপরে অ্যাটেনশান থাকে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ এমন উঠবে যে সকলে সর্বদা বাহ বাহ করবে, ওয়ালুমোর বলবে। হিরো পার্টধারী যিনি, তার একটি কদমও যদি উনিশ-বিশ হয়ে যায়, তবে তখন তাকে হিরো বলা যাবে না। আর তোমরা তো হল ডবল হিরো । বিশেষ হিরো পার্টধারীও এবং হীরে তুল্য জীবনও তোমাদের। তো নিজের এমন স্বমান অনুভব করো ? এক হল জানা আর দ্বিতীয় হল সেই জানার ভিত্তিতে এগিয়ে চলা। তো যেটা জানো, সেটার আধারে চলো ? তো সদা নিজের হিরো পার্টকে দেখে আনন্দিত থাকো, বাহ ড্রামা বাহ এবং বাহ আমার পার্ট। কিন্তু যদি সামান্যতম সাধারণ কর্ম হয়ে যায়, তবে তো হিরো বলা যাবে না। বাবা যেমন হলেন হিরো পার্টধারী, তাঁর প্রতিটি কর্ম গীত এবং পূজিত হয়, তেমনই বাবার সাথে যে সব সহযোগী আত্মারা রয়েছেন, তাঁদেরও হিরো পার্ট হওয়ার কারণে তাঁদের প্রতিটি কর্মই গীত এবং পূজনযোগ্য হয়ে যায়। তো এতটা নেশা থাকে ? নাকি বিস্মরণ ঘটে। অর্ধ কল্প তো ভুলেই ছিলে, এখনও কি ভুলেই থাকবে? এখন তো স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাও। স্বরূপ হয়ে ওঠার পরে সেটা আর কখনো বিস্মৃত হয় না।

২) জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানানোর সহজ উপাদান(সাধন) কি ? শ্রেষ্ঠ জীবন তখনই হবে, যখন নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে চলবে। ট্রাস্টি অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত এবং প্রিয়(ন্যারা এবং প্যারা)। বাবা তো সকলকে ট্রাস্টি বানিয়ে দিয়েছেন। ট্রাস্টি তো তোমরা ? ট্রাস্টি হয়ে থাকলে গৃহস্থী ভাব স্বভাবতই সমাপ্ত হয়ে যায়। গৃহস্থী ভাবই শ্রেষ্ঠ জীবনকে নীচে নামিয়ে আনে। ট্রাস্টির কাছে ‘আমার’ বলে কিছু থাকে না। যেখানে ‘আমার-আমার’ ভাব নেই, সেখানে নষ্টমোহা সতঃতই হয়ে যায়। সদা নির্মোহী অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ, সুখী। মোহতে দুঃখ এসে যায়। তো নষ্টমোহা হও।

৩) সदा কর্মযোগী হয়ে সকল কর্ম করো ? কর্ম এবং যোগ দুটোই কন্সাইন্ড থাকে ? শরীর এবং আত্মা যেমন কন্সাইন্ড হয়ে কাজ করছে তেমনি কর্ম এবং যোগ দুটোই কন্সাইন্ড থাকে ? এমন অনেকে আছেন যারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যান। তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কর্ম এবং যোগ আলাদা হয়ে গেল। অথচ দুটোই কিন্তু কন্সাইন্ড। টাইটেলই হল কর্মযোগী। কর্ম করতে করতে যারা বাবাকেও স্মরণ করেন, তারা সর্বদাই বন্ধনমুক্ত এবং প্রিয় হবেন, হান্ধা হয়ে যাবেন, কোনো প্রকারের কর্মের বোঝা অনুভব করবেন না। কর্মযোগীর অপর নামই হল কমল পুষ্প। তো কমল পুষ্পের সমান থাকো ? কখনো কোনো প্রকারের আবর্জনা অর্থাৎ মায়ার ভাইব্রেশন তো স্পর্শ হয়ে যায় না ? কখনো মায়া আসে ? নাকি বিদায় নিয়ে চলে গেছে ? মায়াকে নিজের পাশে বসিয়ে তো রাখো না ? মায়াকে বসানো অর্থাৎ বাবাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। সেইজন্য মায়ারও নলেজফুল হয়ে তাকে দূর থেকেই দূরে ভাগিয়ে দাও। নলেজফুলের আধারে তো জানতে পারো যে মায়ার উদ্ভব কখন হয় এবং কীভাবে হয় ? মায়ার জন্ম দুর্বলতার থেকেই হয়। কোনো প্রকারের দুর্বলতা থাকবে তো মায়া চলে আসবে। শরীর দুর্বল থাকলে যেমন অনেক রোগের জীবাণুর উদ্ভব হয়, ঠিক তেমনি আত্মার মধ্যে থাকা দুর্বলতার থেকে মায়া জন্মস্থান পেয়ে যায়। কারণ হল নিজ দুর্বলতা এবং নিবারণ হল - প্রতিদিনকার মুরলী। মুরলীই হল তাজা ভোজন, শক্তিশালী ভোজন। যা কিছু শক্তির প্রয়োজন সেই সবে সম্পন্ন হওয়ার ভোজন মুরলী থেকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। প্রতিদিন যে শক্তিশালী ভোজন গ্রহন করে সে কখনোই দুর্বল হতে পারে না। প্রতিদিন এই ভোজন গ্রহন করো তো ? এই ভোজনের রত রাখবার প্রয়োজন হয় না। রোজ এমন শক্তিশালী ভোজন পেলে আত্মা মাষ্টার সর্বশক্তিবান থাকবে। ভোজনের সাথে সাথে ভোজনকে হজম করবার জন্যও শক্তি অর্থাৎ ভোজন গ্রহন করলে মনন শক্তি অর্থাৎ ভোজনকে হজম করলে। এই দুটি শক্তিই যার থাকবে সে কখনোই দুর্বল হবে না।

প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছেন তাদের প্রতিঃ-

সকলে প্রবৃত্তিতে থেকে সदा বন্ধনমুক্ত এবং প্রিয় স্থিতিতে থাকো তো ? প্রবৃত্তির কোনো প্রকারের লৌকিক সম্বন্ধ বা লৌকিক বায়ুমন্ডল অথবা ভাইব্রেশনের প্রভাবে চলে আসো না তো ? এই সব লৌকিকতার ঊর্ধ্বে অলৌকিক সম্বন্ধে, বায়ুমণ্ডলে, ভাইব্রেশনে থাকো তো? লৌকিক ভাব নেই তো ? গৃহের বায়ুমন্ডলও এমন অলৌকিক বানিয়েছো যাতে সেই গৃহকে আর লৌকিক গৃহ বলে মনে হবে না, সেবাকেন্দ্রের বায়ুমন্ডল অনুভূত হবে ? বাইরে থেকে প্রবেশ করলেই অনুভব করবে যে এটা অলৌকিক, লৌকিক নয়। কোনো প্রকারের লৌকিকতার অনুভব যাতে না হয়। যারা আসবে তারা যাতে অনুভব করে- এটা কোনো সাধারণ গৃহ নয়, অলৌকিক, যেন মন্দির। এটাই হল প্রবৃত্তিতে থেকেও সেবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। স্থানও সেবা করবে, বায়ুমণ্ডলও সেবা করবে।

সেবাকেন্দ্রে যেমন যদি কেউ সামান্য স্বভাব-সংস্কারবশতঃ এমন আচরণ করে যা দেখে সকলে বলে ওঠে- এমন হওয়া উচিত নয়, এই ফিলিংস মনে আসে যে এমন কাজ আমি এখানে করতে পারব না। সেবা-স্থানে যেমন কোনো প্রকারের এদিক-ওদিক দেখা তো সেটাকে ঠিক করে দিয়ে থাকো, তেমনই নিজ লৌকিক স্থানকে এবং স্থিতিকেও ঠিক করে দেবে। গৃহ মনে হবে মন্দির, গৃহস্থী নয়। যেমন মন্দিরের পরিবেশ সকলকে আকৃষ্ট করে, তেমনি তোমাদের গৃহ থেকেও যেন পবিত্রতার সৌরভ

আসে। যেভাবে ধূপকাঠির সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, তেমনই পবিত্রতার সৌরভ বহু দূর পর্যন্ত যাতে ছড়িয়ে যায়। একেই বলা হয় পবিত্র প্রবৃত্তি। আচ্ছা।

বরদানঃ- নিজের বিজয় বা সফলতাকে নিশ্চিত মনে করে সদা নিশ্চয়বুদ্ধি ভাব

যে সব বাচ্চারা সর্বদা বাবার, নিজের ভূমিকায়(পার্ট) এবং ড্রামার প্রতিটি সেকেন্ডের অ্যাক্টে ১০০ শতাংশ নিশ্চয়বুদ্ধি থাকে, তাদের বিজয়ী হওয়ার কারণে তাঁরা সদা নিশ্চিন্ত থাকে। তাদের চেহারায়ে চিন্তার রেখা মাত্রও দেখা দেবে না। তাদের সদা নিশ্চয় থাকে যে এই কাজ বা এই সংকল্প কার্যে ফলিত হয়েই আছে। তাদের কোনো বিষয়েই কোনো প্রশ্ন মনে উঠবে না।

স্লোগানঃ- কিছু শুনে বা শোনানোর সময় ভাব এবং ভাবনাকে পরিবর্তন করে দেওয়াই হল বায়ুমণ্ডলকে খারাপ করা ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে তোমাদের বাচ্চাদের ঝুলি ভর্তি করতে , এই এক একটি জ্ঞান রত্ন লাখ টাকার সমান ।"

প্রশ্ন :- গুপ্ত দানের এতো মহত্ব কেন ?

উত্তর :- কেননা শিববাবা তোমাদের এখন গুপ্ত জ্ঞান রত্নের দান করছেন , এই গুপ্ত দানের কথা এই দুনিয়ার লোক কেউ জানে না , এই গুপ্ত জ্ঞান রত্নের দান যদি তোমরা দুনিয়ার মানুষকে করো, তাহলে তোমরা এই বিশ্বের রাজত্বের অধিকারী হবে । এটা সম্পূর্ণ গুপ্ত কারণ এখানে কোনো লড়াই ঝগড়া নেই , যুদ্ধের জন্য কোনো বারুদ নেই, আর এই দানে কোনো খরচাও নেই । গুপ্ত রীতিতেই বাবা তোমাদের এই বিশ্বের রাজত্বের দান দিচ্ছেন, তাই গুপ্ত দানের এতো মহত্ব ।

ডবল ওম্ শান্তি । একটা শিববাবা বলছেন আর একটা ব্রহ্মাবাবা বলছেন । দুজনেরই স্বধর্ম হলো শান্তি দুজনেই কিন্তু শান্তিধামে থাকেন । তোমরা বাচ্চারাও সেই শান্তিধামে থাকো । নিরাকার দেশে থাকা তোমরা আত্মারা এই সাকারী দুনিয়ায় আসো অভিনয় করার জন্য কেননা এটা হলো বিশ্বনাটক । উপর থেকে নীচে অবধি অর্থাৎ সত্য যুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত এই বিশ্ব নাটকের আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন আছে । উঁচুর থেকে উঁচু হলো ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে তোমরা বাচ্চারা আছো । এই কথাকে খুব ভালো করে বোঝো । তোমরা ছাড়া এই অবিনাশী জ্ঞান আর কারোর মধ্যে নেই । তোমরা সবাই ঈশ্বরীয় স্কুলে পড়াশোনা করো । ভগবানুবাচঃ হল- ভগবান একজন । ১০ বা ২০ জন ভগবান হতে পারে না । সমস্ত ধর্মের যতো আত্মাই আছে সকলেরই বাবা একজনই । তবুও শিববাবা যখন এই সৃষ্টি রচনা করেন তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার নামই হয় । শিববাবাকে কখনোই প্রজাপিতা বলা হয় না । আবার এই প্রজারা কিন্তু জন্ম মরণে আসে । আত্মারা তাদের সংস্কারের আধারেই এই জন্ম মরণ চক্রে আসে । এইজন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মারও প্রয়োজনা পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এই সৃষ্টি রচনা করেছিলেন , এমন গায়নও আছে । হে পতিতপাবন এসো এই বলে তাঁকে ডাকাও হয় । যখন এই দুনিয়া পতিত হয়ে তার অন্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই বাবা আসেন তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাবার জন্য । এখন তোমরা জেনে গেছো যে বাবা এই পৃথিবীতে একবারই আসেন এবং তিনি কখন আসেন । এখন তোমাদের এইসব জ্ঞান হয়েই গেছে । তোমরা তো সকলেই এই নাটকের অভিনেতা । এই নাটকের অভিনেতাদের অবশ্য করে সবার পাঁটই জানা উচিত যে কার কি কি ধরনের পাঁট আছে । পৃথিবীতে যে নাটক অভিনীত হয় সে হলো ছোটো এই ভৌতিক জগতের (হদের) নাটক, তা সবাই জানে । তোমরাও গিয়ে সেই নাটক দেখে আসো । সেই নাটক তোমরা লিখতেও পারো, আবার মনে রাখতেও পারো । সেই নাটক হলো ছোটো । আর এ হলো বিশাল বড় অসীমের (বেহদের) নাটক, যাতে তোমরা সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের শেষ অবধি জানতে পারো । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বেহদের শিববাবার থেকে তোমরা এই বেহদের বর্ষা বা সম্পত্তি পাও । আবার এই হদের বাবা অর্থাৎ জন্মদাতা বাবার থেকে তোমরা এই পৃথিবীর সম্পত্তি বা হদের সম্পত্তি পাও । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে এক জন্ম প্রচুর দানপূণ্য করলে এক জন্মের জন্য রাজা হওয়া যায় । এমন নয় যে পরের জন্মেও তারাই আবার রাজা হবে । তোমরা তো সত্যযুগে রাজা মহারাজা ছিলে । এমন নয় যে সেই রাজত্ব তোমাদের এক জন্মেই শেষ হয়ে যেতো, আবার ভক্তিমার্গে এসে তোমাদের মধ্যে যারা

প্রচুর দানপূণ্য করে তারা আবার রাজা হতে পারে । কিন্তু এই ভক্তিমার্গের রাজা হলো বিকারী রাজা। তোমরা যারা পূজ্য ছিলে তারাই আবার পূজারী হও । কিন্তু সেই সুখ হলো অল্পকালের সুখ । দুঃখ কিন্তু তোমরা এখন পেয়ে থাকো । কিন্তু তোমাদের এই তমোপ্রধান অবস্থাতেও তোমরা সুখী থাকো কারণ তোমাদের মধ্যে কোনো লড়াই ঝগড়া থাকে না । লড়াই ঝগড়া তো অনেক পরে যখন লাখ লাখ লোক হয়ে যায় তখন শুরু হয় । তোমাদের বাচ্চাদের সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে সুখই সুখ থাকো যখন তমোপ্রধান অবস্থা শুরু হয় তখন তোমাদের অল্প দুঃখ আসে । এখন তো পুরোপুরি তমোপ্রধান অবস্থা । বাবা বলেন যে এই দুনিয়া হলো তমোপ্রধান দুনিয়া । তোমরা জানো যে, এ হলো বেহদের নাটক, এর থেকে কেউই মুক্ত হতে পারে না । মানুষ যখন দুঃখে জর্জরিত হয়ে পরে তখন বলতে থাকে যে ভগবান এমন খেলা কেন রচনা করেছিলেন । যদি ভগবান এই রচনা না করতেন তাহলে এই দুনিয়া থাকতো না আর এসব কিছুই হতো না । রচয়িতা আর তাঁর রচনা দুটোই তো আছে । সত্যযুগ থেকে কলিযুগের বিস্তারিত সময় , আর এখন খুবই অল্প সময় বাকি আছে । তোমরাও এই শেষ সময় প্রত্যক্ষ করবে । প্রথমে তো এই ঘটনা দেখানো হবে না । ৫০০০ বছর শেষ হতে খুব সামান্য সময় বাকি আছে । এখন অল্প দেখবে , কিন্তু যখন বিনাশের ঘটনা ঘটবে তখন তোমরা সাক্ষী হয়ে সব দেখবে । যা আগের কল্পে ঘটেছিল সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে । তোমরা তো দেখেছোই সেই বিনাশের তৈরী এখন হচ্ছে । এই বিনাশ তো অবশ্যই হবে । সেই সমস্ত কিছুই তৈরী হচ্ছে । এই সমস্ত ঘটনাই এই বিশ্বনাটকে লিপিবদ্ধ আছে । তাই এই বিনাশ হবেই । বাবা বলেন যে তোমাদের আল্লা তমোপ্রধান হয়ে গিয়েছিলো , তাকে আবার সতোপ্রধান হতে হবে । তোমরা এখন এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝেছো ।

শিববাবা তোমাদের কাছে গুপ্তরূপে আসেন , আবার গুপ্তভাবেই তিনি তোমাদের জ্ঞান দেন । এই দুনিয়ার কেউই তা জানে না । গুপ্ত রীতিতেই তোমরা এই দুনিয়ার রাজত্ব গ্রহণ করো, কেউ জানতেই পারে না । একে গুপ্ত দানও বলা হয় । শিববাবা এসেই বাচ্চাদের এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের গুপ্ত দান দেন । তোমাদের শিববাবাও গুপ্ত থাকেন , কেউই তাঁকে জানতে পারে না । ব্রহ্মাকুমার, কুমারীরা কোথায় যায়, তারা কি করে, দুনিয়ার মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা জানো, শিববাবা নিজেকে কতোখানি গোপন রাখেন । তোমাদের বাচ্চাদের তিনি গুপ্তভাবেই এই বিশ্বের মালিক বানান । এই বিশ্বের মালিক বানাবার জন্য কোনো লড়াই, বারুদ বা কোনো টাকাপয়সার প্রয়োজন পরে না । আর এই দুনিয়ায় ছোটো একটি গ্রাম দখল করবার জন্যও কতো ঝগড়া, মারামারি চলতেই থাকে । তাই শিববাবা এসেই তোমাদের এই গুপ্ত জ্ঞান রঞ্জের দান দেন । এই অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দিয়ে তোমাদের ঝুলি তিনি ভর্তি করে দেন । এই কথাও বলা হয় যে, "শিব ভোলা ভাগুরী, ভরে দেন ঝুলি ।"

তোমরা সবাই জানো যে, শিববাবা তোমাদের ঝুলি অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে ভরে দিচ্ছেন । এই এক একটি রত্ন লাখ টাকার সমান । তোমরা কতো রত্ন মানুষকে দান করো । তাহলে তোমরা কতো বড় মহাদানী । এটাও একটা গুপ্ত কথা । ভক্তিমার্গে দেবতাদের অনেক হাত আর সেই হাতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয় । বাস্তবে এইসব কিছুই থাকে না । সত্যযুগে দেবতাদের এতো হাত, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি থাকবে না । কলিযুগে দেবতাদের হাতে কতো অস্ত্রশস্ত্র দেখানো হয় । বিনাশের জন্য বোম্ব তৈরী আছে তবে তলোয়ার , বাণ ইত্যাদির কি প্রয়োজন । তোমরা বলো জ্ঞানের খড়্গ, জ্ঞানের তলোয়ার, সেইগুলোই এই দুনিয়ার মানুষ হাতিয়ার হিসাবে দেখিয়ে দিয়েছে । আসলে এইগুলো কিছুই থাকে না দেবতাদের হাতো তোমরা বাবার কাছ থেকে গুপ্ত জ্ঞান রঞ্জের দান পাও । এই গুপ্ত দান তোমরা আবার সবাইকে দাও ।

তোমরা জানো যে শিববাবা তোমাদের শ্রীমত দান করেন, আর এই শ্রীমত শিব ভগবানেরই। তোমরা জানো যে তোমরা এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। নারায়ণকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ দৈবী গুণধারী বলা হয়। দৈবীগুণ দেবী দেবতাদের মধ্যে থাকে তারপর ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকে। যেমন পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ সুন্দর হয়, তারপর তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কমে কমে সেই চন্দ্র সরু লাইনের মতো হয়ে যায়। পুরো চাঁদই প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। সরু রেখার মতো যখন হয়, তাকে অমাবস্যা বলা হয়। এখন তোমাদের হলো বেহদের কথা। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছে। শাস্ত্রে দেখানো হয় যে কৃষ্ণের মুখে মায়েরা চাঁদকে দেখতে পেতেন। এ হলো সাক্ষাৎকারের কথা, যাকে বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ হতে হবে। চারিদিকে মায়ার সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে আছে। যেটুকু সীমারেখা বাকি আছে তা সিঁড়ি নামতে নামতে একেবারে নীচে নেমে এসেছে। সবাইকেই এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে, তারপর সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা এখন অল্প সংখ্যক আছো। পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে। এই পড়ায় অনেকেই পাশ করতে পারে না। তোমাদের সেন্টারও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বিনাশের সময় যখন ধীরে ধীরে কাছে আসবে, তখন সবাই বুঝতে পারবে তোমাদের মধ্যে কি আছে। দিন প্রতিদিন তোমাদের বৃদ্ধি হতে থাকবে। এখন তো অনেকেই বলে, আমরা বুঝেছিলাম এই পৃথিবী আর কতোদিন চলবে, একদিন তো এর শেষ হবেই। শুরুর দিকে এই কথা শুনে ভয় পেয়ে অনেকেই ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো, কি জানি কি হবে? না এখানকার আর না ওই দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত কোনো জায়গারই থাকতে পারবো না তাই এখান থেকে পালাও। কিছু লোক পালিয়ে গিয়েছিলো, আবার তাদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ আবার ফিরে এসেছে। শিববাবা কতো সহজ করে তোমাদের বোঝান। এই পৃথিবীর অবলা নারী, অহল্যারা (পতিত নারী), এদেরও তিনি কষ্ট দেন না। এদেরও তো উদ্ধার হতেই হবে। তারা বলে বাবা আমরা তো লেখাপড়া কিছুই জানি না। বাবা বলেন যে, কিছু পড়া নি সেও ভালো, যদি শাস্ত্র কিছু পড়েও থাকে সেও ভুলে যাও। আমি খুব বেশী বা শক্ত কিছু পড়াই না। শুধু বলি, আমাকে যদি স্মরণ করো তাহলে এই পৃথিবীর বাদশাহী তোমাদের। তাহলেই তোমাদের জীবন তরলী পার হয়ে যাবে। লৌকিকে বাস্তব হলে সেই বাস্তব যখন বাবা বলে ডাকতে শেখে, তখনই সে বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। আর এখনও তোমরা বাবার সম্পত্তির অধিকারী হও। বাপদাদাকে স্মরণ করলেই এই বিশ্বের রাজধানী তোমাদের, সেইজন্য গায়ন আছে যে এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি। সাহকার বা ব্যবসায়ী লোকেরা পরের দিকে আসবে। প্রথমে গরীবরা আসবে। তোমাদের কাছে তারা নিজেরাই আসবে। নিম্নশ্রেণীর মানুষ যেমন মেথর, তাদেরও উদ্ধার হয়। ভীল জাতীরও উদ্ধার হয়। ভীলের গায়ন তো আছেই। বলা হয় যে গীরাম ভীলের দেওয়া কুল খেয়েছিলো। বাস্তবে রাম বা শিববাবা কেউই ছিলো না। এও হতে পারে ব্রহ্মা বাবাকে সেই ফল খেতে হয়েছিলো। ভীলনীরাও এখানে আসবে। ধরো, তারা যদি টোলি বা প্রসাদ জাতীয় কিছু এনে তোমাদের দেয় তাহলে তোমরা কি করে অস্বীকার করবে। ভীলনী বা গণিকারা নিয়ে এলে তোমাদেরও তখন খেতে হবে। শিববাবা বলেন যে আমি তো খাবো না কারণ আমি অভোক্তা। তোমাদের কাছে সকলেই আসবে। সরকারও তোমাদের সাহায্য করবে তাদের উন্নতির জন্য। তোমাদেরও এমনিতেই প্রেরণা হতে থাকবে। তোমরা ভাববে, বাবা যখন গরীবের ভগবান বা রক্ষাকর্তা, তখন আমরাও গরীবকে বোঝাবো। ভীলনীদের থেকেও অনেকেই তোমাদের সঙ্গে চলে আসবে। এই সৃষ্টির ঝাড় এতো বড়, এখানে আর একজনও দেবী দেবতা ধর্মের নেই, সবাই অন্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়েছে। বাবা তোমাদের বলেন এখনো যারা ভক্তি করছে, তোমরা গিয়ে তাদের বোঝাও। তোমরা দেখেছো কেমন করে মানুষের মনে এই জ্ঞানের চারা বা বীজ বপন করা

হয়। ব্রাহ্মণ কিভাবে হয়। যারা সূর্য্য বংশী এবং চন্দ্র বংশী দেবতা হবে পরবর্তীকালে তারাই ব্রাহ্মণ হবে। একবার যদি কেউ এই জ্ঞানের কথা শোনে তারা অবশ্যই স্বর্গে আসবে। বাবা কানীকলবটের ঘটনাও শুনিয়েছেন। শিবের উপর গিয়ে মানুষ আত্ম বলি দিতো। তাদেরও কিছু না কিছু পাওয়া উচিত। তোমরাও নিজেদের বিকারকে বলি দিচ্ছো। রাজপদ পাবার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। ভক্তিমার্গে তো রাজা থাকে না। মৃত্যুর পর কেউই শান্তিধামে যেতে পারে না। মানুষ যে সব পাপ কাজ করে তার ফল তাকে ভোগ করতে হয়। তারপর নতুন জন্ম হয়। মানুষ আবার পাপ করতে শুরু করে। সবাইকে পাপের ফল ভোগ করা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হয়। নম্বর হিসাবে তোমরাই আগে আছো। তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। তোমাদের সকলকেই সত, রজ এবং তমো এই তিন গুণের মধ্যে দিয়ে যেতেই হয়। বাবা বলেন যে এই সময় এই মানুষ সৃষ্টির ঝড় জর্জরিভূত অবস্থায় আছে। মানুষ তো এখন ঘোর অন্ধকারে কুন্ডকর্ণের ঘুম ঘুমোচ্ছে। এরকম একজন কুন্ডকর্ণ নয়, অনেকেই আছে। তোমরা তাদের কতো করে বোঝাও কিন্তু তারা শুনতেই চায় না। যাদের এই পুরুষার্থ করতে পাট আছে তারাই এই পুরুষার্থ করবে এবং তারাই মা, বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে। সিংহাসনে তারাই বসবে। কতো বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞেস করে বাবা কি করবো, আমাদের সন্তানদের তো শাসন করতেই হয়। বাবা বলেন যে, এতোকিছু করো না। তোমরা ডাকতে থাকো, বাবা, তুমি এসে আমাদের পতিত মানুষদের পবিত্র করো। বাবাও তোমাদের বলেন, কাম হলো মহাশত্রু। ক্রোধকে কিন্তু শত্রু বলা হয় না। এই ক্রোধ মায়েদের মধ্যে এতো থাকে না, কিন্তু পুরুষ মানুষরা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেক লড়াই ঝগড়া করে। এখন শিব বাবা তোমাদের মায়েদের সামনে রেখেছেন। তাই বলা হয় "বন্দে মাতরম।" নাহলে মায়েদের কেন বলা হয়, পতিই তোমাদের গুরু এবং ঈশ্বর। তার মতে তোমরা চলো। যেই দুজনের এক হাত হলো, পতিত জীবনে চলে এলো। মেয়েরা পতিকেই ঈশ্বর মানে। এখন রাম রাজ্য স্থাপন হচ্ছে, বাকি সব মানুষ মরে যাবো বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি এই কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি রাখতে হয়। তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি আছে। তোমাদের আত্মা জানে যে শিব বাবা এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে আসেন, আর এই ব্রহ্মা বাবার দ্বারাই আমরা এই জ্ঞানের কথা শুনতে পাই। শিববাবা হলেন খুবই ছোটো জ্যোতির্বিদু। ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার সাময়িক রথ, এনার দ্বারাই এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের রচনা করা হয়েছে, যা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে, আস্তে আস্তে এক একটি বাচ্চা এক এক ফোঁটা জলের মতো এই যন্ত্ররূপী পুকুরকে ভর্তি করে দেবে। বাচ্চারাও এইসময় নিজেদের জীবনকে সফল করে নেয় কারণ তারা জানে যে এই সমস্তকিছুই একদিন মাটিতে মিশে যাবে অর্থাৎ সব শেষ হয়ে যাবে। কিছুই আর থাকবে না। তাই আমাদের জীবন কিছু হলেও তো সফল করে নি। সুদামার কাহিনী তো সবাই জানে। কিভাবে কৃষ্ণকে সে অন্তর থেকে সামান্য চালভাজাই খাইয়েছিলো। তেমনি বাচ্চারাও বাবার কাছে এসে একমুঠো চাল বা তাদের ক্ষমতামতো ৬ - ৮ টাকা দেয়। বাহ বাচ্চারা। বাবা তো তোমাদের গরীবদেরই রক্ষাকর্তা বা ভগবান। এই সমস্তকিছুই এই বিশ্বনাটকে লিপিবদ্ধ আছে, আবার পরের কল্পেও এই একই জিনিস ঘটবে। সংসারের বন্ধনে যে সব মায়েরা আবদ্ধ বাবা তাদের বলেন তোমরা তো ভাগ্যশালী, তোমরা শিববাবার সাথ পেয়েছো। একদিন আর্থ সমাজ থেকেও অনেক লোকজন এখানে আসবে। মানুষ কোথায় বা যাবে? মুক্তি আর জীবনমুক্তি তো একই জায়গা থেকে পেতে হবে। সাজা খেয়েই সবাই মুক্তিতে চলে যাবে। এখন এই দুনিয়ার শেষ সময় চলছে। সবাই ঘরে ফিরে যাবে। এ হলো বাবার প্রেমিকের বরযাত্রী। কেমনকরে এই বরযাত্রী যাবে সেই সাক্ষাত্কারও তোমাদের হবে। তোমরা ছাড়া আর কেউ দেখতেই পাবে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. বাবার কাছ থেকে জ্ঞানের যে গুপ্ত দান তোমরা পেয়েছো, তার মূল্য বুঝে সেই জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজেদের ঝুলি ভর্তি করতে হবে । সবাইকে এই গুপ্ত জ্ঞান রত্নের দান ও করতে হবে ।

২. কল্পের এই শেষ সময়ে অর্থাৎ যখন ঘরে যাবার সময় হয়েছে , তখন নিজেদের সমস্তকিছুই এই যজ্ঞসেবায় সফল করতে হবে । বাবার প্রতি প্রীত বুদ্ধি রাখতে হবে । মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ সকলকে দেখাতে হবে ।

বরদান :- বুদ্ধিরূপী চরণকে মর্যাদার সীমারেখায় রেখে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন শক্তিশালী হও ।

যে সব বাচ্চারা তাদের বুদ্ধিরূপী চরণকে কখনোই মর্যাদার সীমারেখার বাইরে নেয় না, তারা ভাগ্যবান এবং বাবার প্রিয় হয় । তাদের জীবনে কখনো বিঘ্ন , সমস্যার ঝড়, বিভিন্ন চিন্তা বা উদাসভাব আসে না । যদি এই সমস্ত চিন্তা আসে তবে বুঝতে হবে বুদ্ধিরূপী চরণ তোমাদের মর্যাদার সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে গেছে । সীমারেখার বাইরে যাওয়া মানে ভাগ্যহীন হওয়া তাই কখনও ভিখারী অর্থাৎ কারোর সামনে হাত পেতো না, সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন শক্তিশালী হও ।

স্লোগান :- যারা সর্বদা শরীর থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয় হতে পারে তারা সবসময় সুরক্ষিত থাকে।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছ নিজদের জীবন হীরে সমান বানাতে , বাবার স্মরণেই এইরকম জীবন তৈরি হতে পারে "

প্রশ্ন: নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে ?

উত্তর: বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা , যে পুরানো সম্পর্কগুলো এত দুঃখ দিয়েছে , এখন তাদের মোহজাল থেকে বুদ্ধি সরিয়ে এক আমাকে স্মরণ করো । ওদের সাথে থেকেও মন আমাতে দাও । 'মনমনাভব'- এই মন্ত্র সর্বদা মনে রাখলে তোমরা নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ পাবে ।

গীত :- তুমি রাতগুলি করেছ ব্যর্থ

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের যেমন সব শাস্ত্রের সার বোঝানো হয় ঠিক তেমনই গীতেরও সার বোঝানো হয় । তিনি , সবার রুহানি বাবা , রুহানি বাচ্চাদের ব্রহ্মা তনে বসে বুদ্ধিয়ে দিচ্ছেন । বাবা বুদ্ধিয়ে দেন বাচ্চাদের যে তোমাদের এখন হীরে তুল্য জন্মের প্রস্তুতি চলছে । বাবার কাছে তোমরা এসেছই হীরে সমান জন্ম পাওয়ার জন্য । স্বর্গবাসীর জন্ম হলো হীরে তুল্য আর কড়ি তুল্য জন্ম হলো নরকবাসীর । তোমরা সঙ্গমযুগকে জেনেছ , আমরা এখন সবাই সঙ্গমযুগবাসী । কল্যাণকারী এই সঙ্গমযুগে সবার সদগতি প্রাপ্ত হয় । এখন প্রশ্ন হলো এই সদগতি কে দেন ? পরমধাম থেকে পরম অতিথি এসে সদগতি করেন । উঁনি অতিথি । তোমরা অতিথি নও , তোমরা এসে আর যেতে চাও না! বাবা বলেন - আমি পুরনো দুনিয়ায় এসে আবার ফিরে যাই । বাচ্চারা জানে এই সেবা একমাত্র পরমধাম থেকে আসা অতিথিই করেন । যিনি এসে আমাদের-বাচ্চাদের অনেক সেবা করেন । এইরকম সেবা আর কেউ করতে পারেনা । সেবা করার জন্য তাঁকে ডাকা হয় , বলা হয় এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করে গড়ে তোল । বাবাও বলেন " আমি বাচ্চাদের সেবায় এসেছি কেননা বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে আছে । " বাচ্চারা ডেকে বলে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করো । দুটো জিনিস সবসময় মনে থাকে -এক হলো সুখ আর এক হলো শান্তি । এই পুরনো দুনিয়ায় দুঃখ আর অশান্তি ছেয়ে থাকায় তাঁকে ডাকা হয় । বাবা এসে সৃষ্টি চক্রের সকল রহস্য বুদ্ধিয়ে দেন এবং বাচ্চাদের বোধগম্য হয় ভক্তি মার্গের পথ শেষ হয়েছে । কলিযুগের অন্ত অর্থাৎ ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হয়ে শেষ ধাপে চলে এসেছে । জ্ঞানের দ্বারা চড়তি কলার স্থিতি এসে যায় । তোমাদের উঁচু থেকেও উঁচু পদের প্রাপ্তি হলে তারপরে ভোগের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রারব্ধ-এর (পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল) ক্ষয় অর্থাৎ সুখ কমতে থাকে । ভারতে ভক্তির যত জাঁকজমক এরকম আর কোথাও হয়না । অর্ধকল্প ভক্তিমার্গে কেটে যায় । যখন থেকে দ্বাপর এবং অন্যান্য ধর্ম স্থাপন শুরু হয় তখন থেকেই ভক্তির শুরু হয় । ভক্তিও প্রথম দিকে খুব ভালো ছিল । যেমন স্বর্গ প্রথম -প্রথম খুব ভালো হয় পরে কলা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে । ভক্তির শুরুতে প্রথম -প্রথম শিবের পূজারী হয় । অর্ধ কল্প কোনও পূজা হয়না । তারপরে ভক্তিমার্গ শুরু হয় আর সেই সঙ্গে অন্য ধর্মেরও আসা শুরু হয়ে যায় । এত ভক্তি আর কেউ করতে পারেনা , পুরো অর্ধ কল্প ভক্তিকে অবলম্বন করে চলে । এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা , যিনি সবার অত্যন্ত প্রিয় ভারতের সদগতি প্রদান করেন এবং স্বর্গেরও মালিক

বানান । তিনি , দূরদেশের অতিথি এসেছেন আবার নতুন করে আমাদের বাচ্চাদের বাদশাহী দিতে । কত জবরদস্ত এই রাজত্বের অধিকার । কিন্তু কেউ এই একটা কথা বুঝতে পারেনা । ভারতে ভক্তি কত করা হয় , কত মন্দিরও আছে । ভারতখন্ডে অনেক যে মন্দির আছে সেইগুলো কার মন্দির এসব কিছু এখন তোমরা জেনেছ । শুরু -শুরুতে শিববাবার মন্দির তৈরি হয় , তারপরে তৈরি হয় দেবতাদের । সেই মন্দির তোমাদের সামনে বর্তমান । একদিকে শিববাবার পূজা করে চলেছ আর অন্যদিকে শিববাবা তোমাদের পূজ্যরূপে গড়ে তুলছেন । তোমরা এখানে এসেছ পূজ্য দেবতা হতে । যারা দেবতাদের পূজারী , বাস্তবে তারাও এখানে এসে ব্রাহ্মণ হবে । ধীরে ধীরে বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে সবাই একসাথে পড়তে পারেনা , সময় লাগে । কল্প পূর্বে যারা পড়েছিল তারাই আবারও পড়বে । একে অপরকে পড়াতে হবে । সবাইকে বাবা আর সৃষ্টির আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান শোনাতে হবে যাতে মানুষ স্বর্গের মালিক হতে পারে । সেইজন্য এসে শুনে বোঝ । তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পার এই নাটকের চক্র কিভাবে পরিক্রমণ করে । কাহিনী তো লাখ লাখ বছরের বলে শোনাতে পারবে না তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছরের আগে কি ছিল , কার রাজ্য ছিল ! ভারতে আমরা যে দেবী - দেবতা ছিলাম , আমাদেরই (দেবী -দেবতাদের) রাজ্য ছিল । স্মরণে এসেছে তো - আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । প্রথমে এইসব জানা ছিল না আমরা সেই পূজ্য দেবতা ছিলাম , পরে আবার ৮৪ জন্ম নিয়েছি । ৮৪ জন্মের কাহিনী লক্ষ্মী -নারায়ণের । তোমরা নিজের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাও । ওদের তো নিজের কাহিনী লিখতে অনেক সময় লেগে যায় । তোমরা এক মিনিটে ৮৪ জন্মের কাহিনী বলতে পারবে । ওরা এক জন্মের কাহিনী লেখে । নিজের কাহিনীতে শৈশবে কি কি করেছে সেগুলো বলে । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে পরিক্রমা করি , সেখানে তো কোনও একজনের কথা নয় , বহু ব্রাহ্মণ একইভাবে ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে । তোমরাই এই চক্রে জান । এই চক্রে জানার মাধ্যমে তোমরা রাজা -রানী হতে পার আবার অন্যদেরও বানাতে পার । ভক্তিও ভারতবাসীদের মতো কেউ করেনা । আর যা -ও মঠ , পন্থ , ধর্ম ইত্যাদি আছে সেসবই আমাদের ভক্তির সময় স্থাপন হয়েছে । প্রথম -প্রথম আমাদের ফুলের ঝাড় কত ছোট ছিল , একেবারে রুহানি বাগিচা ! তোমাদের মতো জ্ঞানসম্পন্ন ফুলে সাজানো ছিল বাগান । তারপরে এই সুন্দর ফুলের বাগান আস্তে আস্তে কাঁটার বাগিচায় পরিণত হতে থাকে । এই সময় সব কাঁটায় পরিণত , আবার কাঁটা থেকে ফুল কিভাবে তৈরি হওয়া যাবে বাবা বসে তা বুঝিয়ে দেন । একে অপরকে দুঃখ দেওয়া মানেই হলো কাঁটা লাগানো । স্টুডেন্ট লাইফ ইস দি বেস্ট বলা হয়ে থাকে , সত্যিই খুব ভালো হয় । বাচ্চারা খুব আনন্দের সাথে পড়ে । বিবাহ হল তো আরও দু -একজন একে অপরকে কাঁটা লাগানো শুরু করে । সত্যযুগে কেউ কাউকে কাঁটা লাগায় না । তোমরা এখন আবার ফুল তৈরি হচ্ছে । তোমরা জানো , ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন কত অপার সুখ ছিল । সোনার খনি ছিল যা এখন খালি হয়ে গেছে । আবার তোমরা সোনাও ভরা খনি পাবে । ভারতেই সোনা,হীরে,জহরতের খনি ছিল । সেই সময় আমেরিকা ইত্যাদি কিছুই থাকেনা , বস্ত্রও না । কত আশ্চর্যের ব্যাপার তাই না ! কলিযুগের শেষে দেখার মতও অল্প সোনা অবশিষ্ট থাকেনা । সত্যযুগে আবার সোনার খনি ভরপুর হয়ে যায় । সোনার মহল তৈরি হয় । কত আশ্চর্য লাগে ! ওখানে খনি থেকে কত সোনা বেরোয় । যেমন এখানে মাটির ইঁট তৈরি হয় ওখানে সোনার ইঁট তৈরি হয় , মায়া মাদারি খেলা (ভোজবাজি) দেখাতে শুরু করে । ধ্যানে বসে দেখা এখানে তো সোনাই সোনা । সত্যি সত্যিই সত্যযুগে সোনার ছড়াছড়ি থাকবে । এখানে তো দেখ মাটির ইঁটও পাওয়া যায় না । যত ইঁট এখানে পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যায় , ততখানি ইঁট ওখানে বিনামূল্যে পাওয়া যায় । রাত দিনের ফারাক হয়ে যায় । তবে বুঝতে তো হবে পুরুষার্থ করতে হবে কি হবেনা - নতুন দুনিয়ায়

উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে ! এখানের মোহজালে কেন আটকা পড়ে আছ ! বাবা বলেন - তোমরা পুরনো সম্বন্ধে থেকে শত দুঃখ পেলেও বাবা এরকম কখনও বলেননা যে তোমরা এদেরকে ছেড়ে দাও । শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথে জুড়ে নাও তবে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে । 'মনমনাভব ' -এর অর্থই হলো আমাকে স্মরণ করো আর বিষ্ণু চতুর্ভুজের অর্থাৎ বিষ্ণুপুরীর স্মরণ করো । মূল কথা হলো এক অক্ষরের , বাবা । ভক্তিমার্গে পঞ্চায়েত অনেক আছে ।*(এখন তোমরা সব আত্মারা সাজন , একমাত্র সজনী পরমপিতা পরমাত্মার ।)* উঁনি তোমাদের সুখধামের মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করেন । সকল আত্মা তাঁকেই স্মরণ করে । তোমরা রুহানি আশিক , রুহানি মাস্তকের সাথে একই বার মিলিত হতে পার । বাকি সব মানুষ শারীরিক ভাবে প্রেমিক-প্রেমিকা । এখন বেহদের আশিকদের সাথে বেহদের মাস্তক এসে মিলিত হয়েছেন । ওঁনাকে বলাও হয় - এসো , এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তোল । এক -এরই আহ্বান হয় । তোমরা জানো যে আমাদের আত্মা পতিত হয়েছে সেইজন্য সকলে ডাকছে পতিতপাবন এস । কুস্ত্র মেলায় গিয়ে কত জনে যে গঙ্গা স্নান করে কিন্তু কোনও লাভ নেই । কেউই এভাবে পবিত্র হয়না । বাবা এসে জ্ঞান বর্ষণ করেন । তোমাদের জ্ঞান বর্ষায় অবগাহন করিয়ে বাবা আবার নতুন করে কঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় সাজিয়ে তুলবেন । তোমরা জেনেছ বিশ্বের রাজ্যভার বাবা যখন তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানে কোনও অপবিত্র কিছুই থাকবেনা । সারা বিশ্ব জ্ঞান বর্ষণে সিক্ত হয়ে যায় । সবকিছু তখন পরিপূর্ণতায় ভরে যায় । হীরে জহরতের খনিগুলোও নতুন ভাবে সেজে ওঠে । তোমাদের-বাচ্চাদের এখন কতই-না খুশির মেজাজ ! তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন - " তোমরা আমাকে স্মরণ কর তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে ।" তোমরা যে কোন স্থানে বস - স্নান কর , বুদ্ধিতে সবসময় বাবা স্মরণে থাকবেন । ওখানে তো স্মরণের কোনও অবকাশ নেই । বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই উপার্জন হবে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসার উপযুক্ত হবে । স্মরণেই প্রাপ্তি । এরকম কী শুনেছ স্মরণ করায় প্রাপ্তি আছে ! কত বড় প্রাপ্তি , তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে চলেছ । তোমরা জেনেছ আমাদের-আত্মাদের বাবা নিরাকার । উঁনি এই শরীরের (ব্রহ্মা তনের) আধার নিয়েছেন । ভাগীরথেরও তো বর্ণনা তোমরা শুনেছ । ভাগ্যশালী রথ, যে রথে পরমপিতা পরমাত্মা সওয়ার হয়ে আসেন । আত্মার রথ যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় ঠিক তখনই আত্মা এসে প্রবেশ করে । বাবাকে এই রথে এসে কেবল জ্ঞান প্রদান করতে হয় । এনারও বহু জন্মের অস্তিমের জন্মে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন বাবা বলেন - আমি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি অথবা এই রথে বিরাজমান হই । অন্য কোনও গাড়ী বা রথের কথা নয় । তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছ । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে এই জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন । তোমাদের শুধুই খুশি থাকা উচিত । আই . সি . এস পরীক্ষার পড়ায় অনেক নেশা চাই । সেটা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা । তোমাদেরও এসব পাঠের পড়া । এখানে ভগবানের পাঠশালা । এখন প্রশ্ন ওঠে ভগবান কে ? শ্রীকৃষ্ণ অথবা শিববাবা ? সবার ভগবান কে ? এক নিরাকার ছাড়া সকলে তো কৃষ্ণকে মানবে না । সকল আত্মার বাবা তিনি , নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি সর্বদা পরমধামে থাকেন । একবার -ই আসেন - বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । ভারত এখন ভিত্তারী হয়ে গেছে । এরপর অন্য জন্মে কি হবে , তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হয়েছে , বিনাশেরও সাক্ষাত্কার হয়েছে । এমনকি স্থাপনারও হয়েছে । ভগবান উবাচঃ " আমি তোমাদের রাজারও রাজা বানাই ।" অনেক দান -পুণ্য করলে কারও কারও স্বল্পকালের জন্যে সুখ মেলে । রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও সাথে সাথে মারা যায় আবার কেউ কেউ গর্ভেই মারা যায় । কেউ কাটা হাত -পায়ে আবার কেউ কানাও হয় । যেরকম কর্ম করে তেমনই পদ পায় । তোমাদের এখন রাজারও রাজা বানানো হয় । তোমরা বলো - বাবা আমরা আত্ম-

নিবেদন করব। তবে তো অবশ্যই রাজস্ব তোমরা পাবে। ভারতকে মহাদানী খণ্ড বলা হয়। এখানে দান -পুণ্য অনেক হয়। তারপর আবার শুরু হয় ভক্তি মার্গে। এখন বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে দান দেন। তোমরা এখন তন, মন, ধন সবকিছু দিয়ে বাবার কাছে আত্ম -নিবেদন করছ। আর বাবা বলছেন ট্রাস্টি হয়ে থাকতে। নিজের ঘর -সংসার সামলাতে। সবই শিববাবার। আমি তোমাদের এবং তোমাদেরই স্মরণ করি। আন্তরিকভাবে তোমাদের কাছে সমর্পণ করি। বাবা বলেন - যতই মহলে থাক, ঘোরো -ফেরো, আনন্দ-মজা করো, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা খুশিতে থাকবে। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন পুরুষার্থ করে তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হতে চলেছ। বাবা বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা এই যোগ বলের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিত হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পার। আত্ম -মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার(পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রাজকীয় পদ পেতে গেলে সম্পূর্ণরূপে বাবার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। তন -মন -ধন সব সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। বিকর্মজিত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) স্মরণেই পাওয়া যাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন, এইজন্য নিরন্তর স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। এমন রুহানি ফুল হতে হবে যাতে ফুলের দুনিয়ার অধিকারী হতে পারবে। অন্তর্মনে কোনও কাঁটা না থাকে।

বরদান :- অলৌকিক খেলা এবং খেলনা দিয়ে খেলতে খেলতে সদা শক্তিশালী হওয়ার অধিকারী অচল -অটল ভব (হও) !

অলৌকিক জীবনে মায়ার বিঘ্ন আসাও অলৌকিক খেলা, যেমন শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের খেলার আয়োজন করা হয় ঠিক তেমনই অলৌকিক যুগে পরিস্থিতিতে খেলনা ভেবে এই খেলা খেলো। এতে ভয় পোয়ো না বা ঘাবড়ে যেও না। সমস্ত সংকল্পের সাথে নিজেকে বাপদাদার কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে দাও তবে মায়ী কখনও আঘাত করতে পারবে না। রোজ অমৃতবেলায় সাক্ষী হয়ে নিজের সর্বশক্তির দ্বারা শৃঙ্গার করলে অচল -অটল থাকবে।

স্নোগান :- কোনো প্রকারের সংসার -সমাচার শোনা বা শোনানো উভয়ই নিজের মধ্যে আবর্জনা জমানোর সামিল।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে সর্বক্ষণ নিজেদের বিষয়েই চিন্তন করতে হবে, অন্যের বিষয়ে নয়, কারণ এই জাগতিক অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের নিয়ম অনুসারে তুমি যেমনটি যা কাজ করবে, ঠিক তেমনই ফল তুমি পাবে।"

প্রশ্ন :- ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে আত্মার মধ্যে এমন কোন্ কোন্ স্মৃতি জাগ্রত হয় ?

উত্তর :- আত্মার এই স্মৃতি জাগ্রত হয় যে, আসলে তারা মূল-বতনের (পরমধামের) নিবাসী, এবং সেখান থেকে এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছে, এবং তারাই কর্ম-কর্তব্যের মুখ্য অভিনেতা হয়ে ৮৪ জন্ম ধরে এই অভিনয় করে আসছে। এখন তারাই বাবার সামনে আছে, তারপর একদিন বাবার সঙ্গেই তারা নিজেদের ঘরেই ফিরে যাবে। কিন্তু পবিত্র হয়েই সেই ঘরে যেতে হবে, তারপর আবার সুখধাম অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে আসবে। এই সম্পূর্ণ খেলাটাই ভারতের উপরই নির্মিত হয়েছে। ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে তোমাদের এই স্মৃতিই জাগ্রত হয়।

গীত :- মরনা তেরী গলি মঁ ... (তোমার স্মরণেই আমাদের জীবন মরণ ...)

ওম্ শান্তি। এই গীত কারা গাইছে? অবশ্যই তা বাচ্চারাই গেয়েছে। বাচ্চারা কি বলছে? তারা বলছে, বাবা এখন আমাদেরকে তোমার গলার হার হতে হবে। এই বিনাশী শরীরটাকে তো এই পৃথিবীতেই ত্যাগ করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে, শান্তিধাম বা নির্বাণধামে শিববাবা এবং তাঁর আত্মারূপী বাচ্চারা একসাথেই থাকে। এখন বাবা তাই প্রতি মুহূর্তেই তোমাদের বলছেন, "বাচ্চারা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা জানো যে তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে সেই নির্বাণধামেই ছিলে, তারপর শরীর ধারণ করে ৮৪ জন্মের এই চক্র পার করেছো। বাচ্চারা জানে যে, তারা বরাবরই পরমধাম নিবাসী। আর এখন বাবা নিজেই তোমাদের কাছে এসেছেন। তাই তো তোমরা বাবাকে দেখো যে, বাবা তোমাদের সামনেই আছেন।" এই শরীর হলো তোমাদের লৌকিক শরীর। তোমরা প্রকৃত অর্থে আত্মা। কিন্তু শরীর ধারণ করে এই পৃথিবীতে এসে তোমরা সুখ এবং দুঃখের মধ্যে দিয়ে জীবন ব্যতীত করো। কিন্তু, এখন তোমরা আত্মারা, ত্রিকালদর্শী হয়েছো। শিববাবাও ত্রিকালদর্শী, তাঁর মধ্যেও তিন কাল এবং তিন লোকের জ্ঞানের পূর্ণতা রয়েছে। তোমরাও এই সমস্ত কথা জানতে পারো যে যার পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। তাই এই ঈশ্বরীয় পড়াকে তো স্মরণে রাখতেই হবে। এখন তোমাদের সেই স্মৃতিই জাগ্রত হয়েছে। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমারই মূলবতনে ছিলে এবং এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। তোমরা সবাই জানো যে তোমরাই তোমরাই হলে এই অবিনাশী নাটকের মুখ্য অভিনেতা। এই নাটকের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের এই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে অর্ধেক কল্প তোমরা সুখধাম অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্যে ছিলে। সেখানে কিন্তু রাবণের অস্তিত্ব ছিলো না। তোমরা আত্মারাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করো। এখন শিববাবা তোমাদের সামনে রয়েছেন। তাই তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে তাঁর সঙ্গেই শান্তিধামে যাবে। যতটা সম্ভব তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। যেহেতু তোমরা ত্রিকালদর্শী তাই এই খেলায়ই তোমাদের সারাদিন থাকা উচিত। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব ভগবান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে

তোমাদের বাচ্চাদের অবস্থানও উঁচুর থেকে উঁচুতে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের ঘরের কথা মনে এসেছে । তোমরা পবিত্র হয়ে তোমাদের নিজেদের ঘর পরমধামে যাবে । শিববাবার যেমন পূজো হয়, তেমনি শালিগ্রামেরও পূজো প্রচলিত আছে । বাবা এসেই তোমাদের আত্মাদের পবিত্র করেন । একমাত্র শিববাবা ছাড়া আর কেউই আত্মাদের পবিত্র করতে পারে না । তোমরা এখন এই বিশ্ব নাটককে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছো । তোমরা বুঝতে পেরেছো, ভারতের উপরই এই নাটক তৈরী হয়েছে । তাই এখন বাবা তোমাদের বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে বোঝাচ্ছেন । প্রত্যেক জীবাত্মাই জানে যে শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ভক্তিমার্গ থেকেই মানুষ বাবাকে ডেকে এসেছে এবং তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে যে বাবা তুমি যখন আসবে তখন আমরা অবশ্যই তোমার মতে চলবো । এ কিন্তু কোনো লৌকিক সম্বন্ধের কথা নয় । তোমাদের দেহী - অভিমানী হয়ে এই খেয়াল সর্বদা রাখতে হবে যে, আমাদের এক এই বেহদের শিববাবার মতেই চলতে হবে । তাঁর কথাই আমাদের মনে চলতে হবে । বাবা তো খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে । এই জ্ঞান তোমাদের এই সঙ্গম যুগেই হয়েছে । মূলবতনে বাবা আর বাচ্চারা একসাথে থাকে । এখানের কেউই সেই কথা জানে না । এখন বাবা তোমাদের সম্পূর্ণভাবে সবকিছু জানাচ্ছেন । বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কোনো সতৃপ্তে এমন কথা বলা হয় না যে, শিববাবা এসে আত্মাদের পড়ান । এই কথা শুধু তোমরাই জানো । প্রতি মুহূর্তেই তোমাদের বলতে হয় যে, তোমরা দেহী অভিমানী হও । আত্মারা এই নাটকের এক একটি অভিনেতা, তারা এই পৃথিবীতে অভিনয় করতে আসে । তোমরা আত্মারা সকলেই এই শরীররূপী বস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছো । লৌকিক দুনিয়ার অভিনেতারা যেমন প্রতি দৃশ্যের পর বস্ত্র পরিবর্তন করে ।

তোমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এখানে এসে শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করো । আর লৌকিক অভিনেতারা শুধু নিজেদের বস্ত্র পরিবর্তন করে । আমাদের আত্মাদের বাবা এসে আবার রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে বাবা এসে গেছেন তাই আমরা অবশ্যই বাবার সাহায্যকারী হবো । নিজেরা পবিত্র হবো এবং সারা ভারতকে পবিত্র বানাবো । আমাদের বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে । আর বাবার শ্রীমত বলে যে সর্বদা বাবাকে স্মরণ করো । যা তোমরা করবে তাই তোমরা পাবে । সবাই তো এই পুরুষার্থ করবে না । যারা আগের কল্পে পুরুষার্থ করেছে একমাত্র তারাই করবে । এখন ঘরে যাবার সময় হয়েছে তাই পুরুষার্থ করে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । তোমরা সকলে উপরে মূলবতনে থাকো । সর্বপ্রথমে তোমরাই স্বর্গে এসেছিলে তারপর সিঁড়িতে নামতে নামতে নীচে চলে এসেছো । বাবা ভারতবাসীদেরই বোঝান । তিনি ভারতেই আসেন এই পরিবর্তনের জন্য । ভারতেই একমাত্র বাবাকে স্মরণ করা হয় যে বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । তুমি শরীর ধারণ করে আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাও । ব্রহ্মাবাবার শরীরের নামেরও গায়ন আছে । ব্রহ্মা বাবার শরীর হলো ভাগ্যশালী রথ । বাবাও বলেন যে তিনি সাধারণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করেন । শিব বাবা আরো বলেন,.....তোমাদের বাচ্চাদের এই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে ৫ হাজার বছর আগেও বাবা এই একই কথা বলেছিলেন , আর কেউই কিন্তু এই কথা বলে নি । শিব বাবাই বলেন, ৫ হাজার বছর আগেও তিনি এই শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চাদের বুঝিয়েছিলেন । এখনও তোমাদের বাচ্চাদের বলছি, বাচ্চারা, তোমরা আত্মা অভিমানী হও । যেমন নাটকের অভিনেতাদের মনে থাকে তারা কোন্ কোন্ বস্ত্র পড়ে কি ধরনের অভিনয় করবে । কিন্তু তারা হলো দেহ অভিমানী । আর এ হলো বেহদের কথা । এখানে দেহী অভিমানী হতে হবে । তোমরা সকলে আসলে হলে আত্মা । এখন তোমাদের অভিনয় শেষ হয়ে এসেছে । বাবা তোমাদের সামনে এসে প্রতিটা কথা তোমাদের বুঝিয়ে

বলছেন, তাই এই কথা তোমরা কখনো ভুলো না। মায়া ভীষণভাবে বিঘ্ন আনে। বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমরা কোনো বিকর্ম কোরো না। সামনে মনের ঝড় অনেক আসবে। তাতে নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় তো ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো না? তোমরা কি কামকে জয় করতে পেরেছো? এ তো তোমাদের জন্য খুবই সহজ ল তোমরা আত্মারা সবাই এক বাবার সন্তান। বাবার সঙ্গেই তোমাদের যোগ লাগতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় যদি ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে তাহলে সেটা দেহ অভিমানের পর্যায়ে পড়ে। তোমরা কাউকেই ভয় পেয়ো না। সবসময় নির্ভয় হয়ে থাকো। যেখানেই যাও, সাক্ষী হয়ে সমস্তকিছু দেখতে থাকো। তোমরা তো সকলেই আত্মা। এই নাটকের খেলাকে তোমরা সকলেই সম্পূর্ণ জেনে গেছো। বাবা হলেন উঁচুর থেকে উঁচু, এবং তিনি হলেন বিন্দু, এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে। নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ পরমধামে আত্মাদের ঝাড় রয়েছে। যেমনভাবে কোনো বীজ থেকে গাছ বের হয় তারপর আস্তে আস্তে পাতা বেরোতে থাকে তারপর ধীরে ধীরে বড় গাছের ঝাড়ে পরিণত হয়। এখানেও ঠিক নশ্বরের ক্রমানুসারে আত্মারা আসতে থাকে। উপর থেকে আত্মারা ঠিক এইভাবেই ক্রমানুসারে আসে। আত্মা কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে, কিভাবেই বা শরীর ত্যাগ করে, এই ঘটনা কেউ দেখতেই পায় না। এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, তাই তোমরা তাকে আবার পবিত্র বানাও। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার দ্বারা তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলেন। কর্মেন্দ্রিয় দিয়েই তোমরা সব কাজকর্ম করো। বিন্দু আত্মা যদি এই শরীরে না থাকে তবে তোমরা কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো কাজই করতে পারবে না। এত ছোটো বিন্দু কিন্তু কতোখানি শক্তিশালী, এর মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান আছে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি তোমাদের বসে এইসব কথা বোঝান। শিববাবার মধ্যে এই সমস্ত জ্ঞানই পূর্ণ রূপে রয়েছে। এই নাটকে তাঁরও এই পার্ট লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদের আত্মার মধ্যেও ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। তোমরা সুখ ও দুঃখের এই অভিনয় করো। দুঃখের সময় তোমরা খুবই কষ্ট পাও। বাবা বলেন যে, তিনি তো পুনর্জন্মে আসেন না, তোমরা আত্মারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। বাবা তো এই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে না। আমি এসে কেবলমাত্র বাচ্চাদের এই সহজ যুক্তি বলি যে বাচ্চারা, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো তবেই পবিত্র হতে পারবে। অর্ধেক কল্প তোমরা কাম চিতায় বসে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। আত্মাদের সাথেই বাবা সব কথা বলেন। আত্মার এই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রথমে ছোটো থাকে, পরে তা ধীরে ধীরে বড় হয়। কিন্তু আত্মা তো ছোটো বা বড় কিছুই হয় না। আত্মারাই বাবাকে ডাকে হে পতিত পাবন এসো। তারাই বারে বারে বলতে থাকে। বাবা বলেন, তিনি কল্প কল্প আসেন বাচ্চাদের পবিত্র বানাতে। এখন তোমরা জানো যে আত্মারা উপর থেকে কিভাবে এই পৃথিবীতে আসে। মানুষ অনেক চেষ্টা করে এই দেখার জন্য যে আত্মা কেমন করে এই শরীর ত্যাগ করছে। কিন্তু আত্মা এতো সুক্ষ্ম হে তাকে দেখাই যায় না। ছোটো আত্মার মধ্যে কতো পার্ট ভরা আছে। যেমন একটা বীজের মধ্যে গাছের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু বীজ তো জড়। বটগাছের কতো বড় এবং লম্বা ঝাড় হয়, কিন্তু বীজ কতো ছোটো। কলকাতার বটগাছের ঝাড় অনেকেই দেখেছে। অনেক বড় ঝাড়। কিন্তু তার নীচের গোড়া এখন অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল গাছের ঝাড় এখন দাঁড়িয়ে আছে। এও ঠিক তেমন। দেবতা ধর্ম এখন আর নেই। দেবতা ধর্মের ঝাড়ের এখন জর্জরিত অবস্থা। এইসব কথা তোমরা জানো বলেই তোমরা সরকারকেও বলো যে আমরা এই সময়ের মধ্যে দুনিয়াকে পবিত্র করে দেখাবো। সাধারণ মানুষ এই কথা বুঝতেই পারে না। তোমরা নিশ্চিত যে তোমরা ভারতকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ আচরণ সম্পন্ন দুনিয়া বানাবে, তখনই এই দুর্নীতি পরায়ণ দুনিয়ার অন্ত হবে। সবাই তো চায় যে শান্তি আসুক। আত্মা এতো জন্ম অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই তো তারা ডাকে হে

শান্তি দেব, এসো । মানুষ তো বুঝতেই পারে না যে আত্মাই হলো শান্তস্বরূপ । কিন্তু এই পৃথিবীতে আত্মাকে তো তার কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম তো অবশ্যই করতে হবে । আত্মারা বলতে থাকে শান্তি দাও, কিন্তু একথা কিন্তু কেউই জানে না যে শান্তিধাম আলাদা এবং সুখধাম আলাদা । সুখধাম বা স্বর্গ রাজ্যে খুব অল্প মানুষই থাকে । সে হলো পবিত্র দুনিয়া । সেখানে কেউই শান্তি চায় না । সেখানেও মানুষ কর্ম করে কিন্তু সেখানে অশান্তি থাকে না । জীবনমুক্তিধাম এবং শান্তিধাম সম্পূর্ণ আলাদা । সত্যযুগে জীবাত্মাদের সুখ এবং শান্তি দুইই থাকে । সবসময়ের জন্য তারা সুখ এবং সম্পদ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় ।

এখন তোমরা জানো যে স্বর্গ কাকে বলা হয় । এই দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে স্বর্গ কি । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও তো বাবার বাচ্চা তাই না ? তাঁদের এই সুখ কে দিয়েছেন । কেউ তো আছেন যিনি তাঁদের এই সুখ দিয়েছেন । এঁদের রাজত্ব কি আবার আসছে ? স্বর্গের আবার পুনরাবৃত্তি হবে । আবার তোমরা যখন স্বর্গে থাকবে তখন এই কথা কখনোই বলবে না যে নরকের আবার পুনরাবৃত্তি হবে । এখন তোমরা বলো যে পবিত্রতা, সুখ এবং শান্তির দুনিয়া আবার আসবে । এই দুনিয়া হলো পুরোনো দুনিয়া, এ হলো দুঃখধাম , একে লৌহ যুগ বলা হয় । নতুন দুনিয়াও তো একসময় ছিলো তাই না ? তাকে স্বর্গ বলা হতো । এই জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে । বরাবরের মতো তোমরা আবার দেবী দেবতা হতে যাচ্ছো । তোমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য এটাই । তোমরা আবার স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণ করছো । বেহদের শিববাবার থেকে তোমরা অবশ্যই বর্ষা বা সম্পত্তি পাবে । এটা তোমরা খুব ভালো করে মনে রেখো । তোমরা আত্মারা পরমধামে থাকো, তারপর তোমরা এখানে আসো অভিনয় করার জন্য । এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে তোমরা ৮৪ জন্ম কেমন করে নিয়েছো । শিববাবা তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদেরই এই কথা বুঝিয়ে বলেন । তোমরা যদি ব্রাহ্মণ না হও বা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশাবলী না হও, তাহলে শিববাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি কেমন করে নেবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বিখ্যাত । ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করা হয় । তাহলে নতুন দুনিয়ার রাজত্ব তাঁরই পাওয়া উচিত । ৫ হাজার বছর আগেও ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়েছিলো । এখন আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে । সেই কারণেই তোমরা তৈরী হচ্ছে । কোনো কোনো বাচ্চা জিজ্ঞেস করে - এই নাটক বড় নাকি পুরুষার্থ বড় । বাবা বোঝান যে পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে । পুরুষার্থ ছাড়া প্রালঙ্ক কি করে পাওয়া যাবে । সম্পূর্ণভাবে পুরুষার্থ করতে হবে । কেউ যদি খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করে তাহলে বলা হয় যে নাটকের নিয়ম অনুসারে এর পুরুষার্থ খুব ভালো আছে । সে খুব ভালো পদও পায় । তাই তার পুরুষার্থ খুব তীব্র গতিতে চলতে থাকে । আবার এই পথে চলতে চলতে পুরুষার্থ ঠিকভাবে না করার কারণে কারোর কারোর পদ আবার কমও হয়ে যায় । ব্রাহ্মণীরাও জানে এবং তাঁদের কাছে যারা আসে তারাও জানে যে ওই বি.কে. আগে খুব ভালোভাবে চলতো, কিন্তু আজকাল আর আসেই না । তারা বলে, তাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা বসেই না, তাই তারা বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতেও পারে না । তাই তারা এই পথে চলতে অস্বীকার করে । এ হলো খুব বড় লক্ষ্য । এমন এমন কথাও তারা লিখে দেয় । আসল কথাই হলো নির্বিকারী হওয়া । বিকারকে ত্যাগ করা খুবই মুশকিল । তোমরা জানো যে নাটকের নিয়ম অনুসারে আগের কল্পের মতোই তাদের এমন অবস্থা হয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১.এই বেহদের খেলাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । কাউকেই ভয় পাবার প্রয়োজন নেই । নির্ভয় হওয়ার জন্য " আমি আত্মা " এই ধারণা দৃঢ় করতে হবে ।

২. নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে নিজের কোনো কর্মেন্দ্রিয় ক্রিয়মান আছে কিনা ?কাম বিকারের উপর বিজয়ী হয়েছে কি ? দেহ - অভিমানী স্থিতি কতোখানি তৈরী হয়েছে ?

বরদান :- আত্মস্মৃতিতে থেকে সমস্ত কর্মকে সংযম বা নিয়মের সঙ্গে পালন করার জন্য স্বয়ং মালিকস্বরূপ হও ।

যেমন সাকারে নিজের স্মৃতিতে থেকে যা কর্ম তোমরা করবে তাই এই ব্রাহ্মণ পরিবারের সংযম বা নিয়ম হয়ে যাবে । যদি আত্মস্মৃতিতে থাকা যায় অর্থাৎ আমি আত্মা এই শরীরের মালিক এই মনোভাব থাকলে , যদি কখনো ভুল কাজ হয়েও যায়, আত্মস্মৃতির দ্বারা তাকে পরবর্তীকালে ঠিক করে নেওয়া যায় । তোমরা বাচ্চারা যদি নিজের স্থিতিতে স্থির থাকো তাহলে যে সংকল্প তোমরা করবে , যে বচন তোমরা বলবে অথবা যে কর্মই তোমরা করবে , সবই সংযম বা নিয়মে পরিণত হবে ।

স্লোগান :- পবিত্রতার পিলার বা শক্তি যদি মজবুত করো তাহলে সেই পিলার বা শক্তি লাইট হাউস বা জ্ঞানের আলোকের কাজ করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বৃক্ষপতি বাবা তোমাদের বাচ্চাদের ওপরে বৃহস্পতির দশা বসিয়েছেন , এখন তুমি অবিনাশী সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছে "

প্রশ্ন:- অবিনাশী বৃহস্পতির দশা কোন্ বাচ্চাদের ওপরে বসেছে , তাদের চিহ্ন কি হবে ?

উত্তর:- জীবিত হয়েও যে বাচ্চারা দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে , এরকম নিশ্চয় আত্মিক বুদ্ধিদারী বাচ্চাদের ওপরেই বৃহস্পতির দশা বসে । তাদেরই সুখের গায়ন আছে যে , অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে , গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । তাদের খুশী কখনোও লুপ্ত হয় না ।

গীত --: ওঁম নমো শিবাযঃ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা বাবার মহিমা শুনলো । আজকের দিনকে বলা হয় বৃক্ষপতি ডে (দিন) । একে গুরুবারও বলা হয় । না শুধু গুরুবার (বৃহস্পতিবার) আবার সদগুরুবার । বাংলায় এই দিনটিকে সকলেই অনেক মান্যতা দেয় । গায়ন আছে , মনুষ্য হয় সৃষ্টির বীজ রূপ , এই কারণে বৃক্ষপতি বলা হয় । যেহেতু বীজ , সেই কারণে তিনি স্বামীও (পতি) হলেন । বৃক্ষের বীজকে বাবাই বলবো তাই না ! ওঁনার দ্বারাই বৃক্ষ উৎপন্ন হয় । এই হলো মনুষ্যের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ । এনার বীজ ওপরে আছে । তুমি জানো আমরা বাচ্চারা এখন অবিনাশী বৃক্ষপতির দশায় আছি , কারণ অবিনাশী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করছি । সত্যযুগকে বলাই হয় অবিনাশী সুখধাম আর কলিযুগকে বলা হয় বিনাশী দুঃখধাম । এখন দুঃখধামের বিনাশ হওয়ার আছে । সুখধাম হয় অবিনাশী , অর্দ্ধকল্প চলে , যেটি অবিনাশী বৃক্ষপতি স্থাপন করছেন । বাচ্চাদের সার্ভিসের জন্য পয়েন্টস নোট করা দরকার । প্রদর্শনীতে এই এই মুখ্য পয়েন্টস বোঝাবার জন্য, কারণ মানুষ তো কিছুই জানে না । এইসব হলো আসল জ্ঞান । বাবা এই জ্ঞান দেন নতুন আর পুরোনো দুনিয়ার মাঝে , সেই জ্ঞানই প্রায় লোপ পেয়ে যায় । দেবতাদের এই জ্ঞান হয় না । যদি এই চক্রের জ্ঞান হতো , তাহলে তো রাজস্ব প্রাপ্ত করতে মজাই আসতো না । এখন এইসব তোমারও খেয়ালে আসে , তাই না । রাজস্ব প্রাপ্ত করে কি আবার আমাদের এইরকম অবস্থা হবে ? কিন্তু এই ড্রামা তো হল পূর্ব রচিত ড্রামা । সেই কারনেই চক্র তো ঘুরবেই । বিশ্বের হিন্দী জিওগ্রাফী পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এইসব তোমরা বাচ্চারাই জানো । এই হলো মনুষ্য সৃষ্টি । তোমার বুদ্ধিতে মূলবতনের বৃক্ষও আছে । সেক্ষণ সবার আলাদা আলাদা হয় । এইসব কথা কারোর বুদ্ধিতে কখনো হবে না কারণ শাস্ত্র ইত্যাদিতে লেখা নেই । আমরা আত্মারা হলাম আসলে শান্তিধামের নিবাসী , আর অবিনাশী। আমাদের বিনাশ হয় না ! তারা বোঝে জলের ওপরে যে বুদবুদ থাকে (bubble) সেই জল থেকে বেরিয়ে আবার তার মধ্যেই সমায়ািত হয় । তোমার বুদ্ধিতে আছে সমস্ত রহস্য । আত্মা হলো অবিনাশী , যার মধ্যে সমস্ত পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । এইসব চক্রের জ্ঞান কোনো শাস্ত্রে থাকে না। যদিও কোথাও কোথাও স্বস্তিকও দেখানো হয় । চক্রের শুধু এমন এমন লাইন টানা হয়েছে যে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অনেক ধর্ম ছিল । বাবা বুঝিয়েছেন মুখ্য ধর্ম আর শাস্ত্র হলো চার , সত্যযুগ ত্রেতায় তো কোনো ধর্মের স্থাপন হয় না আর না কোনো ধর্ম শাস্ত্র সেখানে থাকে । এই সবকিছু দ্বাপরযুগ থেকে শুরু হয়েছে । তারপর দেখো কত বৃদ্ধি হয়েছে । আচ্ছা -- গীতা কবে

শোনানো হয়েছে ? বাবা বলেন যে আমি কল্পের সঙ্গমযুগেই আসি । তারা আবার কল্প শব্দটিকে বাদ দিয়ে শুধু সঙ্গমযুগের যুগে শব্দটিকে লিখেছে । বাস্তবে সঙ্গমযুগে আর কোনো ধর্ম স্থাপন হয় না । এমন নয় যে ত্রেতার অন্তিম সময়ে আর দ্বাপরের প্রারম্ভিক সময়ের সঙ্গমে ইসলামী ধর্ম স্থাপন হয়েছে । না , বলবে দ্বাপরযুগে স্থাপন হয়েছে । এই সময় হলো সঙ্গমের সবচেয়ে সুন্দর সময় , যাকে কুন্ড বলা হয় । কুন্ড সঙ্গমকেই বলা হয় । এই হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার মিলনের সঙ্গম। এই রূহানী মেলা সঙ্গমেই হয়ে থাকে । তারা জলের গঙ্গার নাম উঁচুতে তুলে ধরেছে। জ্ঞানসাগর পতিত পাবনকে জানেই না । তিনি কি ভাবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেছেন , এইসব কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই । এবার বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বলেন যে মামেকম স্মরণ করো । দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করো । কাদের বলছেন ? আত্মাদের । একে বলা হয় জীবিত হয়েও শরীর থেকে আলাদা (detach) হওয়া । মনুষ্য যখন শরীর ত্যাগ করে তখন দেহের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায় ।

বাবা বলেন দেহের সম্পর্কে যারাই আছে , তাদের সকলকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো অর্থাৎ শুধু নিজেকে আত্মা রূপে চিন্তন করো । আত্মিক বুদ্ধিকে নিশ্চয় করো । যত অধিক স্মরণ করবে তত বৃহস্পতির দশা হবে । যাচাই করো আমরা শিববাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করি ! স্মরণের দ্বারাই মরচে উঠবে আর তুমি খুশী থাকবে । তুমি অনুভব করতে পারো যে আমাদের আত্মাদের শিববাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করা দরকার । স্মরণ কম করলে তবে মরচে ধীরে ধীরে উঠবে । খুশীও কম হবে । পদও কম প্রাপ্ত হবে । আত্মাই সত্য রজো তমোতে পরিণত হয় । গোপ-গোপীকাদের অতীন্দ্রিয় সুখেরও গায়ন আছে । যদি বাবা ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে না আসে , তখনই খুশী ডবল হবে । আমাদের ওপরে বৃহস্পতির দশা অথবা সদগুরুর দশা আছে । আবার কখনো সেই খুশী হারিয়ে গেলে তখন বলা হয় বৃহস্পতির দশা পরিবর্তন হয়ে রাহুর দশা লেগেছে । কেউ অনেক বিতশালী হয় , কেউ আবার জুয়া খেলে তো দেউলিয়া বেরিয়ে যায় । ভারতে যখন গ্রহন লাগে তখন বলা হয় দান করো তাহলে গ্রহন থেকে মুক্ত লাভ করো । তোমাদের দেবীদেবতা ধর্মও ষোলো কলা সম্পূর্ণ ছিল , তাদেরও গ্রহন লেগেছে । রাহুর দশা যখন জীবনে আসে তখন দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন আর আমরা হলাম পাপী তাপী । এবার তুমি বুঝেছো যে রাহুর গ্রহন লেগে সবকিছু কালো হয়ে গেছে । পূর্ণিমার চাঁদ কমে কমে একটি মাত্র রেখা রূপে পরিণত হয় । বাবাও বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের দেবী দেবতাদেরও চিত্র আছে । গীতাই হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । কিন্তু এই ধর্ম যে আপন , সেটাই কেউ জানে না । ধর্মসভা (কনফারেন্স) ডাকা হয়ে থাকে । তুমি সেখানেও বোঝাতে পারো যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তিনি তো হলেন বেহদের বাবা । বাচ্চাদের বর্সা দিয়ে থাকেন । সাধু সন্ত ইত্যাদিরা তো বর্সা প্রাপ্ত করে না , তাই তারা মান্য কি করে করবে ! তোমরা বাচ্চারাই অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করো । মুখ্য কথা হলোই এটা প্রমানিত করার যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন না । শিব জয়ন্তী তো হয় । শিব জয়ন্তী বলো অথবা রুদ্র জয়ন্তী বলো -- রুদ্র এই জ্ঞান যন্ত রচনা করেন । হলেনই তো শিব । গীতা জ্ঞান যন্ত সেটি , যার দ্বারা বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । প্রাক্টিকলে তুমি দেখো যে কেমন করে নিরাকার বাবা রুদ্র জ্ঞান যন্ত রচনা করছেন । সাকারে তো কিছু করা যায় না । বেহদের যন্ত হলো এটি , যার মধ্যে পুরোনো দুনিয়াকে আছতি (স্বাছা) দেওয়া হবে । বাকী তো হলো শারীরিক যন্ত । রাতদিনের তফাত থাকে । বাবা বলেন যে এই হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত , আর বিনাশও হওয়ার আছে । যখন তুমি পাস হয়ে যাবে , পুরো যোগী আর জ্ঞানীতে পরিণত হবে ,

তখন তোমার জন্য নতুন দুনিয়া অথবা স্বর্গ দরকার হবে । সেই কারণে নরকের বিনাশ অবশ্যই দরকার । রাজস্ব অশ্বমেধ শব্দটিও সঠিক শব্দ । সেখানে ঘোড়াকে আহুতি দেওয়া হয় । বাস্তবে এই রথ হল তোমাদের । এক দক্ষ প্রজাপতিও যন্তু রচনা করেছিলেন , ওনারও গল্প আছে ।

এবার তোমাদের বাচ্চাদের কত খুশী হওয়া দরকার -- আমাদের বৃষ্টিপতি বাবা পড়াচ্ছেন । আমাদের ওপরে এখন বৃহস্পতির দশা বিদ্যমান । আমাদের অবস্থা অনেকই ভালো । তারপরও চলতে চলতে লেখা হয় যে কনফিউজড হয়ে গেছি । প্রথমে আমরা অনেক খুশীতে ছিলাম , এবার বোঝা যাচ্ছে না যে কি হয়েছে । এখানে এসে বাবার হওয়ার যাত্রাটি খুবই বড় । সেখানে তীর্থ যাত্রায় যাওয়া হতো তো কত পয়সা খরচা হতো । এখন তো এখানে দান করারও ব্যাপার নেই । এখানে কোনোও পয়সা খরচা করতে হয় না । সেটি হলো শারীরিক যাত্রা , তোমাদের হলো রুহানী যাত্রা । শারীরিক যাত্রা দ্বারা লাভ কিছুই হয় না । গান আছে না যে , চারিদিকে ঘুরলাম তারপরও জন্মজন্মান্তর ধরে দূরে আছি । এখন তুমি বোঝো যে কত ডের যাত্রা হয়েছে হবে, কোথায় কোথায় মানুষ যায় । হরিদ্বারে গঙ্গায় যায় , গঙ্গাকে পতিত পাবনী বোঝে , তাই না। এবার বাস্তবে তোমরা হলে সত্যিকারের জ্ঞান গঙ্গা । তোমাদের নিকটও অনেকে এসে জ্ঞান স্নান করে । বাবা বুঝিয়েছেন যে , সদগুরু হলেন একজনই । সকলের সঙ্গতি দাতা এক সদগুরু ছাড়া আর কেউই হয় না । বাবা বলেন আমি তোমাকে কল্পে কল্পে সঙ্গমযুগে এসে সঙ্গতি করে পূজারী থেকে পূজ্যে পরিণত করি । আবার তুমি পূজারীতে পরিণত হয়ে দুঃখী হও । এইসবও তোমরা এখন জানতে পারছো যে আমাদের অর্দ্ধ কল্প রাজস্ব হবে আবার দ্বাপরযুগ থেকে আমরা দেবীদেবতার বাম মার্গে চলে যাব । যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই বাম মার্গ শুরু হয়। তাদেরও স্মৃতিচিহ্ন আছে । জগন্নাথের মন্দিরে যাও তো ভিতরে কালো মূর্তি আছে আর বাইরে দেবতাদের অশোভন চিত্র রয়েছে । সেই সময় নিজে খোড়াই বুঝেছো যে এসব কি ! বিকারী মানুষ বিকারী দৃষ্টি দ্বারা দেখবে । সেই কারণে বোঝে তারা যে দেবতার বাম বিকারী ছিল । এইসব লেখা আছে যে দেবতার বাম মার্গে যায় । পোষাকও দেবতাদের দেওয়া হয়েছে । এখানেও দিলবাড়া মন্দিরে যাও তো ওপরে স্বর্গ দেওয়া আছে আর নীচে সকলে তপস্যায় বসে আছে । এইসব রহস্য কেউই জানে না । বাবার তো অনুভবী রথ আছে , তাই না ।

তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো যে আত্মারা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল , তুমি যে প্রথম আলাদা হয়েছে আবার তুমিই এসে প্রথমে দেখা করেছো । সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার হল শ্রীকৃষ্ণ । কৃষ্ণের তো বাবাও থাকবে তাই না ! কৃষ্ণের মাতা পিতার সম্বন্ধে কিছু দেখানো হয় না । শুধু দেখানো হয় মাথায় রেখে নদী পার করা । রাজস্ব ইত্যাদি কিছুই দেখানো হয়নি । তাঁর বাবার মহিমা কেন হয়নি ! এখন তুমি জানো এই সময়ে কৃষ্ণের আত্মা ভালো ভাবে পড়া করছে আর সেই কারণে মাতাপিতার থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছে । তুমি বুঝেছো যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলাম , স্বর্গে তো ছিলে , তাই না ! তারপর আবার আমরা চন্দ্রবংশী পরিনত হয়েছি । এবার আবার সূর্যবংশীতে পরিনত হওয়ার জন্য শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো । এবার প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা দেখতে পারো । যদি আমরা এই সময়ে শরীর ত্যাগ করি তাহলে কিরকম গতি প্রাপ্ত করবো ! প্রত্যেকে বুঝতে পারবে । যত বাবাকে স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে । মানুষের ওপরে যখন কোনো বিপদ আপদ বা দুঃখ আসে অথবা দেউলিয়া হয় তো সাধু সন্তদের সঙ্গে সঙ্গ করে , তখন তারা বোঝে যে তারা তো ভক্ত মানুষ খোড়াই ঠকাবে । এমন

এমনিও দুই চার বছরে তারা অনেক ধনবান হয়ে যায় । তাদের অনেক লুকোনো পয়সা থাকে । এইসব প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারো । তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা অনেক কম স্মরণ করে এই কারণে বাবা বলেন নিজ কল্যাণ চাইছো তো নিজের কাছে নোটবুক রাখো । চার্ট নোট করা দরকার । আমরা সারাদিনে কতটা সময় স্মরণে থাকি । মানুষ তো সারা জীবনেরই হিস্ট্রী লেখে । তোমায় তো শুধু স্মরণের চার্ট লিখতে হবে । নিজেরই উন্নতি করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে তো উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । বিকর্ম বিনাশ না হলে উচ্চ পদ কি করে প্রাপ্ত করবে ! তারপর আবার শাস্তি পেতে হবে । শাস্তি না পেলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । শাস্তি পেয়ে কিছু অল্প পদ প্রাপ্ত হলে সেটা কোন্ কাজের হবে ! ধর্মরাজের শাস্তি না পাওয়া , বেইজ্ঞত না হওয়ার জন্য পুরুসার্থ করতে হবে । তুমি জানো শিববাবা সম্মুখে বসে আছেন আর সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন । তোমাকে সবকিছুর সাক্ষাৎকার করানো হয় । তুমি এই এই করেছিলে , স্মরণ আছে ? এবার প্রাপ্ত করো শাস্তি । এবার সেই সময়ের শাস্তিও ততই প্রাপ্ত হয় , যত জন্ম জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকে । পেছনে অল্প রুটির টুকরো প্রাপ্ত হওয়া তাতে কি লাভ আছে । শাস্তি লাভ করা উচিত নয় । নিজের অবস্থাকে যাচাই করতে হবে । যেমন চার্ট বার করা হয় । কেউ ছয় মাসের , কেউ বারো মাসের , কেউ আবার রোজকার বার করে । বাবা বলেন তুমি হলে ব্যবসায়ী । অনেক বিরল ব্যবসায়ীই বেহদের বাবার সাথে ব্যবসা করে । ধন নেই তো কি , তন আর মন তো আছে , তাই না ! তুমি তন মন ধন দাও তাই রিটার্নে একুশ জন্মের জন্য কত বর্ষা প্রাপ্ত করো । বাবা আমরা আপনার । এমন যুক্তি করো যে আমাদের আত্মা আর শরীর এই লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হয় । বাবা বলেন আমি তোমায় কত ফর্সায় পরিনত করি । একদম রূপই পরিবর্তন করে দি । দ্বিতীয় জন্মে তুমি ফার্স্টক্লাস শরীর প্রাপ্ত করবে । বৈকুণ্ঠও তোমায় দেখা যায় । তুমি জানো এই মাশু বাবা আবার লক্ষ্মীনারায়ণ হবে । মূল লক্ষ্য (এম অবজেক্টও) দেখানো হয় । এবার যে যত পুরুসার্থ করবে । যদি পুরুসার্থ পুরো না হয় তো শোরগোল (ধমচক্র) হবে , তাহলে তো নিজের পদই ব্রষ্ট করবে । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ , সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. আপন অবস্থার স্বয়ংকেই যাচাই করতে হবে । নিজ কল্যাণের জন্য রোজকার ডায়েরী রাখতে হবে, যার মধ্যে স্মরণের চার্ট নোট করতে হবে ।

২. বেহদের বাবার সাথে সত্যিকারের ব্যবসা করতে হবে । নিজের তন মন ধন সবকিছু বাবার কাছে দিয়ে একুশ জন্মের জন্য রিটার্ন প্রাপ্ত করতে হবে । নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে নিজ কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- সহযোগের শক্তি দ্বারা অসহযোগীকে সহযোগীতে পরিনত করার জন্য বাবা সমান পরোপকারী ভব (হও) !

সহযোগীদের সাথে সহযোগী হওয়া , এটি কোনো মহাবীরতা নয় , কিন্তু যেমন বাবা অপকারীদের ওপরে উপকার করেন, সেইরকম তোমরা বাচ্চারাও বাবার সমান হও । কেউ কতও অসহযোগিতা সৃষ্টি করুক , তোমরা নিজেদের সহযোগের শক্তি দ্বারা অসহযোগীকে সহযোগী বানিয়ে দাও । এমন চিন্তা কোরো না যে এই কারণের জন্য আগে গেলো না । দুর্বলকে দুর্বল চিন্তা করে ছেড়ে দিও না , অপিতু তাকে প্রকম্পন অথবা বল (vibration) দিয়ে বলবান করো । এইসব কথার ওপরে অ্যাটেনশান দেবে তো সার্ভিসের প্ল্যানরুপী গহনাতে হীরের উজ্জ্বলতা আসবে অর্থাৎ সহজেই প্রত্যক্ষতা দেখা যাবে ।

স্লোগান:- ক্রোধের কারণ হল স্বার্থ অথবা ঈর্ষা , এটি হলো বিরক্তির শিকড় , তাই প্রথমে তাকেই সমাপ্ত করো ।

"মীঠে বাচ্চে - স্মরণের যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হবে না , দেহঅভিমানের ঝড়-ঝঞ্ঝা ক্লান্তি আনবে, দেহি-অভিমানী স্বরূপ হয়ে থাকলে ক্লান্তি মিটে যাবে"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি সংস্কার ২১ জন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে নষ্ট করে?

উত্তর :- যদি কারো অভিমানে রাগ করার সংস্কার থাকে। বাবার উপরে বা পড়াশোনার উপরে যদি অভিমানে রেগে থাকে তাহলে ২১ জন্মের ভাগ্য নষ্ট হয়ে যায় তাই বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহঅভিমানের বশে কখনও উল্টো নেশায় মেতে যেওনা যে আমি এতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি, এতজনের সাহায্য করেছি। দেখো, বাবা হলেন কত শ্রেষ্ঠতম অথোরিটি তবুও তিনি হলেন কত নিরহংকারী , সী ফাদার ।

গীত :- রাত্রির পথিক ক্লান্ত হোয়োনা

ওমশান্তি ! মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চারা গান শুনলো আর যোগযুক্ত সার্ভিসেবল বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝবে । আমরা হলাম রাতের পথিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের রাত এবারে সম্পূর্ণ হল। ভক্তি মার্গকে রাত বলা হয়। অর্ধকল্প রাত্রি পূর্ণ হচ্ছে । হদের দিনরাত আছে। এই হল ব্রাহ্মণের অর্ধকল্প দিন আর অর্ধকল্প রাত। এইসময় যখন বাবা আসেন তখন তো অন্ধকার । প্রভাতের প্রথম পুর , ভোর হচ্ছে । বাচ্চারা জানে এখন বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা ক্লান্ত হোয়োনা । যেমন দৈহিক যাত্রা হয়। প্রথম প্রথম পদযাত্রা করা হত। খুব আস্তে , মাঝে মাঝে লক্ষ্য তৈরী থাকতো। অমুক লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এই কথা জানা থাকতো। আগেকার দিনে শ্রদ্ধা সহ পদযাত্রা করতো মানুষ , অনেক পরিশ্রম হয়। এখন এইতো হল অনেক সহজ । একে বলা হয় সহজ যোগ । শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ক্লান্তি অর্থাৎ দেহ-অভিমান । হ্যাঁ এতে কোনো সংশয় নেই মায়ার বিঘ্ন আসবেই । কিন্তু ক্লান্ত হলে চলবেনা । ক্লান্ত হলেই দেহ-অভিমান এসে পড়বে । বাবা বলেন বাচ্চারা শরীর নির্বাহ অর্থে কর্ম তো করতেই হবে তারজন্যে ছুটি রয়েছে । ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহ , ৮ ঘন্টা আরাম এবং বাকি ৮ ঘন্টা এই সেবা করো। এখন তো পুরো ৮ ঘন্টা কেউই দেয়না। অন্তিম কালে ৮ ঘন্টা দেবে। চার্টি বাড়াও। এখানে এসে বসলে স্মরণ করান হয় , যাকে তুমি নির্ণা বলে দাও। বাবার স্মরণে এসে বসে পড়ো। এর মানে এই নয় যে এখানে এসে স্মরণে বসতে হবে। এমন অনেকেই ভাবে যে ৫-১০ মিনিট যোগ করবে । কিন্তু বাবাতো বলেন কাজকর্ম করতে , আসতে যেতে তুমি যোগে থাকো। কোথায় গঙ্গা স্নান ইত্যাদি করতে যায় সেখানে রাম-রাম জপ করে কিনা । এখানে তোমাকে কিছুই জপ বা সিমরন করতে হবেনা , শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই কথা বাবা বাচ্চাদের বলছেন । তোমার কল্যাণ রয়েছে স্মরণের যাত্রায় , এই যাত্রায় ক্লান্ত অনুভব করবেনা। এই যাত্রায় অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা আসবে। মাটি ইত্যাদির ঝড় নয়। মায়ার ঝড় আসলে বুদ্ধি যোগ বাধিত হয়। তারপর দেহ-অভিমানে এলেই কাজকর্ম সন্তান ইত্যাদি স্মৃতিতে এসে পড়ে। বাবা বলেন - এখন তো এই কাজকর্ম ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। তোমার বাচ্চারা অধিকার প্রাপ্ত করবেনা । সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এখন সকল অধিকারী যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা বেহদের বাবার । হদের বর্সা মূর্ত্যবাদ হবে। সাহকার বা ধনী জনেরা ভাবে বাচ্চারা বড় হবে , বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন হবে তারপর এইসব হবে। বাবা বলেন এখন আর অত সময় নেই তাই পুরনো

দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে নাও। এই স্থান তো কবরখানায় পরিণত হবে। কাজকর্ম সন্তান ইত্যাদির চিন্তায় মরবে তাহলে অহেতুক নিজের লোকসান করবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে লাভ অনেক হবে। দেহ-অভিমাণে আসলে ক্ষতি হয়। দেহি-অভিমাত্রী হলে লাভ আছে। যত স্মরণ করবে তত ভবিষ্যতে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করবে। স্মরণ না করলে অনেক ক্ষতি হবে। তায় আবার কল্প-কল্পান্তরের জন্যে ফিষ্ট হয়ে যাবে। এত বড় রকমের ক্ষতির কথা হচ্ছে। ভাবতে হবে আমরা সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করব কিভাবে। ধন সম্পদের বেশী লোভ থাকা উচিত নয়। অতিরিক্ত সঞ্চয় করবেনা। কেউ দেউলিয়া হয়ে গেলে কত চিন্তায় পড়ে যায়। শিববাবাকে একেবারে ভুলে যায়। তারপর দোষ দেয় যে জ্ঞানে এসে দেউলিয়া হয়েছে। অসুস্থতা ঘিরে নিয়েছে। এইরকম কখনও ভাববেনা। রোগ ইত্যাদি হয়, এইসব তো হল কর্মভোগ। ভালই তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ধর্মরাজের সাজা খাওয়ার চেয়ে রোগ হওয়া তো ভাল কিনা। কর্মভোগ তো চুকিয়ে যেতে হবে। এই শরীর তো হল মহারোগী। কত খেয়াল রাখতে হয়। চলতে ফিরতে দাঁড়িয়ে যায়। হার্টফেল হয়ে যায়। এমন পুরনো দুনিয়াকে তো বুদ্ধি দ্বারা একেবারে ভুলে যাওয়া উচিত। বাচ্চারা দেখে যে বাবা নতুন গৃহ নির্মাণ করছেন তখন পুরনো থেকে মন একেবারে সরে যায়। বলে বাবা শীঘ্রাতিশীঘ্র গৃহ নির্মাণ করুন। পুরনো গৃহে অনেক কষ্ট আছে। তুমিও জানো এই পুরনো দুনিয়া হল খুব খারাপ। তোমার এই হল বেহদের সন্ধ্যাস। তারা সন্ধ্যাসী হয় ঘর সংসার ত্যাগ করে। যাকে হদের সন্ধ্যাস বলে। তুমি সন্ধ্যাস করো বিকারের। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে মামেকম স্মরণ করো। এই চোখ দিয়ে যে দুনিয়াকে দেখছে, সব ভুলে যাও। এখন তোমার বুদ্ধিতে জ্ঞান রয়েছে আমরা স্বর্গের রাজধানীর জন্যে পুরুষার্থ করছি। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছি। এইসব কবরখানায় পরিণত হবে, এতে মন লাগানোর প্রয়োজন নেই। আজকাল মানুষের কাছে টাকা পয়সা অনেক আছে তাই বিকারও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। কাম বিকার কত তীব্র হয়েছে। কাম বিকার ছাড়া থাকতে পারেনা। ৪-৫ বছর পবিত্র থেকে তারপর লেখে বাবা আজ ভূতে ধরেছে, মুখ কালো করেছে। কত ধাক্কা খেয়েছে। একেবারে ৫ তলা থেকে নীচে পড়েছে। প্রথমেই হল দেহ-অভিমান। উঁচু থেকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শেষ, হাড়গোড় ভেঙ্গে একাকার। তারপর পুরুষার্থ করতে সময় লাগে। এই হল সবচেয়ে বড় আঘাত তাই বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু। বিকারকেই পতিতপানা বলে। বলে বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। ভারতেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল কিনা। ভারত-ই নির্বিকারী ছিল। এখন ভারত হল বিকারী। সম্পূর্ণ নির্বিকারী সূর্য্যবংশীদের বলা হয়। ভালাই রামচন্দ্রের রাজ্যেও বিকারের কথা ছিলনা। কিন্তু আত্মার কলা তো কম হয়েছে। ১২৫০ বছর কম হলে দুনিয়ার শক্তি তো কম হয়েছে কিনা তাই তাদের সতাপ্রধান পরে সত্যো বলা হয়। তুমি চাও আমরা মাঝা বাবাকে ফলো করে সূর্য্যবংশী মহারাজা মহারানী হই, এতে কোনো কষ্ট নেই, মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। শুধু স্মরণ করতে হবে যাকে সহজযোগ বলা হয়, এতেই পরিশ্রম চাই। বাবার সামনে তো সবাই হল মহারথী। এতে যোগ পুরো চাই তবে কিছু তীর লাগবে। যোগবল আছে কিনা। যোগের অনেক ঘাটতি আছে। যোগেই অনেক বিঘ্ন আসে। বেহদের বাবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। বাবার উপরে বা পড়াশোনার উপরে কখনও রাগ করবেনা। রাগ করলে জানবে ২১ জন্ম ভাগ্যের উপরে রাগ করেছে। খুব ভাল বাচ্চারাও অভিমাণে রেগে থাকে। নেশা হয়ে যায় দেহঅভিমানের। আমি এতজনকে বুঝিয়েছি। দেহ অহংকারে আসলে পতন হয়। এতে অহংকার যেন না আসে। শিববাবার কি কোনো অহংকার আছে? কত নিরহংকারী তিনি, আর তিনি হলেন কত বড় অথোরিটি। বলেও থাকে আমি সাধারণ দেহে সাধারণ গৃহে আসি। সাহকারের কাছে থোরাই আসি। তাই এখন বাচ্চাদের জাগ্রত হতে হবে।

বাবা যুক্তি খুবই ভাল দিয়ে থাকেন । তোমাদের দেৱী হচ্ছে । ড্রামা অনুযায়ী এখনও অবস্থা মজবুত হয়নি। ভবিষ্যতে জোর আসবে। আমরা গভর্নমেন্টকে খবর দেই অমুক বছরে স্বর্গের স্থাপনা ঘটবে । খবরের কাগজে পড়ে মানুষ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে। একটু সময়ের মধ্যে যদি স্থাপনা হয় তবে বিনাশও নিশ্চয়ই ঘটবে। অনেকে আসবে। এই প্রপাটি ইত্যাদি হল কম সময়ের জন্যে । তুমি তো জানো এইসব কিছু একটু সময় থাকবে । এই বাড়ি ইত্যাদি বাচ্চাদের জন্যে তৈরী হয়েছে কারণ মধুবনে বাচ্চারা আসে রিফ্রেস হতে। হেড অফিস হল মধুবনে । আজ তুমি কি করছো , কাল তুমি কি করবে। এখানে তপস্যা করছো ভবিষ্যতে দিল্লি বৃন্দাবনে গিয়ে রাজস্ব করবে। আমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে এইসব ভাল রীতি দেখাতে হবে। যে কর্ম আমরা এখন করছি ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও করেছিলাম । সর্বপ্রথম শিববাবার মন্দির নির্মাণ হয়। বাকি দিলবাড়া মন্দির তো পরে তৈরী হয়েছে । বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতে হবে। দিলবাড়া মন্দিরের হিসাব পাওয়া যাবে। পুরোপুরি আমাদের স্মৃতিচিহ্ন । তুমি জানো এই হল স্থাপনার স্মৃতিচিহ্ন ।

তোমরা হলে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা তোমাদের অনেক আনন্দ খুশী অনুভব হওয়া উচিত । সার্ভিস বৃদ্ধির যুক্তি আবিষ্কার করা উচিত । রামও গেছে ... রাবণও গেছে.... যাদের বিশাল পরিবার । রাবণের দেখে কত বড় পরিবার । রামের হল ছোট পরিবার ... গায়ন একেবারে সঠিক রয়েছে । কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনা। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তবুও নিশ্চয় হয়না । শরীর নির্বাহ অর্থে কর্ম তোমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে । হ্যাঁ যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা - পান্ডব , তারা তো গভর্নমেন্টের পালনা নিতে পারে। তাদের সমস্ত পালনা আমাদের করতে হয়। বাচ্চাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে বাবার স্মরণে এই দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যেতে হবে। স্মরণের যাত্রায় যে পাক্ষা মত থাকবে তাদেরই অবস্থা মজবুত হবে। যেমন শিববাবার স্মরণে তুমি শরীর ত্যাগ করো। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মের স্মৃতিতে শরীর ত্যাগ করে তাতেও বায়ুমন্ডলে একেবারে নিস্তর্রতা ছেয়ে যায়। বাবার অনুভব রয়েছে। মানুষ মরলে যেমন নিস্তর্রতা ছড়িয়ে পড়ে , এতেও সেইরকমই হয়। ভবিষ্যতে সবকিছু যেন ভুলে যায়। এখন আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে। দেহ-অভিমান ক্রমশ মিটেতে থাকে। শেষের দিকে শরীর খুশীতে ত্যাগ করা উচিত , হর্ষিতমুখ । ব্যস । আমরা কোথায় যাচ্ছি , এমন অবস্থা যখন হবে তখন বিজয় মালায় স্থান পাওয়ার যোগ্য হবে। তোমার মধ্যে শান্তির কারেন্ট আছে । যেই জন আসে সেই বলে এখানে অনেক শান্তি রয়েছে । এই হল রিয়ল বা আসল শান্তি । আত্মা শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে যায়। তুমি জানো আমরা আত্মারা হলাম শান্ত স্বরূপ । আমরা নিজেদের স্বধর্মে স্থির হয়ে বসি। কর্ম বিনে কোনো মানুষ থাকতে পারেনা। তারাতো হঠযোগ দ্বারা কি সব করে। তুমি এখন বুঝতে পারো আমাদের স্বধর্মই হল শান্তি। এখানে আমরা এসেছি পার্ট প্লে করতে । এখন বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা বলেন আমারে স্মরণ করো এবং ঘরকে অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে বর্ষা প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন আমারে পরমধামে স্মরণ করো । এখানেতো আমি আসি অল্প সময়ের জন্যে । তোমার বুদ্ধি শান্তিধামে স্থির হওয়া উচিত - বাবার স্মরণে । পরমধামের বর্ষাও নিতে হবে কিনা । ঐ হল আত্মাদের নিবাস । এই হল জীবাত্মাদের নিবাস। নিজ বাসস্থানকে কখনও ভুলে যেওনা । বাবাকেও ভুলে যেওনা । বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে পরমধাম ফিরে যাবে। জ্ঞান ধারণ করলে রাজস্ব করতে আসবে নতুন দুনিয়ায় । যত দূর সম্ভব অন্যদের পথ দেখাও। অলওয়েজ সী ফাদার অর্থাৎ সর্বদা বাবাকে অনুসরণ করো। তুমি জানো যে বাবা কি করেছেন । সবকিছু মাতাদের সমর্পিত করেছেন । তিনিই আশ্রয় দিয়েছেন সবকিছু মাতাদের সেবায় লাগাও। একে অপরের অনুসরণ করেছে । স্বাহা হয়েছে। কিন্তু তবেই টিকতে

পেরেছে কিনা । ড্রামা অনুযায়ী ভাঙিও হওয়ার ছিল। পাকিস্তান - হিন্দুস্তান হয়েছিল । তোমাদের ভাঙি প্রথমে আরম্ভ হয় পাকিস্তানে । তুমি নদী পার করেছ শান্ত্রে কত কিছু লেখা রয়েছে । প্র্যাক্টিকালে এখন তুমি শুনছো কিনা । তারপর কল্প পরে তোমরাই শুনবে । এখন বাবা বলেন হিয়ার নো ইভিল , খারাপ শুনবেনা , কাজকর্ম যতই করো কিন্তু হিয়ার নো ইভিল । বাবা বলেন প্রতি কথায় শ্রীমত নাও। বাবা এই অবস্থায় আমরা কি করব তাহলেই বাবা সব বলে দেবেন । কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে তুমি বাবার কাছে এসো। তুমি ভয় কেন পাও। প্রতি পদে জিজ্ঞাসা করতে হবে। শ্রীমত অনুযায়ী চললে পদে পদে পদ্ম রয়েছে । তোমার সেকেন্ডে সেকেন্ডে যা পাশ হচ্ছে তাতে পদ্ম রয়েছে । তাহলে কত লাভ হচ্ছে । আচ্ছা !

মীঠে মীঠে সিকীলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১. বিজয় মালায় গেঁথে যাওয়ার জন্যে এই শরীর থেকে সম্পূর্ণ ডিট্যাচ হওয়ার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে । দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে । এই দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

২. অতিরিক্ত ধন-সম্পদের লালসা রাখবেনা । বাবার স্মরণ ছাড়া আর কোনোরকম যেন চিন্তন না থাকে। কখনোই বাবার উপরে বা পড়াশোনার উপরে অভিমান বশতঃ রাগ করবেনা ।

বরদান :- মনমনাভবের স্থিতি দ্বারা মনের ভাব জানতে পারে এমন সফলতা স্বরূপ ভব। যে বাচ্চারা মনমনাভবের স্থিতিতে স্থির থাকে তারা অন্যদের মনের ভাবও জানতে পারে। মুখের কথা যাই হোক না কেন কিন্তু সেই কথার মূল ভাবটা কি , সেইটা জানবার অভ্যাস করো। প্রত্যেকের মনের ভাব বুঝতে পারলে তাদের চাহিদা বা প্রাপ্তির ইচ্ছা গুলি পূর্ণ করতে পারবে। ফলে তারা অবিনাশী পুরুষার্থী স্বরূপে পরিণত হবে কম সময়ে সার্ভিসে বেশী সফলতা দেখতে পাবে এবং তোমরা পুরুষার্থী স্বরূপের বদলে সফলতা স্বরূপে পরিণত হবে।

স্লোগান :- নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে বাবাকে সবকিছু সমর্পিত করে খালি হও তাহলে ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন আসবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- যোগবলের দ্বারাই আত্মার মরচে-জং বেরিয়ে যাবে আর তাতেই পবিত্রতার চমক ফুটে উঠবে। অতএব, যোগের বিষয়ে কখনও অবহেলা করো না"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা নেওয়ার জন্য কি কি যুক্তি বলেছেন, -যার মধ্যে মায়া চারিদিক থেকে এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?

উত্তর:- বাবা যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, বাচ্চারা তোমরা ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারীরা একই বাবার বাচ্চা, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক। তাই তোমরা কখনও নিজেদের মধ্যে অপরাধ-মূলক কাজ, কুদৃষ্টি বা বিকারী হামলা করতে পারো না। ভাই-বোন তাদের নিজেদের মধ্যে কখনও কোনও বিকারের কার্যে যেতে পারে না, - তাই তোমাদেরকে শিববাবার শ্রীমত অনুসারে থেকেই বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে হবে। অবশ্য মায়াও কিছু কম যায় না। চারিদিক থেকেই সে এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে (বাচ্চারা) তোমরাও তখন ভুলে যাও যে, সম্পর্কে তোমরা ভাই-বোন। আবার সেই একই বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো, -এটাও তখন ভুলে যাও।

গীত:- তুম্হে পাকর হামনে জাঁহা পা লিয়া (তোমাকে যখন পেয়েছি, তবে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই পাওয়া হয়ে গেছে)

ওঁমশান্তি। এই গীতের একটা মাত্র অক্ষরই যথেষ্ট। বাচ্চারা তো জানেই, এই বেহদের বাবার থেকেই বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় আর প্রতি কল্পেই তা পাওয়া যায়। বাচ্চারা এটাও জানে যে, প্রতিবারই এই বেহদের আশীর্বাদী বর্ষার পুরোটাই ভারত পেয়ে থাকে এবং তা এরকম নয় যে, নতুন করে তা প্রথমবার পাচ্ছে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছে যে- বর্তমান সময়ে সেই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষাসুখ আজ আর নেই- যা রাবণের অভিশাপে তা আজ নরকে পরিণত হয়েছে। অভিশাপের কারণে মনুষ্যেরা দুঃখী হয়। আর বরদান অর্থাৎ আশীর্বাদী বর্ষার দ্বারা সুখী হয়। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে, উঁনি (শিব) হলেন বেহদের নিরাকার বাবা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বেহদের সাকার বাবা। বেহদের সাকার বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কেউই কিন্তু তা হতে পারেন না। যদিও গান্ধিকে বাপুজী (বাবা) বলা হতো, কিন্তু জাগতিক নিয়ম অনুসার সারা মনুষ্য সৃষ্টির তো উনি বাপুজী হতে পারেন না। এরকমেই সমস্ত নিরকারী জগৎ দুনিয়ারই বাপুজী হলেন একমাত্র শিব। তোমরা বাচ্চারা এখন তা জানতে পেরে বলছো - আমরা তো শিববাবার প্রতিই সমর্পিত হয়েছি। শিববাবা স্বয়ং এসে আমাদেরকে ওনার একান্ত আপন করে নিয়েছেন- ওনার আশীর্বাদী বর্ষা দেবার জন্য। আচ্ছ! আমরা মধুবনে আসি কিসের জন্য ? অবশ্যই তা শিববাবার সাথে মিলনের সুখ পাবার জন্য, যদিও জানি উনি নিরাকার। তাই কেবলমাত্র শিববাবা বললে তার পুরো অর্থটা অনেকেই বুঝতে পারবে না, এই কারণেই বলা হয় 'বাপদাদা'। অর্থাৎ শিববাবা আর ব্রহ্মাদাদা। দাদার নাম আলাদা, আর বাবার নাম আলাদা। উঁনি (শিববাবা) নিরাকার,- যিনি সবারই বাবা। এরকমই সবারই দাদা(দাদু)-ও আছেন (ব্রহ্মাবাবা)। সব বাচ্চারাই বাবা-দাদার একত্রিত এই আশীর্বাদী-বর্ষা অবশ্যই তোমরা পেয়ে থাকো। একমাত্র বেহদের বাবার থেকেই সবার এই আশীর্বাদী বর্ষা প্রাপ্ত হয়।

একমাত্র এই বাবাই সবার দুঃখ-হতা আর সুখ-কর্তা। তাই তো সত্যযুগে কোন মনুষ্যেরই কোনও প্রকারের দুঃখই আসতে পারে না। আর তাই তো সেই সময়ের নাম হয়েছে - স্বর্গ। আর উনিই হলেন সেই স্বর্গ স্থাপন করার গড় ফাদার (ঐশ্বরীয় পিতা)। এই ভারত দেশই সব থেকে পুরনো। তাই এটাই যা পূর্বে কখনও সব থেকে নতুন ছিল। এখন তা সব থেকে পুরনো হয়েছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ- পুরোটাই এই ভারতেই ঘটে থাকে। তাই অবশ্যই প্রতিবার এই ভারতেই স্বর্গের স্থাপনা হয়ে থাকে। এখানেই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতো। এটা কিন্তু তোমাদের জানা আছে। যখনই তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে, তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে তা চলে আসবে আর ভাববে যে, এনাদের সেই আশীর্বাদী -বর্ষা কি ভাবে তা প্রাপ্ত হয়েছিল! কি ভাবে এনারা এরকম পূজ্য হয়েছেন! কখন ওনারা রাজত্ব করেছিলেন? আর কার সাহায্যের দ্বারা সেই রাজ্য পেয়েছিলেন? এইসব কিছুই তখন বুদ্ধিতে চলে আসবে। ব্রহ্মাবাবাও আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতেন, দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে মালা দিতে ও প্রদক্ষিণ করতেন। যদিও তাদের গুণ-কর্ম-কর্তব্যের বিষয়ে বা ওনাদের সম্পর্কের বিষয়ে ওনার কিছুই জানা ছিল না। এখন তো তোমাদের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে তা বুঝতেই পারছো। অবশ্য তা আসে বুদ্ধির ক্রম-অনুসার। তাই তোমরা এখন যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের হাঁসিই আসবে। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে এটা জানা আছে যে, এরা এই প্রালঙ্ক কি করেই বা পেয়েছেন। সঙ্গমযুগেতেই অবশ্য তা পেয়েছিলেন, কারণ সঙ্গমযুগেতেই তো পুরনো দুনিয়ার বদল হয়। সঙ্গমেতেই বাবা এসে এই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। আর এটাও জানো যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেতে প্রতিবারের মতই, অবশ্যই এই ব্রহ্মা বাবাই তো ছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারাই যে বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। প্রতিবারের মতন, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই তাদের আগের জন্মে ব্রহ্মা-সরস্বতী হন। আর ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণীরাও অবশ্যই থাকবে। সত্যযুগেই লক্ষ্মী-নারায়ণের সেই রাজধানী ছিল। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার উপস্থিতিও সেই সময়ের অনুসারেই থাকবে। তোমরা এটা তো ভালভাবেই জানো যে তোমরা সে ভাবেই পুরুষার্থ করছো, যারা কল্পপূর্বে যেভাবে পুরুষার্থ করেছিল। আর তা আমি শুধু সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকি। এক রকমের হয়- রাজ-রাজাদের ঘরানা (বংশ), আর আরেকটা হয় প্রজাদের ঘরানা (বংশ)। তাতেও আবার কেউ অনেক বেশী ধনী হয় আবার কেউ বা যথেষ্ট কম। এরকমই রাজাদের মধ্যেও কেউ অনেক বেশী ধনী আবার কেউ বা কম ধনী হয়। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে এ সব অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো যে, এনারা এই রাজ্যভোগের সুখ কি করে পেয়েছেন। যা তারা এখন আবার নিজেরাই সেই রাজ্যভাগ্যই নিচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে সেই রাজধানীর স্থাপন হচ্ছে। খুবই সহজ সরল ব্যাপার এটা। অম্বা (মাম্মা) বা কে? -এটাও তো অন্যেরা কেউ জানে না। তাই তোমরাই তা জানাবে, ইনিই হলেন জগৎ-মাতা, -জগদম্বা। কল্পপূর্বেও তারা এই রকম জগৎ-মাতা ও জগৎপিতাই ছিলেন। ওঁনাদেরই বাচ্চা আমরা ছিলাম। সঙ্গমেতেই বাবা আবার আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। জগৎ-মাতার বাচ্চাও-কাচ্চাও তো অনেক থাকে। কিন্তু তাই বলে তো সবাইকেই আর রাজ-ঘরানায় বসানো যাবে না। এখন তো তোমরাই জ্ঞানের সেই ত্রিতীয়-নেত্র পেয়েছো, বাবা যে জ্ঞানের সাগর। তাই নিশ্চয় করেই উনি ওনার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানী বানাবেন। যেহেতু ওনাকে না তো মনুষ্য আর না দেবতা বলা যায়- তাই ওনাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। তোমরা যে কোনো মন্দিরেই যাও সেখানে ওনার এই সব কর্ম-কর্তব্যের কাহিনীও অন্যদেরকে বলতে পারো। রামের ক্ষেত্রেও তোমরা সেভাবেই বোঝাতে পারো। চন্দ্রবংশী ঘরানাও এখনই রচিত হয় যা পরে ত্রেতাতে স্থাপিত হয়। ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপিত হয়। তাই তো ব্রহ্মার নাম এত বিখ্যাত হয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারাই বাবা ব্রাহ্মণদের রচনা করান। তোমরা ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবার জন্যই জানতে পারো যে, -আমরা সবাই একই বাবার বাচ্চারা-

নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কে এসেছি। তাই আমরা কোনো প্রকারেরই অপরাধ মূলক বিকারী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে অবশ্যই চলতে পারি না। যেহেতু ভাই-বোনেরা তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকারের বিকারে যেতে পারে না। বাবা স্বয়ং এই যুক্তি রচনা করেছেন- তাই এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে তুমিও যেমন ব্রহ্মা-কুমার আর আমিও তেমনি ব্রহ্মা-কুমারী। বাস্তবে সারা দুনিয়াটাই কিন্তু বি.কে.। অথচ সবাই তা জানে না। আমরা জানতে পারি, যেহেতু এখন আমরা শিববাবার শ্রীমৎ-এর দ্বারা বেহদের আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছি। তবে ওদিকে মায়াও কিছু কম নয়। তাই সে চারিদিক থেকেই বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আমরা যে নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কের আর একই বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা নিচ্ছি এটাই ভুলে যাই। অতএব এটাকেই তো প্রথমে ভালো ভাবে বোঝো ! সত্যযুগে তো কেবল মাত্র একটাই ধর্ম থাকে। বাকি সব ধর্মেরই লোপ হয়। তোমরা বাচ্চারা এটাও তো জানো যে, এটা কোন নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বর্ষ বাদে বাদে এই সৃষ্টি-চক্র ঘুরতে ঘুরতে সেই একই পর্যায়েই ফিরে আসে। যার তিথি, নক্ষত্র, তারিখ পর্যন্ত অবিনাশী চিত্রপটে অঙ্কিত অনুসারেই ঘটতে থাকে। আর এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা দরকার যে, আমরা শিববাবার থেকেই এই যুক্তির বর্ষা পাই। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো পেয়েই গেছি। তাই এবার একমাত্র বাবার স্মরণে থেকে, বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা নেবার প্রয়োজন আছে। স্মরণের দ্বারা অর্থাৎ যোগবলের শক্তি দ্বারাই আত্মাতে সেই চমক আসবে। এতে যেন কোনো ভুল না হয়, এই জন্যই তো তোমরা বাবার মুরলী পেয়ে থাকো। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বুদ্ধিতে পাকা হলে তো যেখানে খুশী যেতে পারো। ধরো কখনও যদি মুরলী নাও পাও, তবুও তোমাদের বুদ্ধিতে তো তা থাকেই -যে আমি তো বাবার প্রতি সমর্পিত হয়েই গেছি। বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে রয়েছে, তাই এখন তোমরা কেবল এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো, তবেই তো তোমরা- এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতে পারবে। এই মহামন্ত্র একমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন যা আর কেউই তা বলতে পারে না। একমাত্র এই বাবাই বলেন, মিষ্টি- মিষ্টি বাচ্চারা, কেবলমাত্র স্মরণের শক্তির দ্বারাই তোমাদের এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সতোপ্রধান হতে পারবে। যদিও এই কথাটাই সবারই জানা আছে, কিন্তু জাগতিক কারোরই বুদ্ধিতে সেভাবে তা আসে না। অবশ্য তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো যে, অবশ্যই কল্পপূর্বে এই বাবা-ই ঠিক এই কথাগুলি বলেছিলেন যে, "দেহ সহিত দেহের সর্ব ধর্মকেই ঝেড়ে ফেলে নিজেকে আত্মা স্বরূপ ভাবো।" সাধারণতঃ আমরা যে সব সংস্কারী জাগতিক আচার ব্যবহার করি, তা সবই তো দেহেরই ধর্ম -তাই না। প্রকৃত অর্থে সবার বাবা একজনই। সকল আত্মারা ঐ এক বাবাকেই স্মরণ করে। খ্রীস্টানদের পোপও সেই একই ভগবানকে স্মরণ করে। আর বলে যে, হে ভগবান দয়া করো। এই মনুষ্যদের ক্রোধী বুদ্ধিকে পাল্টে দাও, তাহলেই এরা আর নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করবে না। কিন্তু, স্মরণ তো সেই একই বাবাকে করবে। যা অন্য আর কাউকেই স্মরণ করে না। এই শিববাবাকেই ডাকে, যাতে উনি এসে পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানায়। আর পবিত্র পাবন হলে পরে তো এই পতিত ছিঃ- ছিঃ রাবনের দুনিয়াতে টিকতেই পারবে না। তাই তাদের জন্য তো অবশ্যই কোনও নতুন দুনিয়া চাই। তাই সেই প্রয়োজনেই কলিযুগ বদলে সত্যযুগ তো হতেই হবে - তাই না ? কিন্তু এই সহজ সত্যটাও কেউ বোঝে না। যেমন, এক ডাক্তার এসেছিলেন- তিনি বলছিলেন এই কলিযুগ তো আরও বহুদিনই কলিযুগই চলবে। বাবা জানান- আরে, পুরো সময়টাই কলিযুগ চলবে কি করে? কলিযুগ কি এতই ভাল নাকি! এরা এসবের কিছু আবার বোঝে নাকি, যা উল্টো-পাল্টা ভাবনা আসে মনে সেটাই আবার অন্যকে গিয়ে বলে। এদের তো জ্ঞানের তীর লাগেই না আর তার বদলে অন্য কেউ এলে তার সেই জ্ঞানের তীর লাগতো। এই জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে

কিছু না কিছু (দালালি) প্রাপ্তিও হয়ে যেতো। ফলে আমার স্বর্গে যাওয়া সহজ হয়ে যেত। বাবার থেকে যদি কেউ এসে অল্প কিছুও শোনে, তাহলেও সে স্বর্গেই যাবে। শত হলেও, হেভেনলি গড ফাদাররের (স্বর্গীয় পিতার) কাছে এসে বসেছে তো! বাবা নিজে তা বোঝান, বলেন- "আমি তো সকলেরই বাবা। অনেকেই মানতে চায় না যে, শিববাবা আবার এই ধরাধামে আসবেনই বা কি করে। বাবা উত্তরে জানান- আরে আত্মারা যদি আসতে পারে, তাহলে আমি কেন আসতে পারবো না। আত্মারা যখন এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে, তবে আমি কেন তা পারবো না। এ ছাড়া আমি আসবোই বা কি প্রকারে। তোমরাই আবার ডাকতে থাকো, হে পতিত-পাবন বাবা, তুমি আসো, এসে পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানাও। তখন বাবা বলেন,- আমি আসি এই ভারতেই। প্রতি কল্পের সঙ্গম সময়কালে, এক বারই আসি। তোমরা যখন ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পুরো করো, সেই সময়কালে - তখন আমি আসি। তোমাদের বাচ্চাদের এটা এখন নিশ্চয় হয়েছে যে, আবার বাবা এসেছেন আমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। আর বাবা বলেন- আমার কাজই হলো, পুরনো দুনিয়াকে বদলে দিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়া স্থাপন করা। এটাই তো প্রবাদ আছে, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ। এরপর তোমরাই সেই দুনিয়াকে লালন-পালন করতে থাকবে। সেই আলোর প্রকাশ 'জ্ঞান' তো পেয়েছো। এখন তোমরা কালীকে মন্দিরে দেখলে, তাতে ভাববে যে এটা একটা অসত্য (ভুল) চিত্র। আসলে এই কালীই জগদম্বা। যার এরকম ভয়ানক রূপ আদৌ নয়। বাংলায় কালীর কাছে বলি দেয়, কিন্তু বলির ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। এই জগদম্বার মন্দিরে তো লাখে লাখে ভক্তরা আসে। এমন মনে হয় যেন সব সময়েই সেখানে মেলা চলছে। যদিও সেখানে ছোট একটা মূর্তি রেখে তার নাম রাখা হয়েছে জগৎ অম্বা (মাতা)। কিন্তু, জগদম্বা (মাতা) তো একজনই হওয়া চাই। সিন্ধু প্রদেশে কালীর মন্দির কিভাবে গড়ে উঠেছিলো ? একবার কোনও এক কেল্লাতে ব্যোম্ ফেটেছিল, তখন এক ফকির বললেন - কালীমাতা ভীষণ রেগে গেছেন, -ব্যস, তারপরেই উনি ওখানে গিয়ে কালীর মন্দির বানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এখন, এই কালী কে ? কেউ এসবের উত্তর, তারা কিছুই জানে না। কিন্তু, তোমরা এখন সেই জ্ঞান পেয়েছো, তাই এমন কোনও জিনিসই নেই, যা তোমরা জানো না। তোমরা বুঝতে পেরেছো, বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা বেশী করে পেতে গেলে, পুরোদমে পুরুষার্থ করতে হবে। জাগতিক প্রথম দুঃখের শুরু তখনই হয়, যখন কুমার কুমারীরা বিয়ে -শাদী করে। তোমাদের কিন্তু, বিয়ে করবার শখ বা খেয়ালও কখনও আসা উচিত নয়। বাবা যখন বলছেন, বর্তমানের এই রাবণরাজ্য বিনাশের দোরগোড়ায়। এখন যা চলছে তা হলো বিকারী গৃহস্থ ব্যবহার। আগামী দেবী-দেবতাদের উদ্দেশ্যে তা বলা হয়। কিন্তু এটাই সেভাবে কারুর জানা নেই যে, এই আগামী দেবী-দেবতাদের নির্বিকারী বানাবার - কারিগর কে ! যেহেতু, সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কিন্তু শাস্ত্রে আবার লেখা আছে যে, ওখানেও (সত্যযুগেও) বিকারের প্রচলন ছিল। বাস্তবে কিন্তু সত্যযুগ সম্পূর্ণ রূপেই নির্বিকারী দুনিয়া। যেখানে বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়াতে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই যুক্তিগ্রাহ্য কথাটা সাধারণ কারুর বুদ্ধিতেই যে নেই। তোমরা তো জেনেছো, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের যখন রাজ্য ছিল, তখন কত অল্প সংখ্যক মনুষ্য ছিল। তখন মাত্র একটাই ধর্ম ছিল, যা তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টিচক্রেরও পুরো চক্র লাগাতে (ঘুরতে) হয়, তবেই তো বলতে পারবে, পুরো পৃথিবীতেই চক্র লাগিয়েছি। সমুদ্রতে তো আর চক্র লাগাতে পারবে না। সত্যযুগেতে কত অল্প সংখ্যক মনুষ্য ছিল, তাই তো কত অল্প জমি ব্যবহারে নিয়েছিল। এখন মনুষ্য সৃষ্টির হদ এই দুনিয়া পুরো ভর্তি হয়ে আছে। উপরে (শান্তিধামে) যে অল্প সংখ্যক আত্মারা আছে- তারাও এই শেষ সময়ে এখানে আসতে থাকে। ফলে মনুষ্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলে। যখন

ওখান থেকেও বাকী সব আত্মাদের আসা পুরো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করবে, আর তখনই আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। ওঁদের চলবে আসা আর তোমাদের হবে যাওয়া। প্রথমদিকে তো অল্প-অল্প করে আসতে থাকে। যা যুক্তি সহকারে বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার ব্যাপার রয়েছে। আমরাও প্রথম-দিকে গিয়ে ওখানেই থাকব। আমরা যখন সেখানে থাকবো, সেই সময়ে আর অন্য কারও সেখানে থাকা উচিত নয়। যদিও এটা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। তবুও বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন- আচ্ছা, নিজেদের প্রিয় বাবুলকে (বাবাকে) স্মরণ করো। তোমাদেরই তাতে ফায়দা (লাভ) হবে এই বাবাকে স্মরণ করলে। এই জাগতিক দুনিয়ার ইতিহাস- ভূগোল তো মনুষ্যরা অনেকটাই পড়েছে। কত অনেক দূরে-দূরেও যাত্রা করেছে। চাঁদেও গেছে। যা হলো জাগতিক বিজ্ঞানের অহংকার। এই অতির শেষ পরিনতি তিক্ত। চাঁদে তো কিছুই রাখা বা দাঁড় করানোই যায় না। আর তোমরা তো সূর্য-চন্দ্রকেও অনায়াসেই পার করে আরও কত দূরে সহজেই পৌঁছে যাও। সেই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে এখন যথেষ্টই আছে। তোমরা এটাও বোঝো যে, এই অবিনাশী নাটকের খেলা অনুসারে তোমাদেরকে এইসব জ্ঞানের কথা জানান বাবা। বাবা নিজেই তা বলেন, আমিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানাই। আর এটাই আমার কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা। ভক্তিমার্গেও আমার যথেষ্ট ভূমিকা আছে। যেহেতু নাটকের চিত্রপট সেভাবেই চিত্রিত। যেরকম তোমরা এই নাটকে অভিনয়কারী, তেমনি আমারও অভিনয় ও কর্ম-কর্তব্য আছে এতে। যা আমার কাজ হলো, তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানানো। আর আমি যা কিছু করি, তারই তো মহিমা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তো কত মহিমা আছে। কিন্তু ওনাদের এরকম যোগ্য কে বানিয়েছে। যে এরা সুখধামের মালিক হতে পারে। বর্তমান দুনিয়ায় তো অনেক প্রকারের কতই না দুঃখ রয়েছে। যেমন ধরো, আজকে কেউ মরলো, বা ঝগড়া হলো, যদিও তার কাছে লাখ বা কোটি বা পদম টাকা আছে, কিন্তু যদি কোনও রোগ ইত্যাদি এসে যায়, তখন সে কি করবে! বিরলার মতো ধনীর কাছেও তো কত পয়সা আছে! এক জন্মতেই এত পয়সা যা সহসা দেখা যায় না। কিন্তু তবুও জগতে এরকম কেউই নেই যার কোনও দুঃখই নেই। কোন না কোন প্রকারের দুঃখ তো সকলেরই হয়। এখানকার এই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সব কিছুই যে মাটিতেই মিশে যাবে। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার আর বাপদাদার স্মরণ-সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাবা রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাচ্চাদেরকে জানায় তার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

- ১) কর্মাতীত অবস্থাকে অর্জন করে আপন ঘরে (শান্তিধামে) ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যাওয়া যাবে তখনই, যখন সেখান থেকে সব আত্মাদের আসা বন্ধ হবে, এর বিস্তারিত ধারণাকে বুদ্ধিতে রেখে এক বাবুলকে (বাবাকে) মনে-প্রাণে ভালবেসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে।
- ২) জ্ঞানের প্রকাশের আলো পেয়েছি এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েই বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা নিতে হবে। যখন, যেখানেই থাকো না কেন, স্মরণের শক্তির দ্বারা আত্মাকে তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হয়ে, সর্বসিদ্ধি-স্বরূপ ভব(হও)।

দেহ-অভিমান ত্যাগ করা অর্থাৎ দেহী-অভিমानी হতে পারলে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের, সর্ব শক্তির অনুভব হয়। এই অনুভবই সঙ্গম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য। বিধাতার দ্বারা প্রাপ্ত এই বিধিকে ধারণ করলে যেমন তার বৃদ্ধিও হবে আবার সর্ব সিদ্ধিও প্রাপ্ত হবে। যেখানে দেহ-ধারীর সম্বন্ধ বা স্নেহতে এসে তো নিজের মুকুট, সিংহাসন আর নিজের আসল স্বরূপ সব কিছুই তো ছেড়েই দিয়েছো- সেখানে বাবার স্নেহে এই দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করতে পারবে না ! যেখানে এই একমাত্র ত্যাগের দ্বারা সর্ব ভাগ্যের প্রাপ্তি ঘটে।

স্লোগানঃ- ক্রোধমুক্ত হতে চাও তো স্বার্থের বদলে নিঃস্বার্থ হও আর ইচ্ছাগুলির রূপের পরিবর্তন করো।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ হলেন চৈতন্য তারামন্ডলের শৃঙ্গার

আজ জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা তাঁদের তারামণ্ডলকে দেখতে এসেছেন। তারাদের সাথে জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা দুজনেই একসাথে এসেছেন। এমনিতে সাকার সৃষ্টিতে সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগণ একত্র দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু চৈতন্য নক্ষত্রেরা সূর্য এবং চন্দ্রমার সাথে রয়েছে। এ হল নক্ষত্রদের অলৌকিক সংগঠন। তো আজ বাপদাদা নানান প্রকারের তারকাদের দেখছিলেন। প্রতিটি তারকার নিজ নিজ বিশেষত্ব রয়েছে। ছোটো ছোটো তারকাও এই তারামন্ডলকে সুশোভিত করে তুলেছেন। বড় বড় নক্ষত্রেরা তো রয়েছেই, কিন্তু ছোটোরাও তাদের দ্যুতিতে সংগঠনের শোভা বৃদ্ধি করেছেন। বাপদাদা এই বিষয়টিকে দেখেই উৎফুল্ল হচ্ছেন যে প্রতিটি তারকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ছোটো ছোটো তারকারাও গুরুত্ব বাড়িয়েছে। তারাও গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার। তো আজ বাপদাদা প্রত্যেকের গুরুত্বকে দেখছিলেন। লৌকিক পরিবারেও যেমন মা বাবা প্রতিটি বাচ্চার গুণের, কর্তব্যের, আচার-আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেন, তেমনই অলৌকিক মাতা-পিতা, জ্ঞান সূর্য এবং চন্দ্রমা, অলৌকিক পরিবার বা সকল তারকাদের বিশেষত্বের বিষয়ে চর্চা করছিলেন। ব্রহ্মা বাবা বা চন্দ্রমা আজ চারিদিকের বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে দ্যুতিমান তাঁর নক্ষত্রদের দেখে দেখে আনন্দে নেচে উঠছিলেন। জ্ঞান সূর্য বাবাকে প্রতিটি নক্ষত্রেরই আবশ্যিকতা এবং বিশেষত্বকে শোনার সময় কী যে আনন্দিত হচ্ছিলেন ! সে সময়ের চিত্রকে তোমরা তোমাদের বুদ্ধিযোগের ক্যামেরায় ধরতে পারবে ? সাকারে যারা অনুভব করেছেন, তাঁরা তো খুবই ভালোভাবে বুঝবেন সেটা। সেই চিত্র সামনে এসে গেল না ! কি দেখতে পাচ্ছে ? এতটাই আনন্দে উদ্ভাসিত যে দু'নয়নের মণি চকচক করে উঠছে। আজ জহরী যেমন প্রতিটি রত্নের মহত্ব বর্ণনা করে, ঠিক তেমনি চন্দ্রমা প্রতিটি রত্নের মহিমা করছিলেন তোমরা বুঝতে পারছো যে তোমাদের সকলের কী মহিমা করছিলেন ? নিজেদের মহানতার মহিমাকে কি জান তোমরা ?

সকলের একটি বিষয়ের বিশেষত্ব বা মহানতা খুবই স্পষ্ট, মহারথী হও অথবা পেয়াদা, ছোট তারকা অথবা বড়, বাবাকে জানার (চেনা) বিশেষত্ব, বাবার হয়ে যাওয়ার বিশেষত্ব সকলের মধ্যেই রয়েছে। বড় বড় শাস্ত্রে অথরিটি, ধর্মের বিষয়ে অথরিটি, বিজ্ঞানে অথরিটি, রাজ্যের বিষয়ে অথরিটি, বড় বড় বিনাশী টাইটেলের অথরিটি সম্পন্ন যারা তারা বাবাকে চিনতে পারেনি, তোমরা সকলে চিনেছো। তারা এখনও পর্যন্ত বাবাকে আহ্বানই করে চলেছে। শাস্ত্রবাদীরা এখনও হিসাবই কষে চলেছেন। নিজ নিজ অনুসন্ধানের কার্যে এতটাই তারা লিপ্ত রয়েছে যে, তাদের বাবার বিষয়ে শুনবার বা বোঝার জন্য অবসরই নেই। নিজেদের কাজেই তারা নিমগ্ন। রাজ্যের অথরিটি সম্পন্ন যারা তারা নিজ রাজ্যের আসন সামলাতেই ব্যস্ত, অবসরই নেই তাদের। নিজেদের কাজেই তারা নিমগ্ন, রাজ্যের অথরিটি সম্পন্ন যারা, তারা নিজ রাজ্যের আসন সামলাতেই ব্যস্ত, সময়ই নেই তাদের। ধর্ম নেতারা নিজ ধর্মকে রক্ষাথেই ব্যস্ত যে তাদের ধর্ম না প্রায়লোপ পেয়ে যায়। এই আমার-আমার-এর মধ্যেই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু তোমরা আহ্বানের পরিবর্তে বাবার সাথে মিলনের উৎসব পালন করছে। এই বিশেষত্ব বা মহানতা সকলেরই রয়েছে। এমন তো মনে করো না যে আমার মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব রয়েছে ? বা আমার তো কোনো গুণই নেই ! এ তো ভক্তদের কথা যে আমার মধ্যে

কোনো গুণ নেই। গুণের সাগর বাবার হয়ে যাওয়া মানেই হল গুণবান হওয়া। তো প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। আর বাবা সেই বিশেষত্বটিকেই দেখেন। বাবা জানেন যে-রাজপরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি যেমন এতটাই সম্পন্নতায় ভরপুর অবশ্যই হয় যে তারা কখনই ভিক্ষুক হতে পারে না। তেমনি গুণের সাগর বাবার সম্ভানরা বিশেষত্বহীন হবে এও সম্ভব নয়। তো সকলেই তোমরা হলে গুণবান, মহান, বিশেষ আত্মা, তোমরা হলে চৈতন্য তারামন্ডলের শৃঙ্গার। তো বুঝেছো তোমরা হলে কারা ? তোমরা নির্বল নয়, তোমরা হল বলবান। স্বমান অর্থাৎ স্ব-আত্মার মান। স্বমান এবং অভিমান- উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই সদা মানের সীটে সেট থাকো। আর অভিমানের সীটটিকে ছেড়ে দাও। অভিমানের সীটটি আপাতদৃষ্টিতে ওপরে ওপরে সুসজ্জিত, নয়ন লোভন, মনের মতন। কিন্তু সীটটির অভ্যন্তর কন্টক দ্বারা নির্মিত। এই অভিমানের সীটটি হল সেই রকম- একটা প্রবাদ আছে না- খেলেও পস্তাবে, না খেলেও পস্তাবে। দু' একজনকে দেখে ভেবে থাকো যে আমিও একবার একটু চেষ্টা করে দেখি না। অমুক অমুক ব্যক্তি তো অনুভব করেছে, আমিও করবো না কেন ? তখন না পারে ছাড়তে না পারে বসতে, কাঁটা যে বিঁধতে থাকে। তো এমন বহিরঙ্গের শোভা, ধোকা প্রদায়ী অভিমানের সীটে কখনোই বসার প্রচেষ্টা করো না। স্বমানের সীটে সদা সুখী, সদা শ্রেষ্ঠ, সদা সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব করো। নিজের বিশেষত্বটি হল বাবাকে চিনতে পারা বা জানা এবং বাবার সাথে মিলিত হওয়া- এটিকে সদা স্মৃতিতে রেখে সর্বদাই উৎফুল্ল থাকো। যেমন বলেছি যে চন্দ্রমা তারকাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন, এমনই ফলো ফাদার হও। আচ্ছা।

এইরূপ সদা স্বমানের সীটে স্থিত, সদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে বিশেষত্বের দ্বারা অন্যদেরকেও বিশেষ আত্মা বানিয়ে, চন্দ্রমা এবং জ্ঞান সূর্যকে সর্বদা অনুসরণকারী এইরূপ বিশ্বস্ত (বাকাদার), আন্তা পালনকারী (ফরমান বরদার), সুপুত্র বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং নমস্কার।

দাদীজীর প্রতিঃ- আপনিও তো সকলের বিশেষত্বকেই দেখেছেন, তাই না ! সফরকালে কী দেখেছেন ? ছোটো বড় প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে দেখেছেন। তো বিশেষত্বের বর্ণনা কালে এবং শ্রবণকালে প্রত্যেকে কত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ? সকলে কেমন উৎফুল্ল হয়ে শুনছিল ! (দাদীজী আম্বালা এবং ফিরোজাবাদের মেলার সমাচার বাপদাদাকে শুনিয়েছিলেন)। এইভাবেই যদি সর্বদাই সকল বিশেষত্বের বর্ণনা করা হয় তবে কী হয়ে যাবে ? যেমন বিশেষ কোনো কার্যে খুশীর বাজনা বাজে, তেমনি ব্রাহ্মণ পরিবারের চারিদিকে খুশীরই নানান প্রকারের বাদ্য বাজতে থাকবে অর্থাৎ সঙ্গীত বাজতে থাকবে। সফর তো বেশ শট এবং সুইট ছিল। খুশির খনি নিয়ে সকলকে খুশীতে ভরপুর করে এসেছে। প্রতিটি স্থানের হিন্মত, উৎসাহ-উদ্দীপনায় একের থেকে অপরটি শ্রেষ্ঠ। বাবাও বাচ্চাদের হিন্মত এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রত্যেক বাচ্চার মহিমায় গুণের পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আচ্ছা !

পার্টীদের সাথেঃ- প্রত্যেকে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে জানো তো ? কত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কর্মের দ্বারা নির্মাণ করছে। যত শ্রেষ্ঠ কর্ম হবে ততই ভাগ্যরেখাও প্রশস্ত এবং স্পষ্ট হবে। যেমন হস্তরেখা বিশ্লেষণ করা হয় তখন কী দেখে ? রেখা টানা ভাবে গেছে তো ? কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি তো ? এখানেও ঠিক তেমনি যদি সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম যে করবে তার ভাগ্যের রেখাও প্রশস্ত এবং চিরকালের জন্য স্পষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ হয়, কখনো কখনো সাধারণ হয়, তবে রেখাতেও মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ পড়বে। অবিনাশী হবে না। কখনো থামবে, কখনো চলবে। সেইজন্য সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো। বাবা তো ভাগ্য গঠনের উপকরণ দিয়েই দিয়েছেন, তা হল- শ্রেষ্ঠ কর্ম। কত

সহজ হল তাহলে ভাগ্য গঠন করা। শ্রেষ্ঠ কর্ম করো এবং পদমাপদম ভাগ্যবানের ভাগ্য লাভ করো। শ্রেষ্ঠ কর্মের আধার হল শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বাবার স্মৃতিতে থাকা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম হওয়া। এইরূপ ভাগ্যবান তো তোমরা ? ভাগ্যবান তো সকলেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ না সাধারণ, তাতেই নম্বর রয়েছে। তো চিরকালের জন্য ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করে নিয়েছো, নাকি ছোটো সে রেখা? লম্বা তো? অবিনাশী তো ? মাঝে মাঝে ছেদ হয়ে যাচ্ছে- এমন ন্য তো ? একটানা তো ? এমন ভাগ্যবান হও। এই সময়েরও ভাগ্যবান, অনেক জন্মেরও ভাগ্যবান।

২. সকলে নিজেকে এই ড্রামার মধ্যে বাবার স্নেহী এবং সহযোগী আত্মা- এমন মনে করে চলো ? আমাদের আত্মাদের এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে- এই বৃত্তি(অকুপেশন) সর্বদা স্মরণে থাকে ? লৌকিকেও যেমন কোনো পেশাদার এবং বড় মাপের ব্যক্তির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেকে কত উঁচু বলে অনুভব হয়, অথচ তোমাদের ভূমিকা তো এখানে দেখো স্বয়ং পিতার সাথে তোমার সহযোগিতার কাজ। তাহলে কত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল তোমার ভূমিকা। এমন মনে হয় ? আগে তো কেবল ভগবানকে ডাকতে যে একটু যদি দর্শন হয়, সেই ইচ্ছাই তো রাখতে তাই না ? অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা বা সংকল্পেও তো ভাবতেই পারতে না, অসম্ভব বলে মনে করতে। কিন্তু তখন যেটা অসম্ভব ছিল, সেটাই এখন সম্ভব এবং বর্তমানে ঘটেছে। তো এই স্মৃতি থাকে ? সব সময় থাকে, নাকি কখনো কখনো ? কখনো যদি হয়, তাহলে কি প্রাপ্তি হবে ? কখনো কখনো রাজ্যভাগ্যই লাভ হবে। কখনো রাজা হবে, কখনো প্রজা হবে। যিনি সব সময়ের সহযোগী হবেন, তিনিই সব সময়ের রাজা হবেন। বাবা যত সময়ের গ্যারেন্টি দিয়েছেন, আধা কল্প তাতে সদাকালের রাজ্যপদের প্রাপ্তি করতে পারবে। তবে রাজযোগী না হলে রাজ্যও পাবে না। সুযোগ যখন চিরকালের তবে স্বল্প সময়ের জন্য কেন নাও। আচ্ছা।

৩. সঙ্গম যুগকে নবযুগও বলা যেতে পারে। কেননা সব কিছু নতুন যে হয়ে যায়। নবযুগের যারা তাদের প্রত্যেকের চালচলনও হবে নবীন। ওঠা, বসা, চলাফেরা- সবই নবীন। নবীন অর্থাৎ অলৌকিক। নতুন সংস্রব, নতুন বিষয়, সবকিছুই নতুন হয়ে গেল না যেমন স্মৃতি তেমনি স্থিতি হয়ে গেল। বিষয়ও নতুন, মিলনও নতুনদের সাথে। সব কিছুই নতুন। দেখবে, তাও আত্মা আত্মাকেই ! আগে তো শরীরকে দেখতে, এখন আত্মাকে দেখবে। আগে সম্পর্কে আসতে যখন তো অনেক বিকারের ভাবনা থেকে আসতে। এখন ভাই-ভাই-এর দৃষ্টি থেকে সম্পর্কে আসো। এখন বাবার সাথী হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণদের ভাষাও নতুন। তোমাদের ভাষা এই দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে না। আর যদি বলা যে ভগবান এসেছেন- তবে তো আকাশ থেকে পড়ে বুঝতেই পারে না। বলে কী সব বলছো ! তো তোমাদের সকল কথাই এখন নতুন, সেইজন্য প্রতিটি সেকেন্ডে নবীনতা নিয়ে এসো। এক সেকেন্ড পূর্বে যে অবস্থা ছিল, দ্বিতীয় সেকেন্ডে যেন না থাকে, তার থেকে এগিয়ে যাও। একেই বলা হয় ফাস্ট পুরুষার্থী। যে কখনো আরোহী কলাতে, কখনো নিবৃত্ত কলাতে থাকবে, তাকে প্রথম নম্বর পুরুষার্থী বলা যাবে না। প্রথম নম্বর পুরুষার্থীর লক্ষণ হবে- প্রতি সেকেন্ড, প্রতি সংকল্পে, আরোহী কলা। এখন ৮০ শতাংশ হলে এক সেকেন্ড পরেই ৮১ শতাংশ হবে, তা নয়। ৮০ তো ৮০ ই। আরোহী কলা অর্থাৎ সদা এগিয়ে চলা। ব্রাহ্মণ জীবনের কাজই হল নিজেও এগিয়ে চলা এবং অপরকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তোমাদের আরোহী কলাতে রয়েছে সকলেরই কল্যাণ। এতটাই দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের সকলের উপরে। আচ্ছা- ওম শান্তি।

বরদানঃ- ব্যর্থের লিকেজকে সমাপ্ত করে সমর্থ হয়ে স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হও
সঙ্গম যুগে বাপদাদা দ্বারা যত খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে সেই সকল খাজানাকে ব্যর্থ হওয়া থেকে
বাচালে স্বল্প ব্যয়ে বৃহত্তর মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে যাবে। ব্যর্থকে বাচানো অর্থাৎ সমর্থ হওয়া।
যেখানেই সমর্থী সেখানেই ব্যর্থ হয়ে যাবে- এ হতে পারে না। ব্যর্থের যদি লিকেজ থাকে, তবে যতই
পুরস্বার্থ করো, পরিশ্রম করো, কিন্তু শক্তিশালী হতে পারবে না। সেইজন্য লিকেজকে চেক করে সমাপ্ত
করো তবে ব্যর্থ থেকে সমর্থ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- প্রবৃত্তিতে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা- এটাই হল যোগী বা জ্ঞানী আত্মার চ্যালেঞ্জ।

" মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যদি নিজের স্বধর্মে স্থিত হয়ে একজন অন্যজনকে ওম্ শান্তি বলো তাহলে এও একজন অন্য জনকে সম্মান জানানো হয় । "

প্রশ্ন:- ভক্তিমাৰ্গে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা হয়, আর এখানেও তোমরা বাচ্চারা তোমাদের শিববাবাকে ভোগ নিবেদন করো এই নিয়ম কেন চালু হয়েছে ?

উত্তর:- কেননা এও শিববাবাকে সম্মান জানানো । যদিও তোমরা জানো যে তোমাদের শিববাবা নিরাকার, তিনি অভোক্তাও । তিনি খান না কিন্তু তোমাদের এই ইচ্ছা তাঁর কাছে পৌঁছায় । বাবা হলেন সবার সঙ্গতিদাতা এবং তিনি পতিত -পাবনও । সুতরাং তাঁকে অবশ্যই ভোগ নিবেদন করা প্রয়োজন ।

গীত :- আমাদের এই তীর্থ পৃথক

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের হৃদয়েও এই ধ্বনি উঠেছে ওম্ শান্তি । যেমনভাবে কাউকে " নমস্কার " জানানো হয় । যাকে জানানো হয় তিনিও তার পরিবর্তে প্রতি নমস্কার জানান । এখানে বাবা বলেন ওম্ শান্তি । তখন সমস্ত আত্মারূপী বাচ্চাদের হৃদয় থেকেও বেরোবে ওম্ শান্তি অর্থাৎ আমরা আত্মারা শান্ত স্বরূপ । বাবার কথায় সারা তো দিতেই হবে । এ হলো বাবার কথার উত্তর । তোমরা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই অর্থসহিত এমনভাবে বলতে পারবে না । জ্ঞানসূর্য্য বাবা তোমাদের বলেন ওম্ শান্তি । জ্ঞান রূপী চন্দ্রও বলে ওম্ শান্তি । জ্ঞানরূপী তারারাও বলে ওম্ শান্তি । এই তারার মধ্যে সমস্ত কিছুই এসে যাবে । এখন তোমরা বাচ্চারা নিজেদের স্বধর্মকে জানতে পেরেছো যে তোমরা হলে শান্তস্বরূপ আত্মা এবং তোমরা সকলেই শান্তিধামের নিবাসী । এই বিষয়ে তোমরা এখন নিশ্চিত হয়েছো । তোমরা এখন খুব ভালোভাবে আত্মাকে জানতে পেরেছো । বরাবর এই কথা প্রচলিত আছে যে, মহান আত্মা, পাপ আত্মা । আত্মারাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । কিন্তু এই আত্মার যথার্থ পরিচয় তোমরা ছাড়া দ্বিতীয় কেউই জানে না । তোমরা আত্মারা খুবই ছোটো । তোমরাই ৮৪ জন্মের অভিনয় করো । এইসব কথা না তোমরা জানতে না অন্য কেউ । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে রয়েছো । বাবাকে তোমরা নিজের করে নিয়েছো । তোমরা বাচ্চারা বাবাকে নিজের করেছো বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়ার জন্য ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমাদের আত্মাদের বেহদের বাবা এখন এই ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন, এবং এই শরীরে এসে তিনি এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । আগের কল্পেও এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম অর্থাৎ সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হয়েছিলো । এই

স্থাপনার কাজ প্রতি কল্পে বাবাই করেন তাই তাঁকেই ভগবান বলা হয় । এই ভগবান শিববাবার থেকেই সকলে এই কামনা করে, বাবা আমাদের দুঃখ হরণ করো এবং সুখ দান করো । যখন মানুষ সুখ পেয়ে যায় তখন ভগবানের কাছে চাওয়ার আর প্রয়োজন পরে না । এখন এখানে সবাই ভগবানের কাছে সুখ চাইছে কারণ তারা সবাই দুঃখে আছে । সত্যযুগে কিছু চাইবার প্রয়োজন পরে না কারণ বাবা এখান থেকেই তোমাদের সবকিছু দিয়ে পাঠিয়ে দেন, তাই সত্যযুগে কেউ বাবাকে স্মরণ করে না । বাবা বলেন যে আমি বাচ্চাদের সুখধাম অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা বাচ্চারাও জানো যে এই বাবার থেকে তোমরা আবার সুখধামের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে। তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখ গ্রহন করছো । ভক্তিমার্গ কেমন করে চলে তাও বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । মনুষ্য সৃষ্টির এই ঝাড়ের উত্পত্তি, তার পালন এবং তার সংঘার কেমন করে হয় বা এই নাটকের আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য কি তাও বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । এই দুনিয়া হলো সাকারী দুনিয়া আর পরমধাম হলো নিরাকারী দুনিয়া । বাচ্চারা বুঝে গেছে যে তারা পুরো অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করে এসেছে । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে । বাবার এই বর্ষা বা সম্পত্তি এই সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায় । এই কথা বাচ্চাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে তোমরা এখন সঙ্গম যুগে অবস্থান করছো । দ্বিতীয় কেউই এই কথা বুঝতে পারবে না । যতক্ষণ না তোমরা তাদের বাবার পরিচয় দান করছো পুরোনো দুনিয়ার বদল হয়ে অবশ্যই নতুন দুনিয়া আসে তাই অবশ্যই এই সঙ্গম যুগের প্রয়োজন হয় । এই পুরোনো দুনিয়াকে লৌহ যুগও বলা হয় । তোমরা জানো যে, প্রথমে এই দুনিয়াতে একই ধর্ম ছিল । নতুন দুনিয়াতে শুধু ভারত খণ্ড থাকবে এবং সেখানে খুব কমই মানুষ থাকবে । নতুন দুনিয়াকেই স্বর্গ বলা হবে । এই কথাতেই সিদ্ধ হয় যে নতুন দুনিয়াতে নতুন ভারত হবে । এখন পুরোনো দুনিয়াতে ভারত পুরোনো হয়ে গেছে । গান্ধীও বলতেন, নতুন দুনিয়া নতুন ভারত হোক, নতুন দিল্লী হোক । এখন নতুন ভারত বা নতুন দিল্লী নেই । নতুন ভারতে তো লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব হবে। এখন এই ভারতের উপর রাবণের রাজত্ব বিরাজ করছে । এই কথাও তোমাদের লেখা উচিত নতুন দুনিয়া, নতুন দিল্লী । এই সময় থেকে এই সময় অবধি এই রাজত্ব কাল চলবে । এই কথা তারাই বুঝিয়ে বলতে পারবে যারা এই নতুন দুনিয়া নিয়ে আসার নিমিত্ত হবে । ব্রহ্মার দ্বারা এই নতুন দুনিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয় , যেই স্বর্গের বর্ষা নেবার জন্য তোমরা এখানে আসো । শিববাবা তোমাদের যুক্তি বলে দেন আর পুরুষার্থও করান । তোমরা মধুবনে বাবার সঙ্গে মিলন করতেও আসো আবার সেন্টারে গিয়েও এই পড়া করো । কিন্তু তোমাদের মন চায় তোমরা মধুবনে এসে বাবার সঙ্গে মিলন করো । সেন্টারে তোমাদের মানুষের মানুষের সঙ্গে মিলন হয় । আর এখানে তোমরা বলো আমরা শিববাবার সঙ্গে মিলনের জন্য যাচ্ছি । তোমরা বলবে বাবা হলো নিরাকার । আমরা আত্মারাও নিরাকার । আমরা এই পৃথিবীতে অভিনয় করার জন্য আসি । যার অনেক নাম হয় সে খুব ভাল অভিনেতা । ভগবানেরও তো অনেক নাম, তাই না ? একমাত্র নিরাকার শিববাবা ছাড়া আর কাউকেই ভগবান বলা যাবে না । ভগবানের সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি নিরাকার । ভগবানের পূজা হয় আবার আত্মাদেরও পূজা হয় । রুদ্র যজ্ঞের রচনা করা হয় না ? মানুষ মাটি

দিয়ে শালিগ্রাম বানায় । পাথরেরই বানানো হোক বা মাটি দিয়েই বানানো হোক , মাটি দিয়ে সহজে ভেঙ্গে আবার নতুন করে বানানো যায় । দুনিয়ার লোক তো জানেই না যে রুদ্র যজ্ঞে কতো আত্মাদের পূজা করা হয় । বাচ্চারা তো অনেকেই আছে । ভারতে এখন ভগবানের বাচ্চারা আছে, তাই তারা তাদের বাবাকে স্মরণ করে । শিববাবা বলেছেন যে তিনি এই ভারতেই আসেন । তোমরা কিছু বাচ্চারা যারা বাবার বাবার সাহায্যকারী বা ঈশ্বরের সহযোগী হও, তাদেরই পূজা ভক্তরা শালিগ্রামের রূপে ভক্তিমার্গে করে থাকে । যে যজ্ঞ রচনা করা হয় ছোটো বা বড় দুধরনেরই হয় । বড় বড় সাহকারেরা বড় যজ্ঞ রচনা করে । এমন যজ্ঞ তারা লাখ লাখ রচনা করে । ছোটো যজ্ঞ 5-10 হাজার রচনা করা হয় । শেঠ যেমন হয় , যজ্ঞও ঠিক তেমন হয় , আর শালিগ্রামও তেমন বানানো হয় । শিব একজনই , বাকি সবাই শালিগ্রাম, আর এই যজ্ঞ করতে অনেক ব্রাহ্মণও চাই । এই যজ্ঞ অনেকেই দেখেছে । তোমরা জানো, বাবা এখন তোমাদের এই জ্ঞান দান করে সেবা করছেন, আবার তোমরাও এই জ্ঞান দান করে অন্য মানুষদের সেবা করছো , তাই ভক্তিমার্গে তোমাদের পূজারও প্রচলন আছে । এখন তোমরা সেই পূজ্য অবস্থাকে প্রাপ্ত করছো । আত্মারা তাদের বাবাকে বলে, বাবা, আপনি তো সর্বদাই পূজ্য । আমাদেরও আপনি পূজ্য বানাচ্ছেন । তোমরা পূজ্য আত্মারা যখন সত্য যুগে শরীর ধারণ করবে তখন তোমাদের পূজ্য দেবী দেবতা বলা হবে । আত্মারাই পূজ্য বা পূজারীর জীবন পায় । বাবা একবার এই সঙ্গমযুগেই আসেন । আর বাকি কল্পে বাবা কখনোই আত্মাদের পড়ান না । আত্মারাই এই শরীরের দ্বারা শোনে । যেমনভাবে আত্মারা শরীরের দ্বারা শোনে, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রীম আত্মা শিববাবারও শোনার জন্য শরীরের আধারের প্রয়োজন হয় । এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারাই তোমাদের তিনি রাজযোগ শেখান । বাবার তো নিজের শরীর হয় না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও সুক্ষ্ম শরীর আছে । এই দুনিয়াতে সকলেরই নিজের নিজের শরীর আছে । এই দুনিয়া হলো সাকারী দুনিয়া । শিববাবা হলেন নিরাকারী । তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, এমনকি প্রেমের সাগরও । তিনি এসে সকলকে পতিত থেকে পবিত্র বানান । এতে প্রেরণা দেবার কোনো কথাই থাকে না । শিববাবা যদি প্রেরণা দিয়েই সকলকে পতিত থেকে পবিত্র বানান তাহলে তাঁর এই পৃথিবীতে এসে রথের (শরীর) আশ্রয় নেবার দরকারই নেই । শিবমন্দিরের সামনে ষাঁড় রাখা থাকে । মানুষের বুদ্ধি পাথরের মতো হয়ে যাওয়াতে তারা কিছুই বুঝতে পারে না । শিব মন্দিরে ষাঁড়কে কেন রাখা হয় ? গোশালা নাম আছে , কিন্তু শিব মন্দিরে ষাঁড়কে রাখা হয় । এই ষাঁড়ের উপর কে চড়বে ? কৃষ্ণের আত্মা তো সত্যযুগে আসে । তাঁর কি প্রয়োজন জন্তু জানোয়ারের উপর বসার ? মানুষ কিছুই বোঝে না । দ্রৌপদীও কিন্তু একজন ছিল না । এমন অনেক দ্রৌপদী আছেন যারা ঈশ্বরকে ডাকতে থাকেন । দুনিয়ার মানুষতো একটা গল্প বানিয়ে দিয়েছে যে, তার দূরবস্তার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাকে শাড়ি দান করেছিলো । এর অর্থও কেউ বোঝে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছো যে তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে বস্ত্রবিহীন হতে হবে না । মানুষ কোন কথা কোথায় নিয়ে গেছে । ভক্তিমার্গে এমন অনেক গল্প আছে । মানুষ বলে এই সমস্ত কথা অনাদি । পুনর্জন্ম নিতে নিতে সবাই শুনতে শুনতে আসছে । এই অনাদি ও কবে থেকে শুরু হয়েছে কেউই জানে না । মানুষ এও জানে না যে রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে । এর কোনো বর্ণনা শাস্ত্রে নেই । তোমরা সবাই

কতো সেবার কাজ করো । সূর্য্য, চাঁদ, তারা সকলেই আছে । সত্যযুগেও ছিলো, এখনও আছে । এগুলো কখনো বদলায় না । তোমরা এখন সবাই এই যুগ পরিবর্তনের নিমিত্ত হয়েছো । ভারতকে আবার তোমাদেরই অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দুনিয়ায় নিয়ে যেতে হবে । ভক্তিমার্গকে অজ্ঞানতার অন্ধকার বলা হয় । তোমাদেরই মহিমা করা হয় । তোমরাই এই পৃথিবীর উজ্জ্বল নক্ষত্র । যখন এই নক্ষত্ররা রয়েছে তখন সূর্য্য এবং চাঁদকে তো থাকতেই হবে ।

এ হলো তোমাদের আত্মাদের তীর্থস্থান । তোমরা এখানে এমন যাত্রা শুরু করেছো, যেখান থেকে তোমরা কোনদিন মৃত্যুলোকে আসবে না । এখন এখানে মৃত্যুলোক । এখানেই আবার অমরলোক হবে । দ্বাপর যুগ থেকে মৃত্যুলোক শুরু হয় । এখন তোমরা অমরলোকে যাবার জন্য বাবার থেকে সত্যিকারের অমর কথা শুনছো । তোমরা এখন জানো যে , তোমাদের আত্মাদের এই যাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক । তোমরা এখানে এসে এই পৃথক যাত্রায় যাবার জন্য পুরুষার্থ করো । শিববাবার স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । পৃথিবীতে তীর্থ যাত্রা করলে কোনো বিকর্ম বিনাশ হয় না । মাদক দ্রব্যের অভ্যাস মানুষের এমন হয়ে গেছে যে তীর্থ স্থানেও মানুষ লুকিয়ে এই দ্রব্য নিয়ে যায় । আজকাল আবার এই তীর্থ যাত্রায় অনেক খারাপ কাজও হয় । বেশিরভাগ মানুষই পতিত হয়ে গেছে । যেমন ব্রাহ্মণও পতিত হয়ে গেছে, তেমনই এই তীর্থ যাত্রীরাও পতিত হয়ে গেছে । যে পান্ডারা তীর্থ ভ্রমণ করিয়ে দেখায়, তারাও পবিত্র নয় । তোমরা তো পবিত্রই থাকো । তাই সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তোমরাই । তোমাদের আত্মা পবিত্র থাকে । বাবার এই স্মরণের যাত্রাতেই তোমরা পবিত্র হতে থাকো । তোমাদের সত্বপ্রধান হতে হবে । বাবা তোমাদের বার বার " মিষ্টি বাচ্চা " বলে ডাকেন । এই কথা শিববাবা আত্মাদের লিখে জানাচ্ছেন । বাবা বলছেন, " তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সত্বপ্রধান হয়ে সত্বপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে । বাবার মুখ্য নির্দেশ একটাই । সেই নির্দেশ কতো সহজ । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আর স্মরণ না করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না, তখন তোমাদের সাজা খেতে হবে । বাবা তো বলেন তোমরা যেখানেই যাও এই অবিনাশী কামাই তোমরা করতেই পারো । যে কোনো কাজই তোমরা করো, কিন্তু সবসময় বাবাকে স্মরণ করো । এ তোমাদের ভাগ্য বানাবার কামাই । বাচ্চাদের জন্য এ তো খুব সহজ পন্থা । এতে কোনো বিশেষভাবে নজর দেবার কোনো দরকারই নেই । শ্রীনাথের মন্দিরে সবাই শ্রীনাথের স্মরণ করে । সেখানে ভোগও নিবেদন করা হয় । কিন্তু সে তো পাথরের মূর্তি । ভোগও কাকে নিবেদন করা দরকার ? একমাত্র যিনি অধিকারী । তিনি একমাত্র শিববাবা । তিনি হলেন সবার সঙ্গতিদাতা এবং পতিত পাবন । বাবা বলেন আমি এইসব স্বীকার করি না । তোমরা আমার উপর জল সমেত দুধও ঢালো । ভোগও আমাকে নিবেদন করো । কিন্তু আমি তো নিরাকার, অভোক্তা । তোমরা আমার কি পূজো করো । আমার সামনে ভক্তরা ভোগ নিবেদন করে তারপর তারাই ভাগ করে খায় । তোমরা জানো যে শিববাবাকে অবশ্যই ভোগ নিবেদন করতে হবে । তারপর তোমরা ভাগ করে প্রসাদ খাও । এ হলো বাবাকে সন্মান দেওয়া । তোমরা শিব বাবাকে ভোগ নিবেদন করো । কারণ এ হলো শিব বাবার ভাণ্ডার । যাঁর ভাণ্ডার তাঁকে তো অবশ্যই ভোগ নিবেদন করতে হয় । তোমরা ভোগ নিবেদন করো কিন্তু তোমরা বাচ্চারাই আবার

প্রসাদ খাও । এই ব্রহ্মা খান , কিন্তু আমি খাই না । বাকি বাসনা তো সবার থাকে । ভোগ খুব সুন্দর হয়েছে । আসলে তোমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে । তাই ব্রহ্মা খেতে পারতেন । এই শরীর তো ব্রহ্মাবাবার । আমি খালি এই শরীরে এসে প্রবেশ করি । এই ব্রহ্মার মুখও আমিই কাজে লাগাই তোমাদের বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য । গোমুখ এই কথাও বলা হয় না ? বরাবর তিনি গোমাতা তুল্য । তোমরা জানো যে এই ব্রহ্মার দ্বারাই আমি তোমাদের বাচ্চাদের দত্তক নিই । ইনি একাধারে মাতা এবং পিতাও । কিন্তু মায়েদের কে সামলাবে ? তাই সরস্বতীকে নিমিত্ত রাখা হয়েছিলো, এই নাটকের নিয়ম অনুসারে । গুরু মাতাদের মহিমাও তো দরকার । এক নম্বর গুরু হিসাবে এনার নাম বিখ্যাত । গুরু ব্রহ্মা বলা হয় । যেমন বাবা , তেমন তোমরা বাচ্চারও হও । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে সত্যিকারের গুরু । তোমারই সকল মানুষকে স্বর্গের রাস্তা নির্দেশ করো । আত্মারাই তাদের মুখের মাধ্যমে অন্য আত্মাদের এই রাস্তা নির্দেশ করে যে, "মনমনাভব " , "মধ্যাজী ভব "। বাবা, মা, এবং বাচ্চারা সকলেই একই রাস্তা বলেন । তোমরা যখন বাবার সামনে থাকো তখন তোমাদের সবই মনে থাকে । কিন্তু যখন ঘরে ফিরে যাও তখন আবার সবই ভুলে যাও । এখানে এলে তোমাদের আনন্দ হয় যে বাবা তোমাদের কাছে আছেন । বাবা তোমাদের বলেন যে, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে সকলকেই এই পথ দেখাও যে, তোমরা মুক্তিধাম, বাবা এবং তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে / হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেদের মধ্যে একে অপরকে এবং বাবাকেও যথার্থ সম্মান দিতে হবে । যদিও বাবা অভোক্তা তবুও বাবার ভাণ্ডার থেকেই সমস্ত বাচ্চাদের পালন হয়, তাই বাবাকে তোমাদের নিবেদন করা ভোগ অবশ্যই স্বীকার করতে হয় ।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাহায্যকারী হতে হবে । বাবার সাথে বাবার এই সেবাকাজেও সাহায্যকারী হতে হবে । যখন তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরাও পূজার যোগ্য হবে ।

বরদান :- অধিকারীর স্থিতিতে স্থির হয়ে সর্ব শক্তির অনুভব করে প্রাপ্তিস্বরূপ হও ।

যদি বুদ্ধির সম্বন্ধ সর্বদা এক বাবার সঙ্গেই জুড়ে থাকে তাহলে অধিকারের সঙ্গে সর্ব শক্তির বর্ষা বা সম্পত্তি বাবার থেকে প্রাপ্ত করতে পারবে । যারা অধিকারী হয়ে সর্ব কর্ম করে , তাদের কোনো কিছু বলার বা সংকল্প করে বাবার কাছে চাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না । তারা অধিকারীর স্মৃতিতেই সর্ব শক্তিকে প্রাপ্তির অনুভব করতে পারে । তাই সর্ব শক্তি আমাদের জন্ম - সিদ্ধ অধিকার এই নেশা যেন সর্বদা থাকে । অধিকারী হয়ে যদি চলতে পারো তাহলে অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- নিজের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকেও পবিত্র বানানোর জন্য সমস্ত সম্বন্ধীয় সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হও ।

" মিষ্টি বাচ্চারা - এই ভারত ভূমি নিরাকার বাবার জন্মভূমি , এখানেই বাবা আসেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজত্ব প্রদান করতে । "

প্রশ্ন:- শিববাবা নিজের প্রত্যেক বাচ্চাকে দিয়ে কোন্ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন ?

উত্তর:-মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা করো যে , 'আমি কোনো বিকর্ম করবো না । পাঁচ বিকার আমি দান করে দিচ্ছি ।' অন্তরে ভয় থাকতে হবে - যদি দান দিয়ে আমি ফিরিয়ে নিই তবে অনেক পাপ হয়ে যাবে যার জন্য কড়া সাজা খেতে হবে । হরিশচন্দ্রের কাহিনীও এইভাবেই তৈরি হয়েছিল ।

ওম্ শান্তি । এই হলো বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট লাইফ (ছাত্র জীবন) । বাচ্চারা জানে যে আমি তাদের কাছে এসেছি । প্রতি কল্পে কল্পে এসে এই ভারতবাসী বাচ্চাদের রাজ্য-ভাগ্য গড়ে দিই । এই হলো ভারত ভূমি , এখানেই তো প্রতি কল্পে আমার আসা । নিজের ভূমির জন্য অনেক ভালবাসা আর শ্রদ্ধা থাকে । যেমন বিদেশের কোনও বিখ্যাত কারোর মৃত্যু হলে তাঁকে তাঁর স্বভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আবার এখানের বিখ্যাত কেউ বিদেশে মারা গেলে তাঁকে এখানে ফিরিয়ে আনা হয় স্বভূমির নাম উদ্ধ্বল করার জন্য । ভারতকে বলা হয় ভগবানের জন্মভূমি । তোমরা এও জানো যে যাঁকে ভগবান অথবা আল্লাহ্ , পরমাত্মা বলা হচ্ছে তাঁর সামনেই তোমরা বসে আছ । নাম তো অবশ্যই থাকতে হবে । আল্লাহ্ নামে ডাকলেও লিপ্সের পূজা হয় । ঈশ্বর বা খুদা বললেও তো অবশ্যই তাঁর নিশান চাই । সকলে লিপ্সের পূজা করে । চিত্রতেও আজকাল দেবতাদের সামনে পরমপিতা পরমাত্মার চিত্র লিপ্সরূপে দেখানো হয় । উঁনি হলেন সবচেয়ে উঁচুতে , উঁনি নিজে দেহরহিত , নিরাকার উঁনি মূর্তিবিশিষ্ট নন । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা কল্পে কল্পে তাঁর সামনে উপস্থিত হই শিক্ষা গ্রহণ করতে । ভগবানুবাচ অর্থাৎ ভগবান যখন বলছেন তখন তো তিনি অবশ্যই রাজযোগ সম্বন্ধে শেখাবেন । স্টুডেন্ট , যাঁদের তিনি রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে রাজা-রানী হয়েছিলেন । লড়াই ইত্যাদির কোনও কথা নেই , এই লক্ষ্মী -নারায়ণের বাদশাহী-র প্রাপ্তি কোনও লড়াইয়ের মাধ্যমে আসেনি । একেবারেই না । দুনিয়া জানেই না সত্যযুগে এঁদের রাজ্যলাভ কিভাবে হয়েছিল । তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পার আমরা বাবার থেকে রাজ্যভার নিতে চলেছি । আমরা তাঁরই সামনে বসে , ইনিই বাবা , কৃষ্ণ নন । কৃষ্ণ ছোট বাচ্চা , রচনা । বরাবরের মতো কৃষ্ণও এখন নিজের পদ প্রাপ্ত করতে চলেছে পরে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ নামে ভূষিত হবে । এই হলো সমস্ত পড়ার মূখ্য বিষয় । তোমরা জানো , বাবা আমাদের রাজযোগ শেখান । যেমন মানুষ , মানুষকে পড়িয়ে ব্যারিস্টার , ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে । মানুষই তো পড়ার পাঠ পড়ে । তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা মানুষ তবে পতিত । এখন বাবা আমাদের পবিত্র করে তোলেন এবং রাজ্যভার সাঁপে দেন ।

পবিত্র দুনিয়াই হবে নতুন দুনিয়া । সেখানেই হবে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার স্থাপন । এখন তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছ । লৌকিক বাবা যেমন বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে আদর করে বুঝিয়ে দেয় , ইনি , পারলৌকিক বাবাও বিচিত্র রূপে (নানা বিষয় ও রূপসমন্বিত) বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন । যাঁর জন্য তোমরা গেয়ে আসছ তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি ...তোমরা জেনেছ এই সময় ইনি নিজস্ব ভূমিকা পালন করছেন , ভক্তিমার্গে যা আমরা গানের মাধ্যমে বলি । তোমরা বলো যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি । চিঠিও লেখ - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মাবাবা । কাউকে পোস্ট দেখালে সে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে - তারা ভাববে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা এরকম তো কখনও শুনিনি । শিববাবা ব্রহ্মাতনে এসে বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করছেন , সামনে তিনি দাঁড়িয়ে । শিববাবা উপরে অধিষ্ঠান করেন । তিনি ব্রহ্মা দ্বারা যেমন আগেও স্থাপনা করেছিলেন , এখন আবারও ঠিক সেভাবে নতুন করে স্থাপনা করছেন । এখানে সংসার জীবন , ভোগের পথ । রাজবিদ্যা , ব্যরিস্টার পড়ান সেখানে ছেলে বা মেয়ে উভয়েই পড়ে । মেয়েরাও জজ , ব্যরিস্টার , ডাক্তার প্রভৃতি তৈরি হয় । এও এক প্রবৃত্তি মার্গ । সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ , সেটা আলাদারকম । বাবা এই সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন - শঙ্করাচার্য্য না এলে পবিত্রতার লেশমাত্র থাকত না । ভারত জলকণ্ঠে একেবারে শেষ হয়ে যেত । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে - ভারতকে রক্ষা করতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । ভারত অনেক পবিত্র ছিল , পরে অপবিত্রতা ছেয়ে গেছে । ভারত সব হারিয়ে এখন কাঙাল হয়েছে । বলা হয় সোনার লক্ষা সমুদ্রের নীচে চলে গেছে । লক্ষা তো এখন সোনার হতেই পারে না । বসে বসে এইসব কাহিনী লেখা হয়েছে যাতে কোনও লাভ হয়না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে চিরকাল বাবা আমাদের সহজভাবে স্মরণের বল দ্বারা কত উচ্চ করে গড়ে তোলেন । বাবা প্রতিজ্ঞা করেন , নিরন্তর স্মরণ করার পুরুষার্থ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে । ভক্তিমার্গেও তো স্মরণের মাধ্যমে পুরুষার্থ করেছ । স্মরণ কেন করতে হয় ? যাতে আমাদের সাক্ষাত্কার হতে পারে । স্মরণ কিন্তু এভাবে নয় যে , কৃষ্ণপুরীর বাদশাহী পাওয়া যাবে বা আমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাব , না , একেবারেই নয় । তোমাদেরও এই আশা ছিল , আমরা মানুষ থেকে দেবতা হব । গেয়েও থাকে মানুষ থেকে দেবতা করে ... তোমরা দেখতে পাও বরাবর কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসে । কলিযুগে মানুষের সংখ্যা বহুরও অধিক । সত্যযুগে এক ধর্মের স্থাপনা হবে । তোমাদের এখন আত্মা -পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো , দুনিয়ায় এমন একজন মানুষও নেই যার আত্মার জ্ঞান আছে । আত্মাতে ৮৪ জন্মের পার্ট কিভাবে গ্রথিত হয়েছে তা কেউ জানেনা । এইরকম শব্দও কেউ কখনও শোনেনি । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিতপাবন , নিরাকার । তোমরা জেনেছ আমরা আত্মারা এখন পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছি । সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মা । পাপ আত্মারা এখানে । অনেক দান -পুণ্য করলেই যে তাকে পুণ্য আত্মা বলা যাবে সেরকম কিছু নয় । পুণ্য আত্মা সব সত্যযুগেই বিরাজ করো এখানে যে মানুষ দানপুণ্য করে তাঁকে পুণ্য আত্মা মনে করে । ওখানে তোমাদের দানপুণ্য ইত্যাদি করার দরকারই থাকে না , কারন গরীব বলে ওখানে কেউ হয়না । সবসময়ে তোমরা ওখানে পুণ্য আত্মারূপে বিরাজিত । তোমরা তন , মন , ধন সব কিছু বেহদের বাবার উদ্দেশে দিয়ে দাও , যাকে আত্ম -বলিদান বলা হয়ে থাকে । বাবা জিজ্ঞেস করেন "প্রথমে আত্মবলি আমি দিই নাকি

তোমরা ?" বাবাই আবার উত্তর দেন - "প্রথমে তোমরাই আল্লাবলি দাও সেইজন্যই বলিদানের ফলস্বরূপ ২১ জন্মের বাদশাহী অর্জন করতে পার ।" এই সমস্ত কথা এখন তোমরা যথাযথ বুঝতে পার , সামনাসামনি বসে শুনছ যে ! ঘরে থেকে যে মুরলি শুনছ তা' তোমরা মাধ্যম দ্বারা দূর থেকে শুনছ । এখন তো বাবার সম্মুখে বসে আছ । বাবা বাচ্চাদের বলেন - "আমি তোমাদের বাবা । কোনও অন্ধশ্রদ্ধার কথা নয় । আমিই তোমাদের বাবা , তোমাদের শিক্ষক ।" বাবাকে যথার্থভাবে জানলে তিনি শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দেন , এই সারা জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে । ৮৪ চক্রের জ্ঞানও তোমাদের বোঝানো হয় । যার ৮৪ জন্মের চক্রে আসার পাট নেই সে এসব কিছুই বুঝবে না । তোমরা বুঝতে পারছ চিরকাল ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে আমরা ঘরে ফিরে যাই । বাবা বলেন - তোমরা , আল্লাহর অশরীরী এসেছিলে আবার অশরীরী হয়েই ফিরতে হবে । তোমরা পবিত্র আল্লায় পরিণত হয়ে ফিরে যাও । পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ । যোগবল অর্থাৎ স্মরণের বল দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে উঠবে । যোগ শব্দ শাস্ত্রে লেখা , আর সঠিক শব্দ হলো স্মরণ । স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে স্মরণ করে যেমন , উভয়েই স্মরণের দ্বারা যোগযুক্ত হয়ে থাকে , বুঝতে পারছ যোগ অর্থাৎ স্মরণ । বাবাও বলেন - মামেকম ইয়াদ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো এবং সকল সম্বন্ধীয় সম্পর্কের সাথে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে আমি , নিজের বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে নাও । স্মরণ করো । যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । চিরকাল প্রতি কল্পে ভারতের হস্তে বিশ্বের রাজত্ব ন্যস্ত হয়েছে । শিব জয়ন্তীও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ । যেমন বুদ্ধ , ক্রাইস্ট-এনাদের মতো আরও কারোর জন্ম-জয়ন্তী পালন হয় ঠিক তেমনই শিব-জয়ন্তী পালন হয় এবং এই শিব-জয়ন্তীই হয় উচ্চ থেকেও উচ্চ । কৃষ্ণ-জয়ন্তীও প্রসিদ্ধ । কিন্তু কৃষ্ণ সৃষ্টিতে এসে কি করেন এইসব কেউ কিছুই জানে না । কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন । অবশ্যই তাঁকে কেউ এমন কর্ম করতে শিখিয়েছিলেন যাতে সত্যযুগের রাজকুমার হতে পেরেছেন । ছোট শিশু তো পবিত্রই হয় । সেখানে বিকারের কোনও কথা হয়না , বাচ্চা শুদ্ধ থাকে । ভগবান তো একই নিরাকার , এক এবং অদ্বিতীয় । বাকি সব রচনা । রচনা দ্বারা কখনও রচনার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়না । বরসা অর্থাৎ সত্যযুগের রাজ্য অধিকার শিববাবার থেকেই প্রাপ্ত হবে । ভাই ভাইয়ের থেকে বরসা পেতে পারেনা । তোমরা সব ভাই-ভাই , ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ । বাবা তো একমেবাদ্বিতীয়ম (এক এবং অদ্বিতীয়) , সত্যযুগের রাজ্য অধিকার তাঁর থেকেই তো পাওয়া যায় । সব ভাইদেরই সদগতিদাতা এক বাবাই । সব আল্লাদের বাবার থেকে বাদশাহী প্রাপ্তি হচ্ছে । বাবা বলেন - আমি এসে আল্লাদের পড়াই , আল্লাদের সদগতি প্রদান করি । বাবা স্বয়ং রাজযোগ শেখান । এই পাঠাভ্যাসের দ্বারা পদপ্রাপ্তি তোমরা এখানে পাবেনা । ব্যারিস্টার ইত্যাদি এই জন্মের প্রাপ্তি , আবারও অন্য জন্ম নিয়ে আবারও পড়ে । তোমরা জানো এই আধ্যাত্মিক পাঠাভ্যাসে আমরা ২১ জন্মের জন্য প্রারম্ভ ভোগ করি । ওখানে সত্যযুগে ডাক্তার ইত্যাদি কেউ হয়না । ওখানে রোগভোগের বালাই নেই । ওখানে তোমরা গর্ভমহলে থাক । এখানে গর্ভজেলে থাক যেখানে অনেক সাজা পেতে হয় , তখনই সবাই ডাকতে থাকে এই অন্ধকারময় জেল থেকে বাইরে নিয়ে এস , আমরা আর ভুল করবনা, ধর্মরাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো এখানে তোমাদের শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা আমরা আর কোনও বিকর্ম করবনা।

পাঁচ বিকারের ভারার্ণ করে দিলাম । বাবা জানেন যে বিকার এইভাবে চট-জলদি শেষ হওয়ার নয়। অন্তরে ভয় থাকতে হবে, আমরা বিকার দান করে আবার নিয়ে নিলে বড় পাপের বোঝা চেপে যায়। রাজা হরিশচন্দ্রই এর উদাহরণ । বাবা জানেন ৫ বিকার এইভাবে যাবেনা , সময় লাগবে । তোমাদের কর্মাজীত অবস্থায় লড়াই শুরু হবে । এই পাঁচ বিকারই হলো সবচেয়ে বড় শত্রু । তার মধ্যে মুখ্য হলো এক, দেহ-অভিমান, এর দান দেওয়া বড় কঠিন । বাবা বারবার বলছেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি-বাবাকে স্মরণ কর । কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছেনা । দেহ-অভিমानी হওয়ার কারনে কামবিকারের পাকচক্রে পড়ে । দেহ-অভিমান সবচেয়ে জোরালো । দেহী-অভিমानी হতে দৃঢ় ও অবিরাম উদ্যম আর সাধনা করতে হয় । মুখ্য দেহ-অভিমান-এর অর্থাৎ কামবিকারে জড়িয়ে যাওয়ার জন্যই পাপ হয় । দানে পাঁচ বিকারকে উত্সর্গ করতে সময় ব্যয় হয়ে যায় । সাজন ব্যতীত সজনীরা যেতে পারেনা , মুক্তিধামে । সর্বাগ্রে শিবসাজনকে পরমধাম থেকে আসতে হয় । তারপরে পতিত আত্মাদের পবিত্র করে সাজন সকল আত্মাদের নিয়ে যান । কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছনো পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে । দেহ-অভিমান এসে গেলে আবারও ভুল হয়ে যায় । বলে , বাবা দেহ-অভিমানে এসে বিকারে পড়েছি । তুফান নিয়ে মায়া তো সামনে আসবেই , কিন্তু বিকারের সংকল্প এলেও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও কোনও পাপ যেন না হয় । মায়াজিত হতে অনেক অধ্যবসায় লাগে । বাবা বলেন - বিবাহ বন্ধনে থেকেও যদি পবিত্রতা ধারণ করে চলতে পার তবে তা সন্ন্যাসীদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হবে । ত্যাগ আর ধারণের সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যাওয়াতেই তোমার আমদানি । পবিত্রতা রক্ষা করতে পারলে উচ্চতর পদ পাওয়া যাবে । তখন নিজে থেকে সব তোমাতেই উত্সর্গ করে দেবে । বাবাও মহিমা করেন । পবিত্র থাকলেও কিন্তু স্মরণের অভ্যাস জারি রাখতে হবে । যোগ মুহূর্ত্ত বিঘ্নিত হয় , দেহ-অভিমান এসে যায় । পবিত্র থাকা অত্যন্ত জরুরী , পবিত্রতার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়াতে রাজত্ব করার অধিকার পাবে । কিন্তু মায়াও তার প্রভাব বিস্তার করবে , নানাভাবে আঘাত হানবে । বাবা বোঝাতে থাকেন এই সবই অবশ্যম্ভাবী । বাহাদুরি দেখালেও কিন্তু সাথে সাথে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে । যাঁরা পুরুষার্থ করার শ্রেষ্ঠ কারিগর মায়া তাঁদেরই বারেবারে বিরক্ত করে । স্মরণের পথে নানাবিধ সমস্যা আসে । যাঁরা এই পথে টিকে থাকতে পারেন তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হয় অনুভবের কথা । কি তারা বুঝেছেন , কিভাবে থাকেন । স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয় । এই কথা একেবারেই আলাদা , নতুন । এখানে বসে আছ তাই নেশাও উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ বাবার সম্মুখে বসে থাকায় তোমাদের পুরুষার্থ করার ইচ্ছাও প্রবল । তোমরা এও বুঝতে পার ভগবান একই , নিরাকার এবং তিনি কৃষ্ণ নন । বাস্তবে কৃষ্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রে লেখা হয়ে থাকে - খুঁটির সাথে বাঁধা , কারন এই-এই দুট্টুমি করেছে . . . সেরকম কোনও ঘটনা হয়ই না। এরা কৃষ্ণেরও গ্লানি করে , অপমান করে । কৃষ্ণের মধ্যে কোনও অপগুণ ছিলনা । চঞ্চলতা ! সেও তো একরকম অপগুণেরই সামিল । কৃষ্ণ তো একেবারে মর্যাদাপূর্ণ পুরুষোত্তম । তাঁর মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণসম্পন্ন . . . গাওয়া হয়ে থাকে গুরু ব্রহ্মা , গুরু বিষ্ণু . . . তোমরা বলো , আমাদের কোনও গুরু নেই । আমরা এনাকে না গুরু না ঈশ্বর বলে মানি । পতিতপাবন তো একই , নিরাকার। সাকার গুরু কোনও পতিতপাবন হতে পারেনা । এখন তো তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার পুরো জীবন

রহস্য জেনেছ। ৫ হাজার বছরের মধ্যে শিববাবার ভূমিকা কি - তা তোমরা জেনেছ, বাবা দ্বারা বাবা তো জ্ঞানসম্পন্ন তাই না! সুখ - শান্তি, আনন্দের সাগর . . . এই মহিমা করা হয় শিববাবার উদ্দেশে। বাবার কাছে ধনরত্নের সম্ভার (বাবার অষ্ট শক্তি আর সপ্ত গুণ) আছে যখন তা অবশ্যই বাচ্চাদেরই প্রদান করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি / সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো ভুল করা চলবে না। পবিত্র থাকার সাথে সাথে স্মরণেও মজবুত হতে হবে।

২) সদা পুণ্য আত্মা হতে তন - মন - ধন দ্বারা বাবার কাছে আত্ম বলিদান করতে হবে। একবার আত্মাকে সমর্পণ করতে পারলে ২১ জন্মের জন্য পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়ে যাবে।

বরদান :- নিজের স্মৃতি, বৃত্তি এবং দৃষ্টিকে অলৌকিক বানানোর কারিগর হয়ে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হও।

বলা হয়ে থাকে - " যেমন সংকল্প তেমন সৃষ্টি "। নতুন যে সৃষ্টি রচনা করার নিমিত্ত বিশেষ আত্মারা রয়েছে তাদের এক - এক সংকল্প শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অলৌকিক হতে হবে। যখন স্মৃতি - বৃত্তি এবং দৃষ্টি অলৌকিক হয়ে যায় তখন এই দুনিয়ার কোনও ব্যক্তি বা কোনও বস্তু নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে পারেনা। যদি আকর্ষিত করে তবে বুঝতে হবে অলৌকিকতার ভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। অলৌকিক আত্মারা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকবে।

স্নোগান :- হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ বা শক্তি সমাহিত হলে তবে মনে কোনও সমস্যার আভাসমাত্র হবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরোনো দুনিয়ায় মানুষেরা যেরকম আশাবাদী হয় , সেইরকম আশাবাদী তুমি
হয়ো না, কারণ এই দুনিয়ার বিনাশ হবে "

প্রশ্ন:- সঙ্গমযুগে কোন্ আশা রাখলে সেইসব আশা সদা কালের জন্য পূরণ হয়ে যায় ?

উত্তর:-আমাদের পবিত্র হয়ে, বাবাকে স্মরণ করে ওঁনার কাছ থেকে পুরো অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করতে হবে , শুধু এইটুকু আশা যেন থাকে । এই আশার দ্বারাই সদা কালের জন্য সব আশা পূরণ হবে । আয়ুষ্মান ভব , পুত্রবান ভব , ধনবান ভব -- সকল বরদান প্রাপ্ত হয়ে যাবে । সত্যযুগে সব কামনাই পুরো হবে ।

গীত:- তুমিই মাতা পিতাও তুমি

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মাদের প্রতি পরমপিতা পরমাত্মা এইসব বোঝাচ্ছেন । তুমি জানো বেহদের বাবা আমাদের বরদান দিচ্ছেন । সেই লোকেরা আশীর্বাদ দেয় পুত্রবান ভব, আয়ুষ্মান ভব, ধনবান ভব । তোমার আয়ু অনেক বড় । সেখানেও পুত্র হবে , তারা হবে সুখদাতা । এখানে যেসব বাচ্চারা আছে , তারা সকলেই হল দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বেহদের বাবা বেহদের সুখের বর্সা দিচ্ছেন । ঠিকই আমরা আয়ুষ্মান ধনবান হবো । এখন কোনো কামনা অথবা ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করো না । ধনের ইচ্ছাও পোষণ করো না । অনেক ধন হবে , ভালো চাকরী প্রাপ্ত হোক এইসব ইচ্ছা রেখো না । পেট তো একটা রুটি খায় , তাই বেশী লোভে থাকা উচিত নয় । বেশী ধন হবে তো সেইসবও শেষ হয়ে যাবে । বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । এবার বাবা বলেন যে "দাও দান তো ছুটে গ্রহন অর্থাৎ গ্রহন মুক্ত হও "। এবার বাবা কোন্ দান দিতে বলছেন ? পাঁচটি বিকার , এই দান দিলেই গ্রহচারী মুক্ত হওয়া যায় । আর তুমি ষোলকলা সম্পূর্ণ হবে । তুমি জানো আমাদের সর্বগুণসম্পন্ন , ষোলো কলা সম্পূর্ণ সবকিছু এখানেই হতে হবে । পাঁচ বিকার সেই কারণে দানে দেওয়া দরকার । বাচ্চাদের বাবা বলেন যে মিষ্টি বাচ্চারা বেহদের বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত করা অধিকারের ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছাই পোষণ করা উচিত নয় । খুবই অল্প সময় আছে ,

কথিতও আছে, সময় বড়ই অল্প । অল্প সময় আছে এই বিনাশের, এইজন্য পুরানো দুনিয়ায় কোনো ইচ্ছা পোষণ করো না । বাবাকে অনবরত স্মরণ করতে থাকো । স্মরণের ফলেই বাচ্চারা সতোপ্রধান হবে । এই দুনিয়ায় মানুষ যেরকম আশা অথবা ইচ্ছা রাখে , সেইসব কোনোও ইচ্ছাই পোষণ করা উচিত নয় । ইচ্ছা শুধু রাখতে হবে যে কিভাবে আমরা শিববাবার কাছ থেকে নিজের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবো । কাউকেই কখনো দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । একে অপরের সাথে কাম কাটারি চালানো-- হল সবচেয়ে বড় দুঃখ । এইজন্য সন্ন্যাসীরা স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যায় আর বলে ত্যাগ করেছে । এই সময়ে রাবণ রাজত্ব সকলে হয় পতিত আর পাপাত্মা ।

এখন সময় বড়ই কম । এখনও যদি তুমি বাবার শ্রীমতে না চলো তবে শ্রেষ্ঠ হবে না । বাচ্চাদের উচ্চ থেকে উচ্চ হতে হবে । এইজন্য পাঁচ বিকারকে দানে দিতে হবে তাহলে তোমরা গ্রহন মুক্ত হয়ে যাবে । সকলের ওপরেই গ্রহের দশা রয়েছে, একদম কালো হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে যদি আমার দ্বারা বর্সা প্রাপ্ত করতে চাও তাহলে পবিত্র হও । দ্বাপর থেকে তুমি পতিত হতে হতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে । সেইজন্যই তো গাইতে থাকো যে পতিত পাবন এসো , এসে আমাদের পবিত্র করো । তাই বাবা আদেশ দেন যে বাচ্চারা এবার আর পতিত হয়ো না । কাম মহাশত্রুর হাত থেকে বিজয়ী হও । এর কারণে তুমি আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করেছে । বাবা বলেন যে স্বর্গে তুমি একদম পবিত্র ছিলে। এবার রাবণের মতে পতিত হওয়ার কারণে দেবতাদের সামনে গিয়ে তাদের মহিমা করতে থাকে যে আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর আমরা হলাম বিকারী । নির্বিকারী হলে সুখই সুখ হবে । বাবা বলেন যে এবার আমরা (বাপদাদা) এসেছি তোমাদের বাচ্চাদের নির্বিকারী করতে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের সব ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে । নিজের ব্যবসা ইত্যাদি ভালো করে করো আর দু'একজনকে জ্ঞান অমৃত সুধা পান করাও । গাওয়াও হয় যে অমৃত সুধা ত্যাগ করে বিষ কেন গ্রহণ করা হয় । বাবা বলেন কোনো ইচ্ছাই পোষণ করা উচিত নয় । স্মরণের যাত্রার দ্বারাই পুরো সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তেষটি জন্ম ধরে যেসব পাপ করা হয়েছে, সেইসব স্মরণ দ্বারাই মুক্ত হবে । এবার নির্বিকারী হতে হবে । তুমিই ছিলে সতোপ্রধান পূজ্য দেবতা , আবার তুমিই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে । তোমরা নিরোগী ছিলে আবার রোগীতে পরিনত হয়েছে , এবার পুনরায় নিরোগী হচ্ছে। যখন নিরোগী ছিলে তখন আয়ু বড় ছিল । এখন তো দেখো বসে বসেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় । তাই কোনো ইচ্ছা পোষণ করো না । এইসব হলো ছিঃছিঃ ইচ্ছা । কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য একটাই

ফার্স্ট ক্লাস ইচ্ছা হল যে বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তো পুণ্যাত্মা হয়ে যাবে । এই সময়ে সকলের ওপরে রাহুর গ্রহন বিদ্যমান । সারা ভারতে রাহুর গ্রহন লেগে আছে। এবার দরকার বৃহস্পতির দশা । তুমি জানো এখন আমাদের ওপরে বৃহস্পতির দশা বিদ্যমান । ভারত স্বর্গ ছিল । সত্যযুগেও তোমার ওপরে বৃহস্পতির দশা ছিল । এই সময়ে আছে রাহুর দশা। এবার পুনরায় বেহদের বাবার দ্বারা বৃহস্পতির দশা প্রাপ্ত হয় । বৃহস্পতির দশায় একুশ জন্ম সুখ বিদ্যমান হয় । ত্রেতায় হয় শুক্রের দশা । যে যত স্মরণ করবে , যত বেশী স্মরণ করবে , তাদেরই বৃহস্পতির দশা হবে । এইসবও বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবার সকলকে ঘরে ফিরতে হবে , সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো , যার ফলে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে আর তুমি উড়ন্ত বিহঙ্গ হবে । মায়া তোমার পাখা কেটে দিয়েছে । এবার তুমি ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করো , যার ফলে তুমি সদা কালের জন্য সুখী হও । ঈশ্বরীয় মতে চলার কারণে তুমি স্বর্গের মালিক হয়ে থাকো । বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করছো । ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হয় যে বাবাকে স্মরণ করো তো অন্ত মতি আর সেই মতোই গতি হয়ে যাবে । স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর পবিত্র হবে । পবিত্র আত্মাই স্বর্গের যোগ্য তৈরী হয় । সেখানে তোমার শরীরও নিরোগী হবে আর আয়ুও বড় হবে । ধনও অনেক হবে । সেখানে কখনোই ধর্মপুত্র কাউকে বানানো হয় না । বাবা বলেন আয়ুত্মান ভব , সম্পত্তিবান ভব । পুত্রও একটি অবশ্যই হবে । এই সময়ে বাবা সকলকে ধর্মপুত্রকণ্যা করেন । তাই সত্যযুগে পুনরায় কোনো ধর্মপুত্রকণ্যা তৈরী হয় না । যোগবল দ্বারা এক পুত্র আর এক কন্যা হয়ে থাকে । জিজ্ঞাসা করে সেখানে সন্তান কি করে জন্ম গ্রহণ করে , সেখানে আছেই যোগবল । ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । সত্যযুগে সকলেই যোগী হয় । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । এমন নয় যে কৃষ্ণ যোগে থাকে । সে তো পুরো পবিত্র যোগী । ঈশ্বর যখন সকলকে যোগী করছেন তখন ভবিষ্যতে সবাই যোগী থাকবে ; তাই না ! বাবা যোগী বানাচ্ছেন । যোগীদের আয়ু লম্বা হয় । ভোগীদের আয়ু ছোটো হয় । ঈশ্বর বাচ্চাদের পবিত্র তৈরী করে যোগ শিখিয়ে দেবতায় পরিনত করছেন , এদের বলা হয় যোগী । যোগী অথবা ঋষিরা পবিত্র হয় । তোমাকে বোঝানো হয়েছে যে তুমি হলে রাজঋষি । রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগ শিখছো । এই সময়ে শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখানে কোনো উল্টো আশা অথবা ইচ্ছা পোষণ করো না যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করুক । তাহলে আবার বিকারে যেতে হবে , কাম কাটারি চালাতে হবে তাই না ! দেহ অভিমানী কাম কাটারি চালায় । দেহী অভিমানী (আত্মা) কাম কাটারি চালায় না । বাবা বারবার বোঝাচ্ছেন পবিত্র হও । আত্মাদের সাথে কথা বলছেন, এবার এই সব বন্ধ করো। পবিত্র হও তবেই তোমাদের সব দুঃখ

দূর হবে । তোমাকে স্বর্গের মালিক করা হয় । বাবা কত সুখ প্রদান করেন । বাবার কাছ থেকে পুরো অধিকার প্রাপ্ত করা দরকার ।

বাবা তোমার হলেন গরিব নিবাজ(গরিবের অন্তরেই তাঁর বাস) । গাওয়াও হয় সাধারণ দু'মুঠো চালের পরিবর্তে মহল প্রাপ্ত করেছিল(সুদামা) । বাবা একুশ জন্মের জন্য অধিকার দিয়ে থাকেন । এখন এইসবও বোঝো যে এবার সবারই ঘরে ফেরার পালা । শিববাবার স্থাপনার কার্যে যে যতটুকু সাহায্য করবে । ঘরে ইউনিভার্সিটি আর হাসপাতাল থেলো । বোর্ডে লেখো ভগিনী আর ভ্রাতাগণ একুশ জন্মের জন্য এভরহেল্দি আর ওয়েল্দি হতে হবে তো এসে বোঝো । আমরা এক সেকেন্ডে এভরহেল্দি , ওয়েল্দি হওয়ার পথ বলে থাকি । তুমি হলে সার্জন, তাই না ! সার্জন তো বোর্ড অবশ্যই লাগায় , না হলে মানুষ কি ভাবে জানবে । তুমিও নিজের ঘরের বাইরে বোর্ড লাগিয়ে দাও। কেউ আসলে তাদের দুটি বাবার রহস্য বোঝাও । লৌকিক (হদের) পিতার নিকট থেকে লৌকিক (হদের) অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করে আসছো । বেহদের বাবা বলেন যে মামেকম্ স্মরণ করো তো বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হবে । প্রোজেক্টর, প্রদর্শনীতে প্রথমে এইসব বোঝাও । এই পুরুষার্থ দ্বারা তুমি এই তৈরী হবে । এখন হলো সঙ্গম । কলিযুগী থেকে সত্যযুগী হতে হবে । তোমরা ভারতবাসী সতোপ্রধান ছিলে , এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়েছো । এবার বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা স্বর্গের মালিক হবে । শব্দই তো দুটো রয়েছে । অল্ফ (ঈশ্বর)কে স্মরণ করো তো বে (বাদশাহী) তোমার । এই স্মরণ দ্বারাই খুশীতে থাকবে , এই ছি-ছি দুনিয়ায় কোনো প্রকারের আশা অথবা ইচ্ছা পোষণ করে রেখো না । এখানে তুমি জীবিত হয়েও শরীর থেকে (detach) আলাদা হওয়ার পুরুষার্থ করে থাকো । তারা তো মৃত্যুর পরে বলে স্বর্গবাসী হয়েছেন । তুমি সকলকে বলো আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করি । ওঁনার থেকে বেহদের সুখ প্রাপ্ত হয় । বাবাকে স্মরণ করলে তুমি কখনো কাঁদবে না , মার (মারপিট) থাকে না। মায়ার তুফান আসে , তার চিন্তা অথবা খেয়াল কোনো না । মায়ার তুফান তো আসবেই । এটি হলো যুদ্ধ । সঙ্কল্প -বিকল্প আসে তো ফালতু সময় নষ্ট হয় । তুফান তো চলে (পাস হয়ে) যাবে , সঁদেব খোড়াই থাকে । প্রাতঃকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে , বাবার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । এই ধুন যেন অনবরত চলতে থাকে । বাবা কাউকেই কোনো কষ্ট দেন না । শুধু মাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আর সবাইকে ভুলে যাও , এরা সবাই মৃত। নিজের সাথে এইসব কথাই বলতে থাকো । বাবা এবার তো শুধু তোমাকেই স্মরণ করবো ।

তোমার থেকেই স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করবো । সময় বার করো যে আমরা অবশ্যই তিনটে-চারটির সময় উঠে বাবাকে স্মরণ করবো । চক্রকেও স্মরণে রাখতে হবে । বাবা আমাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান দিয়েছেন । আমরা এই মনুষ্য সৃষ্টি ঝাড়কে জেনেছি । আমরা একুশ জন্ম কিভাবে গ্রহণ করি এইসব বুদ্ধিতে আছে । এখন আমরা পুনরায় গিয়ে স্বর্গে আবার পার্ট প্লে করবো । আমরা হলাম আত্মা, আত্মাদেরই রাজ্য প্রাপ্ত হয় । বাবাকে স্মরণ করলে বর্সার অধিকারী হওয়া যায় । এ হল রাজযোগ । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বেহদের বাবার দ্বারা আমরা অনেকবার বিশ্বের মালিক হয়েছি , আবার নরকবাসীও হয়েছি । এবার এক বাবার স্মরণ দ্বারা পুনরায় আমরা স্বর্গবাসী হবো । বাবার স্মরণেই পাপ ভস্মীভূত হবে এইজন্য একে যোগ অগ্নি বলা হয় । তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি হলে রাজঋষি, ঋষি সর্বদা পবিত্র হয় । বাবাকে স্মরণ করে আর বাবার নিকট থেকে রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত করে । এখন খোড়াই বিকারের জন্য আশা পোষণ করা উচিত ! এইসব হলো ছি-ছি আশা । এবার তো পারলৌকিক পিতার থেকে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । অসুস্থ হয়েও বাবাকে স্মরণ করতে পারো । বাবাও বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসেন । বাবাকেই অনেক বাচ্চাদের পত্র ইত্যাদি লিখতে হয় । শিববাবা লেখান । তুমিও পত্র লেখো --শিববাবা কেয়র অফ ব্রক্ষা। আমরা সবাই শিববাবার সন্তান ভাই -ভাই হই । রুহানী বাবা এসে আমাদের পবিত্র পরিনত করেন , এইজন্য বলা হয় পতিতপাবন । সকল আত্মাদের পবিত্র করেন । কাউকেই ছাড়েন না এমনকি প্রকৃতিও পবিত্র হয় । তুমি জানো সত্যযুগে প্রকৃতিও পবিত্র থাকবে। এখন তো শরীরও পতিত হয় , তাই তো গঙ্গায় শরীর ধুয়ে পবিত্র হতে যায় কিন্তু আত্মা তো পবিত্র হয় না । সে (আত্মা) তো পবিত্র হবে যোগ অগ্নির দ্বারা । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. এই কলিযুগী দুনিয়ায় কোনো উল্টো আশা অথবা ইচ্ছা পোষণ করবে না । সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় মতে চলতে হবে ।

২. পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে, এই একটিই আশা রাখতে হবে । অন্ত মতি সো গতি অর্থাৎ অন্তিম মতি যেরকম হবে গতিও সেইরকম হবে । মায়ার তুফানে সময় নষ্ট করো না ।

বরদান:- আলস্যের বিভিন্ন রূপকে সমাপ্ত করে সদা আনন্দিত তীর পুরুষার্থী ভব (হও) !

বর্তমান সময়ে মায়ার আক্রমণ (বার) আলস্যের রূপে বিভিন্ন ধরনের হয় । এই আলসেমিও হল এক বিশেষ বিকার ,একে শেষ করার জন্য সর্বদা উৎসাহিত থাকো । যখন কামাই করার উৎসাহ হবে তখন অলসতা শেষ হয়ে যাবে এইজন্য কখনোই উৎসাহকে কম হতে দিও না । চিন্তা করবো , করবো , করেই নেব , হয়ে যাবে এইসব হলো অলসতার চিহ্ন । এইরকম আলস্য ধারী নির্বল সঙ্কল্পের সমাপ্তি ঘটিয়ে চিন্তা করো যে যা করতে হবে, যতটা করতে হবে, সবকিছুই এখনই করতে হবে -- তাহলে হবে তীর পুরুষার্থী ।

স্লোগান:- সত্য সেবাধারী তারা হয় , যাদের বলা আর করা সমান হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা, -তোমাদের এমন নেশা (খুশী/শখ) হওয়া দরকার যে,- বাবা এসেছেন, আমাদেরকে বিশ্বের রাজ্য-ভোগের মালিক বানাতে। তাই তো আমরা ওনার সন্মুখে বসে আছি"

প্রশ্ন:- কর্মের গুহ্য গতিকে (গোপন রহস্যকে) জানতে পারলে, তখন কি এমন পুরুষার্থ তোমাদের অবশ্য করণীয় ?

উত্তর:- স্মরণে থাকার পুরুষার্থ। কারণ এটা তাদের জানা আছে যে, স্মরণের যোগ দ্বারাই পুরোনো সব হিসাব- নিকাশ শেষ হয়ে যায়। আত্মারা জানে যে তারা যদি তাদের পুরোনো হিসাব- নিকাশ, কর্মভোগ ইত্যাদির পরিশোধ না করে, তবে তাকে সাজা তো পেতেই হবে আবার তার জন্য তাদের পদও ব্রষ্ট (নিম্ন) হয়ে যাবে। তার পুনর্জন্মও সেই হিসাবেই হবে।

ওঁম শান্তি! বাচ্চাদের তখন অপার খুশী হয়- যখন দেখে যে, তারা বাপদাদার সন্মুখে এসে বসেছে। আর এটাও বাচ্চারা জানে যে, ৫-হাজার বছর পরে আবার শিববাবা ব্রহ্মার দেহে অবস্থান করছেন। কিন্তু তা কি করতে ? তাই তো বাচ্চাদের এই এত খুশী জেগেছে, যেহেতু সব বাচ্চারাই জানে যে, বাবা তাদেরকেই স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন। সেই নিমিত্তেই বাবা আমাদেরকে উপযুক্ত বানাচ্ছেন। তাই আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবার যুক্তি বার-বার বলছেন। আবার সেই যুক্তিও হলো খুবই সহজ। খুবই সহজ ভাবে স্মরণের পদ্ধতি তিনি তার বাচ্চাদের শেখাচ্ছেন। অঞ্জানী (শিশু) কালে, অর্থাৎ বাবার বাচ্চা হলে, তখন বাবারা ভাবে- আমার উত্তরাধিকারী হয়েছে। আর তোমরা জানো যে, এই সময়েই বাবা এসে আমাদের অ্যাডপ্ট করেন (দত্তক নেন) । যদিও এমনিতেই তো তোমরা সবাই শিববাবারই বাচ্চা। কিন্তু বাবা কিভাবে ওনার নিজের করে নেন, যাতে উনি আমাদেরকে সবকিছু শোনাতে পারেন, আর আমরাও তা ওনার থেকে শুনতে পারি। শিববাবা এই ব্রহ্মার দেহের সাহায্য নিয়েই বলেন - "আমিই তোমাদের সেই পিতা। যে আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে থাকি।" তোমাদের আত্মারা যে পতিত অবস্থায় এখানে আসছে তাতে করে তারা- না তো মুক্তিতে, আর না জীবনমুক্তি ধামে যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে তোমরা সবাই কিন্তু একই বাবার বাচ্চা। তাই তোমাদের সবাইকেই বাবার সম্পত্তি ভাগ অবশ্যই নেওয়া উচিত। যদিও তোমরা অনেক সংখ্যায়, অনেক-বাচ্চা, তবুও তা আরও বৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু বাবা দত্তক নিতেই থাকেন। বাবা বলেন - "হে আত্মারা এখন তোমরা সবাই তো আমার সন্তান হয়েছে। তাই নিজেদেরকে রুহ অর্থাৎ আত্মা ভাবো, যেহেতু আমরা এই বাবাকে পেয়েছি, যাকে আমরা অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করে এসেছি। একথা কখনও ভুলো না কিন্তু। অর্ধেক-কল্প ধরে তোমাদের আত্মারা এই শরীর দ্বারাই এইভাবে স্মরণ করে এসেছে, আর বলেছে - "হে পতিত পাবন, দুঃখ-হর্তা, সুখ-কর্তা।" যেহেতু এখন এটা রাবণের রাজ্য। তবুও তাদের কেউ কেউ এখনও ভাবে যে, আমরা তো অনেক সুখেই আছি, আমার কত অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, এত সব মিল-কারখানা ইত্যাদি কত কিছু আছে, কিন্তু বাস্তবে -এ সব তো অতি অল্প কালের জন্য। শেষ কালেতে তো খুবই গ্রাহি-গ্রাহি করতে হবে। যখন অন্তিমের সেই দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। তখন, এতসব ধন-সম্পদ কয়েক সেকেন্ডেই শেষ হয়ে যাবে। আবার- বাবার থেকেও আশীর্বাদী- বর্ষা প্রাপ্ত হয় সেকেন্ড মাত্র মূহুর্তেই। একমাত্র এই

বাবাই বলতে পারেন- সেকেন্ডের মধ্যেই তোমাদেরকে সেই স্বর্গের বাদশাহী দেই। এই পুরনো দুনিয়ার শেষ তো হতেই হবে। তাই তখন কত লড়াই লাগবে, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগও হবে। তবেই তো তারপর তা পরিষ্কার হবে। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের আত্মারাও এখন পবিত্র হচ্ছে। 'বাপ-দাদা' দুজনেই এখন তা বুঝতে পারছেন যে, বাচ্চারা এর জন্য কতই না পরিশ্রম করছে, বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পাবার জন্য। এতে কায়িক পরিশ্রম যদিও খুবই অল্প দিলেই হয়। মূল কথা হলো, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা। যেহেতু এই রুহানী বাবা হলেন নিরাকার, আমরা আত্মারাই ওনাকে এভাবে ডেকে থাকি। বাবা বলেন তোমাদের আত্মা যে পতিত অবস্থায় আছে তা আবার পবিত্র পাবন হবে কি করে। পতিত-পাবন তো এই এক ও একমাত্র বাবা-ই। জলের নদী পতিত-পাবনী হলে তো ঝট করে গিয়ে ডুব দিয়ে চলে আসলেই হয়ে যেত। তাই যদি হতো, তবে এত গঙ্গা স্নান করেও এই এত বিশাল সংখ্যক পতিত কেন ? রাত-দিন এই বলে গীত গাইতে থাকে- "পতিত-পাবন সীতারাম"- অর্থাৎ এত সব যে 'ভক্ত'-রা আছে, অর্থাৎ 'সীতা'-রা আছে, তাদের সবারই রক্ষক এই এক রাম, অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। উনি এ রকমেরই পতিত-পাবন, -যিনি পতিদেরও পতি। উনি এই ধরাধামে এলে, তবেই সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানান। তাই তো এখন বাবা সেভাবেই বলছেন, -"কেবলমাত্র আমার শ্রীমত অনুসারেই তোমাদেরকে চলতে হবে। সেখানে আর অন্য কারো মতে চলতে পারো না।" ভক্তি-মার্গের ওরা তো ভাবে যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাবে। তবে আবার এরকম কেন বলবে যে, ভক্তের রক্ষা করতে ভগবান আসে। ভক্তের আবার কি আপদ-বিপদ আসবে যে উনি রক্ষা করবেন ? রক্ষা তখন করা যায় যখন কোনও আপদ-বিপদ আসে। বাবা বলেন, এই সব ধ্যান-ধারণার জন্য তোমাদের আজ এত দুর্গতি হয়েছে। এটা হলো (রৌরব) আতঙ্কের নরক, যেখানে সবাই দুঃখী ও রোগী হয়ে কাটাচ্ছে। প্রতি ঘরেই দেখো, কি নিদারুণ অবস্থায় আছে তারা। কেবল দুঃখই দুঃখ! এইজন্যই তো তারা ডাকতে থাকে, বাবা আমাদের দুঃখ দূর করে, সুখ দাও। একদা এই ভারতেই সদা-সর্বত্রই কেবল সুখই ছিল, যা এখন কেবল দুঃখে পরিণত হয়েছে। পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদি সবেরেই এই ভারতেরই কথাই বলা আছে। যেহেতু, আর অন্য সব খণ্ড (দেশ) তো থাকে পৃথক আর আলাদা। আর এই ধরাধামে অন্যেরা তো আসেই অনেক পরে। তাই তারা কেউ পায় ৬০ জন্ম, আবার কেউ বা তার থেকেও কম জন্ম নেয়। আর ৮৪ জন্ম পায় একমাত্র দেবতা ধর্মের আত্মারা। তাই তো সেই হিসাবে অর্ধকল্প বাদে যে সব আত্মারা আসবে তাকে ৮৪ থেকে অর্ধেক জন্ম নিতে হবে। এরকম নয় যে সবাই এই ৮৪-র চক্রে আসে। সাধারণ মনুষ্যরা তো মনে যা আসে তাই বলে। কিন্তু, এখন তোমরা বাচ্চারা -বাবার দেওয়া এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নে তোমাদের ঝুলি ভরছে। এই রত্ন তো অনেকই মূল্যবান। আর বাবা তা বোঝানও অনেক সহজ ভাবে। বাবা বলেন তোমরাই তো এতদিন ধরে ডেকে এসেছো, হে পতিত-পাবন তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন। এখন তোমরাই ভাবো যে তোমরা পাবন হলেই তো স্বর্গের (সত্যযুগের) মালিকও হবে। সেই উদ্দেশ্যেই শিববাবা আমাদেরকে পাণ্ডুরবুদ্ধি (নির্বুদ্ধি) থেকে পারশবুদ্ধি (বুদ্ধিমান), অর্থাৎ পাণ্ডুরনাথ থেকে পারশনাথ বানাতে এসেছেন। তাই তো ভক্তি-মার্গের চিত্রগুলি সব পাণ্ডুরের (নির্বুদ্ধির) রূপে হয়ে আছে। নির্বুদ্ধিতার কারণেই পরে কেবল মাথাই ঠুকতে হয়। বাবা বলেন- এই পর্যায়ে তোমরা যতই পরিশ্রম কর না কেন, তাতে তোমাদের লাভ কিছুই হয় না। আগে তো তোমরা কত বলি দিতে। তাতে কি কোনও লাভ হয়েছে ? খুব বেশি হলে তাতে কেবল দেব-দেবীর সাক্ষাৎকার হবে। আবার যে কে সেই অবস্থা। পুরো কল্পে এই পতিত-পাবন বাবা একবারই আসেন- তাও এই সঙ্গমেতেই। সত্য-যুগেতে তো ভক্তি-মার্গের কোনও কথাই হয় না। বাবা তো বলেন না যে কারও গলা কাটো।

এটা করো। ওটা করো। কিন্তু, ভক্তি-মার্গেতে অনেক প্রকারের কি কি না করে থাকে। আগে যখন দেব-দেবীদের সামনে মনুষ্যদেরই বলি দেওয়া হতো। বাবা বলেন- সেই তোমরাই তো যখন সভ্য ছিলে, তখন তো তোমরাই দেবতা ছিলে। আর এখন সেই তোমরাই কত নির্বুদ্ধির হয়ে পড়েছো। তোমাদেরকেই তো স্বর্গের সেই (বাদশাহি) রাজ্যভোগ দিয়েছিলাম। কত সোনা, হীরে, জহরতের মহল ছিল, কত প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। তা সেগুলি তোমরা কি করেছে ? যার অভাবে এখন তোমরা কত দুঃখী হয়ে পড়েছো। তোমরাই আসলে একদা সেই দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ছিলে। যা এখন কেবল তোমরা রজো থেকে তমোতে এসে পৌঁছেছো। এই তোমরাই তো কখনও দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ছিলে, তাহলে আবার নিজেদেরকে হিন্দু কেন বলো ? অন্য আর সব ধর্মের মানুষরা কিন্তু, তারা নিজের- নিজের ধর্মকেই মানে। প্রকৃত অর্থে -ধর্ম তো একটাই। তবুও যেমন মুসলমানদের মুসলিম ধর্ম, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান ধর্ম -এই ভাবেই তা চলে আসছে। কিন্তু, তোমাদের বেলায় এমনটা কেন হয়েছে ? যেখানে তোমরা এতো অনেক সুখী, পবিত্র, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে ? যা বর্তমানে এখন কত বিকারি হয়ে পড়েছো। কারোরই তা জানা নেই- যে একদা এই আমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলাম- আবার সেই আমরাই এখন সম্পূর্ণ বিকারি কি করে হয়েছে ? ৮৪ জন্ম নিতে নিতে সতো থেকে তমোতে এসে পৌঁছেছি। যা বর্তমানে এখন একদমই তমোপ্রধান পতিত হয়ে পড়েছি। কল্পের চক্রে তো সত্যযুগ থেকে কলিযুগ অবশ্যই আসবে। সব ধর্মকেই সতো- রজো- তমোতে আসতেই হয়। তাদের বৃদ্ধিও হতে থাকে। তোমরাও সেই কল্প-বৃক্ষের ঝাড়ের অন্তর্গত। ঝাড়োতে দেখো- শেষ প্রান্তে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন, আবার ঝাড়ের উপরের চূড়ার উঁচুতেও সেই ব্রহ্মাই। যিনি ৮৪ জন্মের শেষে একেবারে নিম্নে দাঁড়িয়ে আছেন। তোমরাও নীচে ব্রাহ্মণেরা বসে আছেন, যেহেতু তোমরাই আবার শেষকালে পতিত শূদ্র হয়েছো। আবার নীচে এসে সেই রাজযোগ-ই শিখছো। ফলে যে তোমরা এতদিন শূদ্র ছিলে, এখন তারাই আবার ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছে। এটাই খুব সুন্দর ভাবে বোঝার কথা। এভাবে ঝাড়োতে খুব ভালো করে বোঝানো আছে। এখন তোমরা রাজযোগের তপস্যাই করছো, যা আসলে তোমাদের নিজেদেরই স্মৃতিচিহ্ন। এই যে মন্দির তৈরী হয়, যদিও তা জড় স্থাপত্য, সেটাই তোমাদের চৈতন্যের প্রমাণ স্বরূপ। যেমন দিলওয়ারা মন্দির। যদিও ওটা জড়, কিন্তু তাতে চৈতন্যেরই প্রকাশ। কিন্তু, সত্যযুগেতে এসব থাকে না। এই সময় কালে তোমরা নিজেদেরই সেই স্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখে থাকো। ব্যবহারিক অর্থে তোমরাই সত্যি-সত্যি দিলওয়ারা মন্দিরে চৈতন্য স্বরূপে বসে আছো। অপর দিকে আবার স্বর্গের স্থাপনা কার্যও হচ্ছে। আবার যখন সেই স্বর্গে পৌঁছবে, তখন সেখানে এই মন্দির আদি কিছুই থাকবে না। এখানে (দিলবাড়া মন্দিরে) মাম্মা, বাবা আর আমরা বাচ্চারা বসে আছি। হব্ব এটা -তোমাদেরই চিত্রকে মন্দিরে রূপ দিয়েছে। নামটাই তো রাখা হয়েছে মধুবন, চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির। আবার যখন ভক্তি-মার্গ শুরু হবে তখন আবার এই মন্দির আদি এসব বানাতে থাকবে। এই বাবাই তোমাদের অনেক ধনবান বানিয়ে থাকেন, তাই তো তোমরা আবার তাঁর মন্দির বানাও। শিবের মন্দির কিন্তু একটা-দুটো বানানো হয় না, অনেক সংখ্যায় বহুজনেই তা বানায়, যে যার যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে তা বানায়। তোমরা তো জেনেই গেছো যে, একদা তোমরাই পূজ্য ছিলে, আর তারপর আবার পূজারী হয়েছো। এই শিববাবা, যিনি তোমাদেরকে এত ধনী বানান, তাই ভক্তি-মার্গেতে এসে তোমরাই আবারও ওনার মন্দির বানাবে। এই সব কথার মর্মার্থ এখন কেবল মাত্র তোমরাই জানো। অতএব এখন আবার সেই ভাবে পুরুষার্থের দ্বারা রাজারও রাজা হওয়া উচিত তোমাদের। যেমন সত্যযুগে তাদের বলা হয়ে থাকে মহারাজা। আর ত্রেতাতে বলা হয় রাজা। তারপর আবার যখন এই দুনিয়া পতিত হয়ে পড়ে, তখন মহারাজারও পতিত, আর রাজারও পতিত হয়ে পড়ে। আর ভক্তি-মার্গের ওরা তখন সেই নির্বিকারী মহারাজাদের প্রতিমূর্তিকেই মন্দির

বানিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করে। প্রথম দিকে শিবের মন্দির বানায় তারপর অন্যান্য দেবী-দেবতাদের মন্দির বানায়। তারা নিজেরাই নিজেদের মন্দির বানিয়ে নিজেদেরকেই পূজা করে। এই ভাবেই ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পালন করে। এই তোমরাই অর্ধেককল্প পূজ্য আবার অর্ধেককল্প সেই তোমরাই পূজারীতে পরিণত হও। অথচ মানুষ ভাবে যে, ভগবান নিজের ইচ্ছায় পূজ্য আবার নিজের ইচ্ছায় পূজারী হন। সবকিছুই তিনি নিজেই দিয়ে থাকেন, আবার নিজেই তা ছিনিয়ে নেন। আচ্ছা উনিই যদি তা দিয়ে থাকেন আবার নিয়েও নেন, এটাই নিয়ম হলে, তাহলে তোমাদের এত সব চিন্তা কেন হয়। তখন তবে তোমরা তো নিমিত্ত মাত্র হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তো তোমাদের কাল্প-কাটির প্রশ্নই আসে না। বাবা বসে আত্মাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন। যার ফলে চেষ্টায় এখন তোমরা আত্ম-অভিমानी হতে পারো, অবশ্য তা ক্রম-অনুসারে। কেউ কেউ তো একদমই বাবাকে স্মরণই করেন না। তারা মোটেই কখনও দেহী-অভিমानी থাকেন না। এখানে তো কত ভাবেই তা বোঝানো হয়- আরে তোমরা তো আত্মা, পরম-আত্মা স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আত্মাতেই তো সংস্কারের প্রভাব থাকে। এই আত্মাই ব্যারিস্টার, উকিল, ইত্যাদি হয়ে থাকে, আত্মাই আবার ম্যাজিস্ট্রেট, শাসক ইত্যাদি হয়। আগামীতে কি হবে ? যদি আত্মা গভীর ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারে, তবেই তো সে অমরলোকে গিয়ে জন্ম নেবে। এই মৃত্যু-লোকে আর সে দ্বিতীয় জন্ম নেবে না। তবুও যদি কিছু হিসাব-নিকাশ বাকী থেকে থাকে তো, সেই সাজা তাকে খেতেই হবে। ফলে কর্মভোগ ভুগে তা শেষ করতেই হবে, যে কারণে তার আর উঁচুপদ প্রাপ্তি হবে না। কর্মের এই গুহ্য গতির রহস্যকেই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা তো এটা ভালভাবেই জানে যে, সত্যযুগ হলো সত্যপ্রধান। সব কিছুই ওখানে সত্য-প্রধান অবস্থায় থাকে। কথিত আছে যে, কৃষ্ণও গরু চড়াবেন ? আচ্ছা, রাজারা কি কখনও গরু চড়াবেন ? এরকম কথা তো বিশ্বাস যোগ্য হতেই পারে না। আবার এরকমও বলা হয়েছে সত্যযুগের গরু এতই ভাল হয়ে থাকে যে, তাকে কামধেনু আখ্যা দেওয়া হয়। জগতের আত্মা (মা) সরস্বতীই তো সেই কামধেনু। যিনি ২১ জন্মের জন্য সকলের মনকামনা পূরণ করে থাকেন। তোমরাও সেই কামধেনু। কিন্তু তাকেই গরুর নাম রেখেছে। অর্থাৎ যে অনেক দুধ (জ্ঞান) দেয়। রাজাদের রাজধানীতে খুব উন্নত মানেরই গরু থাকে। যেখানে বর্তমানের রাজাদের কাছেই এরকম ভাল-ভাল অনেক উন্নত গরু আছে, তবে তা স্বর্গতে কিরকম আরও সুন্দর হবে! ওখানে কোন দুর্গন্ধ আদি একদমই কিছু হয় না। সেটাই এখন বাবা বাচ্চাদের বলছেন যে, আমি এসেছি তোমাদেরকে সুগন্ধ ফুল বানিয়ে সাথে নিয়ে যাবো। আমাকে তো ডাকাই হয়, ওহে পতিত-পাবন তুমি আসো। পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে অবস্থান করো। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই হলো পতিত, আর ওটা (সত্যযুগ) হলো পবিত্র পাবন পরীদের রাজ্য। যে আগামী উপহার আমরা দেখতেও পাই। তোমরাও এখন সেই পতিত থেকে এরকমের পবিত্র-পাবন পরীদের মতনই হবে। সত্যযুগী দেবতাদের তো দৈবী-ই বলা হয়। আর সূক্ষ্ম-বতনবাসীরা হলো- পরীরা। অতএব এখন তোমাদেরকে পরীদের মতন পবিত্র হতে হবে। বাবা কত সহজ ভাবে এই শিক্ষা দেন। এখানে যখন কেউ আসে, তা কোনও বাইরের মিত্র-সম্বন্ধী, ঘর-দুয়ার, ব্যবসা-বানিজ্য আদির স্মরণ মোটেই করবে না। মনে রাখবে তোমরা বাবার কাছে এসেছো। এখানে এসেছো কেবল যোগের বল অর্জন করতে, তাই মনোযোগ সহকারে এতেই লেগে থাকা উচিত। আচ্ছা ! "মিষ্টি, মিষ্টি (সিকীলধে) হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার নমস্কার রুহানি বাচ্চাদেরকে।"

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) সাজা থেকে মুক্ত হবার জন্য পুরানো যত হিসাব-নিকাশ আছে, তা যোগবলের দ্বারা চুকিয়ে পবিত্র হতে হবে। নিমিত্ত মাত্র ভাবে থেকে সবকিছুই সামলাতে হবে। অন্য কোনও কিছুর ব্যাপারে চিন্তা করলে হবে না। কেবল আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকলে, তবেই হবে।

২) বর্তমানের এই সময়টা অর্জন করার সময়। তাই ঘর-দুয়ার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি স্মরণে আনা উচিত নয় মোটেই। পরীর মতন হবার লক্ষ্যে এক ও একমাত্র বাবার স্মরণে থাকার নিমিত্তে সম্পূর্ণ সময়টাতেই পুরুষার্থ করে যেতে হবে।

বরদানঃ- সম্পূর্ণ সমর্পণের বিধি দ্বারা সর্বগুণ সম্পন্ন হবার পুরুষার্থের দ্বারা সদা বিজয়ী ভব (হও)।

সম্পূর্ণ সমর্পণ তাকেই বলা হয়, যার সঙ্কল্পতেও দেহ-অভিমান থাকে না। নিজের দেহের ভাবকে অর্পণ করে দেওয়া। আমি অমুক -এই সঙ্কল্পকেও অর্পণ করে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত যে হতে পারে, সেই সর্ব-গুণ সম্পন্ন হয়। তখন আর তার মধ্যে কোনও গুণেরই অভাব থাকে না। যে সব কিছুই সমর্পণ করে সর্বগুণ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্য রাখে, এরকম পুরুষার্থীকেই বাপদাদা সদা বিজয়ী ভব-র বরদান দেন।

স্লোগানঃ- মনকে যে বশে (আয়ত্বে) রাখতে পারে, সে মন্মানাভব হয়ে থাকতে পারে।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বেগার থেকে প্রিন্স হওয়ার আধার হল পবিত্রতা, পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার রাজ্য প্রাপ্ত হবে।”

প্রশ্ন : এই পাঠশালার কোন্ পাঠ তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়ে দেয় ?

উত্তর : তোমরা এই পাঠশালাতে রোজ এই পাঠই পড়ো যে আমরা হলাম শরীর নয় আত্মা। আত্মা অভিমানী হওয়ার কারণে তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও। এই সময় সকল মনুষ্য মাত্রই হল পূজারী অর্থাৎ পতিত, দেহ-অভিমানী, তাই পতিত-পাবন বাবাকে ডাকতে থাকে।

গীত : ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন(আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো) ...

ওম শান্তি। বাচ্চারা জানে যে এই ওম শান্তি কে বলেছে ? কোন্ বাচ্চা ? আত্মারা জানে যে ওম শান্তি কার আত্মা বলেছে ? পরমপিতা পরমাত্মা বলেছে। বাচ্চারা জানে যে মনুষ্যের আত্মা বলেনি, এটা পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেছে। তিনি হলেন সকলের বাবা উচ্চ থেকেও উচ্চ। এখন গীতাতে শুনেছ যে ভারতে মায়ার ছায়া পড়ে আছে। অনেক পতিত হয়ে গেছে সেইজন্যই ডাকে যে পতিত পাবন আবার এসো পবিত্র বানাও। আত্মাই ডাকে নিজেদের বাবাকে, যাকে ভগবান বলা হয়। বলে তিনিই হলেন পতিত-পাবন। একেরই মহিমা হয়। তিনি হলেন সকল আত্মাদের বেহদের বাবা। এখানে সকলে পতিত হয়ে গেছে তাই ডাকতে থাকে – হে পরমপিতা পরমাত্মা। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগরও, আবার পতিত-পাবনও। তিনিই হলেন পিতাও আবার শিক্ষকও কারণ তিনি জ্ঞানের সাগরও আবার ওয়ার্ল্ড অথরিটিও। সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থকে জানেন। তাঁকে বলাই হয় নলেজফুল। তো এই সময় সকলে পারলৌকিক বাবাকে ডাকে কারণ সকলে হলো দুঃখী। বলে – গড ফাদার। তাঁর নামও তো প্রয়োজন। তিনি হলেন শিববাবা। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এই মনুষ্য আত্মা বাবার মহিমা করে। উচ্চ থেকে উচ্চ আত্মা হলো কার ? পরমপিতা পরমাত্মার। তিনি হলেন পরম, পতিত মানুষ তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে যখন পবিত্র ভারত ছিলো, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন কোনো পতিত ছিলো না। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া অর্থাৎ এই দুনিয়াতে যে সকল মনুষ্য থাকে সকলে হলো পাপ আত্মা। এই ভারতই পবিত্র ছিলো, এই ভারতই পতিত হয়ে গেছে। এখানে কলিযুগে সকলে হলো পতিত। তোমরা জানো জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ায়। অবশ্যই তাঁর শরীরের তো প্রয়োজন হবে। এই সব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। জ্ঞানের সাগর যিনি হলেন অথরিটি তিনিই সব কিছু জানেন। ভারতে চিত্রও দেখানো হয় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়, তার হাতে শস্ত্র দেয়। এখন বিষ্ণু কোনো সব শাস্ত্রের সার শোনায় না। পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর ব্রহ্মার দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বোঝান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও তিনিই হলেন রচয়িতা। ব্রহ্মাকে বা বিষ্ণুকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। শঙ্করের তো কথাই ছেড়ে দাও। এখন জ্ঞানের সাগর কে ? নিরাকার উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মা পতিত-পাবন। এই মহিমা হলো সেই পরমপিতা পরমাত্মার। এখানেও আত্মারই

মহিমা হয়। আত্মাই শরীরের দ্বারা বলে – আমি হলাম প্রেসিডেন্ট, আমি হলাম ব্যারিস্টার, আমি হলাম অমুক মিনিষ্টার। আত্মাই পদ প্রাপ্ত করে। শরীরের দ্বারা আত্মা বলে আমি এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নিই। এই সময় যখন বাবা আসেন, বলে বাচ্চারা আত্মা-অভিমानी হও। আমি তোমাদের বাবা এসেছি – তোমাদের এই পাঠ পড়াতে। এটা হলো পাঠশালা – মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার। বাবাকে সকল আত্মারা ডাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা ... এখন নিরাকারী দুনিয়া থেকে সকারী দুনিয়াতে এসো। রূপ বদলে দাও। তোমরা নিরাকারী আত্মারা তো যখন শরীরে আসো তখন গর্ভে আসো, পুনর্জন্ম নাও। বাবা বোঝায় – তোমরা ৮৪ জন্ম গর্ভে নিয়েছ। এক শরীর ছেড়ে তারপর গর্ভে যাও, এই রকম করে ৮৪ জন্ম নাও। আমি তো গর্ভে আসি না। ভারতবাসীরা আসলে দেবী দেবতা ধর্মের ছিল। তারপর সিঁড়ি নিচে নেমে এসেছ, ক্ষত্রিয়বর্ণে তারপর বৈশ্য, শূদ্রবর্ণে কলা কম হতে থাকে। ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল তারপরে ১৪ কলা হয়েছে। ভারতবাসীরা নিজেদের জন্মকে জানে না। ৮৪ জন্ম ভারতবাসীরাই নেয়। আর কোনো ধর্ম ৮৪ জন্ম নেয় না। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ, এটা হল জ্ঞানের কথা। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার কারণে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাও স্বর্গের। তোমরা ভালো ভাবে জানো আমরা এখানে এসেছি পতিত থেকে পাবন হতে। এটা হল পতিত দুনিয়া। পতিত-পাবন সকলের সত্ত্বগতি দাতা হলেন এক-- বাবা। সকলে তাঁকে ডাকে। বাবাকে স্মরণ করে, কৃষ্ণকে নয়। কৃষ্ণ গীতা শোনায়নি। গীতা হল সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি। ভারতের গীতা কোন ধর্মের শাস্ত্র? আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। কে গীতার গান করেছে? রাজযোগ কে শিখিয়েছে? পরমপিতা পরমাত্মা পতিত-পাবন বাবা। তো তোমাদের আত্মা যে নিরাকার ছিল, সে এখন এই সাকার শরীর ধারণ করেছে। সাকার মনুষ্যকে কখনো ভগবান বলা হয় না। যদিও সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ আছে তা সত্ত্বও ভগবান বলা হবে না। এটা তো উপাধি (টাইটেল) দেওয়া হয়। নিয়ম অনুসারে ভগবান হলেন এক। ক্রিয়েট ইস ওয়ান। বাকি সকলে হল দেবতা। ৫ হাজার বছরের কথা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এদের মহারাজা মহারানী বলা হতো। ভগবান মহারাজা হয় না। সে তো বাবা-ই যিনি এসে ভারতবাসীদের দেবী-দেবতা বানায়। এখন তো দেবী-দেবতা ধর্মের কেউ নেই। একে বলা হয় রাবণ সম্প্রদায় কারণ এখন হলো রাবন রাজ্য। রাবণকে বছর-বছর জ্বালাতে থাকে কারণ এ হলো পুরানো শত্রু কিন্তু এটা ভারতবাসীরা জানে না। শাস্ত্রেও বর্ণন নেই যে রাবন কে। রাবণের ১০ মাথা কেন দেখানো হয়েছে। এই সব কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। মনুষ্য তো হলো একেবারে পাথরবুদ্ধি। প্রসিদ্ধি এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিকে বলা হবে। পারসনাথ, পারসনাথনীর রাজ্য ছিলো। যথা রাজারানী তথা প্রজা। ভারতের মতো সুখ খন্ড আর কোনোটা হয় না। যখন ভারতে স্বর্গ ছিলো তখন কোনো অসুখ, দুঃখ রোগ ছিলো না। সম্পূর্ণ সুখ ছিলো। প্রসিদ্ধ আছে – ঈশ্বরের মহিমা হল অপরমঅপার। সেই রকমই ভারতের মহিমাও হলো অপরমঅপার। সম্পূর্ণ গুরুত্ব হলো পবিত্রতার ওপরে। ডাকেও এমন করে, সকলে হলো পতিত। শান্তি নেই, প্রস্পারিটি নেই। এখন তোমরা বুঝেছ – আমরা ভারতবাসীরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলাম তারপর ধীরে-ধীরে পতিত হয়েছি। একে বলা হয় মৃত্যুলোক। এতে আগুন লাগবে। এটা হলো শিব জ্ঞান যজ্ঞ, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয়। মানুষ নাম তো অনেক রেখে দেয়। যেখানেই শিবের মূর্তি দেখে, তো তার ভিন্ন-ভিন্ন নাম রেখে দেয়। একেরই অনেক নাম মন্দির বানায়। তো বাবা বসে বোঝায় – জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। এখন ভক্তি পুরো হয়, তোমাদের ভক্তির থেকে বৈরাগ্য হয় অর্থাৎ এই পুরনো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য হয়। এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। বাচ্চারা ডাকে বাবা আমরা পতিত থেকে পাবন কেমন করে হবো। কেউ নতুন এলে অনুমতি দেওয়া হয় না। যেমন কলেজে নতুন কেউ গিয়ে বসলে কিছুই

বুঝতে পারবে না আর কেউ জানেই না যে মনুষ্য থেকে দেবতা কেমন করে হচ্ছে । মনুষ্য যারা পতিত ছিলো তারাই পাবন হয় । এই সময় ভারত হল বেগার । সত্যযুগে ভারত প্রিন্স ছিলো । শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে প্রথম নান্দারে প্রিন্স ছিলো । তার মধ্যে সব গুণ আছে । রাজ্য লক্ষী-নারায়নের বলা হবে । কৃষ্ণ তো প্রিন্স ছিল, রাধা প্রিন্সেস ছিলো । কৃষ্ণ প্রিন্সেরই মহিমার কীর্তিত আছে – সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ । সে কোনো গীতা শোনায়নি । সে তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিল । সে পতিত মনুষ্যকে পাবন বানানোর জন্যে গীতা পাঠ শুনিয়েছে – এটা হতে পারে না । এই সব শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের । কতো শাস্ত্রের মহিমা আছে । সত্যযুগে ভক্তিমার্গের কোনো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি হয় না । ওখানে তো জ্ঞানের প্রালোচন হয় – ১১ জন্মের জন্যে । আবার সত্যযুগের রাজ্যভাগ্য নিশ্চো । ভারতবাসী সত্যযুগে ৫ হাজার বছর আগে বিশ্বের মালিক ছিলো আর কোনো পার্টিশন ইত্যাদি ছিলো না । ৫ হাজার বছরের কথা । এখন হলো কলিযুগের অন্ত । বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে । ভগবান এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন । পতিত কলিযুগকে পাবন সত্যযুগ বানানোর জন্যে, তো অবশ্যই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে । প্রসিদ্ধিও আছে ব্রহ্মার দ্বারা আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করায় । তিনি তো হলেন প্রজাপিতা, তাঁর হল সকলে সন্তান । অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গের স্থাপনা হয়েছিল । "আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও আমি সঙ্গমে এসেছিলাম – তোমাদের এই রাজযোগ শেখানোর জন্য । কৃষ্ণ নয়, আমি এসেছিলাম" । কৃষ্ণ পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে না । বাবাই আসেন । তিনিই হলেন সকলের সত্গতি দাতা । মানুষ মানুষকে সত্গতি দিতে পারে না । স্মরণও সকলে এককেই করে । পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় থাকে ? তোমরা বাচ্চারা জানো পরমধামে থাকেন । ওটা হলো ব্রহ্ম মহাত্মা ওখানে আত্মারা হলো পবিত্র, যেমন মহাত্মা হন । এখানেও মহান আত্মা, পতিত আত্মা বলে না । বাস্তবে এখানে মহান আত্মা একজনও নেই । আত্মাকেই পবিত্র সতেপ্রধান হতে হবে, জ্ঞান আর যোগের দ্বারা নাকি জলের দ্বারা । আত্মাই পতিত হয়েছে । আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে । আত্মাই গোল্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রন হয় । এখন আত্মারা যারা পতিত ছিলো তাদের পাবন কে বানাবে ! পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারবে না । বাবাই বসে বোঝায় – মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । যত স্মরণ করবে ততো পতিত থেকে পাবন হবে । পরিশ্রম হল এতেই । জ্ঞান তো সব বুদ্ধিতে আছে । এই চক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, আমরা ৮৪ জন্ম কেমন করে নিই । সত্যযুগে কত সময় রাজ্য চলে, তারপর রাবণ কেমন করে আসে ! রাবন কে ! এটাও কেউ জানে না । কখন থেকে রাবনকে জ্বালিয়ে এসেছো । এটাও কেউ জানে না । প্রতি বছর জ্বালায় । সত্যযুগে তো জ্বালাবে না । এখন হল রাবণ রাজ্য । রাম রাজ্য তো কেউ স্থাপনা করতে পারে না । এটা তো হলো বাবারই কাজ । পতিত মানুষ তো করতে পারে না । ও তো সব বিনাশ হয়ে যাবে । পতিত দুনিয়াই বিনাশ হবে । সত্যযুগে একজনও এমনটা বলবে না যে হে পতিত পাবন আস । ওটা তো হলো পতিত দুনিয়া । তোমরা এখন জানো যে এই লক্ষী-নারায়ণকে এই রকম স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে । তারপর এরা ৮৪ জন্ম কেমন করে নেয় । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে । তারাই এই সময় সুদ্র বংশী হয়েছে । এখন আবার ব্রাহ্মণ বংশী হও । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ চটি (সর্বউচ্চ) । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ । এখন তোমরা হলে শিববাবারও সন্তান । নাতি নাতনিও । তোমরা হলে শিব বংশী তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় দাদার (ঠাকুরদা) থেকে । বাবা বলে – আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । পবিত্র হও তাহলে তোমরা আমার কাছে মুক্তিধামে এসে যাবে । এই সব কথা সে-ই বুঝবে যে আগের কল্পে বুঝেছে । সে তো হাজার হাজার আছে । কেউ জিজ্ঞেস করে, কত বি,কে আছে ? বলা, হাজারের আন্দাজে আছে । এই দেবী ঝাড়ের বৃদ্ধি হতেই থাকে । এখন আবার

স্যান্ডিং লাগছে – আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের কারণে দেবতা ধর্ম নেই। সকলে নিজেদেরকে হিন্দু বলতে থাকে। অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। তারপরে সকলে বরে হয়ে আসবে, এসে বাবার থেকে বর্ষা নেবে। তোমরা এসেছ বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্ষা পেতে অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হতে। আচ্ছা – মিষ্টি-মিষ্টি সিখিলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পতিত থেকে পাবন হওয়ার জন্যে জ্ঞান আর যোগে মজবুত হতে হবে। আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তাকে স্মরণের পরিশ্রমের দ্বারা বের করতে হবে।

২) আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ চটি (সর্বোচ্চ) এই নেশাতে থাকতে হবে। ব্রাহ্মণরাই হল বর্ষার অধিকারী কারণ তারা হল শিববাবার পৌত্র।

বরদান :- নিজেদের সম্পূর্ণ স্টেজের দ্বারা সর্ব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত করতে পারলে প্রকৃতি জীত ভব!

যখন তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্টেজে স্থিত হবে তখন প্রকৃতির ওপরেও বিজয় অর্থাৎ অধিকারের অনুভব হবে। সম্পূর্ণ স্টেজে কোনো প্রকারের অধীনতা থাকে না। কিন্তু এমন সম্পূর্ণ স্টেজ বানানোর জন্যে তিনটি কথা সাথে-সাথে দরকার :- ১.রুহানিয়ত, ২.রুহাব আর ৩.রেহেমদিল এর গুণ। যখন এই তিনটি কথা প্রত্যক্ষ রূপে, স্থিতিতে, চেহারা বা কর্মে দেখা দেবে তখন বলা হবে অধিকারী বা প্রকৃতি জীৎ আত্মা।

স্লোগান : শ্রীমতের লাগাম মজবুত হলে মন রুপী ঘোড়া দিশাহীনভাবে ছুটতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন পর্যন্ত তোমরা প্রচলিত সব কথাই শুনে আসছো, কিন্তু, এবার বাবা সরাসরি স্বয়ং তোমাদের কিছু শোনাবেন, যার গুনে ওঁনার নিজের মতো জ্ঞানবানে পরিনত করবেন "

প্রশ্ন :-- যথার্থ পুরুষার্থী বাচ্চাদের কি কি লক্ষণ দেখা যায় এবং তাদের সেই স্থিতি দেখে, অন্যেরা কি বলে ?

উত্তর :- যথার্থ পুরুষার্থী বাচ্চারা -- তাদের মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে। নিজের জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সম্পূর্ণ মনোযোগও রাখে। সামান্য কিছু সময় বের করতে পারলেও তারা বাবার স্বরণে অবশ্যই বসবে। তাই তো তাদের সেই স্থিতির এত প্রশংসা- অটল, অচল আর স্থিতাবস্থা। যে কারণে তাদেরকে মহাবীর আখ্যা দেওয়া হয় ।

গীত:- ভোলানাথ সে নিরীক্ষা কোই নেহী ঔর নেহী।) (ভোলানাথ শিববাবার মতন এমন স্বতন্ত্র আর কেউ-ই নেই এই জগৎ সংসারে, আর না তো কেউ হবে কখনও)

ওম শান্তি। ভক্তি মার্গের দুনিয়ায় শুধুমাত্র গুগগনই হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন তা বুঝতে পারছো যে, ভক্তি-মার্গে আমরাও সেই গানই গাইতাম । কিন্তু এখন সেই ভোলানাথ স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত। এই ভোলানাথ শব্দটি - ভক্তি মার্গের। কিন্তু, জ্ঞান মার্গে তাকেই বলা হয় শিববাবা। তোমরা তো বুঝতেই পারছো যে অনাদি কাল থেকে চলে আসা অবিনাশী নাটক তার নিজস্ব চিত্রপট অনুযায়ীই চলে আসছে, তাই এখন সঙ্গমযুগে, স্বয়ং বাবাকে এসে আমাদেরকে পুরুষার্থ করাতে হচ্ছে। প্রতি কল্পেই, কল্প-কল্প ধরে এই পুরুষার্থ করিয়ে আসছেন । কত সময় ধরে তোমরা, বাচ্চারা এই ভক্তি করে এসেছো, এটাও বাবা নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারেন। যে বা যারা যুগ শুরুর প্রথম দিক থেকেই ভক্তি শুরু করেছো, তারাই আগেভাগে এসে জ্ঞান নিতে আগ্রহী হবে, এবং সূর্য-বংশীর অন্তর্গত হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো কেবল এক মাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই আসেন না । ওনাদের রাজবংশের (dynasty) যারা, তারাও তো আসে। যাদেরকে বলা হয় দৈবী (দেবতা) বর্ণ। এই ভারতেই একদা সেই দৈবী বর্ণ ছিলো, যা এখন আসুরী (অসুর) বর্ণের হয়ে গেছে। আর বর্তমান সময়টা হচ্ছে সঙ্গমযুগ। এখন আবার আসুরী বর্ণ থেকে দৈবী বর্ণে আসতে হবে। চিরকাল ধরেই মহাভারতের এই লড়াই চলতে থাকে যার বর্ণনা আমাদের জানা আছে। সেখানে তফাৎ শুধু এই যে, শিবের নামের বদলে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 'গীতা'-র মতন শাস্ত্রেরই অপভ্রংশ হলে তো বাকী সব শাস্ত্রই খন্ডিত অপভ্রংশ হয়ে যাবে। যেখানে সব শাস্ত্রেরই মূল গীতা। তাই তো এত গীতা পাঠশালা আর গীতা ভবনের স্থাপনা হয়েছে। যেখানে গীতার সেই জ্ঞান শোনার পাঠশালা। নিজের মন থেকে কিছু শোনান না, যা ঘটে গেছে তারই বর্ণন করা হয়। পুনঃ পুনঃ তাই ঘটবে। বাচ্চাদের তো বাবা রোজ রোজ প্রত্যেক দিনই কত ভালোবাসার সাথে এ সব বোঝান। বাচ্চারা জেনেছে, এই বাবা হলেন প্রেমের সাগর। তাই তিনি সবাইকে সেই ভাবেই প্রেম করতে শেখান। এই বাবা কখনো কারও উপর রাগ করেন না। সব সময়েই প্রেম পূর্বক ভাবে তা বোঝান। বাবা বলেন, বাচ্চারা- একদা এই তোমরাই সত্যপ্রধান ছিলে। আবার পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছো। তোমরা ভারতবাসীরাই প্রকৃত দেবী-

দেবতা ধর্মের। একথা সকলেই বলে থাকে। তাই প্রথম দিকের আশীর্বাদী বর্ষার (অধিকার) কে নিতে আসবে ? -যারা কল্প পূর্বে তা নিয়েছিল, তারা তো বলবেই, বাবা আপনি ছাড়া আর কেউই নেই আমাদেরকে সাহায্য করার। আর বাবাও তাদের ক্ষমা তখনই করবেন, যখন সঙ্গমযুগ আসবে । বাচ্চারা তো এটা জানেই যে, রাবণের রাজ্য আর রাম রাজ্য এই ধরাধামেই হয়ে থাকে। আর এখন যেহেতু তারা রাবণ রাজ্য আছে বলেই সেই সুখের রাম রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা হয়। তোমরা যখন শিববাবার নাম উচ্চারণ করো, তখনই বুদ্ধি সেই নিরাকারের দিকেই যায়। সেই নিরাকারকেই স্মরণে চলে আসে। আত্মা তো বাবাকেই (পরম-আত্মাকেই) ডাকবে। তাই তখন এমন হয় না যে বাবা বসে বসে তা শুনতে থাকেন। বাবা বলেন যে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী, পতিতদের পবিত্র বানাবার জন্য আমি মনুষ্য শরীরে অবস্থান করি। তবে তা কেবলমাত্র ডাক শুনে আসি না। ভক্তির যখন পূর্ণতা হয়, তখনই আমাকে আসতেই হয়। এসব অনেক বোঝার বিষয়। সেই সময়েই আমাকে আসতে হয়, যখন বাচ্চারা আমায় ডাকতে শুরু করে। যদিও এটা তো কোথাও লেখা নেই যে, আমি কখন আসবো ? ভক্তি-মার্গের লোকেরা তো কল্পের আয়ুটাকেই ভুল (wrong) হিসেব দিয়েছেন। পরমাত্মার এই ছবি ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরেই থাকা উচিত, যা রোজই দেখবে আর মনে করবে যে, ইনি হলেন বাবা, আর ইনি দাদা, এবং এই তাদের আশীর্বাদী-বর্ষা। বাবা বলেন যে বাচ্চারা, সত্যপ্রধান হতে গেলে আমায় স্মরণ করো, তাবেই তোমাদের আত্মার সমস্ত খাদ (দূষণ) বেরিয়ে যাবে। এই তথ্য কেবল এই বাবা-ই বোঝাতে পারেন। বাবা এটাও জানান যে, উনি নিজেও পুরুষার্থ করেন। বাচ্চারা একে অপরকে সাবধান করে ও নিজেরা সতর্ক হয়ে নিজেদের উল্লিখিত করতে হবে। এসব ছবিতে খুব পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে । শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপনার কার্য করছেন। সকলের সম্মুখেই এখন সেই বিশাল মহাভারতের যুদ্ধ উপস্থিত। আর তাতেই অনেক ধর্মেরও বিনাশ হবে। তাই তো সে জন্যই যুদ্ধও অনিবার্য হতেই হবে। এই কথা বাচ্চাদের ভুললে চলবে না । কলি যুগ তো চিরকালই অন্ধকারময়। এই যে এত মানুষ তারও তো বিনাশ নিশ্চয়ই হতে হবে। সত্যযুগে কেবলমাত্র একটাই ধর্ম থাকবে। সত্যযুগের প্রথম দিকে তারাই যাবে যারা ৮৪ জন্মের চক্র পূরো করেছেন। এটা তো খুবই সহজ সরল ব্যাপার। আর বাদবাকি সব ধর্মেরই বিনাশ অনিবার্য হবেই। তাবেই তো আবার পূর্বের মতন এক ধর্মের স্থাপনা হতে পারবে। সবারই সদগতি দাতা কেবল মাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা। এই বাবার থেকেই বাচ্চারা আশীর্বাদী বর্ষা (উত্তর অধিকার) পেয়ে থাকে। বাচ্চারা এটাও জানে যে, আমরা যে পড়াশোনা করছি তা ভবিষ্যতের একুশ জন্মের জন্য। ভগবানুবাচ- "আমি তোমাদেরকে এই পাঠ পড়িয়ে একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের অধিকারী/মালিক বানাচ্ছি। তাতেই সূর্য-বংশী, চন্দ্র-বংশী ঘরানা স্থাপিত হচ্ছে। যে যত বেশী পরিমাণে পুরুষার্থ করবে, সে ততই উঁচু পদ পাবে।" তাই তো শিববাবা বলছেন, এই যে মা (মাম্মা) আর বাবার (ব্রহ্মা) কর্ম-কর্তব্যগুলি অনুসরণ করো। এঁাদেরকে এখন সৃষ্টিলোকে, বৈকুণ্ঠেও দেখতে পাবে। আর নিজেদেরকেও এ ভাবেই দেখবে যে, আমরাও মহারাজা, মহারানী হয়ে গেছি। এভাবেই বৈকুণ্ঠেরও দর্শন লাভ হয়। এটা তো মনে করা হয়ই যে, প্রতি কল্পের শুরুতেই এই ভারতেই সেই বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব থাকে। যাকে গ্রীকৃষ্ণ-পুরী আখ্যা দেওয়া হয়। যা আজ কংসপুরীতে পরিণত হয়েছে। আগামীতে আবার তা গ্রীকৃষ্ণ-পুরীই হবে। যেমন রাতের শেষে দিন হয়। এই সৃষ্টি-চক্রেরও অর্ধেক কল্প বেহদের (অসীমের) দিন আর অর্ধেক কল্প বেহদের রাত। যে সময়কালটা অন্ধকারে খালি হোঁচটই খেতে হয়। ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রাত। তারপর আবার তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। সত্যযুগে কিন্তু কেউ আর ব্রাহ্মণ থাকে না, তারা তখন দেবতায় পরিগণিত হয় । বাচ্চারা এটাও জানে যে, ভারতেই এই পবিত্র রাজাদের-স্থান (রাজস্থান) ছিল, যা পরে অপবিত্র রাজ-স্থানে

পর্যবেশিত হয়েছে। চিরকালই ভারতে রাজাদের রাজত্বের স্থান অর্থাৎ রাজস্থান ছিল। সেই রাজাদেরই কেবল রাজত্ব চলে আসছিল। যেখানে আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাজত্ব কল্প শুরুর প্রথম থেকেই থাকে না। যেহেতু স্বয়ং ভগবান নিজেই সেই রাজ্য স্থাপন করে দেন। ভগবান স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখান। উনি নিরাকার জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর..... তোমরা জানতে পারছো যে, সেই বাবার থেকেই আমরা আশীর্বাদী-বর্সা (অধিকার) পেয়ে আসছি অবশ্যই। আমাদের পুরুষার্থের কারণেই যা দেরি হয়। যে যত পুরুষার্থ করবে সে ততই এগিয়ে যাবে। তাই তো বাবা বলেন, যে যত আমাকে স্মরণ করবে, ততই তুমি পতিত থেকে পবিত্র হয়ে, সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। কতই সহজ এ পন্থা। লৌকিক মা-বাবা যদি এই জ্ঞানে থাকেন, তাহলে তো বাচ্চাদেরকেও তাদের মতন করে তৈরী করতে হবে। মা-বাবা সংপথে উপার্জন করলে, বাচ্চাদেরও সংপথেই উপার্জন করা উচিত। কোনও কোনও বাচ্চা আবার খুব ভালো সন্সারেরও হয়। তারা বলে যে, আমরা রুহানি (আত্মিক) জ্ঞানের এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের পড়াশোনা করে প্রতি ঘরেই সেই সংবাদ পৌঁছে দিতে থাকবো। বাবাও তখন বলেন যে, আমিই পয়গম্বর (ধর্ম-প্রচারক) আবার আমিই মেসেনজর (ধর্মের বার্তাবাহক)। আমি স্বয়ং তোমাদেরকে সেই মেসেজ (সংবাদ) দিচ্ছি যে, এবার তোমরা নিজেদের ঘরে চলো। কিন্তু অন্য সব ধর্ম-সংস্থাপকেরা এসে তো যে যার নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করে। আর আমি তো সবাইকেই এই মেসেজ (বার্তা) দিচ্ছি যে, এবার তোমাদের ঘরে ফেরার পালা। এই দুনিয়া আর থাকার যোগ্যই নয়। আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। একদা তুমি তো পবিত্রই ছিলে, কিন্তু রাবণই তোমাকে এরকম পতিত বানিয়েছে। আমি আবার তোমাদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছি। আর অল্প কিছু সময়ে পরেই হানাহানি, বোমাবাজি, ইত্যাদি শুরু হলে বুঝবে যে এটাই সেই মহাভারতের যুদ্ধ শুরু। তখন ভাববে ভগবান নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু অন্যেরা সবাই এটাই জানে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ। আমিষ্টে ভরা কত ট্যাড়া স্বভাব। এই আমিষ্ট যদি না থাকতো তাহলে ভগবানের আসার কি দরকার পরতো। ভক্তি-মার্গকে গোলকধাঁধার খেলা বলা হয়। তাই এখন বাবা বলছেন যে, কেবল মাত্র আমাকেই স্মরণ করো, তাহলেই এই সব ভুল ভ্রান্তি দূর হয়ে সমাপ্ত হবে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেদেরকে দেহ রূপে ভাবতে, এখন তো নিজেকে দেহী রূপে ভাবতে শিখেছো। এই সাবধান বাণী কেবল মাত্র এই বাবাই তোমাদেরকে জানান যে, বাচ্চারা তোমরা দেহী-অভিমানী হও। এখানে তোমরা বাবার সন্মুখে বসে আছো। আর অন্যত্র সেন্টারে তো দিদিরাই বোঝান যে, শিববাবা এমনটা বলেছেন। আর এখানে তো বাবা সরাসরি বলছেন "আমি আত্মাদের কাছে বসেই তাদের সাথেই কথা বলি। তোমরা বাচ্চারা তো বুঝতেই পারছো যে, ব্রহ্মার শরীরের সাহায্যে বাবা আমাদেরকে এ সব বোঝাচ্ছেন। এটা খুবই কল্যাণকারী মেলা। বাবা বলছেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। যেহেতু এই বাবার থেকে তোমাদেরকে স্বর্গরাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সা নিতে হবে। তাই বাবাকে আর স্বর্গকে স্মরণে রাখতে হবে। কোনোও প্রকারের বিকর্ম করা চলবে না। একটা বিকর্ম করলে তা একশো গুন হয়ে যাবে। আর মায়া-ই তো এই বিকর্ম করায়। তাই মায়ার প্রভাবকেই জিততে হবে। মহাবীর হনুমানজীর কথা এই উদ্যোগেই রচিত হয়েছে। তোমাদেরও মহাবীর হনুমান হতে হবে। আমরা সবাই তো এখন বাবার বাচ্চা হয়েই গেছি। তাই মায়ার কাছে হার মানা চলবে না। আর এভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা সতোপ্রধান আর বিকর্মজিত হয়ে যাবো। তা না হতে পারলে তো নিজেদেরই পদ-ভ্রষ্ট হতে হবে। পুরুষার্থী বাচ্চা যে হয় সে তো নিজের জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেই। যা কিছুই ঘটুক না কেন, সে কিন্তু সর্বদাই স্মরণের যাত্রায়, অচল, অটল, স্থির থাকবেই থাকবে। বিনাশ তো হতেই হবে। সবার মামা, কাকা, গুরু, গোঁসাই, ইত্যাদি সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। সদগুরু (শিববাবা) বলেন যে, আমিই তো

তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবো । মানুষেরা তো ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে, কিন্তু তোমরা জানো যে, এই শিববাবাই আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন । কথায় আছে - কাল সব কিছুই খেয়ে নিল (শেষ করে দিল)। সেখানে আমি (মহাকাল) কিন্তু তোমাদেরকে শান্তিধাম নিয়ে যাই। আত্মা যখন শরীর ছেড়ে চলে যায়, তখন তাকে কাল কিন্তু নিয়ে যায় না, আত্মাকে নিজেকে কেবল বেরিয়ে যেতে হয়। । এখন তো আমি নিজেই এসেছি, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা কি বাচ্চাকে মারতে আসতে পারেন ? -অবশ্যই না । তোমাদের এই পুরনো শরীর তো ছাড়তেই হবে । আত্মাকেই তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এখন তো পাঁচ তত্ত্বই তমোপ্রধান অবস্থায় । এই জন্যই শরীরও সেই রকম হয়েছে । ওখানে (স্বর্গে) সতোপ্রধান তত্ত্ব দ্বারা শরীর তৈরী হয় তাই তা পরিস্কার স্বর্ণালী হয় । বাবা বলেন যে, আমি আবার নতুন করে সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি । তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো। সেখানে তোমরাই নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো অথচ অন্যেরা কেউ তাদের নিজের ধর্মকে ভোলেনি । তোমরা এখন জান যে, এই উষ্ণ পদস্থ দেবী দেবতা ও ধর্ম কেমন করে এত নীচে হয়েছে । বাবা তো কল্প কল্প ধরেই তোমাদের এ সবই বোঝাচ্ছেন । যা তোমরা আবার অন্যদের বোঝাচ্ছে। এবার তোমাদের সেই ৮৪ জন্মের চক্র পুরো হচ্ছে, বিনাশ যে সম্মুখে উপস্থিত । তাই স্বর্গের মালিক হবার জন্য নিজেকে যোগ্য তৈরী করতে হবে । স্বর্গের মালিক হতে গেলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে অবশ্যই। তাই সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করবে । এই বাবা তো চমৎকার আশ্চর্যের - নিজে থেকেই কেমন আসেন বাচ্চাদের কাছে ! গীতায় তো কৃষ্ণের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তুমি তো এখন জানো যে, এখন তো তুমি সম্মুখে বসে বাবার সাথেই কথা বলছো । এছাড়া অন্য সব তো ভক্তি মার্গের মনগড়া সব শোনা কথা। এখন তো আমরা আত্মা বাবার সাথে মিলিত হয়েছি। আত্মাদেরও বাবাকে পাওয়া হয় আর আত্মারা বাবার সাথে খুব প্রেমপূর্বক মিলিত হয় । এখানে সে তো নিরাকার গুপ্ত বাবা, এই জন্যই বাবা সবসময় বলেন শিববাবাকে স্মরণে সর্বদা মিলন করো। অন্য মনুষ্যরা তো কিছুই জানে না । তোমাদের মধ্যে কেউ যদিও বা জানে, আমিহে এসে আবার সব ভুলে যাও । আবার সেই দেহ অভিমানে এসে হাজির হও। যদিও প্রতিজ্ঞাও করো,... বাবা আমি তো আপনারই হয়ে গেছি, মহিলা বা পুরুষ উভয় আত্মাই এই কথা বলে থাকে। মহিলা শরীরে ও পুরুষ শরীরে দুই শরীরই সেই একই কথা বলে, বাবা আমি আপনার হয়ে গেছি । বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষার অধিকার নেবো। পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে আপনার স্মরণেই থাকবো। স্মরণ বিনা আত্মার সেই ময়লা কিছুতেই কাটবে না, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো না। সত্যযুগে তোমার দেওয়া অখন্ড অটল, সুখ-শান্তি, সম্পত্তির রাজ্যভোগ, যা একুশ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। সেই স্বর্গের রচয়িতা বাবা অবশ্যই নিজের বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদী বর্ষা (অধিকার) নিশ্চয়ই দেবেন । গানের মধ্যে আছে, মনে করেও চলি, অপার ব্রহ্ম তে থাকা পরমপিতা পরমপিতা পরমাত্মাকে । তিনি তো কল্পে একবারই আসেন । এটাও তো বোঝাবার কথা- তাই না । কিন্তু, কেউই তা বুঝতে চায় না, পরে সেই বুদ্ধির চোখ অবশ্যই খুলবে। একটু বড় লড়াই-যুদ্ধ শুরু হলেই তা বুঝতে পারবে । বাস্তবে এই যজ্ঞের রচনা করা হয়েছে লড়াই লাগবে জেনে । কিন্তু এই যজ্ঞের কারণটা কেউ জানে না । এই রুদ্র গুণান যজ্ঞ এর রচনা করা হয় বিনাশের প্রাক্কালে । ভক্তি-মার্গের অন্যেরা আবার যজ্ঞের রচনা করেন যাতে করে বিনাশ না হয় । শান্তি বজায় থাকে । কিন্তু এই যজ্ঞ তো অবশ্যই রচিত হতে হবে । তারা তো তা জানে না বিনাশ হবার পর তারপরে কী হবে ? এখন তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি, অন্ত, মধ্য সবটাই জানো । সবারই বেহদ এর জন্ম কাহিনীকেও জানো। কিন্তু এমন কেউই নেই যে, সে বলবে পরমপিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী

বলতে পারবে। অথচ সেই পরমাত্মাকেই সবাই স্মরণ করে, ডাকে, তাই না । মুর্খু মুর্খু স্মরণ করে আর বলে, ভগবান এই সন্তান দিলেন, এটা করলেন, ওটা করলেন। কেউ কেউ আবার এটাও ভাবে .. যার তা ছিল সে নিয়ে নিয়েছে । এই রকম বুঝদার পুরুষও অনেকে হয় । কত প্রকারেরই মানুষ হয়। এখন তুমি যখন বাবাকে পেয়েছো তো বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। স্মরণের দ্বারা অর্জন করতে পারবে । তাতেই তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হতে পারবে । তুমি সত্যযুগের শুরু থেকে কলিযুগের অন্ত অবধি পুরো চক্রটাকেই জেনে গেছো। তোমার বুদ্ধিতে হুবহু তা চিত্রিত হয়ে আছে। যেমনটা বাবার বুদ্ধিতে চিত্রিত আছে -এই জন্যই তো ওনাকে জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানদীপ্ত(knowledgefull) বলা হয় । এখন তুমি বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা (অধিকার) নিচ্ছে। তাই বাচ্চারা তোমাদের এখন অচল, স্থির থাকা দরকার। এরকম যেন না হয় যে, মায়া এসে বার বার দোদুল্যমান করে তুলবে। লজ্জাবতী লতার মতো হয়ো না । বাবাকে স্মরণ না করলে সে নেতিয়ে শুকিয়ে যায় । বর্তমানে তোমরা বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করছো । সময় যতই নিকটবর্তী হবে , তখন তুমি দেখতে পাবে, তোমাদের পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হলো কিনা । অন্তিম সময় যে উপস্থিত । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মা-বাবা, বাপদাদার স্মরণে ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) রুহানি (ঈশ্বরীয়) পার্শের ধারণাকে ধারণ করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে ও অন্যদেরও তাতে উৎসাহিত করাতে হবে । আপন ঘরে ফিরে যাবার বার্তা সবাইকে জানাতে হবে । এখন থেকে আর কোনো বিকর্ম করা উচিত নয় ।

২) সকালে ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ছোট খাটো ব্যাপারে ঝগড়াঝাঁটি বা মন্তব্য করবে না । নিজের স্থিতিকে অচল, অটল বানাতে হবে ।

বরদান :- মনসা রূপী মহাদানের দ্বারা প্রত্যেকটা সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্ত করানোর দ্বারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভবঃ (হও)

যে সব বাচ্চারা মনসার দ্বারা শক্তির দান করে তাদের মাস্টার সর্বশক্তিমানের বরদান প্রাপ্ত হয়। কেননা মনসার দ্বারা শক্তির দান করলে, সংকল্পে এতই শক্তি জমা হয় যে, তাতে প্রত্যেকটা সংকল্পই সিদ্ধি লাভ করে। তারা নিজের সংকল্পকে এক সেকেন্ডের মধ্যেই যেখানে খুশী সেখানেই লাগাতে পারে, সংকল্প তখন তাদের বশেই থাকে। আর ঐ সব বাচ্চারা তাদের সংকল্পে জয়ী হবার জন্য, যাদের চঞ্চল সংকল্প হয়, তাদের কিছু সময়ের জন্য অচল এবং শান্ত বানিয়ে রাখতে পারে।

স্লোগান :- নিরন্তর এক বাবার সঙ্গে যদি থাকো, তাহলে সঙ্গদোষ থেকে বাঁচতে পারবে ।

" সর্বদা দাতা-র সন্তান দাতা স্বরূপ হও"

আজ দয়ার সাগর নিজের মাস্টার দয়ার সাগর বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করছেন । ভক্তজন বাপদাদা এবং তোমাদের সকল সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের দয়ালু-কৃপালু নাম দিয়ে গায়ন করে। বাপদাদার কাছে বা তোমাদের সকল সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের কাছে সর্ব ধর্মের আত্মারা একটি মুখ্য বস্তু নিশ্চয়ই প্রাপ্ত করতে চায় । জ্ঞান আর যোগের কথা তো সব ধর্মে পৃথক লেখা রয়েছে যাকে বলা হয় মান্যতা । কিন্তু একটি কথা সব ধর্মে একই রকম আছে , সর্ব আত্মারা দয়া বা কৃপা নিজের ভাষায় যাকে তারা ব্লেসিং (blessings) বলে, সবাই প্রাপ্ত করতে চায়। তোমাদের কাছে এই শেষ জন্মেও তোমাদের ভক্তরা এই চাইছে - একটু কৃপা দৃষ্টি করো। একটু দয়া করো। সর্ব ধর্মে দয়া-কেই মুখ্য চিহ্ন বলে ধরা হয়েছে । যদি কোনো ধর্মীয় আত্মা দয়ালু না হয়, তবে তাকে ধর্মীয় বলে স্বীকার করা হবে না। ধর্ম অর্থাৎ দয়া । তো আজ বাপদাদা দেখছেন দয়ালু বা কৃপালু স্বরূপে কতটা পরিণত হয়েছে।

সকলেই নিজেকে আদি সনাতন প্রাচীন ধর্মের শ্রেষ্ঠ আত্মা বা ধর্মাত্মা রূপে স্বীকার তো করেই নিয়েছে। তাহলে হে সকল ধর্মাত্মা , আপনাদের সবচেয়ে প্রথম ধর্ম অর্থাৎ ধারণা হলই স্বয়ং প্রতি , ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি এবং বিশ্বের সর্ব আত্মাদের প্রতি দয়া ভাব ও কৃপা দৃষ্টি । তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করো সর্বদা দয়ার ভাবনা ও কৃপা দৃষ্টি সর্বের প্রতি থাকে নাকি ক্রমানুযায়ী থাকে ? দয়া ভাব বা কৃপা দৃষ্টি কার উপরে করতে হয়? যে আত্মা হল দুর্বল , অপ্রাপ্ত আত্মা , কোনো বিষয়ের বশীভূত আত্মা , এমন আত্মারা দয়া বা কৃপার ইচ্ছা রাখুক বা না রাখুক তবুও আপনারা দাতার সন্তান সেই আত্মাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা দান করবেন । সারাদিন যত আত্মারা সম্পর্কে আসে , জ্ঞানী বা অজ্ঞানী , সকলের প্রতি সদা এইরূপ দৃষ্টি থাকে নাকি অন্য অন্য দৃষ্টিও থাকে ? আত্মা যেমনই সংস্কার যুক্ত হোক না কেন এই দয়া বা কৃপার ভাবনা বা দৃষ্টি পাথরকেও জল করতে পারে। অপোজিশানের আত্মারাও পোজিশনে চলে আসতে পারে । স্বভাবের টক্কর খায় এমনরাও ঠাকুর হতে পারে। ক্রোধ-অগ্নি , যোগ-অগ্নিতে পরিণত হবে। বহু জন্মের কঠোর হিসাব-নিকাশ তাব সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে নতুন সম্বন্ধ জুড়বে। কতই বিরোধী হোক তারা এই বিধির সাহায্যে স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গন করবে। কিন্তু এইসবের আধার হল - "দয়া ভাব" । দয়া ভাবের প্রয়োজনীয়তা, এমন পরিস্থিতি এমন সময়ে রয়েছে! সঠিক সময়ে না করলে মাস্টার দয়ার সাগর বলা যাবে? যেজনে দয়া ভাব থাকবে সে জন সদা নিরাকারী , নির্বিকারী ও নিরহংকারী হবে। মম্মা নিরাকারী , বাচা নির্বিকারী , কর্মণা নিরহংকারী হবে। এইরূপ আত্মাকেই বলা হয় দয়ালু এবং কৃপালু আত্মা । তো হে দয়ার ভান্ডারে ভরপুর আত্মারা সঠিক সময়ে কোনো আত্মার প্রতি দয়া ভাবের অঞ্জলিও দিতে পারবেনা নাকি? ভরপুর ভান্ডার থেকে অঞ্জলি দিয়ে দিলেই ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্যা গুলিই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আপনাদের হল অনাদি , আদি , অবিনাশী দাতার সংস্কার । দেবতা অর্থাৎ দাতা। সঙ্গমে মাস্টার দাতা হয়েছে কিনা। অর্ধকল্পের জন্যে দেবতা অর্থাৎ দাতা । এমন দাতা স্বরূপের সংস্কার যুক্ত হে সমৃদ্ধ আত্মারা সঠিক সময়ে কেন দাতা স্বরূপ হও না? প্রাপ্তির ভাবনা দাতার সন্তানের হতে পারেনা । কেউ দিলে আমরা দেব , এইরূপ ভাবনা দেবতার নয় লেবতার। তাহলে কোন আত্মা তোমরা ? দেবতা না লেবতা ?

হে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা আত্মারা , অল্পকালের ইচ্ছার খাতিরে দেবতার বদলে লেবতা স্বরূপ হয়ো না। দিতে থাকো , দেওয়ার সময়ে গুণতে যেও না। আমি এত করেছি, ওরা করেনি , এইরকম গুণে কাজ করা দাতার সংস্কার নয়। বিশাল হৃদয় বাবার বাচ্চারা এই সব কথা গুনতে যায়না। ভান্ডার তো ভরপুর , তবে গুনতে যাও কেন? সত্যযুগেও কোনো হিসেব নিকেস গোনা-গুনতি থাকেনা। রয়্যাল ফ্যামিলী , রাজ্যবংশী মাস্টার দাতা হয়। সেখানে এইরকম সওদাবাজি হবেনা । এত দিয়েছি , এত করেছি । যে যত প্রাপ্ত করবে ভরপুর হবে। রাজ্যবংশ অর্থাৎ দাতার নিবাস। তাহলে এইরূপ সংস্কার ভরতে হবে। কোথায় ভরতে হবে? সত্যযুগে নাকি ? এখন থেকেই ভরতে হবে কিনা। এখানেও বাবার সঙ্গে সওদাবাজি করে। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি , বাবা আমাকে বলেননি । আর নিজেদের মধ্যে সওদাবাজি তো অনেক করে। শাহেনশাহ স্বরূপ হও , দাতার সন্তান দাতা স্বরূপ হও। সে করেছে তাই আমি করেছি , সে দুটো বলেছে তাই আমি চারটে বলেছি। সে দুই বার করেছে বা বলেছে আমি একবারই করেছি । এই সমস্ত হিসেব নিকেস দাতার সন্তানেরা করতে পারেনা। কেউ আপনাদের দিক বা না দিক , আপনারা দিতে থাকুন , একেই বলা হয় দয়াভাব বা কৃপা দৃষ্টি । তো হে দয়ালু-কৃপালু আত্মারা , দাতা স্বরূপ হও। বুঝেছ। বাপদাদার কাছে সবার খাতা রয়েছে । সারাদিন কত সময় দয়ালু-কৃপালু স্বরূপে স্থিত থাকো আর কত সময় দেওয়ার ভাবনা ছেড়ে নেওয়ার ভাবনা রাখো , সারাদিনের এই লীলা বাবা দেখেন। যেমন আপনারা এই ভিডিও সেট লাগিয়েছেন যাতে আপনারা দেখেন শোনে ঠিক সেইরকম বাপদাদার কাছে প্রত্যেকের জন্যে টিভি সেট রয়েছে । যখন ইচ্ছা সুইচ অন করেন।

এইসব হল সেবার সাধন আর সে সব হল পিতা ও সন্তানের হালচাল জানবার সাধন। এমনিতেও শেষ সময়ে এইসব সাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই ভিডিও কাজে আসবেনা কিন্তু আপনাদের উইল পাওয়ারের সেট কাজে আসবে। বৈজ্ঞানিক বাচ্চারা যে এত সময় এনার্জি ধন খরচ করে সাধন আবিষ্কার করেছে , বাচ্চাদের পরিশ্রম বাবার সেবায় লাগছে সেইজন্য বাবাও বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখে আনন্দিত হচ্ছেন সেবার সাধন ভালই তৈরী হয়েছে । সবাই সন্তান কিনা। বাবা , বাচ্চাদের আবিষ্কার দেখে খুশী তো হবেন কিনা । সর্ব কমেই সফল হচ্ছে বাচ্চারা। যদিও অল্পকালের কিন্তু সফল তো হচ্ছে কিনা তাই বাপদাদা ভিডিও সেট না দেখে ঐ বাচ্চাদেরকে দেখেন । আচ্ছা ।

এই সাধন দ্বারা-ই দেশবিদেশের বাচ্চারা চতুর্দিকে দেখবে আর শুনবে তো বাপদাদাও চারিদিকের সর্ব বাচ্চাদেরকে , যারা এই ভালোবাসা নিয়ে (লগনে) বসে রয়েছে যে আজ মধুবনে কি হবে! শরীর দ্বারা বিদেশে বা দেশে রয়েছে কিন্তু আকার রূপে হলে মধুবন নিবাসী । বাপদাদা সকল আকারী স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদের বিশেষ স্মরণ ভালোবাসা দিচ্ছেন । বাপদাদা ডবল সভা দেখেন , সিঙ্গল নয়। একটি হল সাকারী সভা অন্যটি হল আকারী সভা। সকলের স্মরণের ভাইব্রেশন পৌঁছেছে । আচ্ছা - সবার পত্রের একই উত্তর , তারা বাবাকে স্মরণ করে , বাবাও পদমগুণ সেই বাচ্চাদের স্মরণ করেন। যেমন তারা দিন গুনছে তেমনই বাবাও প্রতিটি বাচ্চার গুণের মালা সদা স্মরণ করেন। সব বাচ্চাদের একমাত্র মিলনের সঙ্কল্প রয়েছে আর বাপদাদাও এমন মিলনের আশাবাদী , মিলনের সঙ্কল্পে মগ্ন আত্মাদের বিশেষ অমৃতবেলার মিলনে মিলিত হয়ে রেসপন্ডস দেন আর সর্বকে সেবার প্রতি বিশেষ সঙ্কল্প দিচ্ছেন । আচ্ছা ।

এমন সদা দয়াভাব এবং কৃপা দৃষ্টিকারী , সদা দাতা স্বরূপ , প্রাপ্তির কামনা যারা রাখেনা , ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা - এমন স্থিতিকারী , এমন রাজ্যবংশ সংস্কারী , শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচার্সদের সাথে :-

তোমরা সবাই হলে বাপদাদার বিশেষ সহযোগী আত্মা কিনা । সহযোগী সে-ই হতে পারে যে স্নেহী হয়। যেখানে স্নেহ থাকবে সহযোগ না দিয়ে থাকতে পারবেনা । তাহলে সেবাধারী অর্থাৎ স্নেহী আর সহযোগী । সাথে থাকবে, সাথে দেবে আর শেষে সাথে যাবে। তো তিনটিতেই এভাররেডি । সাথে থাকা এবং সাথে দেওয়া হল এখন, সাথে যাওয়া হবে পরে। যখন দুটি কথা ঠিক থাকে তাহলে তৃতীয় কথার ডেটও এসেই যাবে। তোমরা হলে সবাই নিমিত্ত আত্মা কিনা । তোমরা যত সাথে দেবে আর সাথে থাকবে তত তোমাদের দেখে অন্যদেরও উৎসাহ উদ্দীপনা স্বতঃতই বেড়ে যাবে। একা তুমি হলে অনেকের নিমিত্ত কিনা । আমি নই কিন্তু বাবা বানিয়েছেন নিমিত্ত স্বরূপ । আমিত্ব ভাবের সমাপ্তি হয়েছে কিনা। আমি -র স্থানে আমার বাবা , আমি করেছি , আমি বলেছি , এইরূপ নয়, বাবা করিয়েছেন , বাবা করেছেন, তাহলে দেখো সফলতা সহজ হয়ে যাবে। তোমার মুখ দিয়ে বাবা বাবা শব্দ যত বেরোবে ততই অনেককে বাবার হতে সাহায্য করতে পারবে। সবার মুখ দিয়ে এই কথাই বেরোবে এনার চলায় - বলায় বাবাই বাবা রয়েছেন তবেই অন্যদেরও এই নেশা লাগবে। যে কথায়-চলায় অর্থাৎ লগনে থাকবে সেই কথায় সেই চলায় প্রত্যক্ষ হবে। বাপদাদা ছোট ছোট কুমারীদের সাহস এবং ত্যাগ দেখে হর্ষিত থাকেন। বড়রা তো টেস্ট করে ত্যাগ করেছে , সেটি কোনো বড় কথা নয়। টেস্ট করে ত্যাগ করা। কিন্তু এরা তো প্রথমেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করেছে । যত ছোট তত বুদ্ধিমান ।

পার্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকার :-

গুজরাট :- সর্বদা নিজেকে মহাবীর অর্থাৎ মহান আত্মা ভেবে চলো কিনা ? কার আপন হয়েছি আর কি স্বরূপ ধারণ করেছি শুধুমাত্র এই কথা ভাবলেও কখনও ব্যক্ত ভাবে আসতে পারবেনা । ব্যক্ত ভাবের উল্লেখ থাকো অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে সর্বদা উপরে উড়তে থাকো। ফরিস্তা নীচে নামে না , পৃথিবীতে পা রাখেনা । এই ব্যক্ত ভাবও হল দেহের ধরনী। তো যখন ফরিস্তা স্বরূপে পরিণত হয়েছ তবে দেহের ধরনীতে আসবে কিভাবে , ফরিস্তা অর্থাৎ উড়ন্ত । তাহলে সবাই উড়ন্ত পাখি হয়েছ তো , খাঁচার ভেতরের পাখি নয়তো? অর্ধকল্প তো খাঁচাতেই ছিলে , এখন হয়েছ উড়ন্ত পাখি । স্বাধীন হয়ে গেছ। নীচের আকর্ষণ এখন আর আকর্ষিত করবেনা । নীচে থাকলে শিকারি শিকার করবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ কিছুই করতে পারবেনা । তো সবাই উড়ন্ত পাখি হয়েছ তো ? খাঁচা খতম হয়েছে তো ? যতই সুন্দর খাঁচা হোক না কেন কিন্তু বন্ধন হল কিনা। এই অলৌকিক সম্বন্ধও হল সোনার খাঁচা , তাতেও ফাঁসবেনা। স্বাধীন মানে স্বাধীন । সর্বদা বন্ধনমুক্ত যারা থাকবে তারাই জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। আচ্ছা ।

দিল্লি :- এখন দিল্লিতে ব্যবসায়ী তৈরী হয়নি। ব্যবসায়ী এক লক্ষকে আগে বাড়াতে পারে কেননা এক ব্যবসায়ী অনেকের সম্পর্কে আসে। যতজনের সম্পর্কে আসবে তার অর্ধেকও যদি খবর শুনে বেরিয়ে আসে তাহলেও অনেকে হয়ে যাবে। এও তো একপ্রকারের বিজনেস কিনা ।

বিজনেসম্যান কত শেয়ার প্রাপ্ত করবে। সেবার চান্স বিজনেসম্যানের জন্যে ভাল কথা। এবারে বিজনেসম্যানের গ্রুপ তৈরী করে আনো।

সেবাধারীদের প্রতি:-

যত বিশেষ মহত্ব এই যজ্ঞের রয়েছে , ততই বিশেষ মহত্ব যজ্ঞ-সেবাধারীদেরও রয়েছে । এই সেবার স্মৃতিচিহ্ন এখনও অনেক ধর্মস্থলে স্থাপিত রয়েছে । যে ধর্মস্থল গুলি পরে নির্মিত হয়েছে সেইসব স্থানে সেবার মহত্বও সবাই বোঝে। তাহলে চৈতন্য মহাযজ্ঞে সেবাধারীদের কতখানি মহত্ব রয়েছে । এইখানে সেবা করছো না বরং পদমণ্ডণ মেওয়া (dry fruits) খাচ্ছো। ধন সম্পত্তিবানদের প্রতি কথায় আছে না- এরা সর্বদাই মেওয়া খায়। গরীব দরিদ্রদের জন্যে বলা হয় ডাল-রুটি খায় আর ধনীদের জন্যে বলা হয় মেওয়া খায়। সেবাধারী অর্থাৎ মেওয়া খায় যারা। তাহলে কত শ্রেষ্ঠ হলে কিনা । প্রতিটি পদক্ষেপে ডবল ইনকাম । মন্সাতেও এবং কর্মণাতেও। মন্সা অর্থাৎ স্মরণে থেকে সেবা করো তো ইনকাম ডবল হল কিনা। তো কে কতটা ইনকাম করছে প্রত্যেকে নিজেই তা জানতে পারে। সেবার ভান্ডার তো ভরপুর রয়েছে । মহাযজ্ঞ অর্থাৎ সেবার ভান্ডার । সেবার ভান্ডার হল ভরপুর তারপর যে যতটা করতে পারে। কোনো সীমা নেই আর কোথাও খুঁটি বাঁধাও নেই। এরও কোনো সীমা নেই যে এই কাজ পূর্ণ হলে এরপর কি করা হবে, ভান্ডার তো ভরপুর । বেহদের ভান্ডার তাই যত চাও তত করতে পারে। মালামাল হওয়ার লটারি। লটারি তো পেয়েছ , এখন লটারিতে কোন লটারি নিয়েছ , পদ্মগুণ , লক্ষ গুণ , হাজার গুণ নাকি একশ গুণ, সেটা নির্ভর করছে আপনাদের উপরে। এই হল মহান লটারি , পদমণ্ডণ লটারিও নিতে পারে।

বাপদাদাও সেবাধারী স্বরূপে আসেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটির প্রথম স্বরূপ তো হল ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট কিনা। তো যেমন বাবার তেমন বাচ্চাদের গায়ন আছে। নির্বিল্ল সেবাধারী কিনা । সেবার মধ্যে কোনো বিঘ্ন আসেনা তো । যেমন বায়ুমন্ডল , সঙ্গ , আলস্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বিঘ্ন তো আছে , কোনো প্রকারের বিঘ্ন আসলেই সেবা খন্ডিত হল কিনা। অখন্ড সেবা । কোনোরকম বিঘ্নের বশে কখনোই আসবেনা । নির্বিল্ল সেবা , এরই মহত্ব রয়েছে । একটুও বিঘ্ন যেন সঙ্কল্প মাত্র না থাকে। এমন অখন্ড সেবাধারী কখনও কোনো চক্রে আসেনা। কখনও কোনো ব্যর্থ চক্রে আসবেনা তবেই সেবা সফল হবে। নাহলে সেবায় সফলতা হবেনা । আচ্ছা ।

বরদান :- সংশয়ের সংকল্প গুলিকে সমাপ্ত করে মায়াজিত রূপী বিজয়ী রত্ন ভব।

প্রথমেই কখনো সংশয়ের সংকল্প যেন উৎপন্ন না হয় যে না জানি যদি ফেল হয়ে যাই , সংশয় বুদ্ধি হলেই হার হয় সেইজন্য সর্বদা যেন এই সংকল্পই মনে আসবে আমরা বিজয় লাভ করেই দেখাব। বিজয় তো হল আমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার , এমন অধিকারী রূপে কর্ম করলে বিজয় অর্থাৎ সফলতার অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, এর দ্বারা-ই বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে তাই মাস্টার নলেজফুলের মুখ থেকে কখনোই 'না জানি ' শব্দ বেরনো উচিত নয়।

স্লোগান :- দয়ার ভাবনা সহজেই নিমিত্ত ভাবকে ইমার্জ করে দেয়।

" মিষ্টি - বাচ্চারা - তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে, এখন তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই তোমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত পুরোনো ঘটনাকে ভুলে যাও । "

প্রশ্ন :- তোমাদের কর্মযোগী বাচ্চাদের কোন্ অভ্যাস নিরন্তর করা উচিত ?

উত্তর :- যখনই শরীর নির্বাহের প্রয়োজন হবে তখনই দেহে অবতরিত হও , আবার জাগতিক কর্তব্য সমাধা হলে দেহী অভিমানী স্থিতিতে স্থিত হও । দেহের স্মৃতি ছাড়া তো কোনো কর্মই করা যাবে না, তাই কর্ম করার জন্য দেহ - অভিমানী হও, আবার কর্ম শেষ হলে ততক্ষণাতঃ দেহী-অভিমানীর স্থিতিবিস্তার ফিরে যাও । এই অভ্যাস তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই দুনিয়াতে কেউই করতে পারবে না ।

গীত সজনীরা এবার জাগো

ওম্ শান্তি । রুহানি বাবা বলছেন মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারা , বাচ্চারা , এই গান শুনেছে । এই গান হলো জ্ঞানের গান । এই গানতো খুবই সুন্দর । তোমরা আত্মারা এখন জাগ্রত হয়েছে । এই বিশ্ব নাটকের রহস্যকেও তোমরা এখন জেনে গেছ । ভক্তি মার্গের মজা তো তোমরা দেখেই নিয়েছ । যা কিছু ভক্তিমার্গে ঘটে গেছে সবই এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে । তোমরা এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাস জেনেছ । বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাস জানিয়েছেন । নতুন দুনিয়ার জন্য এ সবই নতুন কথা । বাবার কাছেই তোমরা এই নতুন কথা শুনেছ । শিববাবা তোমাদের বাচ্চাদের ধৈর্য্য ধরতে বলেন । তিনি বলেন বাচ্চারা, এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে গেলে পুরোনো সমস্ত কথা ভুলে যাও । ভক্তিমার্গের যে সমস্ত বেদ শাস্ত্র, পুরান ইত্যাদি আছে, এই সকলই একদিন শেষ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়ায় ভক্তিমার্গের কোনো চিহ্নই থাকবে না । ওখানে তো ভক্তির প্রারম্ভ ভোগ করে । বাবা এসেই ভক্তদের এই ফল প্রদান করেন । বাচ্চারা এখন জেনেছে যে বাবা কেমনভাবে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন, ভক্তিমার্গে যে যতো বেশী ভক্তি করেছে, সে ফলও ততো ভালো পেয়েছে । জ্ঞানের পুরুষার্থও সে বেশী করে । তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা অনেক বেশী ভক্তি করেছিলে । যারা বেশী ভক্তি করেছে তারাই জ্ঞানের পথে তীব্র গতিতে এগিয়ে যায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণের মতো উঁচু পদ পায় । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ জ্ঞান আর যোগের দ্বারা । সময় অনুসারে তোমাদের দেহ-অভিমানী আর দেহী-অভিমানী দুই-ই হতে হবে । সমস্ত কর্ম করাকালীন এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে । দেহ ছাড়া তোমরা তো কোনো কর্মই করতে পারবে না । এই কথা তো ঠিক যে বাবাকে স্মরণ করতেই হবে, কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে করে দেহকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে তাহলে হবে না কারণ এই দেহের সাহায্যেই কর্ম করতে হবে । বাবার স্মরণ করলে তোমরা অনেক আনন্দ পাবে । উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে যেমন বাবাকে স্মরণ করতে হবে ঠিক তেমনই শরীর নির্বাহের জন্য খাদ্যও গ্রহন করতে হবে । আবার তোমাদের দেহী অভিমানী স্থিতিতেও থাকতে হবে । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এখন দেহী - অভিমানী স্থিতিতে কেউই নেই । দুনিয়ার মানুষ যদিও বা নিজেদের আত্মা ভাবে কিন্তু পরমাত্মার পরিচয় কেউই জানে না । যদিও বা তারা বোঝে যে আমরা আত্মা, আমরা অবিনাশী কিন্তু আমাদের এই শরীর বিনাশী , তবুও এইটুকু বুঝলেও কোনো বিকর্ম বিনাশ হবে না । কথায় আছে পুণ্য আত্মা আর পতিত আত্মা । আমি আত্মা আর এই হলো

আমার শরীর এ তো খুবই সাধারণ কথা । আসল কথা হলো তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । শরীর নির্বাহের জন্য তোমাদের দেহ - অভিমানে তো আসতেই হবে । এই দেহকে খাদ্যও দিতে হবে । দেহ ছাড়া তো কিছুই হবে না । প্রতি জন্মে তোমরা শরীর নির্বাহ করেই এসেছো, তাই কর্ম করতে করতে তোমাদের প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই প্রিয়তমকে সঠিকভাবে কেউই জানে না । এই প্রিয়তম বাবার থেকেই তোমরা বর্ষা বা সম্পত্তি পাও আর সেই বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় এই কথা কেউই বোঝে না । তোমরা বাচ্চারা এখন এই নতুন কথা শুনছ । তোমরা জানো যে আমরা এখন ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ পেয়েছি । আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে তারপরে আবার নতুন রাজধানীতে আসব । বাবা যখন নতুন রাজধানী স্থাপন করছেন তখন তোমাদের তো ওখানে যাবার আগ্রহ অবশ্যই হচ্ছে । এখন তোমরা যে পথ পেয়েছ তা দুনিয়ার অন্য কোনও মানুষ জানেই না । যতই জপ, তপস্যা ইত্যাদি করুক ওইভাবে সন্নতি পাওয়া যায় না । এই পদ্ধতিতে এই দুনিয়া থেকে স্বর্গ রাজ্যের পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়া সম্ভব নয় । এও তোমাদের বোঝা দরকার । শাস্ত্রে এর হিসাব লখ বছরের লিখে দিয়েছে, তাই এই বিষয়ে মানুষের বুদ্ধি কাজ করে না । তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো, এতো বলতে গেলে প্রায় কালকের কথা । ভারতেই স্বর্গ রাজ্য ছিলো আর তোমরাই ছিলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষ । দেবী দেবতা ধর্ম খুবই সুখ প্রদানকারী । ভারতের মতো সুখ আর অন্য কোনো দেশের মানুষ পাবে না । যতই তারা চেষ্টা করুক । অন্য কোনো ধর্মের মানুষ তো স্বর্গে যেতেই পারবে না । তোমাদের মতো সুখী আর কেউই হবে না । যতাই চেষ্টা করুক । প্রচুর অর্থ খরচ করলেও স্বর্গ সুখ পাওয়া সম্ভব নয় । কারোর যদি অর্থ থাকে সে আবার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাও হতে পারে । আবার কারোর সুন্দর স্বাস্থ্য থাকলেও অর্থ নাও থাকতে পারে । এ হলো দুঃখের দুনিয়া, তাই বাবা এখন বলেন যে, আত্মারা এবার জাগো.....তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন মিলেছে । তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছ । তোমাদের এখন এই দুনিয়ার ইতিহাস নখদর্পণে । বাবাই হলেন এই সবকিছুর জানানহার । এর মানে এই নয় যে বাবা সবার মনের কথাই জানেন । বাবা কত বুঝিয়ে বলেন । কিন্তু কোন মানুষ কতখানি পবিত্র, বাবাকে কতখানি স্মরণ করে, বাবা তা জানেন না । বাবা কেবল এই কথাই বলেন যে, তোমরা আত্মারা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো । এই সৃষ্টি চক্রকেও তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে । দেহী - অভিমানী তো তোমাদের অবশ্যই হতে হবে । দেহ - অভিমানী হওয়ার কারণে আজ তোমাদের এই দুর্গতি । এখন তোমাদের কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থাকলেও তোমাদের কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী কারণ দেবতাদের হাতে তো শঙ্খ জাতীয় কিছুই থাকে না । এই জ্ঞান শঙ্খ তোমাদের ব্রাহ্মণদের । শিখ ধর্মের লোকেরা শঙ্খ বাজায় , তাতে অনেক জোরে শব্দ হয় । তোমরাও এখানে জ্ঞান বিতরণ করো । কিন্তু তোমাদের লাউড স্পিকারের প্রয়োজন হয় না । বড় সভাতে লাউড স্পিকার লাগে । কিন্তু তোমরা শিক্ষিকারা যখন পড়াতে তখন তোমাদের লাউড স্পিকারের কিসের প্রয়োজন । এখানে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের শিববাবা হলেন সর্বশক্তিমান । তোমরা লাউড স্পিকার লাগাও যাতে দূরের মানুষ শুনতে আসে । তারাও পরবর্তীকালে কাজে আসবে । তোমাদের এই কথা সবাইকে বলতে হবে যে মৃত্যু সবার শিয়রে । এখন সবার ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে । মহাভারতের যুদ্ধও সামনে রয়েছে । গীতাতেও এই কথা লেখা আছে যে মহাভারতের লড়াই হওয়ার ফলেই বিনাশ হয়েছিলো । তারপর কি হয়েছিলো ? পাণ্ডবরাও মৃত্যুবরণ করেছিলো । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন, প্রথমেই যদি বিনাশ হয়ে যায় তাহলে এই ভারত খণ্ড তো খালি হয়ে যাবে । কিন্তু ভারত তো অবিনাশী খণ্ড, তাই সম্পূর্ণ খালি হয় না কখনো । তোমরা তো

জানো যে প্রলয় কখনো হয় না । তোমাদের শিববাবা হলেন অবিনাশী, তাই তাঁর জন্মস্থানও অবিনাশী। বাচ্চারা এই ভেবে খুশীতে থাকো যে তোমাদের শিববাবা হলেন সঙ্গতিদাতা এবং সুখ শান্তির কর্তা । সকলেই যখন বাবার কাছে আসে, তারা বলে, বাবা, শান্তি চাই । আত্মাদের মনে এতো শান্তির চাহিদা হয় কেন ? কারণ শান্তিধামই হলো আত্মাদের ঘর । কার না নিজের ঘরের কথা স্মরণে আসে ? যদি বিদেশের মাটিতে কারো মৃত্যু হয় তাহলে সকলেই চায় এনাকে নিজের জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়া হোক । সকলে যদি জানতো যে সবার সঙ্গতিদাতা , দুঃখের মুক্তিদাতা শিববাবার জন্মভূমি এই ভারত, তাহলে তোমাদের বাবার অনেক মান হতো । তখন সবাই এক শিবকেই ফুল নিবেদন করতো । এখন তো কতজনের উপরই ফুল নিবেদন করা হয় । যিনি সকলকে সুখ শান্তি দেন তাঁর নাম ঠিকানাই হারিয়ে গেছে । যারা বাবাকে খুব ভালোভাবে জানতে পেরেছে, তাঁরাই বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নেবার পুরুষার্থ করবে । বাবা বলেন যে....আমার নামই হলো দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা । তিনি দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে কি করবেন । তোমরা সবাই জানো যে শান্তিধামে সবাই শান্তিতে থাকে, আর সুখধামে সুখে । শান্তিধাম এক জায়গায় আর সুখধাম এক জায়গায় । আর এ তো হলো দুঃখধাম । এখানে এখন সকলেই দুঃখে রয়েছে । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা কিভাবে সেই সুখের দুনিয়ায় যাও যেখানে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কোনো দুঃখই থাকে না । ওই দুনিয়ার নামই হলো সুখধাম । কতো মিষ্টি এই নাম । বাবা বলেন যে, তিনি তোমাদের কোনো ধরনের পরিশ্রমই করান না । কেবলমাত্র তোমরা তোমাদের বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । এই জ্ঞানই এখন তোমাদের বাবা শেখাচ্ছেন । সত্যযুগে এই জ্ঞান তোমাদের-আত্মাদের থাকবে যে, আমরা আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ বা দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করছি । এই স্থিতিকেই আত্মা - অভিমাত্রী বলা হয় । এ হলো আত্মার জ্ঞান যা আর কেউই তোমাদের দিতে পারে না । আত্মাদের, আত্মার বাবা এসেই এই জ্ঞান দেন । তিনি এই জ্ঞান প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর এসে দেন । এই দুনিয়ার মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞানের আলো পেয়েছো, তাই অজ্ঞানের ঘুম থেকে জেগে উঠেছো । তোমাদের সব সজনীদের একই সাজন এক শিববাবা । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের বাবাও, সাজনও আবার গুরুদেরও গুরু । আমি হলাম তোমাদের সুপ্রীম শিক্ষক । সর্বগুরুর সঙ্গতিদাতা আমি হলাম এক সত্গুরু । আমি বলি, বাচ্চারা, আমি তোমাদের সবার সঙ্গতি করি । গতির পরেই তোমাদের সঙ্গতি হয় । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, প্রত্যেকটি আত্মাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাই সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ এবং তমো এই ধাপগুলি অতিক্রম করে । অনেক আত্মার খুবই অল্প পার্ট থাকে । তারা আসে আর যায় । যেমনভাবে মশারা জন্মায় আর মরে । এরা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নেয় না । বাবার থেকে আত্মারা পবিত্রতা, সুখ এবং শান্তির বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করে । নিরাকার বাবা তোমাদের আত্মাদের বুঝিয়ে বলেন । ব্রহ্মাবাবার মুখের মাধ্যমেই তিনি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । এই পৃথিবীতে শিববাবার মন্দির কতো উঁচু বানানো হয় । সবাই তীর্থ করার জন্য কতো দূরে যায় । এতো খরচা করে কিন্তু জ্ঞান অমৃত পান করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই । এই তীর্থযাত্রী দের জন্য সরকারকে কতো ব্যবস্থা করতে হয় । কতো পরিশ্রমও হয় । মানুষ এই তীর্থস্থানে ছোটো বাচ্চাদের কেমন করেই বা নিয়ে যাবে ? বাচ্চাদের কারোর কাছে রেখেই তারা যায়। সাথে করে নিয়ে যায় না । দু তিন মাসের তীর্থযাত্রা তারা করে । এখানে কিন্তু তোমরা এসে এই কথা শান্তিতে শোনো । ছোটো বাচ্চারা তো এই কথা শুনবে না । তোমরা এখানে যোগ আর জ্ঞান শেখার জন্য আসো । বাবা যখন তোমাদের এই জ্ঞানের কথা শোনান তখন কোনো আওয়াজ করা উচিত নয় । আওয়াজ হলে তোমাদের মন সেই দিকে চলে যায় । যোগ তো খুবই সহজ । তোমরা যে

কাজই করো, তোমাদের বুদ্ধির যোগ যেন বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকে। বাবার স্মরণে থেকেই তোমাদের নিজের হাতে ভোজনও তৈরী করতে হবে। তোমরা হাতে বিভিন্ন কাজ করো, কিন্তু স্মরণ একমাত্র বাবাকেই করো। এতে তোমাদেরও কল্যাণ হবে আর বাবার স্মরণে থাকার ফলে তোমাদের হাতের তৈরী খাবারও খুব সুস্বাদু হবে। তোমরা শিববাবার থেকে এই বিশ্বের বাদশাহীর অধিকারী হও। লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার জন্যই তোমরা এখানে আসো। সবাই বলে যে তোমরা সূর্যবংশীয় রাজা হবে। তোমরা সকলেই জানো যে তোমাদের মাম্মা - বাবা এই সময় ব্রহ্মা আর সরস্বতী। এনারাই পরবর্তী জন্মে লক্ষ্মী আর নারায়ণ হবেন। আর বাকী সবাই ভবিষ্যতে কি জন্ম নেবে সেই খবর কেউ জানে না। যেমন, নেহেরু পরবর্তী জন্মে কি হবেন সেই খবরও কেউই জানে না। যদি কেউ ভাল দান ধ্যান করে তাহলে তারা ভালো বংশে জন্ম নেয় এখন তোমরা সবই জানো। এখন এনাদের নাম হলো আদিদেব ব্রহ্মা আর আদিদেবী সরস্বতী। এরাই পরবর্তীকালে স্বর্গের মালিক হবেন। এঁদের বাচ্চারাও এঁদের সাথে থাকবে। তারাও বলবে যে আমরাও স্বর্গের মালিক হবো। এ তো সব ঠিকই হয়ে আছে। সুস্মবতন থেকেও তোমরা দেখো - দেব, দেবীর মন্দিরের সামনেও অনেক মেলা বসে। কিন্তু জগদম্মা তো একজনই। তাঁর ছবিও একটাই হওয়া চাই। তোমরা মাম্মাকেও দেখো। তোমাদের বাচ্চাদেরও অনেক ছবি আছে। যার নাম রাখা হয়েছে অধর কুমারী। তোমরা জানো যে এই অধর কুমারী তোমরাই হও। তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মা কুমার, কুমারী। যারা যুগল অর্থাৎ স্বামী - স্ত্রী হয়, তারাও বলে যে আমরাও ব্রহ্মাকুমার, কুমারী। তোমাদেরই পরে স্মরণ হয়। বরাবর তোমরাই এই জ্ঞান সবাইকে দিয়ে আসছো, যার নমুনা অর্থসহিত দিলওয়ারা মন্দিরে দেখানো হয়েছে। এই সমস্তকিছু তোমরাই বুঝিয়ে বলতে পারো। তোমরা জানো যে, তোমরা এখন এই সত্যযুগের স্থাপন কার্য করছো, এই রাজযোগের সাহায্যে বাবার শ্রীমতে চলে এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজ করছো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি / সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. জ্ঞান এবং যোগের উপর পুরো মনোযোগ দাও। শোনার সময় খুবই শান্ত এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে বসো। তোমাদের কর্মযোগীও হতে হবে।

২. বাবা তোমাদের যে ঘর বা পরমধামের পথ দেখিয়েছেন, তা সবাইকে জানাতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শব্দও তোমাদেরই বাজাতে হবে।

বরদান :- সমস্ত দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা সাফাত্কারমূর্ত হও ।

যেভাবে ব্রহ্মাবাবা সাকার রূপে থেকে এতাবড় দায়িত্ব সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আকারী আর নিরাকারী স্থিতির অনুভব করাতেন, এমনভাবে তোমরাও বাবাকে অনুসরণ করো । সাকার রূপে সবাইকে ফরিস্তার অনুভূতি করাও । কেউ যদি তোমাদেরই সামনে অশান্ত, অস্থির আর ভয় পেয়ে আসে, তোমাদেরই একটি দৃষ্টি, বৃত্তি আর স্মৃতির শক্তি যেন তাদের পুরোপুরি শান্ত করে দেয় । তারা ব্যক্ত ভাবে আসবে আর তোমাদের থেকে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে, তখনই তোমাদেরই সাফাত্কারমূর্ত বলা হবে ।

স্লোগান :- যাদের মধ্যে সত্যিকারের দয়া আর ক্ষমতাব থাকে তাদের দেহ বা দেহ - অভিমানের কোনো আকর্ষণ থাকে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবা সমান সত্যকার পয়গম্বর বা প্রভু-বার্তা প্রেরক (messenger) তৈরি হতে হবে , সবাইকে ঘরে ফিরে যাওয়ার সন্দেশ দিতে হবে "

প্রশ্নঃ - আজকাল মানুষের বুদ্ধি কোন দিশায় ছুটে বেড়াচ্ছে ?

উত্তরঃ - ফ্যাশনের দিকে । মানুষ নানাপ্রকার ফ্যাশনে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট । এই ফ্যাশনের আকর্ষণ এসেছে চিত্রের মাধ্যমে । ভাবে , পার্বতীও এইরকম ফ্যাশন করত , কেশগুচ্ছ নানাভাবে সাজাত । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , এই পতিত দুনিয়ার সজ্জায় না সাজতে । তিনি বলছেন - "আমি তোমাদের এমন দুনিয়ায় নিয়ে চলেছি যেখানে স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতি সরল একটা ব্যাপার । সেখানে ফ্যাশনের কোনও আবশ্যিকতা নেই ।"

গীত :- তুমিই মাতা , পিতাও তুমি . . .

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । যখন মহিমা করে তখন বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ থাকে । আত্মাই বাবাকে বলে , উঁনি কান্ডারী (জীবনরূপী তরলীকে ভবসাগর পার করিয়ে দেন) , পতিত-পাবন অথবা সত্যকার অগ্রদূত । বাবা এসে আত্মাদের বার্তা দেন আর যাদের মেসেঞ্জার বা পয়গম্বর বলা হয় , তাদের মধ্যে কেউ বড় আবার কেউ ছোট । বাস্তবে সে মেসেজ বা আমন্ত্রণ জানায় না । এরা তো ভুল মহিমা বর্ণন করেছে । বাচ্চারা বোঝে এক বাবা ব্যতীত এই মনুষ্যসৃষ্টিতে আর কারও মহিমা হয় না । সবচেয়ে বেশি মহিমা গাওয়া হয় এই লক্ষ্মী-নারায়ণের , কারণ এঁরা নতুন দুনিয়ার মালিক । সেও ভারতবাসী জানে । ভারতবাসী সবই জানে । এই দুনিয়ার লোকেরা শুধু জানে , ভারত প্রাচীন দেশ ছিল । ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । কৃষ্ণকেও ভগবানের আখ্যা দেয় । ভারতবাসী এঁদের অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান -ভগবতীর মান্যতা দেয় । কিন্তু কারোর এই জ্ঞান নেই যে , এই ভগবান-ভগবতী সত্যযুগে রাজ্য করত । ভগবান দেবী-দেবতার রাজ্য স্থাপন করেছেন । বুদ্ধিও বলে , আমরা ভগবানের সন্তান যখন , তখন তো আমাদেরও ভগবান-ভগবতীই হওয়া উচিত । সকলেই তো এক শিব ভগবানের সন্তান । কিন্তু ভগবান-ভগবতী বলা যাবেনা । তাঁরা সকলে দেবী-দেবতা । এত কিছু বাবা সব বসে বুঝিয়ে দেন । ভারতবাসী বলবে , আমরা ভারতবাসী প্রথমে নতুন দুনিয়ায় ছিলাম । সকলেই নতুন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখে । বাপুজীও নতুন দুনিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন , নতুন রামরাজ্য । কিন্তু রামরাজ্যের অর্থ একদম বুঝতে পারেনা । আজকাল মানুষের মধ্যে অহংকার অনেক বেড়ে গেছে । কলিযুগ পাথরবুদ্ধির বশে থাকে , আর সত্যযুগে পারসবুদ্ধি । কিন্তু এসব কারও বোধগম্য হয়না । ভারতই সত্যযুগে পারসবুদ্ধির সাহচর্যে ছিল । সেই ভারত এখন কলিযুগে এসে পাথরবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন । মানুষ একেই স্বর্গ বলে মানে । বলবে , স্বর্গে বিমান , বড় বড় মহল যা কিছু ছিল তার সবই তো এই দুনিয়ায় আছে । বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে সুখের সকল সাধন এখন মানুষের হাতের মুঠোয় , ফ্যাশন ইত্যাদিরও কত রকমফের । বুদ্ধি সারাদিন ফ্যাশনের পিছনে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে । কৃত্রিম উপায়ে সুন্দর হওয়ার জন্য কেশ-কলাপের (চুলের গোছা) কত সজ্জা । এসবের জন্য কত অর্থব্যয় ! এই সমস্ত ফ্যাশন এসেছে বিজ্ঞাপিত চিত্রের মাধ্যমে । ভাবে ,

পার্বতীর মতো কেশদাম সাজালে পার্বতী হওয়া যায় । পূর্বে পার্সি লোকেদের স্ত্রী-এরা মুখের ওপর কালো সুতোর জালি লাগাত , যাতে মুখ দেখে কারও মনে প্রেমের ভাবনা না জাগে । এই সকল নিয়ম-বন্ধনই পতিত দুনিয়ার পরিচায়ক । গানের কলিতে সুর তোলে তুমিই মাতা , পিতাও তুমি . . . কিন্তু গানের এই কথা কার উদ্দেশ্যে ? মাতা-পিতা কে - তাও জানেনা । মাতা-পিতাই নিশ্চয় বিশ্বের রাজস্ব উপহার দেন । বাবা তোমাদের সুখের রাজস্ব দিয়েছিলেন । বলে , বাবা আমরা আপনি ব্যতীত কারও থেকে শুনব না । এখন তোমরা জেনেছ শিববাবার মহিমা গাওয়া হয় । ব্রহ্মার আত্মাও বলে - আমরা যে পবিত্র ছিলাম সেই আমরাই .আবার পতিত হয়েছি । ব্রহ্মার বাচ্চারাও এইভাবে বলবে , আমরা ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরা দেবী-দেবতা ছিলাম , ৮৪ জন্মের অন্তে আবার পতিত হয়েছি । পুরুষার্থ অনুসারে যে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত করেছিল তার অধোগতি সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হয় । বাবা শ্রেষ্ঠ , বাচ্চারাও শ্রেষ্ঠ । এরা নিজেরাই বলে , শিববাবাও বলেন , আমি আসি- বাচ্চাদের বহু জন্মের অন্তিমে । যাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পূজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিলেন । বর্তমান সময় হলো সঙ্গম , তোমরা কলিযুগে ছিলে , এখন সঙ্গমযুগীয় হয়েছ । বাবা সঙ্গমেই আসেন , ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । বাচ্চারা এখন জ্ঞানে থাকায় বুঝতে পারে , আমরা যে দেবতা ছিলাম সেই তাঁরাই আবার ক্রমানুসারে ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র অবস্থায় নেমে আসে । সারা চক্র তোমরা যথার্থভাবে জেনেছ । এই বিষয় তো খুবই সহজ , আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে ফিরে ফিরে আসি । কারও কারও বুদ্ধিতে এই সহজ কথাটা বোধগম্য হয়না । স্টুডেন্টদের মধ্যে নম্বরবিশিষ্ট ভালো-মন্দ থাকেই । ডান মার্গ থেকে শুরু করলে অর্থাৎ সত্য-এতায় যারা রাজস্ব করেছিল তারা প্রথম শ্রেণীর স্টুডেন্ট , দ্বাপর-এ যারা ছিল তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর , কলিতে এসেছিল যারা, তৃতীয় শ্রেণীর । বাচ্চারা নিজেরাও বলে আমাদের বুদ্ধি তৃতীয় শ্রেণীর , আমরা কাউকে বুঝাতে পারিনা । আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বলতে পারিনা , বাবা কি করা যায় ? এই হলো নিজের কর্মের হিসাব-নিকাশ । বাবা এখন বলছেন - আমি তোমাদেরই করা কর্ম -বিকর্মের গতির জ্ঞান শুনাই । কর্ম যে করতে হবে তা 'তোমরা-বাচ্চারা জানো । তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বাচ্চাদের বুদ্ধি এই জ্ঞান বুঝতে পারেনা । এই হলো রাবণ রাজ্য । দুনিয়াতে মানুষ গুরুর স্মরণাপন্ন হয় , সদগতি প্রাপ্ত করতে । মনে করে গুরুই মুক্তি দিয়ে পরমধামে নিয়ে যাবে । পরমধাম হলো নির্বাণধাম - বাণী সে পরে অড্রামা প্ল্যান অনুসারে রাবণ রাজ্যে মানুষ বিকর্ম করবে এবং অধোগতি প্রাপ্ত হবে । দুঃখের দুনিয়াতে মানুষ গুরুর স্মরণাপন্ন হয় , সদগতি প্রাপ্ত করতে । মনে করে গুরুই মুক্তি দিয়ে পরমধামে নিয়ে যাবে । পরমধাম হলো নির্বাণধাম - বাণী সে পরে অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ , নিস্তরঙ্গ , কোলাহলহীন জগত । মানুষ ভাবে বাণপ্রস্থই মুক্তির সহজ উপায় । বাণপ্রস্থে যাওয়ার আগে মানুষ তার যাবতীয় ধনসম্পদ বাচ্চাদের হাতে সঁপে দিয়ে গুরুর স্মরণাপন্ন হয় । খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বাচ্চারাই করে । কিন্তু বাণপ্রস্থের অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা । কারও বুদ্ধিতে আসেনা আমাদের নির্বাণধামে , নিজের ঘরে যেতে হবে । দুনিয়ার মানুষ ঘরে ফিরে যাওয়া কি জানেনা । তারা জানে , মৃত্যুপরবর্তী সময়ে জ্যোতি জ্যোতির সাথে লীন হয়ে যায় । নির্বাণধামে আত্মাদের থাকার স্থান । আগে ষাট বছর বয়সের পরে বানপ্রস্থ নিত , যেন এটা একটা নিয়ম । এখনও মানুষ এইসব করে । তোমরা এখন বোঝাতে পার নিঃশব্দ ও পবিত্র জগতে কেউ যেতে পারেনা । এইজন্য পতিত -পাবন বাবাকে আহ্বান করে পবিত্র করে গড়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে হয় ; মুক্তিধামই আত্মাদের ঘর । তোমাদের বাচ্চাদের সত্যযুগ সম্পর্কে বোঝানো হয় - সেখানে কারা থাকে এবং তারা কি ধরনের বুদ্ধি পোষণ করে । আদমশুমারিও কেউ জানেনা । রামরাজ্যে কতই বা জনসংখ্যা হবে । শিশু ইত্যাদিও কিভাবে জন্ম নেবে , এসবের কিছুই বুঝতে পারেনা । কোনও বিদ্বান , আচার্য , পণ্ডিত নেই যিনি এই ড্রামার চক্র

বোঝাতে পারেন। ৮৪ জন্মের চক্রকে ৮৪ লাখ বছরের হিসাব করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। পুরো কল্পের ড্রামা-চক্রের রহস্য একেবারে বিভ্রান্তিকর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বাবা সব বুঝিয়ে দেন। এখন তোমরা বুঝতে পার বাবা কর্ম -অকর্ম-বিকর্মের সমস্ত রহস্য বুঝিয়েছেন। সত্যযুগে তোমাদেরই কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে কোনও খারাপ কর্ম হয়ইনা, এইজন্য কর্ম, অকর্ম হয়ে যায়। এখানে মানুষ যে কর্মই করুক তা বিকর্ম হয়ে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে আমাদের ছোট বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা চলছে। সকলে শব্দহীন দুনিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বলছে, হে পতিতপাবন এস, আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে গড়ে তোল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া পবিত্র না হবে, এই দুনিয়ায় কেউই পবিত্র থাকতে পারবে না। এখানে পতিত দুনিয়া যা আছে তার বিনাশ হতেই হবে। তোমরা জেনেছ যে আমাদের আবার নতুন দুনিয়ায় ফিরে যেতে হবে। কিভাবে যাওয়া যাবে? এই সমস্ত কিছু হলো জ্ঞান। এই জ্ঞান নতুন, দুনিয়া নতুন, অমরলোক বা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনার জন্য। তোমরা এখন সঙ্গম-দুয়ারে বসে আছ এবং তোমরা বুঝতে পার, অন্যান্য যে মানুষ আছে, যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা কলিযুগে অবস্থান করছে। সত্যযুগে যাওয়ার পথ তৈরি হচ্ছে যখন, তখন তো অবশ্যই এখন সঙ্গমযুগ। সত্যযুগেই স্বর্গ এবং একে সঙ্গম বল যায়না। বর্তমান সময় হল সঙ্গম, এই সঙ্গমযুগ সবচেয়ে ছোট। একে লিপ যুগ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ অতি গতিময় এই সঙ্গমযুগ, যে সময়ে মানুষ পাপ আত্মা থেকে ধর্মাত্মায় পরিণত হয় এইজন্য একে ধর্মীয় যুগ বলা হয়ে থাকে। কলিযুগের সব মানুষই অধার্মিক। ওখানে সকলে ধর্মাত্মা। কলিযুগে ভক্তি মার্গের প্রভাব খুব বেশি। পাথরের মূর্তি গড়ে, যে-ই দেখবে তার মন খুশিতে ভরে যাবে। এই হলো পাথর প্রতিমার পূজা। কত দূরদূরান্তের শিবমন্দিরে যায় পূজা করতে। শিব -চিত্র তো ঘরেও রাখা যেতে পারে। তবেই তো আর এত দূরে দূরে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হয়না। এই জ্ঞান এখন বুদ্ধিতে এসেছে। এখন তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, বুদ্ধির রুদ্ধ দ্বার খুলে গেছে, বাবার জ্ঞানে তা এখন ভরপুর। পরমপিতা পরমাত্মা এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানসম্পন্ন। আত্মাও সেই জ্ঞান ধারণ করে চলে। আত্মাই প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি হয়। মানুষ দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে দেহেরই মহিমা করতে থাকে। এখন তোমরা বুঝতে পার আত্মাই সবকিছু করে। তোমরা-আত্মারা ৮৪ জন্মের চক্রের আবর্তনে এসে একেবারে দুর্গতি প্রাপ্ত হও। আমরা আত্মারা বাবাকে এখন চিনেছি। বাবার থেকে আমরা বিশ্বের রাজ্যভার নিতে চলেছি। আত্মাকে শরীর ধারণ করতেই হয়। শরীর ব্যতীত আত্মা কিভাবে বলবে বা কিভাবে শুনবে। বাবা বলেন - "আমি নিরাকার। আমিও শরীরের আধার নিই।" তোমরা জেনেছ শিববাবা এই ব্রহ্মাতনের দ্বারাই তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। এইসব কথা তোমরা ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরা বোঝাতে পার। তোমাদের এখন জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। শিববাবাই রাজযোগ শেখাচ্ছেন, এর মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার কোনও কথাই নেই। শিববাবা আমাদের বোঝান, আর আমরা আবার অন্যদের বুঝিয়ে দিই। আমাদেরও শিববাবা শুনিয়ে থাকেন। এখন তোমরা বলবে, আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঠছি। বাবা বুঝিয়ে দেন এই হলো পতিত দুনিয়া, রাবণ-রাজ্য। রাবণ পাপ আত্মা বানায়। এসব অন্য আর কেউই জানেনা। যদিও রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালায় কিন্তু বুঝতে পারেনা কিছুই। সীতাকে রাবণ উঠিয়ে নিয়ে গেছে, এই -এই করেছে কত আজগুবি সব কথা বসে বসে লিখেছে। যখন এসব বসে শোনে তখন কেদে ফেলে। ওগুলো সব মুখের কথা। বাবা আমাদের বিকর্মজিত তৈরি করার জন্য বোঝান। বলেন মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। অন্য কোথাও বুদ্ধিযোগ লাগিও না। শিববাবা

আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন ॥ পতিতপাবন বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন । এখন তোমরা বুঝতে পার কত মিষ্টি বাবা , যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক তৈরি করছেন । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্ম -অকর্ম -বিকর্মের গতিকে জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে যেতে হবে । জ্ঞান দানের মাধ্যমে ধর্মাত্মা হয়ে উঠতে হবে ।

২) এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা - এই অন্তিম মূহুর্তে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । পবিত্র হওয়ার সন্দেশ সকলকে দিতে হবে ।

বরদান :- আসক্তিকে অনাসক্তিতে পরিবর্তন করতে সমর্থ আত্মারা শক্তিস্বরূপ ভব

শক্তি স্বরূপ হওয়ার জন্য আসক্তিকে অনাসক্তিতে পরিবর্তন করে এগিয়ে চলো । নিজের দেহের প্রতি বা সম্পর্কে অথবা কোনও পার্থিব বস্তুর প্রতি যদি কোথাও আসক্তি জন্মায় তবে মায়াও এসে যেতে পারে । আর শক্তিরূপ হতে পারবে না । এইজন্য প্রথমে নিরাসক্ত হও তবেই মায়ার বিদ্বের সাথে যুক্ত হতে পারবে । বিদ্বৎসংকুল পরিস্থিতিতে চিৎকার না করে বা না ঘাবড়ে শক্তিরূপ ধারণ করতে পারলে বিদ্বৎ-বিনাশক হতে পারবে ।

স্লোগান :- দয়াভাব হোক নিঃস্বার্থ আর অনুরাগমুক্ত - স্বার্থ থেকে দূরে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই মহাভারত লড়াইয়ে পুরানো ঝাড় অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ এবার সমাপ্তির দিকে , সেই কারণে লড়াইয়ের পূর্বে বাবার থেকে পূর্ণমাত্রায় অধিকার প্রাপ্ত করো "

প্রশ্ন:- বাবা চাইছেন , মাতাদের সংগঠন তৈরি হোক , কিন্তু সেই সংগঠনের বিশেষত্ব কি হবে ?

উত্তর:-এমন সংগঠন হওয়া দরকার যেখানে দেহী অভিমানী (আত্মা অভ্যাসে) থাকার পুরুষার্থ করতে হবে । যাদের অটল নিশ্চয় অথবা নেশা থাকবে যে আমরা নিজেরা পবিত্র হয়ে এই পুরনো দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলব এবং পতিত হওয়ার মতো কোনও কাজ করব না । যারা মোহমুক্ত হতে পেরেছে তারাই সংগঠিতভাবে ভাবে চমৎকার দেখাতে পারবে। কারোর মধ্যে কোনো কিছুই বন্ধন (রগ) থাকা উচিত নয় । বিশেষতঃ মোহের বন্ধন খুবই ক্ষতি করে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এসব জানে যে মিষ্টি বাবা আমাদের স্বর্গের অধিবাসী বানাতেই এখানে এসেছেন । এসব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । প্রত্যেককে এটা বোঝাতে হবে যে আমরা-আত্মারা এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই পবিত্র হই । উপায় কত সহজ , শুধু মাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে বাবা এক সেকেন্ডেই মুক্তি -জীবনমুক্তির অধিকার দেন । এখন সকলে জীবন বন্ধনে , রাবণ রাজ্যের বন্ধনে আছে । এইসব কথা বাবা আর বাচ্চারা জানেন আর অন্য কেউ এসবের কিছু জানে না । তোমাদের বাচ্চাদের নিশ্চয় আছে যে বেহদের বাবাকে আমরা স্মরণ করলে আত্মার অন্তর্মনে অতীব খুশীর অনুভব হয় । বাবা , যাকে আমরা অর্দ্ধকল্প স্মরণ করে এসেছি, আমরা সেই বাবাকে পেয়েছি । দুঃখের সময়ে বাবাকে সবাই স্মরণ করে । দুঃখে তুমিও স্মরণ করতে , কিন্তু এখন তুমি দুঃখী হয়ে আমায় স্মরণ করো না । কেননা তুমি জেনেছ , যাকে সারা সংসার স্মরণ করে সেই বাবা এখন এই পুরনো দুনিয়ায় অবতরিত হয়েছেন । বাবা বারবার বুঝিয়েছেন , এখানে অর্থাৎ সংগঠনে যখন বসবে তখন নিশ্চয় করো - আমি হলাম আত্মা , বাবা এসেছেন পরমধাম থেকে । ড্রামার পরিকল্পিত নিয়মানুসারে বাবাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ , এবং কল্পে কল্পে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বাবাকে আসতেই হয় । বাবার প্রতিজ্ঞা ছিল , যখন তোমরা আমাকে ডাকবে এবং অর্দ্ধকল্প সম্পূর্ণ হবে তখন আমি আসব , এবং (শিববাবাকে) আসতেই হবে । কলিযুগের পরে সত্যযুগের সূচনা হয় বলেই আমাকে আসতে হয় । এইসব শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা জানো , এই হলো সঙ্গমযুগ , এবং বাবা এসেছেন । তোমরা বাচ্চারাও সার্ভিস করছো , দিন-প্রতিদিন পরিচয় দিয়ে চলেছ , আর বাবার পরিচয়ও সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে । এখানে বসে আছ , জেনেছ বেহদের বাবা শিববাবা আমাদের পুনরায় বেহদের রাজ্যাধিকার (বর্সা) দিতে এসেছেন । তোমরা যে বাবা-বাবা বলে কত ডাকছ । আমরা শিববাবার কাছে এসেছি । শিববাবাও বলেন , "আমি পূর্ব কল্পের মতো আবারও সাধারণ শরীরে (তনে) এসেছি ।" এইসব ভুলে যাওয়া ঠিক নয় । মায়া এমনিতেই বাবার স্মৃতি ভুলিয়ে অধোগতির দিকে ঠেলে দেয় , আমরা পতিত হই যেখান থেকে আবার আমাদের পবিত্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয় । তোমরা জানো যে সর্বের সঙ্গতিদাতা এক সত্ত্বগুরু হন । শিখ লোকেরাও (পাঞ্জাবীরা) গাইতে থাকে সত্ শ্রী অকাল , পতিতপাবনকেই সত্ত্বগুরু বলা হয় । ডেকেও থাকে হে পতিত পাবন । আত্মা ডাকে । এখন তোমরা জেনেছ আমরা এখানে এসেছি

বাবার সাথে সামনাসামনি মিলিত হতে । বড়-বড় লোকেরাও একে অপরের সাথে দেখা করতে যায় , কত মহিমা হয় তাদের । এদের অভিযানের জন্য ধুমধাম করে খুশীতে ব্যান্ড ইত্যাদি বাজানো হয় । গুপ্ত রূপে কে আগমন করেছেন এটা তোমরা-ই জেনেছ । ওঁনাকে বলা হয় দূর দেশের নিবাসী ; বিদেশী পর্যটক (মুসাফির) । তোমরা জেনেছ যে আমরা আত্মারা পরমধামের অধিবাসী । এখানে আমরা বিদেশী ভ্রমণকারী হয়ে এসেছি নিজেদের ভূমিকা পালন করতে । এক এক অক্ষর বাবা যেভাবে বুঝিয়ে দেন , এই দুনিয়ায় কেউই তা' জানে না । তুমি বাবার থেকে সবকিছু শুনছো। সেসব যথার্থ ভাবে ধারণ করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন এই কর্মক্ষেত্রে তোমরা সবাই হলে বিদেশী । আমরা শান্তিধাম নিবাসী , নিঃশব্দ দুনিয়া থেকে এই শব্দের দুনিয়ায় পাট প্লে করতে আসি। আমরা শান্তিধামের অধিবাসী , বিদেশী পর্যটক হয়ে এখানে এসেছি , চুরাশী জন্মের পাট প্লে করতে । এই সময় হলো অন্তিম সময় । তাই বাবা এসেছেন পুরোনো সৃষ্টিকে নতুন করে গড়ে তুলতে এও তোমরা জানো । চিত্রতেও স্পষ্টতঃ বোঝানো হয়েছে , শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এমন নয় , কৃষ্ণ দ্বারা, বিষ্ণু দ্বারা স্থাপনা করেন । বাবা আসেনই ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গ রচনা করতে । বাবা এসেছেন সাধারণ শরীরে । এই দুনিয়া এখন পতিত দুনিয়া , একজনও পবিত্র নয়। এমনকি শ্রেষ্ঠত্বের প্রথমাসনে বিরাজিত লক্ষ্মী- নারায়ণকেও পতিত হতে হয়েছে । যারা পবিত্র ছিল, তারাই আবার পরে পতিত হয়েছে , তাদের রাজত্ব সহ । তোমরা জানো , আমরা যারা দেবী- দেবতা ধর্মের ছিলাম তারাই এখন শুদ্ধ ধর্মে পরিনত হয়েছে । যদিও আমেরিকার মতো দেশগুলোতে বড় বড় বিত্তবান (সাহকার) থাকে , কিন্তু সত্যযুগের তুলনায় আমেরিকা কিছুই নয় । এই সব পরে তৈরি হয়েছে । এই সকল কিছুই হ'ল স্বল্পকালের জন্য , চটকদার , এ যেন এক মাদারি খেলা । বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী । তোমাদের বাচ্চাদের এবার অনেক নেশা হওয়া দরকার । বাবা , যিনি আমাদের স্বর্গের মালিকানা প্রদান করেন , তাঁকে আমরা বাচ্চারা স্মরণ করবো না , কত আশ্চর্যের ব্যাপার ! মায়া স্মরণ করতে দেয় না । তোমরা বাচ্চারা এখনও এমনই বলো যে বাবা মায়া আমাদের স্মরণ করতে দেয়না । আরে বাবা , যিনি তোমাদের একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক করে দেন , ওঁনাকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না ? প্রজাও তো স্বর্গের মালিক হয় , তাই না ! সবাই সুখী থাকে । এখন তো সবাই দুঃখে আছে । প্রাইমমিনিষ্টার , প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিদের তো রাত-দিনের চিন্তা লেগে থাকে । লড়াইয়ে কত মৃত্যু হয় । তোমরা জানো মহাভারত লড়াইও প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই লড়াইয়ে কি হয়েছিল, এইসব কারোরই বুদ্ধিতে নেই । কিন্তু বাবা তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ভরে দিয়েছেন । মহাভারতের লড়াইয়ে অর্থাৎ পুরনো দুনিয়ার মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি -মারামারি করে সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল ! কত বিশাল মনুষ্য সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে ! আত্মাদেরও ঝাড় হয় । প্রথমদিকে ঝাড় নতুন অবস্থায় অনেক ছোটো থাকে , তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে । তোমরা জেনেছ প্রথমে যখন দৈবী ধর্ম ছিল তখন ঝাড় কত ছোট ছিল । আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল । এখন তো কত ধর্মের বিভিন্নতা হয়েছে । মহাভারত লড়াই দ্বারা এইসবের বিনাশ অবশ্যই হবে । কিন্তু এই জ্ঞান কারও মধ্যে নেই । যদিও বলবে এই সেই লড়াই, কিন্তু লড়াইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কি হবে , তা' জানে না । তুমি এখন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত । জানো বিনাশ হতেই হবে , এইজন্য মহাভারত লড়াইয়ের পূর্বে নিজেদের অধিকার তো প্রাপ্ত করতে হবে । কথা তো খুবই সহজ , পবিত্র হও আর বাবাকে স্মরণ করো । অনেক বাচ্চাদের ওপরে অত্যাচার হয় । তোমাদের মাতাদের সংগঠন হওয়া দরকার এক দুজনকে বাঁচানোর জন্য । কিন্তু তার জন্য অবশ্যই দেহী-অভিমানী হতে হবে । নিজেদের পবিত্রতা মজবুত করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে । আমরা হলাম স্ব-দর্শন চক্রধারী, এই নেশা তো থাকা দরকার । আমরা রচয়িতা

বাবা আর তাঁর রচনার চক্রকে জানি । এখন আমাদের বাবার থেকে নতুন দুনিয়া , সত্যযুগের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । আমরা চুরাশী জন্ম কিভাবে নিই , তা' বোঝাতে থাকো । বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তো তোমরা পাপ মুক্ত হবে । পাবন তো অবশ্যই হতে হবে । পাবন অর্থাৎ পবিত্র । কাম মহাশত্রু । আমরা চুরাশী জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি , এবার বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যভার (বর্সা) গ্রহণ করতে হবে । বাবা বলেন আমায় স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এখানে তোমরা এসেছ রিফ্রেশ হতে অর্থাৎ তোমরা-আত্মারা নিজেদের স্বধর্ম জাগরিত করতে । বাবাকে স্মরণ করে আমাকে একুশ জন্মের স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । কারও সাথে মোহের বন্ধনে জড়ানো ঠিক নয় । মোহমুক্ত হতে হবে । এই শরীরের প্রতিও যেন মোহ না থাকে । এর চর্ম ইত্যাদি তো সকলই পুরনো । কিন্তু শরীরের যন্ত্র নিতে হয় , যাতে এই শরীর দ্বারা জ্ঞানের পাঠ্যভ্যাস রপ্ত করা যায় । কষ্ট হলে তো প্রলেপ (চর্চী) লাগিয়ে দিতে হয় । তোমরা বুঝতে পার , এই দেহ এক পুরোনো পচে যাওয়া খাঁচা ভিন্ন কিছু নয় । এই শরীরে কিছু না কিছু হতে থাকে । দুঃখ আত্মার হয় । তোমরা জেনেছ এখন এই শরীরকে ত্যাগ করতে হবে । যোগবল দ্বারা এই শরীরকে ভালো রাখতে হবে । বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস জারি রাখতে হবে । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে , শুধু এইটুকু । আর কোনও লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসা উচিত নয় । আমি দেহ নই , আত্মা । বাবা বলেন আমি তোমাদের অধিকার দিতে এসেছি । আত্মা পবিত্র হলে সুন্দর দেহের অধিকারী হওয়া যায় । তোমরা বুঝতে পারছ , এখন আমরা অর্থাৎ আত্মারা পবিত্র হতে চলেছে । আমরাও লক্ষ্মী নারায়ণের মতন পবিত্র ছিলাম । এই লক্ষ্মী নারায়ণও চুরাশী জন্মের চক্র পার করেছিলেন । পুরো সূর্যবংশীয় রাজত্বের সকলেই চুরাশী জন্মের আবর্ত সম্পূর্ণ করেছে । চন্দ্রবংশীদের জন্য চুরাশী জন্ম বলা যাবে না । তবে যারা সূর্যবংশে প্রথম প্রথম দাস-দাসীর পদপ্রাপ্ত হবে , তারা পুনরায় ত্রেতাযুগে কিছু পদ প্রাপ্ত করে , তাদের জন্য বলা হবে চুরাশী জন্মের চক্র পার করেছে । রাজা-রানী , প্রজা , দাস-দাসী ইত্যাদি সূর্য বংশে আসে , তারাই চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে । এই ধরনের কথা নিজের সাথে বলতে হয় । আমরা কিভাবে চুরাশী জন্ম গ্রহণ করি । বিচার সাগর মন্ডন করা দরকার । যতটুকু সম্ভব বাবাকে আর অধিকারকে স্মরণ করতে থাকো । চলতে ফিরতে চিন্তা করো যে আমরা হলাম বাবার সন্তান । কারও সাথে দেখা হলে তাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে । চিত্রে এইসকল কিছুর জ্ঞান অতি সুক্ষ্ম ভাবে দেখানো হয়েছে । সবকিছুই বলতে হবে । বাবা এসেছেন ব্রহ্মার তনে । আমরা সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী , তাই না । আমাদের বী .কে.দের স্বর্গের মালিকানা দিতে বাবা এসেছেন । সকল আত্মাদের বাবা এক হয় । আমরা হই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । নিজের নিজের কার্ডও দেখাতে পারো । অফিস ইত্যাদিতেও কার্ড দিতে হবে, না হলে তারা বুঝতে পারবে না যে বী.কে. কারা ! অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসতে থাকে । গভর্নেন্টকেও বোঝানো যায় এটা হলো আমাদের পরিবার । দাদা আর বাবা । দাদা (দাদু) দ্বারা আমরা অধিকার প্রাপ্ত করে থাকি। এইসব স্মরণ করে খুশীতে থাকতে হয় । সম্পত্তি তো দাদার (দাদুর) । দাদুর সম্পত্তিতে নাতি-পুতিদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে আর তারা পুরোটাই ভাগ করে নেয় । তুমিও জানো যে শিববাবার থেকে ব্রহ্মা দ্বারা আমরা অধিকার প্রাপ্ত করে থাকি । এইসব স্মরণ রাখা উচিত । পড়তে হবে আবার পড়াতেও হবে । এটা বাবার দায়িত্ব (ফর্জ) বাচ্চাদের পালন করা । যতক্ষণ কুমার-কুমারী প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগ) না হয় , ততদিন বাবাকে তাদের সামলে রাখতে হয় । বাচ্চাদের কাজ হলো পড়া স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পড়তে হয় । তোমরা জেনেছ বাবা আমাদের একুশ জন্মের জন্য পড়াচ্ছেন । পুনরায় আমরা স্বাবলম্বী অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াবো । যত আমরা পড়াশোনা

করবো , তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করব । তোমরা নিজেরাই বলো আমরা এখানে আসি শ্রীলক্ষ্মী বা শ্রী নারায়ণ হতে । এইসবই তো সত্য নারায়ণের কথা । কারোর জানা নেই যে লক্ষ্মী নারায়ণ চুরাশী জন্ম কিভাবে গ্রহন করে । রাধের ভক্তরা তো বলবে রাধে হাজিরাহজুর অর্থাৎ উপস্থিত আছে । যদিকে দেখো সেদিকেই রাধেই রাধে, কৃষ্ণই কৃষ্ণ, শিবই শিব...। এইসব কিছু রটিয়ে দিয়েছে (গুড়-গুড়ধানী) । ঈশ্বর, রাধে, কৃষ্ণ সকলে সর্বব্যাপী । এখানে সবাই হলো ঈশ্বরের রূপ । ভগবান এই রূপ ধারণ করেছেন । যদিকে দেখো সেদিকেই তুমি ভগবান , শুধু তুমি ... একদম অবুঝ হয়ে আছে । এই হলো বিকারী পতিত দুনিয়া । সত্যযুগ হলো নির্বিকারী পবিত্র দুনিয়া । ওয়াইজলেস ওয়ার্ল্ডের অর্থই হ'ল স্বর্গ । বলে , সেখানে তো শিশুরা আছে , সেই শিশুরা (সন্তান) কিভাবে ভূমিষ্ঠ হবে ! ব্যস , শুধু মাত্র এই প্রশ্নই তোমাদের সামনে তুলে ধরবে । তারা বলবে , সন্তান জন্ম না নিলে সৃষ্টি কিভাবে বাড়বে ! প্রতি বছর আদম-শুমারীর হিসেব বার করে দেখা হয় কত মানুষের বৃদ্ধি হয়েছে । এটা বলে না যে কত গত হয়েছে । তাহলে বাচ্চাদের তো প্রথমে নিজের কল্যাণ করতে হবে । আমি হলাম আত্মা - সর্বপ্রথমে এটা নিশ্চয় করো । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । অন্তিমকালে যে নারায়ণ স্মরণ করবে ... এখানে নারায়ণ স্মরণ এই শব্দও ভুল লিখেছে । অন্তিম কালে যে শিববাবাকে স্মরণ করবে ...আর তাঁর ভাবনায় দেহ ত্যাগ করবে , সেই স্বর্গের নারায়ণ-পদের অধিকারী হবে । অন্তিম কাল নারায়ণ কেন বলা হয় ? তারা বোঝে এইসব জ্ঞান কৃষ্ণ দিয়েছিল, সেইকারণে কৃষ্ণকে কেন স্মরণ করবো না ! এইজন্যই কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে । নারায়ণকে কেউই জানে না । কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে , কিন্তু রাধের জয়ন্তী কোথায় ? কৃষ্ণের জন্মদিন পালিত হয় , তাহলে নারায়ণ কোথায়? বিশ্বের রাজা-রানী যে লক্ষ্মী নারায়ণ, সেসব কেউই জানে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী হবে তো ! কোথায় গেলো ! বলা হয় ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতা নম :। ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ছিল । বাচ্চারা বুঝতে পারে ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করেছেন । ব্রাহ্মণ ধর্ম ব্রহ্মার রচনা করেন নি , করেছেন শিববাবা । ব্রহ্মা তো এখন রচিত হয়েছেন । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. এই পুরোনো শরীরে থেকে জ্ঞানের পাঠাভ্যাস করে একুশ জন্মের জন্য উপার্জন করতে হবে , এইজন্য এই শরীরের যত্ন নিতে হবে । এ ছাড়া এই শরীরের সাথে কোনো মোহ রেখো না ।

২. এমন অভ্যাস শুরু করো যাতে অন্তিমকালে এক শিববাবা ছাড়া আর কারোরই স্মরণ মনে না আসে । অন্য কোনো চিন্তনে যেও না । নিজের কল্যাণ করতে হবে ।

বরদান:-আওয়াজ থেকে উপরম স্থিতিতে স্থিত হয়ে সৰ্ব গুণের অনুভবী হয়ে মাষ্টার বীজৰূপ ভব (হও) !

বীজে যেমন সম্পূর্ণ বৃক্ষ সমাহিত হয় , সেইরকমই আওয়াজের উর্ধ্বে উপরম স্থিতিতে সঙ্গমযুগের সকল বিশেষ গুণ অনুভবে আসে । মাষ্টার বীজৰূপ পরিনত হওয়া অর্থাৎ শুধু মাত্র শান্তি নয় কিন্তু শান্তির সাথে জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় সুখ , প্রেম , আনন্দ, শক্তি ইত্যাদি -ইত্যাদি সকল মুখ্য গুণের অনুভব করতে হবে । এই অনুভব শুধুমাত্র নিজের নয় , অন্য আত্মারাও যেন চেহারায়ে বিস্তৃত প্রভা দ্বারা সৰ্বগুণের অনুভব করে । এক গুণে সৰ্বগুণ সমাহিত থাকে ।

স্লোগান:- যা ভালো , ধারণ করো কিন্তু সেই ভালোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে এসেছো নিজের সঙ্গে পুরো দুনিয়াকে কায়া কল্পতরু বানাতে , আর এই স্মরণের যাত্রাতেই এই দুনিয়া কায়া কল্পতরু তৈরী হবে ।"

প্রশ্ন :- নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার নিয়ম বা বিধি কি ? এখন তোমরা বাচ্চারা কেমন করে নতুন জীবন প্রাপ্ত করবে ?

উত্তর :- নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য অবশ্যই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে আমি সকলকেই সেই মৃত্যুর দান দিতে এসেছি । তোমাদের এই দেহের বিনাশ হবে আর আমি তোমাদের আত্মাকে নিয়ে যাবো । এই হলো সত্যিকারের জীবনদান । এইজন্যই এই মহাভারতের লড়াইয়ের প্রয়োজন , যার দ্বারা সকলের বিনাশ হবে । তখন আত্মারা পবিত্র হয়ে সবাই ঘরে ফিরে যাবে । তারপর তারা স্বর্গে আসবে ।

গীত মা ও মা

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গানের লাইন শুনেছে । জগদম্বার মহিমাও তারা শুনেছে । জগদম্বার মহিমা এই ভারতেই করা হয় । জগদম্বা থাকলে জগৎ পিতা তো অবশ্যই থাকবে । জগদম্বা সরস্বতীকেই বলা হয় । বাস্তবে ওঁনার নাম একটাই হওয়া উচিত । তোমাদেরও তো নাম একটাই হয়। দুটো বা তিনটে তো হয় না । জগদম্বাকে সাকারে শরীরধারী দেখানো হয় । জগত পিতাও আছেন । যাকে প্রজাপিতাও বলা হয় । যেমন সারা জগতের আত্মা তেমনই সারা জগতের পিতা । দুজনেই নিশ্চয় এখানেই থাকবে । দুজনের নামই আমি তোমাদের শুনিয়েছি । দুজনে হলেন প্রজা পিতা এবং প্রজা মাতা । দ্বিতীয় জগত পিতা নিরাকার শিব বাবাকে বলা হয় । ইনি যেহেতু সকলের পিতা,তাই এনার নাম পরম পিতা পরমাত্মা শিব । শুধু ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললেই চলবে না । ওনার নাম এবং রূপ দুইই আছে । ওনাকে গড ফাদারও বলা হয় । এক হলো আত্মাদের বাবা আর এক হলো সাকারী মনুষ্য আত্মাদের বাবা এবং মাম্মা । শিব হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা । আত্মারা বলেন , শিব হলেন তাদের বাবা । তারপর আত্মাদের যখন এই সাকার শরীরের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখন আত্মারা বলেন, এই হলেন ব্রহ্মাবাবা , তাহলে তখন তো দুজন বাবা হয়ে গেলো । একজন হলেন শিববাবা আর দ্বিতীয়জন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিববাবার বাচ্চা হলেন ব্রহ্মা । একজন হলেন নিরাকারী পিতা আর একজন হলেন সাকারী পিতা । নিরাকার পিতা শিববাবাকে পতিত পাবন বলা হয় । ব্রহ্মা বা সরস্বতীকে কিন্তু পতিত পাবন বলা হয় না । পতিত পাবন তো একজনই । এখানে দুইজনই হয়ে গেছেন । সবাই ডাকতে থাকে হে পতিত পাবন এসো তখন দুইজন বাবার নামই এসে যায় । শিববাবা হলেন রচয়িতা । তিনি এই দুনিয়ার স্থাপন করেন । তাহলে অবশ্যই তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকেই রচনা করেন । বিষ্ণু আর শংকরকে কেউ প্রজাপিতা বলে না । ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয় । শিববাবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বাচ্চাদের দত্তক নেন । সবাই বলে আমরা শিব বাবার বাচ্চা। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের দত্তক নিয়েছেন । তিনিই সমস্ত আত্মাদের পবিত্র করেন কারণ সমস্ত আত্মারা এখন পতিত হয়ে গেছে । আত্মারা পতিত হওয়ার কারণে তোমরা

শরীরও পতিত প্রাপ্ত করো। যেমনভাবে সোনাতে, রূপো, তামা এবং লোহা মিশিয়ে খাদ দেওয়া হয় তেমনই আত্মার মধ্যেও খাদ জমা হয়। আসলে আত্মারা পবিত্র অবস্থায় মুক্তিধামে থাকে, যেখানে শিববাবাও তাদের সঙ্গে থাকেন। এখন তোমরা শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা, একজনকে বাবা আর একজনকে দাদা বলে ডাকবে। তোমরা তো সকলেই জানো যে সমস্ত মনুষ্যমাত্রই শিববাবার সন্তান। প্রথমে শিববংশী, তারপর ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী। শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা একসাথেই আছেন। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার মধ্যে বিরাজ করেন, তোমাদেরই ব্রাহ্মণ বানিয়ে রাজযোগ শেখান এবং মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত করেন। দেবতারা সত্যযুগে থাকেন। দেবতাদের কিন্তু পতিত পাবন বা জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। তাঁদের বাবাও বলা হয় না। এখন তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক তৈরী হচ্ছে। বিষ্ণুর দুটি রূপ, লক্ষ্মী আর নারায়ণ, এই কথা সাধারণ মানুষরা জানে না। যারা ভক্তি করে তাদের দুইজন বাবা হয়। সত্যযুগে কিন্তু একজনই বাবা থাকবেন। ওখানে কেউ এমন বলবে না যে পরম পিতা পরমাত্মা, দুঃখ হতা সুখ কতা, এসো আমাদের উদ্ধার করো। সত্যযুগে তো কেবল দেবী দেবতাদের রাজ্য। তাদের কেউ গড ফাদার বা উদ্ধারকর্তা বলবে না। সেখানে কেউ পতিত বা দুঃখী থাকে না, তাই পতিত পাবনকে ডাকার প্রয়োজনও নেই। তোমরা সকলেই জানো যে আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে এই ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিলো। তারপরে ১২৫০ বছর পরে রাম সীতার রাজত্বকাল এসেছিলো। বাবা তোমাদের এই কথা সিদ্ধ করে বলেন যে সত্য যুগ আর ত্রেতা যুগে তোমরা ২১ জন্ম গ্রহণ করেছিলে। ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ঋত্রিয় সব এই ভারতেই হয়। এখন বাবা এসে এই পুরোনো দুনিয়াকে নতুন পরিবর্তিত করেন। তিনিই এই পরিবর্তনের কাজ করেন। তিনিই সকলকে কায়া কল্পতরু বানান। আবার তিনিই সকলকে অমর বানান। বাবাই এসে তোমাদের বাচ্চাদের অমরলোকের মালিক বানান। ভারতে যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন এই ভারত অমরলোক ছিলো। তারপর তোমরা সিঁড়ি নামতে নামতে এই মৃত্যুলোকের মালিক হয়েছো। সবাই বলে আমার ভারত, তাহলে তো প্রজারাও মালিক হলো তাই না? তোমরাও বলবে আমাদের ভারত। তোমরা বলবে আমরা ভারতের মালিক ছিলাম কিন্তু আমরা এখন নরকবাসী। দেবতারা বলবে আমরা হলাম স্বর্গবাসী। তোমরাও স্বর্গবাসী ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করে নরকবাসী হয়েছো। শিববাবা এই ভারতেই জন্ম নেন। শিবরাত্রি বা শিবজয়ন্তীর কথা প্রচলিত আছে। কৃষ্ণজয়ন্তীও পালন করা হয়। ওই সময় কৃষ্ণের জন্ম মায়ের গর্ভে হয়েছিলো। সত্যযুগে কৃষ্ণ তো মায়ের গর্ভেই জন্মেছিলো। সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয় তারপর কৃষ্ণও পুনর্জন্মে আসতে থাকে। বাবা কেবলমাত্র একজনের কথাই বলেন না। কৃষ্ণপুরীই হলো বিষ্ণুপুরী। রাজারাও যখন পুনর্জন্মের মাধ্যমে নামতে থাকে তখন রাজবংশেরও অবনতি হতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে রাজা, রানী এবং প্রজা সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে নামতে থাকে। যখন চন্দ্রবংশী রাজ্য আসবে তখন সূর্যবংশী রাজত্ব অতীত হয়ে যাবে। এই সমস্তকিছুই প্রথমে চন্দ্রবংশী তারপর পরিবর্তিত হয়ে বৈশ্যবংশীরা পাবে। এখন তোমরা জানো যে তোমারা হলে ব্রাহ্মণ কুলের শিরোমণি। এর উপরে থাকেন বাবা। তোমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলে তারপর তোমরা শূদ্র অথবা চরণ হয়েছো। আবার এই শূদ্র থেকেই তোমরা ব্রাহ্মণের শিখা হয়ে যাবে। প্রথমে থাকেন শিববাবা। তারপর এই ব্রাহ্মণের শিখা। বাবাই তোমাদের ব্রাহ্মণ বানান। এখন তোমরা শিববাবাকে বাবা - বাবা বলে ডাকো। তোমরা সবাই জানো যে তোমরা সকলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী। সেই হিসাবে তোমরা শিববাবার নাতি নাতিনি হলে। তোমরা সকলেই এক বাবার বাচ্চা। ভাই বোন কোনোরকম খারাপ কাজ করতে পারে না। এতোসব বাচ্চা, সবাই বাবা - বাবা বলে ডাকতে থাকে, তাহলে সবাই তো মিথ্যা হতে পারে না। সবার বাবাই হলেন নিরাকার শিব আর সাকারে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এক বাবার

বাস্তা সবাই তো ভাই বোনই হলো তাই না ? তোমাদের অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে । স্ত্রী পুরুষ কেমনভাবে পবিত্র থাকবে , সেইজন্য এইভাবে নাটকে লিপিবদ্ধ করা আছে । এখানে সকলেই ব্রহ্মা কুমার আর ব্রহ্মাকুমারী । কেউই শূদ্র কুমার বা কুমারী নেই । শূদ্ররা হলো পতিত ,এবং হালকা বুদ্ধির তারা কেউই বাবাকে জানে না । এদিকে সবাই ডাকতে থাকে ও গড ফাদার । কিন্তু তার কর্ম সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানে কি ? নাম , রূপ , দেশ , কাল এগুলোও জানে কি ? তাঁর জীবন কাহিনী তোমরা বলো । যদি না জানো তাহলে তোমরা নাস্তিক হলে । তোমরা এই রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য এবং অন্ত কিছুই জানো না । এই দুনিয়া হলো পতিত দুনিয়া । সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া আর এই কলিযুগকে পতিত দুনিয়া বলা হয় । এই সময় এই দুনিয়া সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে । তাই একে মারাত্মক বা চরম নরক বলা হয় । এরও কতগুলো ধাপ থাকে । দ্বাপর যুগ থেকে এই নরক শুরু হতে থাকে তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর সতো, রজ এবং তমোতে আসতে থাকে । তোমরা জানো যে যেখানে তিন রাস্তার মিলন হয় তাকে তেমাথা বলা হয় । অনেকেই সেখানে তেল চড়ায় এবং মাথাও ঝোকায় । এখন ভাবতে হবে কোথায় শিব বাবার পূজা আর কোথায় এই তেমাথার পূজা । এই পূজাকে বলা হয় তমোপ্রধান ভক্তি । জলেরও পূজা করা হয় পতিত পাবনী গঙ্গা বলে মানুষ গাইতেও থাকে । এখন ভাবার কথা পতিত পাবন কে ? গঙ্গা নদী কেমন করে পতিত পাবন হবে । সেখানে তো কেবল জল আছে । একমাত্র শিববাবা হলেন পতিত পাবন । শিবজয়ন্তী এই ভারতেই পালন করা হয় তাহলে শিববাবার জন্মভূমি এই ভারতই হলো । তিনি আসেন পতিত মানুষকে পবিত্র করার জন্য । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন । এখানে তোমরা আসো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য । তোমাদের যেমন দুটো হাত থাকে তেমনই দেবতাদেরও দুটো হাতই থাকে । কোনো মানুষই চার বা আট হাত বিশিষ্ট হয় না । এইসকল অলংকার বা চতুর্ভুজ যা দেখানো হয়েছে সবই প্রবৃত্তিমার্গকে দেখানোর জন্য । লক্ষ্মী নারায়ণের রাজস্বকেই বিষ্ণুপুরী বলা হয় । বিষ্ণু থেকেই বৈষ্ণব শব্দটি এসেছে । দেবতার সাক্ষ্যেই বৈষ্ণব ছিলেন । বল্লভাচারী বৈষ্ণবরা হলেন নিরামিষাশী, কিন্তু তারা নির্বিকারী নন । তাদের বড় বড় বাড়ি থাকে । তারা বৈষ্ণব কথার অর্থই জানে না । যারা বিষ্ণুপুরীতে থাকে তাদেরই প্রকৃতভাবে বৈষ্ণব বলা হয় । পবিত্র মানুষকেই বৈষ্ণব বলা হয় । মানুষ রাধা কৃষ্ণের আলাদা মন্দির আবার লক্ষ্মী নারায়ণের আলাদা মন্দির বানিয়ে দিয়েছে । এদের মধ্যে কি তফাত ভারতবাসী তা জানেই না । রাধা কৃষ্ণই পরবর্তীকালে বিবাহের পর লক্ষ্মী নারায়ণ হয় এই বিষয় কেউই জানে না । রাধা কৃষ্ণ হলো তাঁদের ছোটোবেলার রূপ । আর লক্ষ্মী নারায়ণ হলো তাঁদের বড় অবস্থার রূপ । তোমরা দেখো, লক্ষ্মী নারায়ণের ছোটোবেলার কোনো ছবিই নেই । মানুষ লক্ষ্মী নারায়ণকে সত্য যুগে আর রাধা কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে দেখিয়ে দিয়েছে । এখন তোমরা রচয়িতা শিববাবা আর তাঁর রচনার আদি, মধ্য এবং অন্ত সম্বন্ধে জেনে গেছো । বাবা তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রের ঝাড়ের রহস্যের কথাও বুঝিয়ে বলেন । এই বিশ্ব নাটকের রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলেনা এই ঝাড় দেখলে বুঝতে পারবে যে শংকরাচার্য তো কলিযুগে এসেছেন । সন্ন্যাসীদের রাজস্বতো সত্যযুগে থাকতেই পারে না । কারণ সত্যযুগে তাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই । সমস্ত আত্মারা ভগবানের সন্তান, তাই সকলেরই স্বর্গবাসী হওয়ার প্রয়োজন । কিন্তু স্বর্গবাসী সবাই হয় না । কেবলমাত্র দেবতারাই স্বর্গবাসী হন । এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশী হয়েছো, এরপরে তোমরাই দেবতা হবে । তাই অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে ।

তোমরা জানো যে ছোটো বড় অনেক ব্রহ্মাকুমার - কুমারী আছে । সবাই বলে যে , বাবা আমরা তোমার সন্তান । আমরা ব্রাহ্মণ । আর এনারা হলেন বাপদাদা । আদিদেব ব্রহ্মা আর শিববাবা । তোমরা জানো যে তোমরা সকলেই ব্রহ্মাবাবা এবং শিববাবার সামনে এসেই বসো । বাবা তোমাদের বলেন যে, তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে । তোমরা শিববাবার থেকেই এই বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করো । শিববাবা একাধারে তোমাদের বাবা আবার পতিত পাবন এবং গুরুও । এখন এই যুগ হলো সঙ্গম যুগ । এই যুগ হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মেলা । পতিতপাবন বাবার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । সঙ্গমের অর্থ হলো নদী আর সাগরের মিলন বা মেলা । কিন্তু নদীর মেলা তো হয় না । এখন স্তান সাগর আর তোমাদের আত্মাদের মেলা বা মিলন হয়েছে । তোমরা সবাই স্তান সাগর শিববাবার কাছে এসেছো । তোমরা স্তানগঙ্গারা সকলেই এই স্তান সাগর শিববাবার থেকেই নির্গত হয়েছো । তোমরা এই স্তান স্নান করেই পবিত্র হও । তোমরাই যোগ শেখো এবং অন্যকে শেখাও । সাগরের পরিচয় তোমরাই দিয়ে সকলকে তোমরা এই মেলায় নিয়ে আসো । এখন তোমরা যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, এখন তোমাদের তিনজন বাবা হয়েছেন । যেমন তোমাদের লৌকিক পিতা আছেন, ঠিক তেমনই প্রজাপিতা আর আছেন শিববাবা । ভক্তিমার্গে কিন্তু দুজন পিতা থাকেন । আবার সত্যযুগে তোমাদের একজন পিতা থাকবেন । এই সকলই সঠিকভাবে বোঝার কথা । এখন তোমাদের আত্মা বলে যে আমাদের তো শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নেই । মিত্র সম্বন্ধী থাকা সত্ত্বেও তোমরা বলো যে আমাদের তো একমাত্র শিববাবাই আছেন । তাঁর স্মরণেই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । আত্মারা জানে যে, শিববাবাই হলেন তাদের একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সত্য গুরুও । তোমাদের আত্মাকে বাবা এখন নিতে এসেছেন । ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তিনিই তোমাদের পবিত্র করেন । তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যই বাবা এখন এসেছেন । তোমাদের সকলকে মৃত্যুর পরে তিনিই নতুন জীবন দান দিতে এসেছেন। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য অবশ্যই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে । তোমাদের এই দেহের বিনাশ হয়ে যাবে আর বাবা তখন তোমাদের আত্মাকে নিয়ে যাবেন । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের নতুন জীবনদান দিই । এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ । এই যুদ্ধে সকলের বিনাশ হবে । না হলে বাবা কেমন করে তোমাদের নিয়ে যাবেন । বাবা সমস্ত আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে তবেই ঘরে নিয়ে যান । সেই ঘর হলো শান্তিধাম । সত্যযুগ আসতে গেলে কলিযুগের অবশ্যই বিনাশ হবে আর তাই এই মহাভারতের লড়াইয়ের এতো নাম । এই মহাভারতের লড়াই এই সঙ্গম যুগেই হয় যখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১.জ্ঞান সাগরে জ্ঞান স্নান করে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে । মিত্র সম্বন্ধীদের সঙ্গে থাকলেও বুদ্ধিতে যেন এই কথা সর্বদা থাকে, আমার তো শিববাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নেই ।

২.বিশুপূরীতে যাবার জন্য সত্যিকারের বৈষ্ণব অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে । এই নরকে থেকেও জীবন্মুত হয়ে এখান থেকে নিজের বুদ্ধিকে সরিয়ে বুদ্ধির যোগ স্বর্গের দিকে রাখতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা মর্যাদার গন্ডীতে থাকার প্রচেষ্টা করে মর্যাদা পুরুষোত্তম হও ।
যে সব বাচ্চারা নিজেদের এক বাবা অর্থাৎ এক রামের সীতা মনে করে মর্যাদার গন্ডীর ভিতরে থাকে বা থাকার প্রচেষ্টা করে, তারা সর্বদা হাসিমুখে থাকতে পারে । তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে স্বমান বা মর্যাদা প্রাপ্ত করেছো, বুদ্ধিতে তার ধারণা স্পষ্ট রাখো, নিজেকে সত্যিকারের সীতা মনে করে মর্যাদার গন্ডীর ভিতরে যদি থাকতে পারো, তাহলেই মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে পারবে ।

স্লোগান :- মাত্রাতিরিক্ত সেবা না করে সেবা আর পুরুষার্থের ভারসাম্য বজায় রাখো ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – সমগ্র বিশ্বে তোমাদের মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই, তোমরা হলে রাজশাসি,
তোমরা রাজ্যের জন্যে রাজযোগ শিখছে।”

প্রশ্ন : নিরাকার বাবার মধ্যে কোন্ সংস্কার আছে যেটা সঙ্গমে তোমরা বাচ্চারা ধারণ করো ?

উত্তর : নিরাকার বাবার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার আছে, তিনি তোমাদের জ্ঞান শুনিয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানান, সেইজন্যে তাঁকে জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা হয়। তোমরা বাচ্চারাও এখন এই সংস্কার ধারণ করো। তোমরা নেশার সাথে বলো আমাদের ভগবান পড়ায়। আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনে অন্যদের শোনাই।

গীত : অবশেষে সেই দিন এলো আজ ...

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা গীত শুনেছে। এই মহিমা কার? এক বাবার। শিবায় নমঃ, উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান। বাচ্চারা জানে ইনি হলেন আমাদের বাবা। এমনটা নয় যে আমরা সকলে হলাম বাবা। বলা হয়ে থাকে যে সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো ব্রাদারহুড (brotherhood)। সল্ল্যাসী অথবা বিদ্বানদের বক্তব্য অনুসারে ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হন তবে তো ফাদারহুড হয়ে যাবে। ব্রাদার হলে এটাই তো প্রতিষ্ঠিত হয় যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ফাদারহুড হলে উত্তরাধিকারের কথাই নেই। বাচ্চারা জানে যে আমাদের সকল বাচ্চাদের বাবা হলেন এক, তাঁকে বলাই হয় ওয়ার্ল্ড গড ফাদার। ওয়ার্ল্ড কে আছে? সকলে হলে ব্রাদার, আত্মা। সকলের গড ফাদার হলো এক। সেই পিতার কাছেই সকলে প্রার্থনা করে। একেরই পূজা হওয়া উচিত। সেটা হলো সত্যপ্রধান পূজা। এটাও বোঝানো হয়েছে – জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন সন্নতির জন্যে। সন্নতি বলা হয় জীবন-মুক্তি ধামকে। এটা আত্মাকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আমাদের গৃহ হল শান্তিধাম। সেটিকে মুক্তিধাম, নির্বাণধামও বলা হয়। সব থেকে ভালো নাম হলো শান্তিধাম। এখানে তো অর্গান হওয়ার কারণে আত্মারা টকিতে থাকে, বলতে হয়। সুস্বভাবতনে আছে নির্বাক চলচ্চিত্র (Movie)। ইশারাতে কথা হয়, আওয়াজ হয় না। তিন লোকও তোমরা জেনে গেছ। মূলবতন, সুস্বভাবতন, স্থূলবতন, বুদ্ধিতে এটা ভালো ভাবেই বসেছে। মানুষ সৃষ্টির জন্যেই বলা হয়েছে আছে যে এই সৃষ্টি পরিক্রমা হয়। সেটাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি। মানুষই তো সেকথা জানবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনায়। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন বাবা। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কেমন করে রিপোর্ট হয়, এটা তিনিই জানেন। এই চক্রকে জেনেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়েছে। গায়নও আছে দেবতার সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আছে না। তারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর এখানে মানুষ নিজেদেরকে বলে সম্পূর্ণ বিকারী। সত্যযুগে আছে সম্পূর্ণ নির্বিকারী অথবা সম্পূর্ণ পাবন। কলিযুগে আছে সম্পূর্ণ বিকারী, সম্পূর্ণ পতিত। ভারতেরই বিষয়ে প্রশস্তি রয়েছে। এখানে বাবাই-ই এসে বুদ্ধিতে বসায় আর কেউ জানে না। ওরা তো সত্যযুগকে লম্বা সময় দিয়ে দিয়েছে। ভাবে লক্ষ্য বছর আগে সত্যযুগ ছিলো। তাই কারো বুদ্ধিতে এই সব কথা আসেই না।

এখন বাচ্চারা জানে – আমরা এখন সম্পূর্ণ বিকারী থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হচ্ছি। সম্পূর্ণ পতিত থেকে সম্পূর্ণ পাবন হতে হবে। বাবা বোঝায় আত্মার মধ্যেই খাদ পড়েছে, গোল্ডেন এইজ থেকে আয়রন এইজ হয়ে গেছে। এখানে আত্মার তুলনা করা যায়। এটা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা হলে অনেক ভাগ্যবান, তোমাদের মত ভাগ্যবান আর কেউ নেই। এখন তোমরা রাজযোগে বসে আছ, তোমরা হলে রাজঋষি। রাজ্যের জন্যে কখনো কোনো পড়া হয় কি? ব্যারিস্টার বানাতে কিন্তু বিশ্বের মহারাজা কে বানাতে? বাবা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারবে না। এখানে মহারাজা তো কেউ নেই। সত্যযুগে তো অবশ্যই হতে হবে। কাউকে অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন আমি তখন আসি, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়। এখন ভক্তি পুরো হয় এবিষয়ে বলার আর কোনো অবকাশই নেই না। আমাদের বাবা বসে পড়াই – এই নেশা থাকা দরকার। আমাদের আত্মাদেরকে নিরাকার বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিব পড়ান। শিবকে তো কেউ জানেই না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আবার স্বর্গের রাজ্যের স্থাপনা করছেন। আমরা তাকে মহারাজা শ্রী নারায়ণ আর মহারানী শ্রী লক্ষ্মী বলি। ভক্তিমর্গে সত্য নারায়ণের কথা শোনায়। অমর কথা আর তিজরীর (তৃতীয় নেত্র লাভের কাহিনী) কথা। বাবা তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা শোনানো হয়। ওই সব কথা যেগুলো পাস্ট হয়ে যায়, সেগুলো আবার ভক্তিমর্গে কাজে আসে। এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝো বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানায়, আমরা হলাম অধিকারী। ভগবান তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমরা হলাম ভগবানের সন্তান তো আমরা স্বর্গে কেন নেই! কলিযুগে কেন পড়ে আছি? পরমপিতা পরমাত্মা তো নতুন দুনিয়ার রচনা করে। পুরনো দুনিয়ার রচনা তো ভগবান করে না। প্রথমে নতুন দুনিয়া বানায়। তার পরে পুরানোকে ভাঙবে। তোমরা জানো আমরা সত্যযুগের জন্যে রাজ্য নিচ্ছি। সত্যযুগে কারা থাকবে? এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে এবং আরো রাজারা থাকবে। যেটার চিহ্ন হল বিজয়মালা। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা বিজয়মালাতে আসার জন্যে পুরুষার্থ করছি। দুনিয়ায় মালার অর্থ কেউ জানে না যে এটার কেন পূজো হয়, ওপরের ফুলটি কে? মালা জপে তারপর ফুলকে নমস্কার করে তারপর আবার মালা জপে। মালা বসে জপ করে, করে যাতে বাইরের কোনো চিন্তা না চলে। ভেতরে রাম-রাম-এর ধুন লাগায়, যেমন বাজনা বাজে। অনেক অভ্যাস করে। এ সব হল ভক্তিমার্গের কথা। হ্যাঁ যে অনেক ভক্তি করে সে কোনো বিকর্ম করবে না। অনেক ভক্তি যে করে ধরে নেওয়া হবে যে ইনি সত্যবাদীই হবেন। মন্দিরে মালা রাখা হবে, মালা জপে মুখে রাম-রাম বলতে থাকবে। অনেকে ভাবে যে ভক্তিতে পাপ হয় না। বলে নোখা ভক্তির দ্বারা মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু হয় কিছুই না। এটা হলো একটি নাটক। এতে সতোপ্রধান, সত, রজ, তম-তে সকলকে আসতেই হবে। একজনও ফিরে যেতে পারবে না। যেমন ওপরে খালি হয়ে যায়। সেই রকমই এখানেও খালি হয়ে যাবে। দিল্লির আসেপাশে, মিষ্টি নদীদের ওপরে রাজধানী হয়। সমুদ্রের দিকে হয় না। এই বস্ত্রে ইত্যাদি হবে না। আগে তো সেটা মৎসজীবীদের থাকার স্থান ছিল, তার মাছ ধরতো। ওখানে (স্বর্গে) কোনো পাহাড় ইত্যাদিও হয় না। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনও হয় না। এখানে মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায় তো যায় রেস্ট নিতে। সত্যযুগে ক্লান্ত হয়ে পড়ার মতো কোনো প্রকারের পরিশ্রম হয় না, তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাও। বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। তাই এখন বাচ্চাদের বাবার শ্রীমতে চলা দরকার।

বাবা বলে – মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, শরীর নির্বাহ অর্থে কাজকর্ম ইত্যাদি তো করতেই হবে। স্কুলে স্টুডেন্ট পড়ে তারপর বাড়িতে গিয়ে পড়ে। বাড়ির কাজকর্মও করে। এখানেও এমনটাই আছে। এই পড়াতে তো তোমাদের কোনো অসুবিধে নেই। ওই পড়াতে কতো প্রকারের সাবজেক্ট থাকে। এখানে

তো একটাই পড়া আর একটাই পয়েন্ট আছে – মন্মনাভাব, এর মাধ্যমে তোমাদের পাপ নাশ হবে । ভগবানুবাচ আছে যে, ওরা ভাবে গীতা; ভগবান দ্বাপরে শুনিয়েছেন । কিন্তু দ্বাপরে শুনিয়ে কি করবে? কৃষ্ণের চিত্রে খুব সুন্দর লেখা আছে । এই লড়াই তো হলো নিমিত্ত । সকলে মরলে তখন তো মুক্তি-জীবন্মুক্তিতে যাবে । তাও আবার শুধু লড়াইয়ে তো মরবে না ! অনেক প্রকারের দুর্যোগ (ক্যালামিটিজ) হবে । বাচ্চাদের কোনো দুঃখ যাতে না হয় । মানুষের হার্ট ফেল হলে ওতে কোনো দুঃখ হয় না । মৃত্যু যেন এমনই হয় । বসে-বসে হার্টফেল হল শেষ । যতক্ষণে ডাক্তার আসে ততক্ষণে আত্মা বের হয়ে যায় । এখন তো সকলের মৃত্যু হতে হবে । পরে না হাসপাতাল, না ডাক্তার থাকবে । না ক্রিয়াকর্ম করার কেউ থাকবে । কিছুই হবে না । সকলের প্রাণ তন থেকে বের হবে । মুশুল ধারায় বৃষ্টি হবে । মৃত্যুতে কোনো দেবী লাগবে না । চেষ্টা করছে – এমন বস্ব বানাতে যাতে মানুষ সাথে সাথেই মরে যাবে । এমন-এমন বস্ব বানাতে থাকে । বস্বের উল্লতি করতে থাকে । এটা ড্রামাতে নিবন্ধিত আছে । ড্রামা হল পূর্ব নির্ধারিত খেলা, কল্পে-কল্পে বিনাশ হয় । তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে ভক্তি শুরু হয় । এখন ভক্তি পুরো হয়, এখন তোমাদেরকে যোগ বলের দ্বারা পবিত্র হতে হবে । পবিত্র হলেই সুখধাম শান্তিধামে যেতে পারবে । চার্ট রাখতে হবে । এটা তো বুঝে গেছ – আমাদের বাবাকে স্মরণ করে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান এখানেই হতে হবে । এমনটা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদিতে লেখা নেই । বাচ্চারা গীত শুনেছে – অবশেষে সেই দিন এলো আজ ... যখন ভারতবাসী আবার রাজাদের রাজা হয় । রাজাদের রাজা অথবা মহারাজা হয় । পরে ত্রেতাতে হয় রাজা-রানী । তারপর যারা পূজ্য মহারাজা-মহারানী ছিল, তারা দ্বাপরে বাম মর্গে এসে পূজারী হয়ে যায় । তারাই পূজ্য আবার তারাই পূজারী হয়ে যায় । বাবা বলেন আমি পূজারী বানাই না । দেবতারা পূজ্য হয়, আমি হই না । না পূজারী বানাই । ভারতবাসী দেবী-দেবতাদের মন্দির বানিয়ে তাদের পূজা করে । লক্ষী-নারায়ণ যারা আগে পূজ্য ছিলো তারপর ভক্তিমর্গে তারাই শিববাবার পূজারী হয়ে যায় । যে শিববাবা মহারাজা-মহারানী বানিয়েছেন , তারপর তাঁর মন্দির বানিয়ে পূজা করে । বিকারীও কেউ হঠাৎ করে হয় না । ধীরে-ধীরে হয় । চিহ্নও দেবতাদের বাম মার্গের দেখানো হয় । যারা পূজ্য লক্ষী-নারায়ণ ছিলেন, তারাই আবার পূজারী হয়ে যায় । প্রথমে শিবের মন্দির হয় । সেই সময় তো হিরে কেটে লিঙ্গ বানাতো, পূজার জন্যে । এটা কেউই জানে না যে পরমাত্মা হলেন ছোট বিন্দু । এটা তোমরা এখন বোঝো যে বড় লিঙ্গ নয় । মন্দির তো অনেক বানাতে । রাজাদের দেখে প্রজারাও এমনটাই করবে । প্রথমে শিববাবার পূজা হয় । এটিকে বলা হয় অব্যভিচারী সতোপ্রধান পূজা তারপর সত রজ তম তে আস । তোমরা রজো তমোতে এসেছ তাই নামই হিন্দু রেখে দিয়েছ । আসলে ছিলে দেবী-দেবতা । বাবা বলেন তোমরা আসলে হলে দেবী-দেবতা ধর্মের । কিন্তু তোমরা অনেক পতিত হয়ে গেছ, সেই জন্যে নিজেদের দেবতা বলতে পারবে না কারণ অপবিত্র হয়ে গেছ । হিন্দু নাম তো অনেক দেবী করে রাখে ।

এখন তোমরা বোঝো আমরা পূজ্য ছিলাম, এখন সঙ্গমযুগে না পূজ্য আছি, না পূজারী আছি । তোমরা কি করো ? শ্রীমতে পূজ্য হচ্ছে, অন্যদেরকেও বানাচ্ছে । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ , তোমাদের আত্মা পবিত্র হতে থাকে । বাবা বলেন – এটা তো বোঝো যে আমরা হলাম আত্মা । আত্মার মধ্যেই ভালো বা খারাপ সংস্কার হয় । আত্মা যে কর্ম করে সেটা পরবর্তী জন্মে ভোগ করে । বাবাও আত্মাদের সাথে কথা বলেন । বাবা বলেন – হে বাচ্চা আত্মা-অভিমানী হও । নিরাকার শিববাবা নিরাকার আত্মাদেরকে পড়ায় । নিরাকার বাবার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার আছে । শরীর তো তাঁর নেই । তো

তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন । তাঁর মধ্যে সব গুণ আছে । বাবা বলেন আমি এসে তোমরা বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাই । যুক্তি হল কতো সহজ । শব্দই তো একটিই আছে- মন্মনাভাব, মামেকম স্মরণ করো । স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এটাও জানো – এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ । তারপরে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্য শূদ্র বংশী হবে । আমরাই এই ৮৪ র চক্রে আসি । উপর থেকে নিচে নামলে তখন আবার বাবা আসবেন । অবশ্যই এই সৃষ্টি চক্র পরিক্রমণ হতেই থাকে । সৃষ্টি এখানে পুরনো হয় তারপরে বাবা আসেন নতুন বানানোর জন্যে । এটা তো বুদ্ধিতে বসে। এই চক্র বুদ্ধিতে ঘোরানো দরকার । এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও, যার থেকে তারপর গিয়ে চক্রবর্তী রাজা হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিখিলাধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালবাসা এবং গুড-মর্নিং । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে পূজ্য হতে হবে । আত্মার মধ্যে যে সব খারাপ সংস্কার এসে গেছে সেগুলোকে জ্ঞান যোগের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে । সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে ।

২) শরীর নির্বাহ অর্থে কর্ম করা সত্বেও পাঠ পড়তে আর পড়াতে হবে । যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে রাজ পদ নিতে হবে ।

বরদান : বুদ্ধি রূপী চরণের দ্বারা এই পাঁচ তত্ত্বের আকর্ষণের উর্ধ্বে থাকতে পারা ফরিস্তা স্বরূপ ভব !

ফরিস্তাকে সদা প্রকাশের কায়াতে দেখানো হয় । প্রকাশের কায়া যাদের তারা এই দেহের স্মৃতির থেকেও উর্ধ্বে থাকে । তাদের বুদ্ধি রূপী চরণ পাঁচ তত্ত্বের আকর্ষণের উর্ধ্বে অর্থাৎ উর্ধ্বে হয়। এই রকম ফরিস্তাদের মায়া বা কোনো মায়াবী কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারে না । কিন্তু এটা তখন হবে যখন কারো অধীন হবে না । শরীরেরও অধিকারী হয়ে চলা, মায়ারও অধিকারী হওয়া, লৌকিক বা অলৌকিক সম্বন্ধেরও অধীনতাতেও না আসা ।

স্লোগান : শরীরকে দেখার অভ্যাস থাকলে লাইটের শরীর দেখো, লাইট রূপে স্থিত থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমার ভাগ্য বিড়ম্বনাকে সংশোধন করে ভাগ্য গড়ে দেন একমাত্র বাবা, যিনি তোমাকে জ্ঞান দান করে ভাগ্যবান তৈরি করেন ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা এই রুহানি ভাটির (আত্মা শোধন) প্রক্রিয়াটি কি?

উত্তর :- রুহানি ভাটি অর্থাৎ স্মরণের যাত্রায় থাকা যাত্রীদের কখনো এদিকে - ওদিকের চিন্তনে থাকা উচিত নয় । একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । যদি বুদ্ধি এখানে - ওখানে যেতে থাকে তাহলে তো ঝটকা খেতে থাকবে । দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, তাতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হবে । নিজের লোকসান হবে ।

গান :- হৃদয়ের ভরসা ভেঙে না যায়.....

ওম শান্তি :- মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা গানের দুটো কথা শুনলে, বাচ্চাদের সাবধান করা হয়েছে । এই সময় যারা আছেন তাদের সবার ভাগ্য বিগড়ে আছে, কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া । তোমাদের এখন বিগড়ে যাওয়া ভাগ্য শুধরে যাচ্ছে । বাবাকে বলা হয় ভাগ্য নির্মাণকারী । তোমরা জানো যে শিববাবা কত মিষ্টি । বাবা শব্দটা খুব মিষ্টি । বাবার থেকে সব আত্মাদের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । লৌকিক বাবার থেকে পুত্র সন্তানরা বর্সা (অধিকার) পায় । কন্যা সন্তানরা তা পায় না । এখানে তো কি ছেলে, কি মেয়ে, সবাই বাবার বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করে । বাবা আত্মাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান । আত্মা বুঝতে পারে যে, আমরা সবাই ভাই ভাই । এটাকে ভ্রাতৃত্ব ভাব বলা হয় তো, এক ভগবানেরই সন্তান আমরা, তাহলে এত লড়াই - ঝগড়া কেন? সবাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকো । অনেক ধর্ম, অনেক মত আছে, আর প্রধান কথা তো রাবণ রাজ্যে লড়াই - ঝগড়া চলতে থাকে । কেননা এই রাজ্যে বিকারের প্রবেশ অবাধ । কাম বিকারের জন্য তো কত লড়াই ঝগড়া হয় । এমন কত রাজারা লড়াই করছে । কামের জন্য খুব লড়াই হয় । কত খুশী হয় । কারোর সাথে এমনও লড়াই ঝগড়া হয় যে তাকে মেরে ফেলা হয় । কাম মহাশত্রু । যাদের রাগ আছে তাদের কাম মহাশত্রু । যাদের ক্রোধ আছে তাদের ক্রোধী বলা হয় । লোভাতুরকে লোভী বলা হয় । কিন্তু যে কামনাকারী, তাদের অনেক নাম আছে । বলা হয় অমৃত ছেড়ে বিষ পান করেছো কেন? শাস্ত্রে "অমৃত" নাম লিখে দিয়েছে । দেখানো হয়েছে সাগর মন্ডন করে অমৃত পাওয়া গেছে । সেই ঘট(কলস) লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছে । কত কাহিনী আছে । এই সমস্ত কিছুই মধ্য সবচেয়ে বড় কথা এবং সর্বব্যাপী কথা আছে, যা কিনা, গীতার ভগবান কে? আর পতিত পাবন কে? প্রদর্শিত মুখ্য চিত্রনাট্যে এই সব বোঝানো হয় । পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর, আর তার থেকে নির্গত জ্ঞানের গঙ্গা, নদী অথবা সাগর কি হয় । কত ভালো ভালো কথা বোঝানো হয় । বাবা বসে বসে বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের কে পবিত্র বানিয়েছেন? বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে কে সংশোধন করে দেবেন? সেই পতিত- পাবন কখন আসবেন? এই খেলা কেউ জানে না । বাবাকে তো বলাই হয়, সে জ্ঞান দীপ্ত , আশীর্বাদক, শান্তি দাতা । গানও আছে, বিড়ম্বনাকে কে শুধরে দেন একজনই... । এটা তো বোঝাই যায় যে রাবণই

সবসময় বিগড়ে দেয় আমাদের । এই খেলা হার - জিতের । তোমরা তো জানই যে রাবণকে, ভারতবাসীরা বছরে বছরে পুড়িয়ে দেয় । ইনি ভারতের শত্রু । ভারতেই খালি পোড়ানো হয় । কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কবে থেকে রাবণকে পোড়ানো হয়? তাহলে সে বলবে যে, এটা তো অনাদি কাল থেকে শুরু হয়েছে । যখন থেকে সৃষ্টি শুরু হয়েছে । শাস্ত্রে এই সব পড়া (সার) মুখ্য রূপে আছে, অনেক কাল আগে থেকেই ছিলো । মুখ্য ভুল হলো ঈশ্বরক সর্বব্যাপী বলা । বাবা তো এটা বলেন না, এটা কার ভুল! এটা তো নাটকের মধ্যে গাঁথা আছে । জেতা- হারার খেলা । মায়ার কাছে হারলেও হারা, মায়ার কাছে জিতলেও জেতা । মায়ার কাছে কেমন করে হারা হয় সেই সব বোঝানো হয়েছে । অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চালনা করে, এক সেকেন্ড ও এদিক ওদিক হয় না। রাম রাজ্যের স্থাপনা হয়, তখন রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয় । সমস্ত কিছু নিজের সময়ানুযায়ী চলতে থাকে । সত্য যুগে তো লক্ষ্য হয় না সেখানে বুদ্ধ ধর্মের অংশ হয় । লেখা পড়া জানা লোকদের বুদ্ধিতে থাকে, লন্ডন এদিকে আর আমেরিকা ওদিকে। পড়াশোনা করলে বুদ্ধির তাল খুলে যায় । রশ্মি আসে, একে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয় । বুদ্ধজনেরা অনেক কথা বুঝতে পারে না । এদেরকে একটা প্রধান কথা ধারণা করে নিতে হবে । যা অন্তিম কালে কাজে আসবে । মনুষ্যগণ তো অনেক শাস্ত্র পড়ে । কিন্তু শেষে একটা কথা বলতে বলা হয় যে, রাম রাম বলো । এমন বলা হয় না যে, বেদ পড়ো, শাস্ত্র পড়ো, কিন্তু শেষে বলে যে, রামকে স্মরণ করো । বেশিরভাগ সময় যিনি, যে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন অন্তিম কালে তার ওই সব স্মরণ এসে যায় । এখন বিনাশ তো সবার হবেই । তুমি তো জানো কাকে স্মরণ করতে হবে? কেউ কৃষ্ণকে, কেউ আপন গুরুকে, স্মরণ করবে । কেউ নিজের দেহ সম্পর্কিত কাউকে স্মরণ করবে । দেহ কে স্মরণ করলে তো সব খেলা সমাপ্ত । এখানে একটাই কথা বোঝানো হয় যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। চার্ট বানিয়ে রাখো, কতটা স্মরণ করলে । যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হয়ে যাবে । এমনও হয় না যে, খালি গঙ্গা স্নান করলেই পবিত্র হয়ে যায় । আত্মার ব্যাপার আছে । আত্মা পতিত হয়, আবার আত্মাই পবিত্র হয় । বাবা তো বুঝিয়েছেন - আত্মা একটা নক্ষত্র রূপ বিন্দু । ব্রহ্মকুটির মধ্য স্থানে থাকে । বলা হয় নক্ষত্র রূপ আত্মা অতি সূক্ষ্ম । তোমরা বাচ্চারা এই সব বুঝতে পারছো। বাবা বলেন যে, আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । তার পর উনি কল্প শব্দটা ছেড়ে যুগে যুগে কথা ব্যবহার করেছেন । মনুষ্যগণ তো এটা উল্টো বুঝেছে । আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । ঘোর অন্ধকারময় আর আলোয় আলোকিত যুগের সঙ্গমে আসি। বাদবাকি যুগে যুগে আসার দরকার নেই । সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় আসি। যখন পুরো ৮৪ জন্মের সিঁড়ির ধাপ নামা হবে, তখন বাবা আসেন । এই জ্ঞান সম্পূর্ণ জগতের জন্য দেওয়া হয়েছে । সন্ন্যাসীরা বলেন যে এই সব চিত্রপট সবটাই কল্পনা । কিন্তু কল্পনার কোনও ব্যাপার নেই । এটা সবাই কে জানানো হচ্ছে । না হলে মানুষরা কেমন করে বুঝতে পারবে । এই কারণেই এই সব চিত্রপট বানানো হয়েছে । এর প্রদর্শন দেশ দেশান্তরে হয়ে থাকে । বাবা বলেন, অনেক ভারতীয় সন্তান আছে, তারা তো আমারই সন্তান, তাই না? এখানে অনেক ধর্মের উৎস (সম্মেলন) আছে । বাবা বোঝাচ্ছেন - এরা সব কাম - চিন্তার চিতায় বসে দন্ধে মরছে । সত্য যুগে যে প্রথমে আসে, সেই আবার দ্বাপর যুগে কাম- অগ্নিতে দন্ধেছে । এই জন্য কালো বর্ণের হয়ে গেছে । এখন তো সবার সদগতির সময় । তুমি নিমিত্ত তৈরি হচ্ছে । তোমার পরে সবার সদগতি করতে হবে । বাবা কত সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন । বাবা বলছেন যে, কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণে রাখো । আত্মাই দুর্গতির শিকার । আত্মা পতিত হলে শরীরও তেমনি পাবে । আত্মাকে পবিত্র বানানোর রীতি বাবা খুব সহজ ভাবে বলেছেন।

ত্রিমূর্তির চিত্রে ব্রহ্মার ছবি দেখে মানুষ তো আশ্চর্য হয়ে যায়, এনাকে ব্রহ্মা কেন বলা হয় । ব্রহ্মা তো সৃষ্টলোকের অধীশ্বর । ইনি এখানে কোথা থেকে এলেন । এই মহাশয় তো খুব নামকরা ছিলেন। সব সংবাদপত্রে খবর ছিল, এক জহরী, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে দাবি করেছেন । এবং ১৬১০৮ জন রানি চাই । খুব গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাকে তাড়ানোর জন্য । সব একে একে দাড়িয়ে গেল, যে কে তাকে মারবে । এত মানুষ আছে । তবুও আবুতে যখন কেউ যায়, তাহলে তাকে সঙ্গে কথা জিজ্ঞেস করা হয় যে, ব্র. কু দের কাছে যাচ্ছ! ওরা তো যাদু(বশ) করে দেয় । স্ত্রী, পুরুষদের ভাই, বোন বানিয়ে দেয় । বড় বড় কথা বলে আর মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন, তোমরা আমায় "জ্ঞানের সাগর" অলমাইটি অথরিটি (Allmighty Authority) বলো। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি ("World Allmighty Authority") অর্থাৎ সর্বশক্তিমান । যিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের আদি অন্ত জানেন । বড় বড় বিদ্বানদেরকেও অথরিটি বলা হয় । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি (World Allmighty) অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান । যিনি সব বেদ শাস্ত্র পড়েছেন । তারপর বেনারস গিয়ে উপাধি (টাইটেল) নিয়ে আসেন । যেমন মহামহোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী ১০৮ সরস্বতী, ইত্যাদি। এই সব উপাধি ওখানে সব পাওয়া যায় । যিনি খুব বড় বিদ্বান তাকে তত বড় উপাধি দেয়া হয় । শাস্ত্রে জনক রাজার ব্যাপারে বলা আছে । উনি বলছেন যে, কেউ আমাকে সত্য ব্রহ্মজ্ঞান কি? তা আমাকে জানান । তবে ব্রহ্ম জ্ঞান তো নেই । সমস্ত ব্যাপার তো এখানকার। গল্প কথা সবকিছু বড় করে দিয়েছে । শঙ্কর পার্বতীর কথোপকথন গল্পকারে লেখা হয়েছে। কত কাহিনী লেখা হয়েছে । শঙ্কর, পার্বতীকে যে সব কথা বলেছেন, বাস্তবে শিব এর ছিলো, শিব ওই কথোপকথন গুলোকে শঙ্কর আর পার্বতীর নাম দিয়েছেন । ভাগবত ইত্যাদি তে যা আছে সেই সব এই সময়ের কথা । আবার গল্পে বলা হয়েছে, ওনার খেয়াল হলো - - রাজাকে এই জ্ঞান দিয়ে দিই । বাবাও বোঝাচ্ছেন - - রাজাদের জ্ঞান দাও । তুমি সূর্যবংশী ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী হয়েছে। তোমার রাজধানী হারিয়ে গেছে । আবার যদি সূর্যবংশী রাজধানী নিতে হয়, তাহলে পুরুষার্থ করো । রাজযোগ শেখাবেন বলে বাবা এসেছেন । তাহলে এসো, বেহদের (অলৌকিক) স্বরাজ নাও । রাজাদের কাছে অনেক চিঠি পত্র জমা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সমস্ত তো রাজা পান না । ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারি চিঠি পত্র দেখেন । কত চিঠি ফেলে দেয়া হয় । যেটা তে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে সেটা রাজাকে দেখানো হয় । বলা হয়, অষ্টাবক্র মুনি জনক রাজাকে মুহূর্তের মধ্যে জীবন মুক্তির সাফাৎ করিয়ে ছিলেন । এই সব এখনো আছে । এখন বাবা কত সুন্দর করে তোমাদের বোঝান । যে বোঝবার না, সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে । বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন যে এর বুদ্ধিতে কিছু ঢুকবে না । বাবা চারপাশে নজর রাখেন - - সবাই ভালো করে শুনছে তো? এদের মন কোথায় ঘুরছে, ক্লান্ত থাকে । বুদ্ধিতে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে তো ঝটকা(ধাক্কা) লাগবে । লোকসান হয়ে যায় । করাচী তে এই রকম বাচ্চাদের ভাড়া (সংশোধনাগার) ছিল । কারোর যদি ঝটকা লাগত তো তৎক্ষণাৎ বার করে দেওয়া হত। নিজেরাই বসতো । বাইরের কেউ বসাতো না । প্রারম্ভে এদের অনেক বড় পার্ট চলত । অনেক বড় ইতিহাস আছে । প্রথম প্রথম বাচ্চারা খুব ধ্যানের মধ্যে থাকতো । এখনো অবধি বলা হয় যে ওই সব যাদুর মতো ছিলো । পরমপিতা পরমাত্মাকে যাদুকর বলা হয়, তাই না? শিববাবা দেখছেন যে, এদের খুব প্রেম ভাব আছে, দেখা মাত্র ধ্যান মগ্ন হয়ে যায় । বৈকুণ্ঠে তো ভারতবাসী খুব আদরের । কেউ মারা গেলে বলা হয়, বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে গেল, স্বর্গ বাসী হলো । এই সময় এখানে নরক হয়ে আছে । সব নরকবাসী । তবেই তো কেউ মারা গেলে বলা হয় যে, সে স্বর্গ বাসী হয়েছে । কিন্তু স্বর্গে তো কেউ যায় না । এখনো অবধি তুমি জানো যে, আমরা স্বর্গ

বাসী ছিলাম । তার পর আবার ৮৪ জন্মের জন্য নরকবাসী হয়ে গেছি । এবার বাবা আবার স্বর্গ বাসী বানাচ্ছেন । স্বর্গে তো রাজধানী আছে । রাজধানীতে অনেক পদ আছে । পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে । তোমরা জানো যে মাশ্মা আর বাবা ভবিষ্যতে লক্ষী নারায়ণ হবেন । এখন পুরুষার্থ করছেন । এই কারণে বলা হয়, মাশ্মা বাবাকে অনুসরণ করো । তারা যেমন করেন, তেমন তুমিও করো । এটা স্মরণে রাখো । স্ব-দর্শন চক্র ধারী হয়ে যাও । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর বাবার বর্সাকে (অধিকার) স্মরণে রাখো । ত্রিকালদর্শী হও । তুমি তো সমস্ত চক্রের জ্ঞানে আছো । অন্যদেরও বোঝাতে থাকো । এই সেবারতর কাজে তৎপর থাকো । । এই সেবারত করতে থাকলে অন্য কিছু কাজ কর্ম মনে আসবে না । আচ্ছা!! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুড মর্নিং, রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সার :-

১) সত্যযুগে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে মাশ্মা ও বাবাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে । তাঁদের মতো পুরুষার্থ করতে হবে । সেবা কাজে তৎপর হতে হবে । একাগ্র মনে পড়াশোনা করতে হবে ।

২) স্মরণীয় ধারণার ঠিক তালিকা তৈরি করতে হবে । নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । দেহ বা দেহধারীদের ভুলতে হবে ।

বরদান :- স্বার্থ শব্দের অর্থ জেনে সর্বদা এক মনোভাবাপন্ন পরিস্থিতিতে স্থির হওয়ার জন্য সহজ পুরুষার্থী ভবঃ(হও) !

আজকাল যে দুই, একজনের মধ্যে প্রেম, স্নেহ ভালোবাসা আছে, তা কিন্তু স্নেহ বশতঃ নয়, তার মধ্যে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে । স্বার্থের জন্য যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসায় কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই । এই জন্যই স্বার্থ শব্দের অর্থ বোঝা অর্থাৎ প্রথমে " স্ব " এর " রথ " কে স্বাহা (ত্যাগ) করে দাও । এই " স্বার্থ " কে ত্যাগ করে দিলে বিশিষ্ট হয়ে যায় । এই একটা শব্দের অর্থ জেনে কি করতে হবে বুঝতে পারলে, সর্বদা একাগ্র ও এক মনোভাবাপন্ন হয়ে যায় । এটাই সহজ পুরুষার্থ ।

স্লোগান :- ফরিস্তা স্থিতিতে থাকলে কোনো প্রকার বিদ্ব প্রভাব বিস্তার করতে পারে না ।

পিতা এবং সন্তানদের রুহানী মিলন

রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করছেন । এই রুহানী মেলা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই পালন করতে পারো। একমাত্র রুহানী বাবার সঙ্গে এই সপ্তমের সময়েই এই মেলার আনন্দ প্রাপ্ত করো। তোমরা সবাই দীপাবলি উৎসবের মেলায় এসেছ তো ? মেলায় এক হয় পালন করা , দ্বিতীয় হল একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় , তৃতীয় হল কিছু নেওয়া, কিছু দেওয়া, চতুর্থ হল খেলাধুলা করা। তোমরা সকলেই এই চারটি কথাই পূর্ণ করেছ। মেলায় তো এসেছ কিন্তু পালন করা অর্থাৎ সদা অবিনাশী উৎসাহে ভরা , আনন্দে ভরা জীবনে সদা থাকার দৃঢ় সঙ্কল্প করা । এই রুহানী মেলায় আনন্দ অনুভব করা , অবিনাশী উৎসব পালন করা, এক দুই দিনের জন্যে নয় , সপ্তমযুগ হলই সদা কালের উৎসব অর্থাৎ উৎসাহে বৃদ্ধি করে এই যুগ। তাহলে দীপাবলী যায়নি, বর্তমান সময় হল দীপাবলী । নতুন বছর সদাকালের জন্যে । প্রতিটা মুহূর্ত তোমার জন্যে নতুন । যেমন নতুন বছরে সেই দিন বিশেষ নতুন বস্ত্র , নতুন শৃঙ্গার , নতুন উৎসাহ এবং বিশেষ খুশীর দিন ভেবে সকলকে অভিনন্দন জানাও , মুখ মিষ্টি করাও , তেমনই তোমাদের অর্থাৎ রুহানী বাচ্চাদের জন্যে সপ্তমযুগের প্রতিটা দিন হল অভিনন্দন জানাবার আর সর্বজনের প্রতি সদাকালের জন্যে মিষ্টিমুখ করানোর সময়। এইরূপ সদা উৎসাহে থাকা আর অন্যদেরও উৎসাহিত করা । মুখে সদা মিষ্টি কথা , এই হল মিষ্টিমুখ হওয়া আর অন্যদেরও মিষ্টি কথা দ্বারা , মিষ্টি বাবার স্মৃতি জাগানো , মিষ্টি সম্বন্ধে জুড়ে দেওয়া , এই হল মিষ্টি মুখ করা। তাহলে সদা মিষ্টি মুখ রয়েছে ? মিষ্টি কথার মিঠাই সদা তোমার মুখে রয়েছে আর সদা অন্যদেরও খাওয়াচ্ছে তো। প্রতিদিন শ্রেষ্ঠ স্থিতি অর্থাৎ প্রতিদিন নিজের মধ্যে নতুনত্ব ধারণ করছে তো। সেকেন্ড পার হল আর নতুন স্থিতি । এক সেকেন্ড পূর্বে যেমন স্থিতি ছিল পর সেকেন্ডে চড়তি কলা বা আরোহণ কলার অনুভূতির কারণে সদা শ্রেষ্ঠ বা নতুন হয়। তাহলে স্থিতি ধারণ করা অর্থাৎ নতুন বস্ত্র ধারণ করা। সত্যযুগে তো স্তূল রূপে সদা নতুন ড্রেস বা পোশাক পরবে , বিশ্ব মহারাজন বা রাজ্যবংশী পুরনো ড্রেস পরবেনা। তাহলে এই সংস্কার এখান থেকেই রাজ্য অধিকারী আত্মাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিটি মুহূর্তে নতুন স্থিতি এবং প্রতিটা সময় বাপ-দাদা দ্বারা জ্ঞান , বিজ্ঞান দ্বারা নতুন শৃঙ্গার চলছে । যেমন সবচেয়ে বেশী সম্পত্তিবান , সদা নতুন শৃঙ্গার করবে। তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পন্ন বাবা তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পন্ন বাচ্চাদের রোজ নতুন শৃঙ্গার করেন কিনা! তাহলে রোজ নতুন বছর হল কিনা ! নতুন বস্ত্র, নতুন শৃঙ্গার , নতুন উৎসব অর্থাৎ উৎসাহী এবং সদা মুখ মিষ্টি । নিরন্তর মুখে মিষ্টি সেইজন্য বাবাও রোজ কি বলেন ? মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই কথা পাক্সা স্মরণে রয়েছে তো। বাবাও বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা আর বাচ্চারা কি বলে ? (মিষ্টি বাবা) তো মুখে কি হল? তো রোজ নতুন বছর হল কিনা! নতুন বছর অর্থাৎ নতুন মুহূর্ত হয়ে গেল। তাহলে এইরকম পালন করেছ? নাকি উৎসব গেল তো উৎসাহও চলে গেল? এমন অল্পকালের পালন করোনি তো । এখানে রুহানী মেলা অর্থাৎ অবিনাশী মেলা , দ্বিতীয় কথা হল মেলায় মিলন বা মিলিত হওয়া । তো রুহানী মিলন অর্থাৎ মিলিত হওয়া অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া । এইসব শুধুমাত্র গলায় মিলন নয় কিন্তু গুণের মিলন , সংস্কার মিলন। মিলন অর্থাৎ সমান হওয়া , সেইজন্য সংগের রঙের কথা গায়ন আছে। এমনভাবে রুহানী মেলায় মিলিত হয়েছ? নাকি শুধুমাত্র হাত মিলিয়েছ আর গলায় মিলেছ ? গুণের মিলন বা

সংস্কারের মিলন তো সদাকালের জন্যে রয় কিনা ? প্রতিদিন মিলনে থাকতে হবে। তাহলে চেক করো মেলায় এসে এমন মিলন পালন করেছ?

তৃতীয় কথা হল - নেওয়া আর দেওয়া। লৌকিক মেলায় পয়সা দিয়ে জিনিস নেবে। কিছু তো নেবেই। আর নেওয়ার আগে দিতেও হবে। তাহলে সদা-ই নাও কি? একে অপরের সদা বিশেষত্ব বা গুণ নিয়েই থাকো। সদা নাও কিনা ? যখন নাও অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করো। তো যখন বিশেষত্ব ধারণ করবে তো তার বদলে সাধারণ ভাব স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে। গুণ ধারণ করলেই সেই গুণের ধারণার দুর্বলতা স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তো এটাই দেওয়া হয়ে গেল। তাহলে গুজরাট নিয়েছে আর দিয়েছে তো! দেওয়া - নেওয়া করেছে তো ? এই দেওয়া -নেওয়া প্রতি মুহূর্তে চলছে ,চলবে। প্রতি মুহূর্তে নিষ্ছা আর দিষ্ছা কেননা নেওয়ার সাথেই দেওয়া ফিচ্ছ আছে। তো দেওয়ার সময়ে মুক্ত হস্ত নাকি কৃপণ ? মুক্তহস্তে দাও তো ? আর দিচ্ছাই বা কি? যাকিছু ব্যর্থ সেইসব বস্তুই তো দিচ্ছা।

বাবা আসেনই তখন যখন সব বাচ্চারা সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে যায়। না থাকে দৈহিক শক্তি , না মনের শক্তি , না ধনের শক্তি। দেহের শক্তিতে রিক্ত - এর স্মারিকা হল শিবের বরযাত্রা কিরকম দেখানো হয়েছে? আর মনের শক্তির সমাপ্তির স্মারকচিহ্ন হল - " সদাকালের আহ্বান "। প্রতিদিন আহ্বান করতেই থাকে তাইনা ! ধনের শক্তির রিক্ততার চিহ্ন হল এখন যা একটু আধটু সোনা রয়েছে সরকারের নজর তার উপরেও আছে। ভয়ে ভয়ে সোনা ব্যবহার করে। যদিও বা ধন আছে তার নাম হল কি ? কালো ধন। যত বিশাল হবে ধনবানের নাম , তার ৯০% ব্ল্যাকম্যানি থাকবে। তাহলে নামের জন্যে ধন আছে নাকি কাজে লাগানোর জন্যে ? তাই যখন সব দিক থেকেই রিক্ত হয়ে যাও শুধুমাত্র সুদামার এক মুঠো চাল সম পরিস্থিতিতে এসে পড়ো তখন বাবা আসেন। শুকনো চাল খেলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে। শুধুমাত্র শুকনো চাল দাও তোমরা আর তার বদলে কি কি নাও ? সর্বগুণ , সর্বশক্তি , সর্ব খাজানা। ৩৬ প্রকারের চেয়েও ভ্যারাইটি , তো নিয়েছ নাকি দিয়েছ ? মাটি যুক্ত শুকনো চাল এনে দাও তোমরা। মাটির স্মৃতিই তো থাকে তাইনা ! এখন তো পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু যখন বাবার কাছে এসেছিলে তখন মাটি যুক্ত তো ছিলে। মাটিকে দেখতে, মাটি দিয়ে খেলতে , আরও কি কি করতে। এখন রক্ত দিয়ে খেলছো। তাই নেওয়া আর দেওয়া সর্বদা চলতেই থাকবে। দিতে হবে মাটি যুক্ত শুকনো চাল তাতেও অনেক বাচ্চারা কত মান-অভিমান করে। আজ বলবে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু সুদামার মতন তারাও সাইডে লুকিয়ে রাখে। বাবা তো নিতে পারেন কিন্তু যে দিচ্ছ তার ভাগ্য তৈরী হচ্ছে কি? যদি কেড়ে নেওয়া হয় তবে দিয়ে প্রাপ্তির ভাগ্যে ঘাটতি রয়ে যাবে। এক গুণ দিয়ে পদ্মগুণ নেওয়া। তাহলে বুঝলে নেওয়া-দেওয়া আসলে হল কি !

যখন এমন মিলন, মেলা এবং নেওয়া-দেওয়া হয় তখন কি হয়? সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে খেলা করা হয়। সর্বদা অতিন্দ্রীয় সুখের দোলায় দোল খাওয়া হয়। তাহলে এমন মেলা পালন করেছ? এই রুহানী মেলা সদা পালন করো। আর এই মেলা হল প্রতিদিনের মেলা। বুঝেছো - আচ্ছা।

এমনভাবে প্রতি সেকেন্ড মেলায় মেতে রয়, সর্বদা নিজের এবং সর্বজনের মিষ্টিমুখ করে , সর্বদা নবীন রূপে উৎসাহী হয়ে চলে অর্থাৎ সর্বদা উৎসব পালন করে , প্রতি সেকেন্ড আরোহণ কলায় নতুন

স্থিতি অর্থাৎ নতুন বস্ত্রধারী হয়ে থাকে , নতুন শৃঙ্গারে সুসজ্জিত থাকে, সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে খেলা করে , এমন রুহানী মেলায় মত্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

যুগলদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :-

নিজের বিশেষত্ব জান কি? এই গ্রুপের বিশেষত্ব কি? এই গ্রুপ সন্ধ্যাসী , মহাত্মাদেরও মাথা নোয়াতে বাধ্য করে। সন্ধ্যাসী অর্থাৎ আজকালকার মহান আত্মাবৃন্দ । তো আজকালকার মহাত্মাদেরও নিজ জীবনের উদাহরণ দ্বারা বাবার পরিচয় দিতে পারো তোমরা । এই বিশেষত্বকে সদা স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ নিলে প্রতিটি কর্ম উদাহরণ স্বরূপ চরিত্রে পরিণত হবে। যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে বর্ণনা করো কিনা । এখানে মধুবনে ব্রহ্মাবাবার চরিত্র ভূমি ভেবেই তো আসো তাইনা ! তাহলে যেমন ব্রহ্মাবাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে বিখ্যাত হয়েছে কেননা কর্ম হল শ্রেষ্ঠ , তেমনই এই গ্রুপের বিশেষত্ব হল প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে সম্পন্ন করে কারণ অলৌকিক পিতার সন্তানেরা সকলেই হল অলৌকিক । ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের হল অলৌকিক সম্বন্ধ । অলৌকিক পিতা , অলৌকিক বাচ্চারা আর অলৌকিক কর্ম । অলৌকিক কর্মকেই চরিত্র বলবে । তো সারাদিন অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে প্রত্যক্ষ হোক, সাধারণ নয় অলৌকিক হোক। অলৌকিক জীবনের অধিকারী যারা তাদের সাধারণ কর্ম হতে পারেনা।

সকলের গাড়ির দুই চাকাই ঠিক চলছে তো? কখনও কোনো চাকা নীচে উপরে তো হয় না? একটি চাকা আগে অন্যটি পিছনে চলে এমন হয়না তো? তোমাদের সকলের এই বিশেষত্বই হোক যে একে অপরের থেকে এগিয়েও চলো আবার একে অপরকে এগিয়ে চলায় সাহায্যও করো । একে অপরকে এগিয়ে যেতে সহযোগী হওয়া মানেই হল এগিয়ে চলা। এমন নয় আমি হলাম পুরুষ আর অন্যজন ভাববে আমি হলাম শক্তি । যদি তোমরা শক্তি হও তবে তারাও হল পান্ডব , কোনো অংশে কম নয় দুই পক্ষই। দুজনেই হলে বাবার সহযোগী সেইজন্য পান্ডব এগিয়ে নাকি শক্তির এগিয়ে বলা কঠিন । শক্তিদেব এইজন্য ঢাল বলা হয় কারণ তারা নিজেদের অনেক সময় ধরে নীচে ভেবে এসেছে তাই তাদের নেশা বাড়াতে আগে রাখা হয়েছে । শক্তিদেব আগে রাখলে পান্ডবদের অনেক লাভ রয়েছে । শক্তি পিছনে থাকলে তোমাদেরও পিছনে টানবে কেননা শক্তিদেব কাছে আকর্ষণ শক্তি রয়েছে সেইজন্য শক্তিদেব আগে করা মানে হল তোমাদের আগে হওয়া । এমনিতেও শক্তির হল পান্ডবদের ঢাল। পান্ডব কোথাও এমন ভাষণ দিলে ডান্ডা খেয়ে যাবে । গীতা পাঠশালা খুললে বলা হয় বোনদের পাঠাও। মাতা হলেন গুরু সেইজন্য মাতা স্বরূপে বিশ্বাসের ভাবনা সহজে আসে। ব্রহ্মাবাবাও ব্যাকবোন ছিলেন আর শক্তিদেব আগে করলে তোমরাও হলে ব্রহ্মাবাবার সমজিঙ্গ। তাহলে যেমন বাবা শক্তিদেব আগে রেখেছিলেন তবে সফল হয়েছিলেন তেমনই তোমরাও শক্তিদেব আগে রাখো তবেই সফলতা প্রাপ্ত করবে।

প্রবৃত্তিতে কোনোরকমের মনোমালিন্য নেই তো? কখনও বাসনে , বাসনে ঠোকাঠুকি তো হয়না ? কারণ কোনোরকম আওয়াজ হলে কি বলা হবে? ভগবানের সন্তান হয়ে কিনা বাসনে , বাসনে টক্কর লাগে ! এমনিতেও বাসনে, বাসনে লাগলে আওয়াজ তো হবেই কিন্তু এখানে আওয়াজ হবেনা কারণ মধ্যস্থানে বাবা রয়েছেন । যেখানে বাবা এসে পড়েন মধ্যস্থানে সেখানে কি আওয়াজ হবে? যখন বাবাকে মধ্য থেকে কিনারায় সরিয়ে দাও তখনই টক্কর হয় , আওয়াজ হয়। তো সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকো কিনা! বাবা সঙ্গে থাকলে কোনো কথা হলেও ঠিক হয়ে যাবে। যেমন কোনো দুইজনের কথায়

তৃতীয় জন প্রবেশ করলে কথা শেষ হয়ে যায় তাইনা ! তেমনই বাবাকে মধ্যে রাখলে কথা বাড়বেনা , বরং ফয়সালা হয়ে যাবে।

প্রবৃত্তিতে থেকেও সর্বদা দৈহিক সম্পর্ক থেকে নিবৃত্ত থাকো, তবেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের পাট প্লে করতে পারবে। আমি হলাম পুরুষ , সে হল স্ত্রী , এইরূপ ভান যেন স্বপ্নেও না আসে। আত্মা হল ভাই - ভাই তবে স্ত্রী-পুরুষ কোথা থেকে এলো? যুগল তো আপনি এবং বাবা , তাহলে সে আমার যুগল - এই কথা কিভাবে বলা যেতে পারে? শুধুমাত্র নিমিত্ত মাত্র সেবা অর্থে এই লৌকিক জুটি , বাকি কস্মাইন্ড রূপ তো হল আপনার এবং বাবার । তবুও বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন , হিন্মতের বা সাহসের জন্যে । সাহস রেখে আগে চলছো আর চলতে থাকবে । এই সাহসের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ।

কুমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :-

নিজেকে সর্বদা রাজশ্বশি ভাবো কি? অধিকারী আর শ্বশি অর্থাৎ তপস্বী । নিজের রাজস্ব প্রাপ্ত হলে স্বতঃতই তপস্বী রূপে পরিণত হয় কেননা যখন নিজের রাজস্ব হয় তখন স্বয়ংকে আত্মা ভাবলে বাবার আপন হলে , এই কর্মই তপস্যা স্বরূপ হয়ে যায়। আত্মা বাবার আপন হলেই তপস্বী রূপে পরিণত হয়। তো রাজস্ব এবং শ্বশি একত্রে । তো সবাই স্বরাজ্য অধিকারী স্বরূপে পরিণত হয়েছ? কোনো কর্মেন্দ্রীয় যেন নিজের দিকে আকৃষ্ট না করে, সদা যেন বাবার দিকে আকৃষ্ট হয় । কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুর দিকে যেন আকর্ষণ না যায়। এইরূপ রাজ্য-অধিকারী তপস্বী কুমার হয়েছ ? একেবারে বিজয়ী কারণ বায়ুমন্ডল তো কলিযুগী কিনা আর সঙ্গও রয়েছে হংস এবং বকপাখির । এমন পরিবেশে থেকে স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে থাকলেই সুরক্ষিত থাকবে। দুনিয়ার ভাইব্রেশনের আকর্ষণ একটুও যেন না থাকে। কোনো কমপ্লেন নেই সর্বদা কমপ্লিট । কুমারদের কমপ্লেন প্রাপ্ত হয়। কুমাররা যদি বিজয়ী হয় তো সবচেয়ে মহান তারা কেননা গভর্নমেন্টও ইয়ুথকে অগ্রসরের সুযোগ দেয়। তাতেও কুমারদের সংখ্যা বেশী থাকে। কুমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কারণ শক্তি অনেক আছে । কিন্তু সেই শক্তি ব্যর্থ যায়না তো ? সংকল্প এবং স্বপ্নে বাবা ছাড়া আর কেউ নয় তবে বলা হবে একনম্বর কুমার। কুমার নির্বিল্প হলে সকলকে নির্বিল্প করতে পারে। কুমারদের টাইটেল হলই বিদ্ব-বিনাশক । কোনোরকমের বিদ্ব - মন্সা , বাচা , কর্মণা কোনোরকম বিদ্বের বশীভূত যাতে না হয় তাই টাইটেল হল বিদ্ব-বিনাশক । গণেশ তো বাচ্চা হল কিনা । তাই তোমাদের স্মারকচিহ্ন রূপে বিদ্ব-বিনাশক নাম প্রসিদ্ধ রয়েছে । প্র্যাক্টিকলে হয়েছ তবেই তো স্মৃতিচিহ্ন হয়েছে । বিদ্ব-বিনাশক হলে স্বতঃতই মন্সা দ্বারা সেবা হতেই থাকবে । বায়ুমন্ডলও নির্বিল্প হয়ে যাবে। যেমন তত্ত্ব দ্বারা সীজেন চেনজ হয় তেমনই বিদ্ব-বিনাশক বাচ্চাদের দ্বারা বায়ুমন্ডল বদলে যাবে। তো চারিদিকে বিদ্ব-বিনাশকের ডেউ ছড়িয়ে যাক। সর্বদা এই কথাই স্মৃতিতে থাকুক যে আমাদের বিজয়ী বায়ুমন্ডল বানাতে হবে। যেমন সূর্য স্বয়ং শক্তিশালী হয় বলেই নিজের শক্তি দ্বারা চারিদিক প্রকাশিত করে , তেমনই শক্তিবান হও। কুমারদের কোনো কাজতো নিশ্চয়ই চাই , কুমার ফ্রী থাকলে থিটখিট হয়ে যাবে। কুমার বিজি থাকলে স্ব এর কল্যাণ , বিশ্বেরও কল্যাণ । তাই বিদ্ব-বিনাশক রূপে বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করতে বিজি থাকো। নিজের বিশেষত্ব গুলি কাজে লাগাও। এক-এক জন কুমার অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মহাবীর রূপে অর্থাৎ মূর্ছিতকে সুরজিৎ করতে পারে। তো সর্বদা নিজের এই অকুপেশানকে স্মরণে রাখো। যেমন লৌকিক অকুপেশানকে ভুলে যায়না

কেউ তেমনই এই অলৌকিক অক্যুপেশনও যেন সর্বদা স্মরণে থাকে। সঙ্গমযুগেই বাবা প্রদত্ত টাইটেলের স্মৃতিতে থাকো। টাইটেলের স্মৃতি এলেই স্বতঃতই গুণান এবং গুণান - দাতা দুজনেরই স্মৃতি রইবে।
আম্হা ।

বরদান :- নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বান দ্বারা আবাগমনের (আসা-যাওয়ার) চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে এমন লাকি সিতারা বা ভাগ্যশালী নক্ষত্র ভব।

এবারে নিজের সম্পূর্ণ স্থিতি এবং সম্পূর্ণ স্বরূপের আহ্বান করো তাহলেই সেই স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকবে ফলে এই যে কখনও উঁচু স্থিতি , কখনও নিচু স্থিতিতে যে আসা-যাওয়ার (আবাগমনের) চক্র চলে , বার বার স্মৃতি -বিস্মৃতির যে চক্রে আসা-যাওয়া করো , সেইসব চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা জন্ম-মরণের চক্র থেকে মুক্তি চাইছে আর তোমরা ব্যর্থ বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে উজ্জ্বল লাকি সিতারা অর্থাৎ ভাগ্যশালী নক্ষত্রবিশেষে পরিণত হও।

স্লোগান :- কোনোৱকম বিপ্লৱ বশে বশীভূত হওয়া অর্থাৎ হীরায দাগ লাগানো ।